শ্রীমদ্ভাগবতম

প্রথমঃ স্কন্ধঃ

[প্রথম খণ্ড ১—৯ অধ্যায়]

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা-শব্দার্থ, রসবিবৃতি, সরল ব্যাখ্যা

এবং

প্রতি অধ্যায়ের তাৎপর্য্য ও পরিশিষ্টে (দ্বিতীয়খণ্ডে)

শ্রীধর স্বামীর টীকাসম্বলিত

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর

টীকার অনুসরণে

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

দ্বারা সম্পাদিত

কলিকাতা

১৩৩২

[মূল্য ২৲ (দুই) টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

২৪ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

রামকৃষ্ণ-মিশন ছাত্র-নিবাস

৭ নং হালদার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

সেন রায় কোম্পানী

কর্ণওয়ালিস্ বিলডিংস্ (ঠনঠনিয়া চৌমাথা)

কমলা বুক ডিপো

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার।

মনমোহন লাইব্রেরী

২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার

কাত্যায়নী মেসিন প্রেস

৩।১ নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

এই টীকা প্রণয়নে একটু বিশেষত্ব আছে; এই বিশেষত্বটুকু প্রকাশ করা ত দূরের কথা, সম্পাদক শ্রীগোপাল বাবু আত্ম-পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক হইয়া আপন নামের পিছনে M. A. উপাধিটিও ছাপান নাই। পুস্তক প্রণয়ন তাঁহার ব্যবসা নহে, কিন্তু গত ৩৭ বৎসর যাবৎ তিনি শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বরচিত The Gospels Through Hindu Eyes, নামক একখানি পুস্তকে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত বাইবেলের ধর্ম্মতত্ত্বের সমালোচনা করেন। ঐ পুস্তকখানি বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধীগণের অনেকে সমাদর করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত পত্রাদিতে শ্রীমদ্ভাগবতের গভীর ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের মাধুর্য্য দ্বারা শ্রীগোপাল বাবু মুগ্ধ হ'ন। তখন তিনি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর পদে নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ পদের মর্য্যাদা এবং উচ্চ বেতনকেও অগ্রাহ্য করিয়া, পেনসন্ গ্রহণের সময় পূর্ণ হওয়ার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং তদুপলক্ষে সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই টীকাগুলি সেই চারিবৎসরব্যাপী অধ্যয়ন এবং সাধনার ফল।

কিসে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম সাধারণ পাঠকের (মহিলাগণেরও) বোধগম্য হয়, কিসে ভাগবতের উচ্চ আদর্শ আমাদের জীবনকে,

সুধাময় করে, ইহাই নিয়ত সম্পাদক মহাশয়ের লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য টীকার নানাস্থানে মানব-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার আলোচনা দ্বারা শ্লোকের ভাব বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন না এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টাও করেন নাই।

সম্পাদক মহাশয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশক পাঠকবর্গের নিকট নিজ কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে এই কথাগুলি প্রকাশ করিলেন। অনবধানতা বশতঃ মূল পুস্তকে এই কথাগুলি ছাপান হয় নাই, সেইজন্য এই কাগজটুকু সন্নিবিষ্ট হইল।

কলিকাতা
কার্ত্তিক ১৩৩২

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
প্রকাশক (সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী)।

ভূমিকা

নিবেদন—জীবনের সারভাগ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এই অপরাহ্ণকালে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং সেই টীকা আবার সাধারণ সম্মুখে প্রকাশ করা আমার মত লোকের পক্ষে দুঃসাহসের কার্য্য। সেইজন্যই পাঠকবর্গের নিকট গুটিকতক কথা নিবেদন করিতেছি। স্বয়ং শ্রীভগবান্ যেরূপ 'যোগমায়াসমাবৃতঃ' হইয়া আত্মস্বরূপকে প্রচ্ছন্ন রাখেন, সেইরূপ তাঁহার বাঙ্ময়মূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবতও দুরূহ শব্দ এবং তদপেক্ষাও দুরূহ দার্শনিক ভাব দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া আছেন। আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য উদ্দীপনা দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, সেইজন্যই অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কিন্তু শব্দের অর্থ এবং শ্লোকের ভাব বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ আমার মত নৈরাশ্যের যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন।

আমি প্রায় ১৪ বৎসরের অধিক কাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্তই এই দুরূহ গ্রন্থের সারমর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে একদিন এইরূপ নৈরাশ্যের তাড়নায় আমি আবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই। প্রাচীন টীকার প্রতিশব্দসকল যেন কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন ([illegible]z, ideas) বোধ হইয়াছিল, বাস্তব অর্থ-জ্ঞান হয় নাই। ভাগবতের ভাব গ্রহণ করিতে পারিলে, পাঠকের চিত্ত উন্মথিত হয়, কিন্তু আমার মনে সেরূপ কোন প্রকার ভাবেরই উদয় হয় নাই। ভাগবত পাঠ করিয়া তখন আমার কেবল কতকগুলি প্রতিশব্দ, অর্থাৎ বাক্য মাত্র, সম্বল হইয়াছিল এবং ভাবের দারিদ্র্য পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। মনের দুঃখে তখন বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, এই

ভাবে পাঠ, পাঠনামের যোগ্য নয়, ইহা পাঠের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা-মাত্র। তখন আমি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, শ্লোকের সারবান্ শব্দ নিচয়ের ধাতু গ্রহণ করিয়া, বাঙ্গলায় সেই সকল শব্দের অর্থ, এবং আবশ্যক মত, তাহাদিগের ব্যুৎপত্তিও লিখিতে আরম্ভ করিলাম ; সেই সঙ্গে স্বামী এবং বিশ্বনাথের টীকার সার-ভাগও বাঙ্গলায় লিখিয়া ঐ টীকাদ্বয়ের ভাব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

গত চারি বৎসর কাল এইভাবে পুনঃ পুনঃ পাঠের সময় টীকাগুলিও লিখিয়াছি, এবং সংশোধন দ্বারা তাহাদিগকে বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহাতে শ্রীধর এবং বিশ্বনাথের টীকার মর্ম্ম সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয়, সে জন্যও চেষ্টা করিয়াছি। সেই পরিশ্রমের ফলের কিয়দংশমাত্র পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিলাম। অপরাপর অংশের টীকা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

কোন লেখকের টীকার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করা এই সংস্করণ-প্রকাশের উদ্দেশ্য নয়। এ বয়সে স্বভাবতঃই লোকের দৃষ্টি পরপারের আলোকের উপর আবদ্ধ থাকে, প্রতিষ্ঠার দিকে যায় না। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং', এই অসাধ্যসাধন যাঁহার কৃপা-প্রভাবে সম্ভবপর হয়, তাঁহার শরণাগত হইয়া, স্বামিপদে ও মহামতি বিশ্বনাথের পদে আশ্রয় লইয়া, আমার যে পূর্ব্বপুরুষগণ নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং যাঁহাদিগের বংশধরগণ অবিচ্ছিন্নভাবে দেড়শত বৎসরের অধিককাল শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছেন, সেই পূর্ব্বপুরুষগণের চরণ ধ্যান করিয়া আমি এই টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গত চারি বৎসরের আলোচনায় ভাগবতের শ্লোকের অর্থ এবং স্বামিপাদ ও মহামতি বিশ্বনাথের টীকার মর্ম্ম যাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিলাম।

কেহ তৃষাতুর অবস্থায় অমৃতসরোবর দেখিতে পাইলে অপর তৃষাতুর ব্যক্তিকেও সেই সরোবরকূলে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে আমি যে আনন্দটুকু লাভ করিয়াছি, অপরাপর লোকেও সেই অমৃতের আস্বাদ লাভ করুন, এই বাসনাই আমার এই টীকা প্রকাশের প্রধান কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা—পূজ্যপাদ বল্লভাচার্য্য বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক শ্লোকেই যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা 'সমাধির ভাষা'। ভাগবতের প্রথম তিন স্কন্ধ, এবং অপরাংশও ন্যূনাধিক পরিমাণে দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বসকলের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট বলিয়া দার্শনিক-ভাব এবং দার্শনিক-ভাষা ভাগবতের মধ্যে বহু পরিমাণেই বর্ত্তমান আছে। দর্শনশাস্ত্র এবং যোগ শাস্ত্রকে ভক্তির রসে পাক করিয়া এই অমৃতোপম শাস্ত্রগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। 'সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং' সমুদ্ধৃত হইয়া এই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রার্থপ্রদর্শক। সেই জন্যই ভাগবতের ভাব যেরূপ উন্নত, ভাষাও তদনুরূপ সমুন্নত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীধর এবং বিশ্বনাথ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ যে শ্রেণীর পাঠকবর্গের জন্য আপনাপন টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন সেই 'ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়াঃ' পাঠকগণ দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শ্লোকে ব্যবহৃত পদের গৌণার্থ (Secondary meaning) টীকাতে প্রকাশ করাই ঐ সকল সুপণ্ডিত পাঠকবর্গের নিকট যথেষ্ট ছিল; ঐ পদসকলের ধাতুর অর্থ ধরিয়া, কিরূপে সেই সকল গৌণ অর্থ উৎপন্ন হইল, তাহা আর তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইত না; তাঁহারা আপনিই বুঝিতে পারিতেন, এবং টীকা পাঠ করিয়া শ্লোকসকলের ভাব গ্রহণ করিতেও তাঁহারা সমর্থ ছিলেন। কোন দার্শনিক বিষয় বুঝাইতে হইলে তাঁহাদিগের জন্য টীকায় দুই চারিটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইত।

এখন পাঠে বিঘ্ন—কিন্তু এখন সে কাল আর নাই। আমাদের দেশে যে সকল শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত আছেন, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না; আমার মত সাধারণ পাঠক-বর্গের কথাই বলিতেছি। এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই শ্রীমদ্ভাগবতাদি মূল শাস্ত্র পাঠ করিতে আগ্রহ হইয়াছে; ইহা অতি শুভ লক্ষণ, কিন্তু ভাগবতপাঠে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সেই বিঘ্নের প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সংস্কৃতে জ্ঞান অতি সামান্য, এবং দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান নাই বলিলেও চলিতে পারে। এইজন্যই বাঙ্গলা অনুবাদ অথবা টীকায় প্রতিশব্দের সাহায্যে ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করার সময় শ্লোকের মর্ম্ম এক কর্ণরন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়া অপর কর্ণরন্ধ্র মার্গে বাহির হইয়া যায়।

বিঘ্ন দূর করার উপায়—আমি আত্মাভিমানবশতঃ এই সকল কথা বলিতেছি না! গত ১৪ বৎসরকাল যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি এই সকল কথা সেই অভিজ্ঞতার কাতরোক্তি। আমাদের জন্য কঠিন পদসকলের অর্থ (আবশ্যকমত ধাতুর অর্থ এবং ব্যুৎপত্তির সহিত) বাঙ্গলা ভাষায় বিশদ না করিলে ভাগতের প্রকৃত ভাবগ্রহণ হয় না। প্রাচীন টীকায় অনেক প্রতিশব্দ দার্শনিক-ভাব এবং ভাষা মিশ্রিত; সেই প্রতিশব্দসকল সরল বাঙ্গলায় বিশদ না করিলে আমাদের অর্থবোধ হয় না। এইরূপ বাঙ্গলা-টীকার অভাবই ভাগবত-পাঠের প্রধান প্রতিবন্ধক বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। ভাগবতের ভাবার্থ অতি নিগূঢ়, এইজন্য শ্লোকের পদসকলের বাঙ্গলায় বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক, তাহা না হইলে কেবল প্রতিশব্দ দ্বারা শ্লোকের ভাববোধ সহজে করা যায় না। শ্লোকে নিহিত দার্শনিক ভাবসকলও বাঙ্গলায় বিশদ করা আবশ্যক। এই সকল কারণেই আমরা প্রাচীন টীকার মর্ম্মগ্রহণে করিতে পারি না, এবং যে সকল অনুবাদে কেবল বিভক্তি বাদ দিয়া মূলের শব্দগুলি বসান আছে, সেরূপ অনুবাদ দ্বারাও সাহায্য বড় সামান্যই হয়।

• প্রাচীনটীকার উদ্দীপনা—'বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ-শ্লোক বিক্রমে, যচ্ছৃন্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।' শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক শ্লোকেই এমন অপূর্ব্ব পদসন্নিবেশ করা হইয়াছে, যে তাহাদিগের যথার্থ ভাব গ্রহণ করিতে পারিলে, দেখা যায় যে, এক একটি পদ যেন অমৃতের উৎস। স্বয়ং শ্রীহরি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার, তাঁহার বাঙ্ময়ীমূর্ত্তিস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতের পদ-নিচয়ে সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এমন ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, প্রতি পদের প্রতিভা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, পাঠকের মতি যেন স্বতঃই শ্রীহরির দিকে অগ্রসর হয়। যাঁহারা এক একটি পদের অর্থ বিশ্লেষণ না করিয়া, কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ পড়িয়া শ্লোক নিচয়ের ভাবগ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা প্রায়ই প্রকৃত মাধুর্য্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন না। ভাগবত সেরূপ গ্রন্থ নয়, যে সাধারণ পাঠক কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ পড়িয়া, বা শ্লোকের ভাবার্থ উপলক্ষে শ্রুতিমধুর বক্তৃতা শুনিয়া উহার অমৃতময় নিগূঢ় সারতত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। এক একটি শব্দ লইয়া অতি সাবধানে তাহার অর্থ এবং ভাব গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ সমগ্র শ্লোকের ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়। প্রাচীন টীকাকারগণ ইহা উত্তমরূপেই বুঝিতেন, সেইজন্যই তাঁহারা পদের অর্থের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল অর্থের বিশ্লেষণ করিবার সময় টীকাতে মধুবর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ টীকাসকলের মাধুর্য্য অনুভব করিতে হইলে, আমাদের জন্য টীকার উপরও টীকা আবশ্যক, নতুবা কেবল বাক্‌সম্পদ মাত্র লাভ করা যায়, প্রকৃত ভাববোধ হয় না।

ঐ সকল টীকার যে উদ্দীপনা-শক্তি আছে, তাহা অমূল্য সম্পদ। শ্লোকগুলির প্রকৃত-ভাববোধ হইলে শ্লোক হইতে উদ্ভূত শ্রীভগবানের শক্তি শ্রোতার এবং পাঠকের চিত্তে প্রবেশ করিয়া মনে নব নব উজ্জ্বল ভাবের উদয় করে।

পাঠের সময় সাধনা—এইরূপে ভাববোধের জন্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সাধনা করা আবশ্যক। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি সকলেই সাধনা করিয়াছিলেন। সাধনা দ্বারা ভাগবতে উপদিষ্ট তত্ত্বসকল পাঠকের মন ও বুদ্ধির অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সেই তত্ত্ব স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য সকলকেও ভাগবতের উন্নত আদর্শ দ্বারা পরিচালিত করে। যে পাঠ দ্বারা এইরূপ নবজীবন লাভ করা যায়, সেই পাঠই সার্থক। নতুবা 'পোষাকি কাপড়ের' মত কতকগুলি শ্লোকমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখায় বিশেষ লাভ নাই। ঐ উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত রচিতও হয় নাই। নূতন ছাঁচে চরিত্র গঠন করিয়া মানবকে নবজীবন দেওয়ার জন্যই ভাগবত রচিত হইয়াছে।

যখন এই সাধনার জন্য শুভ সময় উপস্থিত হয়, তখন পাঠক নিজে চেষ্টা না করিলেও, অপার করুণাময় শ্রীভগবানই পাঠকের সাংসারিক ব্যাপারসকলে এমন সংযোজনা উপস্থিত করেন যে, পাঠক অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাধনা না করিয়া থাকিতে পারেন না; অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; 'কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ'; এবং অবশেষে পাঠক সেই সাধনা মার্গ আর ছাড়িতে চাহেন না। সাধনামার্গে গমনের জন্য উদ্দীপনাও প্রাচীন টীকা হইতে উদ্ভূত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের মূলভিত্তি—যে দার্শনিক তত্ত্ব সকল ধর্ম্মের জীবন স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিন স্কন্ধে বিবিধভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই তিনটি সাধনমার্গের সমন্বয় এবং তৎসঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদির সারতত্ত্ব খ্যাপন করিয়া, পাঠক যাহাতে পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত লীলাসকলের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন, ব্যাসদেব সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। অতএব প্রথম স্কন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মূলভিত্তি স্থাপিত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে ঐ ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

সাধনমার্গ সমন্বয়ের উৎকর্ষ—শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তি-মার্গ, জ্ঞানমার্গ এবং যোগমার্গ এই তিনটি সাধনমার্গের সমন্বয় এমন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে যে, ঐ তিন পথের পথিক সম্প্রদায়ের নেতৃগণের অনেকেই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'আমার বস্তু' বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। যিনি প্রথমে জ্ঞানকাণ্ডের পথপ্রদর্শক ছিলেন, সেই ব্যাসদেবই অবশেষে এই ভক্তি-সংহিতা রচনা করিলেন। তাঁহার পুত্র শুকদেব, যিনি যোগ ও জ্ঞানমার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া, 'মহাযোগী সমদৃক্ নির্ব্বিকল্পকঃ' হইয়াছিলেন, তিনি ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকমাত্র শ্রবণ করিয়া 'হরের্গুণাক্ষিপ্ত-মতিঃ' হইয়াছিলেন। যোগী এবং জ্ঞানিগণের নিকট এত আদরের বস্তু হইলেও, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণের কাছেও 'প্রেয়সাং প্রিয়ঃ'। ভক্তচূড়ামণি নারদ এই ভাগবতে বর্ণিত হরিলীলা গান করিবার সুখের জন্যই বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির পার্ষদ-পদবীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং প্রবৃত্তিমার্গের সকাম অনুষ্ঠানসকল এতকাল পর্য্যন্ত পরমার্থ-লাভের অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, এখন ঐ সকল অনুষ্ঠান দ্বারাও যাহাতে জীবের শ্রেয়ঃসাধন হয়, শ্রীমদ্ভাগবত সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন। ভাগবত ঐ সকল ধর্ম্মাচরণ নিষেধ করেন নাই, কেবল যাহাতে 'হরিতোষণ' হয়, সেই ভাবে ঐ সকল অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হরিতোষণ করিতে করিতে স্বতঃই ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া ঐ সকল অনুষ্ঠানকে সমুন্নত করিবে, ইহাই ব্যাসের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মোট কথা এই যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিয়া, ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্ববিধ সাধনমার্গকেই সমুন্নত পদবী প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম স্কন্ধের বিবিধ উপবিভাগ—সমগ্র ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত হইয়াছে। মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি, এবং অপর অপর ব্যক্তিগণেরও কি করা উচিত, এবং কি কি কার্য্য বর্জ্জন করা উচিত, এই বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

সেই প্রশ্নের উত্তর দান উপলক্ষে শুকদেব মহারাজের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। প্রথম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে নারদাদি ঋষিমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের আগমন বর্ণনা করিয়া মহারাজের কৃত প্রশ্ননিচয়ের অবতারণামাত্র সূচিত হইয়াছে; এবং শুকদেব-কথিত ভাগবত পরবর্ত্তী স্কন্ধসকলে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বিষয় অনুধাবন করিবার জন্য পাঠকগণকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অনেক সারতত্ত্ব এই প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনার পরে ভাগবতকীর্ত্তনের পূর্ব্বসূচনাও আরম্ভ হইয়াছে। মোটামুটি প্রথম স্কন্ধকে চারিভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা,—

(ক) সূত-শৌনক সম্বাদ [১-৩ অধ্যায়]।

(খ) ব্যাস-নারদ সম্বাদ [৪-৬ অধ্যায়]।

এই দুই অংশে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিশদভাবে বর্ণন করিয়া ব্যাস সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্পাদন করিলেন। তৎপরে নারদ ব্যাসকে সাধন-মার্গ প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবানের লীলাকীর্ত্তনার্থ মন্ত্রদীক্ষা দান করিলেন।

(গ) ঐতিহাসিক অংশে [৭-১৫ অধ্যায়]—পরীক্ষিতের জন্ম এবং পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) পরীক্ষিত কর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ, ব্রহ্মশাপ, প্রায়োপবেশন এবং শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনের সূচনা [১৬-১৯ অধ্যায়]

শ্রীভগবানের অদ্ভুত কর্ম্মের নূতন পরিচয়— সংসারলীলায় শ্রীভগবানের অলৌকিক কার্য্যাবলী উপলক্ষে তাঁহাকে 'অদ্ভুতকর্ম্মা' আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা, কীর্ত্তন এবং প্রকাশ উপলক্ষেও তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মনিচয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি ছিলেন কর্ম্মকাণ্ডময় বেদের বিভাগ-কর্ত্তা, যিনি ছিলেন জ্ঞানময় বেদান্তদর্শনের রচয়িতা, এবং যিনি মহাভারত রচনা দ্বারা ধর্মকামাদি ত্রিবর্গ লাভের পথপ্রদর্শন

করিয়াছিলেন, সেই ব্যাসদেবের দ্বারাই এই ভক্তিশাস্ত্র (সাত্বত-সংহিতা) রচনা করান কি একটি অদ্ভুত কর্ম্ম নয়? 'অবধূতবেশ'ধারী হওয়াতে যে শুকদেবকে সকল মুনিই স্ব স্ব সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, পরীক্ষিত মহারাজের সভায় সেই মুনিগণই কিনা সসম্মানে শুকদেবকে সভাপতির 'মহাসন' প্রদান করিলেন! যদিও তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যাসের ন্যায় জ্ঞানী এবং নারদের ন্যায় ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তথাপি তাঁহারা সকলেই শুকদেবের প্রতি গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করিলেন!! শ্রীহরির এই লীলাও কি অত্যদ্ভুত নয়? এমন সমদৃষ্টির পরিচয় আর কোথায় পাইব?

কীর্ত্তনকারী শুকদেবকে ছাড়িয়া নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের নিকট ভাগবত প্রকাশকারী সূতের দিকে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনও আবার ঐ সমদৃষ্টির পরিচয় পাই। বিলোমজাত হওয়াতে সূতের ঋষিসভায় বসিবার অধিকার ছিল না। 'ভূরিতেজাঃ' শুকের অনুগ্রহেই তিনি মহারাজের নিকট সমবেত ঋষিমণ্ডলীর সহিত উপবেশন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। ভাগবত 'ব্রহ্ম-সম্মিত' অর্থাৎ বেদ-তুল্য; সুতরাং বিলোমজ সূত তাহা শুনিতে অধিকারী ছিলেন না। শুকদেব ঐ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া সূতকে সভায় বসিতে আদেশ দেওয়াতে তাঁহারা সূতমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এমন সাহসী ঋষির মুখই শ্রীমদ্ভাগবতের অধিষ্ঠানের উপযুক্ত আধার।

শ্রীভগবানের এমনই বিচিত্র লীলা, যে শৌনকাদি ঋষিগণের মনে শত সহস্রবৎসর হইতে আগত এবং পরিপুষ্ট যে আভিজাত্যের অভিমান প্রবল ছিল, তাহা সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় স্বতঃই সম্পূর্ণরূপে অপগত হইল! তাঁহারা বিলোমজাত সূতকে অতি সমাদরে নিকটে বসাইয়া তাঁহার মুখ হইতে ভাগবত-শ্রবণ করিলেন! প্রভো! সামান্য মানব তোমার লীলা কিরূপে বুঝিবে!

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীঃ ভবতঃ ত্রিলোক্যাম্
ক্কাহো কতি বা কথং বা কদাচিৎ বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্"

আশা ও উৎসাহের বাণী—'প্রখ্যাহি দুঃখৈ মুর্হুরর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তিনান্যথা'। এই সংসারে পুনঃ পুনঃ রোগ-শোকাদি ত্রিতাপতাপিত জীবের ক্লেশ-নিবারণ করাই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য! কালরূপী শ্রীভগবানই বহির্ম্মুখ জীবকে এই সকল ক্লেশ প্রদান করেন, এবং জীবের মতি ভগবন্মুখী হইলে ঐ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতারে প্রকটিত বিবিধ করুণ গুণসকল প্রদর্শন করিয়া জীবের বহির্ম্মুখী মতিকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ভগবন্মুখী করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। ভাগবত কাহাকেও সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন না, অথবা লৌকিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেও বলিতেছেন না। কি প্রকারে সকল বর্ণাশ্রমের কার্য্য যথাযথরূপে সম্পাদন করিয়া, সেই কার্য্যসকলকেই সাধনার উপায়ীভূত করিতে পারা যায়, যে 'কর্ম্ম' সংসার-বন্ধন সৃষ্টি করে তাহাকেই কিরূপে মোক্ষের সোপান-স্বরূপে পরিণত করা যায়, ভাগবত তাহাই দেখাইয়াছেন। এই উদার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য অপরাপর সম্প্রদায়ের কাহারও সহিত কলহ করার আবশ্যক হয় না, সকলেই নির্ব্বিরোধে আপনাপন কার্য্য করিতে পারেন। যে Gospel of Love পাশ্চাত্য মহাদেশে সমাদৃত, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই যেন বিশ্বপ্রেমের রূপ ধারণ করিয়া সুপ্রকাশিত রহিয়াছেন।

ভারতক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মের এই দুর্দ্দিনে শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগের সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণার উপশমের উপায়, এবং অনাবিল সুখশান্তি লাভের জন্যও সুগম ও শ্রেষ্ঠমার্গ প্রদর্শন করিতেছেন। যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও পরিচালক, যিনি ঐহিক, এবং পারত্রিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলদাতা, এই শাস্ত্র তাঁহারই বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি, 'পুরাণং ব্রহ্ম-সম্মিতং'। পুরাকালে হিন্দুগণের যে সুখসম্পদ ও সৌভাগ্য বর্ত্তমান

ছিল, তাহা প্রভুরই 'বিম্ব', অর্থাৎ তাঁহার বিভূতির রূপভেদমাত্র। এই শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীভগবানের কারুণ্য ও বাৎসল্যাদিগুণের পরিচয় পাইয়া আমাদিগের মতি যদি আবার তাঁহার দিকে যায়, আবার যদি আমরা প্রাচীন হিন্দুগণের ন্যায় তাঁহাকে আমাদিগের প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্য আবার পূর্ণপ্রভা প্রকাশ করিবে।

ঐ আশা এবং উৎসাহের অমৃতময়ী বাণী শ্রীমদ্ভাগবতে মুখরিত হইতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

২৪ নং বলরাম বসু ঘাট রোড
ভবানীপুর কলিকাতা
ভাদ্র ১৩৩২

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

সূচী

দ্রষ্টব্য—দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র প্রথম স্কন্ধের বিস্তারিত বিষয়-সূচি (বর্ণমালানুসারে) দেওয়ার বাসনা আছে। সমগ্র প্রথম খণ্ডের উপর স্বামীর টীকাও দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়া হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

প্রথমঃ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট সূতের আগমন ও ঋষিগণের প্রশ্ন

তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম বেদ। ইহার ১ম শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি সর্ব্বজনারাধ্যা গায়ত্রী-স্বরূপ। যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলনে ইহার মধুর রসে চিত্ত প্লাবিত হয়। এই পঞ্চম বেদ ভগবান্ ব্যাসদেব সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার।

কলির বিষম প্রভাবে মানবজাতির অবশ্যম্ভাবী অবনতিতে শঙ্কিত হইয়া, শৌনকাদি ঋষিগণ যখন পুণ্য বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে, সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই সময় রোমহর্ষণ-নন্দন সূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূত ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও, ঋষিগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় সমাদর প্রদর্শন করিলেন; কারণ তিনি পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রসকল নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং সরলভাবে

ও বিশদরূপে সেই সকলের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার গুরুভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, এবং তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া, স্বয়ং ব্যাসদেব এবং সগুণ ও নির্গুণ-ব্রহ্মবিৎ মুনিগণ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কারণে শৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে উপদেষ্টৃরূপে গ্রহণ করিয়া, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন। (৪-৮ শ্লোক)।

(ক) যে প্রকার ধর্ম্মাচরণ 'একান্ত শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ সর্ব্বথা মঙ্গল-সাধক, আপনি তাহা সরল ভাষায় বিবৃত করুন, যেন সর্ব্বশাস্ত্রের সার আমরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। (৯-১১ শ্লোক)।

(খ) শ্রীকৃষ্ণ কি কার্য্যসাধনের জন্য দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মহিমাপ্রকাশক লীলাসকল আপনি কীর্ত্তন করুন। (১২-১৩ শ্লোক)।

(গ) আপনি শ্রীহরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন; এবং তিনি নিজ অংশে ব্রহ্মাদির রূপ ধারণ করিয়া ও অংশাংশ অর্থাৎ বিভূতির সহিত অপরাপর রূপে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাও বলুন। (১৪-২০ শ্লোক)

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন; তাঁহার তিরোভাবের পর ধর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলুন। (২৩ শ্লো)।

ঋষিগণ সূতকে আরও বলিলেন, ভগবান্ আমাদিগকে কলির এই প্রভাবসাগর পার করাইবার জন্য, কর্ণধাররূপে আপনাকে পাঠাইয়াছেন্। (২১-২২ শ্লোক)।

[২য় অধ্যায়ে সূত (ক) চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; এবং ৩য় অধ্যায়ে (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দিয়া ৩য় অধ্যায়ের ৩০ হইতে ৩৮ শ্লোকে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত ভক্তিতত্ত্বের পোষকতা করিলেন।]

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

**জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌।
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১**

(১) [**অন্বয়**]—অস্য জন্মাদি যতঃ [যঃ] অন্বয়াৎ [তথা] ইতঃরতঃ চ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ [যঃ] স্বরাট্‌, যঃ হৃদা আদিকবয়ে ব্রহ্ম তেনে, যৎ (=যস্মিন্‌ ব্রহ্মণি) সূরয়ঃ মুহ্যন্তি, তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ [তথা] যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা [ইব প্রতীয়তে], স্বেন ধাম্না সদা নিরস্ত-কুহকং তং পরং সত্যং [অথবা, সত্যং পরং] ধীমহি।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'অস্য'—এই দৃশ্যমান বিশ্বের; 'জন্মাদি'—জন্ম পদের অর্থ সৃষ্টি এবং 'আদি' পদ দ্বারা পালন ও সংহার বুঝায়; 'যতঃ'—তৃতীয়া বিভক্তি না দিয়া (অর্থাৎ, 'যেন' পদ ব্যবহার না করিয়া) 'যতঃ' পদ ব্যবহার করার কারণ এই যে, বিশ্বে স্থূল, সূক্ষ্ম যাহা কিছু আছে, তাহারা সকলে প্রলয়ের নিশায় ব্রহ্মস্বরূপে লীন থাকে, এবং সৃষ্টির আদিতে তাঁহা হইতেই নির্গত হয়। 'অন্বয়'—('অনু' মধ্যে অর্থাৎ সকল বস্তুর অভ্যন্তরে+ই=যাওয়া) ব্রহ্মের কারণশক্তি, পালনশক্তি, ও সংহারশক্তি বিশ্বের সূক্ষ্মতম অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করে; কিন্তু তাহা হইলেও, ব্রহ্ম স্বয়ং বিশ্বের মধ্যে নিবদ্ধ নহেন, সেইজন্য বলিলেন 'ইতরতঃ'—ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্রভাবে আছেন। 'অর্থেষু'—সৃজ্য ও অসৃজ্য সকল বস্তু সম্বন্ধে 'অভিজ্ঞঃ'—সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান আছে যাঁহার; অর্থাৎ তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। স্বরাট্‌—স্বেন এব স্বরূপেণ রাজতে যঃ, তিনি যে 'চিৎ' স্বরূপ উহা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ, তিনি যে 'আনন্দ' স্বরূপ, উহাও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ, এবং যে শক্তি ও গুণত্রয় তাঁহার ঈক্ষায় কার্য্য করে, উহারা তাঁহার স্বাভাবিকী। 'স্ব' পদের গৌরব এই যে, ঐ সকল শক্তি তাঁহার স্বাভাবিকী। হৃদা—নিজের

'চিৎ' সত্তার প্রভাব' দ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছার প্রভাবে; 'আদিকবয়ে' —ব্রহ্মার চিত্তে, ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারা জ্ঞানলাভ করাতেই সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তাহার পূর্ব্বে ব্রহ্মার চিত্ত অবিদ্যাচ্ছন্ন ছিল। 'ব্রহ্ম'—স্ব-তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্ম-স্বরূপের জ্ঞান, যে জ্ঞানের প্রভাবে ব্রহ্মা অনুভব করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে যন্ত্রমাত্র; এবং ভগবান যন্ত্রিরূপে তাঁহাকে পরিচালিত করিতেছেন। 'হৃদা তেনে'—ভগবানের ইচ্ছামাত্র ব্রহ্মার চিত্তে জ্ঞানবিস্তার হইয়াছিল। 'যস্মিন্ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি'—'যস্মিন্' যে 'ব্রহ্মণি', অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানে, 'সূরয়ঃ' ভব-নারদাদি জ্ঞানিগণও 'মুহ্যন্তি' ভ্রমে পতিত হন। এই ব্রহ্মস্বরূপ কি? এই ব্রহ্মস্বরূপ যখন অনুভব করা যায়, তখন সাধক সকল বস্তুকেই ব্রহ্মময় দেখেন, এবং ব্রহ্মের শক্তি সর্ব্বকার্য্য করিতেছে, জীব কেবল যন্ত্রমাত্র, ও জীবের নিজের কোন শক্তি নাই, এই সকল বিষয় যখন অনুভব করা যায়, তখনই 'তত্ত্ব' (তৎ=ব্রহ্ম +ভাবার্থে 'ত্ব' প্রত্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ) জ্ঞান হইয়াছে বলে; এই জ্ঞান এতই গভীর যে ভব-নারদাদি জ্ঞানিগণও ভ্রমে পতিত হন। নিয়ত যেন মনে থাকে যে, এই জ্ঞান বাক্যমাত্র, অর্থাৎ মৌখিকবস্তু নয়, ইহা যখন সজীব শক্তি (living reality) ভাবে চিত্তে স্ফুরিত হয়, তখনই জ্ঞান হইয়াছে বলে। 'ত্রিসর্গ'—গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ব, যাহা মায়ার সৃষ্টি, অতএব অবাস্তব ও নশ্বর, তাহা 'অমৃষা'—অনশ্বর, অর্থাৎ বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমের উপমা দেখাইবার জন্য বলিলেন, যেরূপ তেজ, বারি ও মৃৎ=মাটি এই তিন বস্তুর বিনিময় অর্থাৎ একটিকে অপরের উপর আরোপ করাতে, রৌদ্রের সময় মরুভূমিতে বারিভ্রম এবং তেজের আলোক মৃৎ হইতে জাত কাচের উপর পড়াতে জলভ্রম হয়! গুণত্রয়ের অনশ্বরত্বকে আমরা ভ্রমবশতঃ তৎসৃষ্ট বিশ্বের উপর আরোপ করি। 'স্বেন ধাম্না সদা নিরস্তকুহকং'—যে 'চিৎ' অর্থাৎ জ্ঞানময় সত্তা তাঁহার স্বরূপভূত জ্ঞানের প্রভাব

দ্বারা ঐ ভ্রম নিয়ত দূর করেন, তাঁহাকে। 'স্বেন'—যে 'ধাম' অর্থাৎ বিত্তার প্রভা তাঁহার নিজেরই স্বরূপ তদ্দ্বারা (স্বরাট্ পদের টীকা দেখ)। 'নিরস্ত'—সম্পূর্ণভাবে দূরীকৃত হইয়াছে 'কুহক' অর্থাৎ মায়ার মোহ যাঁহা দ্বারা। 'সত্য'—এই পদ অস্ ধাতু হইতে হইয়াছে, যিনি সর্ব্বকালে আছেন, অর্থাৎ যাঁহার কখনও জন্ম হয় নাই, বা ক্ষয় হয় না, এবং যিনি সর্ব্ববস্তুতে (অর্থাৎ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দৃশ্যমান বস্তুতে এবং আকাশে ও দৃষ্টির অতীত সূক্ষ্ম বস্তুতে) আছেন, তাঁহাকেই সত্য বলে; অর্থাৎ যিনি জন্মরহিত, অনশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী তিনিই সত্য। 'পরং'—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব্বনিয়ন্তা। "পরং সত্যং" পদের অর্থ বিশ্বনাথ বলেন 'পরং অতিশয়েন সত্যং' 'সর্ব্বদেশকালবর্ত্তিনং পরমেশ্বরং'। 'ধীমহি'—ধ্যান করি, তিনি চিন্ময়, অতএব কেবল ধ্যানেই তাঁহাকে অনুভব করা যায়।

যদি 'সত্যং পরং ধীমহি' এইভাবে অন্বয় করা যায়, তাহা হইলে অর্থ একটু বিভিন্ন হয়। ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় সগুণ স্বরূপের (অর্থাৎ ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণের) নামও 'সত্য'—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

পুনশ্চ

সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতং
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ।
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৭০ অধ্যায়।)

অতএব 'সত্যং পরং ধীমহি' = শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতীয়মান পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।

ব্যাখ্যা—এই মঙ্গলাচরণে প্রধান বাক্য 'তং পরং সত্যং' [অথবা, সত্যং পরং] ধীমহি। সেই সত্যস্বরূপ 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্ম

কিরূপ তাহাই শ্লোকের অপর অংশে প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি 'পর' = সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং 'সত্য' অর্থাৎ সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকাতে অনশ্বর, এবং সৃষ্টির স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান থাকাতে যিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মকে ধ্যান করি। ['সত্যং পরং ধীমহি' এই ভাবে অন্বয় করিলে অর্থ হয় যে, ব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতীয়মান হইয়া, আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। 'কৃষ্ণ' পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি গুণের আকর্ষণী শক্তি বুঝায়, কৃষ্ = আকর্ষণ করা]

এই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম কিরূপ তাহা প্রকাশার্থ মঙ্গলাচরণের অপর অংশে বলিলেন যে—(ক) যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার হয়; (খ) যিনি সর্ব্ববস্তুর অন্তরে ও বাহিরে থাকাতে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই; (গ) যিনি স্বরাট্, অর্থাৎ তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ ঐ জ্ঞান তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ, এবং তাঁহার ঈক্ষার প্রেরণায় যে শক্তিদ্বারা সৃষ্টি, পালন ও সংহারলীলা হইতেছে উহা স্বাভাবিকী শক্তি; (ঘ) তিনি নিজের 'চিৎ' সত্তার প্রভাব দ্বারা ব্রহ্মার চিত্তে স্ব-তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছিলেন, এবং যে তত্ত্বজ্ঞান এতই গভীর যে ভব-নারদাদি সুরগণও তদ্বিষয়ে ভ্রমে পড়েন; (ঙ) যে জ্ঞানের অভাবে (অর্থাৎ, তিনি নিজে সেই জ্ঞানময়-স্বরূপকে আমাদিগের চিত্তে প্রকটিত না করিলে) গুণত্রয়দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ব নশ্বর হইলেও বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়,—যেমন রৌদ্রের সময় মরুভূমিতে বারিভ্রম বা কাচেও বারিভ্রম হয়। কিন্তু যিনি নিজের জ্ঞানময় স্বরূপ অনুভব করাইয়া, বিদ্যার প্রভাব দ্বারা মায়ার মোহ দূর করেন, আমি সেই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিতেছি, অর্থাৎ ধ্যানে আমি তাঁহার আশ্রয় লইলাম। তিনি আমার চিত্তে নিজের জ্ঞানময় স্বরূপের প্রভা প্রকটিত করুন।

ভাবার্থ—জ্ঞানকাণ্ডের সাধক ব্যাস এই মঙ্গলাচরণে পরম

ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া, গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সকল বর্ণের মানবের মঙ্গলার্থ রচিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে অধিকারী নহেন; এই জন্য গায়ত্রীর বাক্যসকল ব্যবহার না করিয়া, এই মঙ্গলাচরণে গায়ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রণব-মন্ত্রের (অর্থাৎ ওঁকারের) পরিবর্ত্তে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বাক্যদ্বয় দ্বারা পরমব্রহ্মকে স্মরণ করিলেন; ভর্গ পদের পরিবর্ত্তে 'স্বরাট্' পদ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং 'ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ', বাক্য ব্যবহার না করিয়া, অপর বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের উৎকর্ষ খ্যাপনের পরে 'সত্যং পরং ধীমহি' এই তিনটি কথা বলিয়া ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলেন। এই শরণাগতভাবই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের উপায়।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২

(২) **অন্বয়**—অত্র মহামুনিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসরাণাং সতাং প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ পরমঃ ধর্ম্মঃ [নিরূপ্যতে] অত্র তাপত্রয়োন্মূলনং শিবদং বাস্তবং বস্তু বেদ্যং [ভবতি] পরৈঃ [শাস্ত্রৈঃ] ঈশ্বরঃ কিংবা সদ্যঃ হৃদি অবরুধ্যতে, অত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ তৎক্ষণাৎ [এব অবরুধ্যতে]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মহামুনি'-ভগবান 'কৃত'—রচিত: শ্রীমদ্ভাগবতে—যে শাস্ত্রে 'শ্রী' অর্থাৎ প্রেমময়ী ও বিভূতিময়ী লক্ষ্মী দেবীর সহিত মিলিত হইয়া (অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয়) 'ভগবান'—

ঐশ্বর্য্যময় সগুণব্রহ্ম স্বয়ং বিরাজমান আছেন তাহাতে; যে শাস্ত্র প্রেমময়, জ্ঞানময় ও ঐশ্বর্য্যময় লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্ত্তিতুল্য, তাহাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলে; 'নির্ম্মৎসরাণাং সতাং'—যাঁহাদিগের 'মৎসর', পরশ্রীকাতরতা অপগত হওয়াতে, তাঁহারা 'সৎ' অর্থাৎ সাধু হইয়াছেন। পরশ্রীকাতরতা অপর জীবের প্রতি প্রেমহীনতার চিহ্ন, প্রেম সঞ্জাত হইলে, এই দোষ আর থাকে না; সর্ব্বজীবে অহৈতুক প্রেম নির্ম্মৎসরগণের পরম ধর্ম্ম, এই প্রেম ভগবানের বিশ্বপ্রেমেরই রূপমাত্র। ['নিরূপ্যতে'] সেই বিশ্বপ্রেম যেন 'নি' = সুস্পষ্টভাবে 'রূপ' = মধুরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, এই শাস্ত্রে বিরাজমান আছে; অর্থাৎ এই শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের লীলাসকলের মধ্যে যে বিশ্ব-প্রেমের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই প্রেমই নির্ম্মৎসরগণের পরম-ধর্ম্ম। এই পরমধর্ম্ম 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'—'প্র'-সম্পূর্ণরূপে 'উজ্ঝিত' পরিত্যক্ত হইয়াছে 'কৈতব'-কাপট্য যাহাতে। যখন কোন উপকার প্রত্যাশা বা ফলকামনা করিয়া, অপরের প্রতি প্রেম দেখান যায়, সেই প্রেমকে কপট প্রেম বলে। ধনধান্যাদি বা অপর কোন সুখ (এমন কি মোক্ষলাভও) কামনা করিয়া, যদি ভগবানে ভক্তি করা যায়, সে ভক্তিকেও কপট ভক্তি বলিতে হইবে। সাধনা করিতে করিতে, এইরূপ কপটভক্তিও ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রেমের রূপ দেখা যায়, তাহা বিশুদ্ধ, নিষ্কপট ও অহৈতুক। 'তাপত্রয়োন্মূলনং'—আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের উন্মূলন = মূল উৎপাটন হয় যাহা দ্বারা (যে 'বাস্তব' বস্তু-জ্ঞান দ্বারা); ব্রহ্মদর্শন লাভকেই বাস্তব-বস্তু-জ্ঞান বলে; এই জ্ঞানলাভ হইলে, চিরকালের জন্য সংসারমুক্তি হয়; এবং সেই মুক্ত জীব উচ্চ লোকে গমন করেন, যেখানে ত্রিতাপের অধিকার নাই ('ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুঃ') অতএব তাপত্রয়োন্মূলনং পদের সার অর্থ মুক্তিপ্রদ। 'শিবদং'—মঙ্গলকর, আনন্দকর; 'বাস্তবং বস্তু'—যে বস্তু নিত্য ও সত্য তাহাই 'বাস্তব'; সংসার মায়া দ্বারা সৃষ্ট

এবং ক্ষয়শীল সুতরাং অবাস্তব। যাহা আদিতে মধ্যে ও অবসানে নির্ব্বিকার, যে বস্তুর অংশ 'জীব', যাঁহার শক্তি মায়া, এবং যাঁহার কার্য্য জগৎ, সেই পরমার্থভূত পরমব্রহ্মই বাস্তব-বস্তু। 'বেদ্যং'—অনুভূতির বিষয়ীভূত। অতএব মোট অর্থ দাঁড়াইল এই যে, এই শাস্ত্র ভক্তির মূর্ত্তিভূত হইলেও, ইহা হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, এবং সংসারমুক্তি হয়। 'পরৈঃ শাস্ত্রৈঃ'—বেদান্ত বা অপর দর্শন-শাস্ত্র দ্বারা। 'সদ্যঃ'—কিঞ্চিৎ বিলম্বেন(শ্রীধর)। 'ঈশ্বরঃ হৃদি অবরুধ্যতে'—'অবরুধ্যতে' পদের অর্থ আটক করা, ঈশ্বর পদে সর্ব্বনিয়ন্তা বুঝায়, এই সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব অনুভব করিয়া, চিত্ত যখন নিয়ত তাঁহাতে অবস্থান করে, তখন সাধক ঈশ্বরকে হৃদয়ে 'অবরুদ্ধ' অর্থাৎ আটক করিয়াছেন বলে। বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানের ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব অনুভব করিতে কিছু বিলম্ব হয়, সেই জন্যই বোধ হয় 'সদ্যঃ' পদের ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের বিশেষত্ব এই যে "কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ তৎক্ষণাৎ এব অবরুধ্যতে", যাঁহারা শুশ্রূষু, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে আগ্রহবান হন, তাঁহারা—'কৃতী' পুণ্যবান্ এবং তাঁহারা 'তৎক্ষণাৎ =' শ্রবণ করিতে আগ্রহ জাত হওয়া মাত্র, ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করেন। এই সকল লোককে 'কৃতী' অর্থাৎ পুণ্যবান' বলার কারণ এই যে, ভগবানের কথায় রুচি না হইলে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে আগ্রহ হয় না; এবং রুচি হওয়ার পরে ভগবান শ্রবণকারীকে অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় নিজের মাধুর্য্যের আস্বাদ দিয়া শ্রোতার মতিকে নিজের প্রতি আবদ্ধ রাখেন। চিত্ত ভগবানে আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে, ভগবানের অলক্ষ্য শক্তি ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের স্ফুরণ করাইয়া, ভগবান যে 'ঈশ্বর', অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ইহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করান। অতএব ভগবানের শক্তিই শ্রবণকারীকে সাহায্য করে।

ব্যাখ্যা—এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ব্যাসের রচনা হইলেও বস্তুতঃ ইহা স্বয়ং ভগবান্ দ্বারা রচিত হইয়াছে। কারণ ইহার সারতত্ত্ব স্বয়ং

ভগবান "চতুঃশ্লোকী ভাগবতের আকারে ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং নারদ ও সঙ্কর্ষণের মুখ হইতেও অপর অনেক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং ব্যাস যখন নারদের নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া ধ্যানস্থ হন, তখন 'পূর্ণ-পুরুষ' দর্শন করার সময় ব্যাসের চিত্তে স্বয়ং ভগবানই নিজের লীলা সকলের স্ফুরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় পদবিন্যাসও ভগবানের শক্তির প্রভাবে হইয়াছিল। অতএব এই শাস্ত্রকে লক্ষ্মী-নারায়ণের বাঙ্ময়-মূর্ত্তি-ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে—এই চিত্রের অঙ্কন স্বয়ং ভগবান ভিন্ন অপর কাহারও হাত হইতে হওয়া সম্ভব নয়। রচনার সময় কলম ছিল ব্যাসের হাতে, কিন্তু কলমটি চালাইয়াছিলেন স্বয়ং শ্রীভগবান। এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য বলিলেন যে, সাধু এবং পরশ্রীকাতরতাশূন্য ব্যক্তিগণ সর্ব্বজীবের প্রতি যে অহৈতুক প্রেমকে পরমধর্ম্ম বলেন, সেই প্রেম যেন সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়া, এই শাস্ত্রে বিরাজমান আছেন; অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি যেন সার্ব্বজনীন প্রেমের রূপ ধারণ করিয়া এই শাস্ত্রে ভক্তিতত্ত্বের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিতেছেন। এই 'পরমধর্ম্ম' সম্পূর্ণরূপে 'প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ' অর্থাৎ ফলকামনা প্রভৃতি কপটতারহিত; অতএব এই ভক্তি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম। সুতরাং এই শাস্ত্র সকাম কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়েও এই শাস্ত্র অপর শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে বস্তু 'বাস্তব' অর্থাৎ যিনি আদিতে, মধ্যে এবং অবসানে নির্ব্বিকার পরমব্রহ্ম, এবং যাঁহার দর্শন (অর্থাৎ অনুভূতি) লাভ করিলে, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের যাতনা সম্পূর্ণরূপে এবং চিরদিনের জন্য দূর হয় (অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়) এবং মঙ্গল হয়, এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সেই ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি হয়। তবে অপর জ্ঞান-কাণ্ডসম্বন্ধীয় দর্শনশাস্ত্র এবং এই শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাধকের মতি স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখী, সেই জন্য দর্শনশাস্ত্রাদি আলোচনা

করিলে, মতিকে ঈশ্বরে আবদ্ধ রাখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় ; কিন্তু যাঁহাদিগের চিত্তে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের জন্য আগ্রহমাত্র হইয়াছে, ঐ সকল লোকও পুণ্যবান। কারণ আগ্রহের উদয় হওয়া মাত্র ঈশ্বর নিজের শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের মতিকে নিজের উপর আবদ্ধ করেন ; [এবং ক্রমশঃ ভক্তির সহিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্ফুরণ করেন]।

ভাবার্থ—এই শাস্ত্র হইতে ভক্তি এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ; ইহা সকাম কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রসকল অপেক্ষা, এবং জ্ঞানকাণ্ডসম্বন্ধীয় দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শাস্ত্র দ্বারা শীঘ্র এবং অল্প আয়াসে জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া, ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। সুতরাং ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই তিন বস্তুই এই শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকাঃ ভুবি ভাবুকাঃ ॥৩

(৩) [**অন্বয়**] নিগমকল্পতরোঃ ফলং শুকমুখাৎ অমৃত-দ্রব-সংযুতং [যথা স্যাৎ তথা] গলিতং ; রসিকাঃ ভাবুকাঃ ভুবি [এব] ভাগবতং রসং আলয়ং পিবত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি।—'নিগম'—বেদ, নি=নিশ্চিত ভাবে + গম্=গমন করা যায় (অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন লাভ করা যায়) যে শাস্ত্র দ্বারা। 'কল্পতরু'—বাঞ্ছাপূরক বৃক্ষ। যিনি ভোগ চাহেন, বেদ তাঁহাকে ভোগের উপকরণ দান করেন ; যিনি ভক্তি, জ্ঞান, বা বৈরাগ্য চাহেন, তিনি বেদ হইতে তাহাও লাভ করেন। 'ফলং'—ফলে বৃক্ষের সার থাকে, ভাগবতে বেদের সারতত্ত্ব আছে : এবং বৃক্ষ ফল প্রদান করিয়া, লোকের তৃপ্তি সাধন করে, বেদও শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল প্রদান করিয়া, তৃপ্তি দান করিতেছেন। 'গলিতং'—কোন ফল পাকিলে তাহাতে শুকপক্ষী মুখ দেওয়া মাত্র তাহা বৃক্ষ হইতে

খসিয়া পড়ে। এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল বেদরূপ তরুতে পরিপক্ক হইয়াছিল, এবং শুকদেবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। 'অমৃত-দ্রব-সংযুতং'—অমৃত দ্রব=মধুররস (দ্রব=রস, এই রস আস্বাদনে মধুর এবং মুক্তি প্রদান করে) তদ্দ্বারা সং=সম্যগ্‌ভাবে যুত=যুক্ত; অর্থাৎ সুপক্ক হইলে ফলের কোন অংশে যেমন আর কষায় রস থাকে না, ভাগবতেরও সকল অংশই সেইরূপ মধুর হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, কোন ফলে শুকপক্ষী মুখ দিলেই তাহা মধুর হয়। 'রসিকাঃ'—যাঁহারা রস অর্থাৎ মাধুর্য্য গ্রহণে সমর্থ; 'ভাবুকাঃ'—ভক্তগণ। 'ভাগবতং রসং'—ভগবানের স্বরূপভূত মাধুর্য্য, যাহা বৈকুণ্ঠে ভক্তগণ উপভোগ করেন, তাহাই 'ভুবি'—এই ভূলোকে থাকিতে থাকিতেই সকলে পান করুন। 'আলয়ং'—প্রলয়ে দেহ নাশ হওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ভূলোকে থাকার সময় পান করিতে আরম্ভ করুন; এবং দেহ ত্যাগের পরে উচ্চ লোকে গমন করিয়া, মহাপ্রলয়ে দেহ ভগবানে লীন না হওয়া পর্য্যন্ত পান করিতে থাকুন।

ব্যাখ্যা—বেদ কল্পতরুর ন্যায় সকল বাঞ্ছা পূরণ করেন; অর্থাৎ যিনি জ্ঞান চাহেন, তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন। যিনি ভক্তি বা বৈরাগ্য অথবা বিষয়সুখ চাহেন, তিনি বেদাধ্যয়ন অথবা বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সকল লাভ করেন; এবং বৃক্ষ যেরূপ ফলপ্রদান করিয়া জীবের তৃপ্তি সাধন করে, নিগমরূপ কল্পতরুও জীবের তৃপ্তি সাধনের জন্য এই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ ফলটির সর্ব্ব অংশে মধুর রস সংযোগ করিয়া, এই ফলটি শুকদেবের মুখ হইতে মানবগণকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব রসগ্রাহী ভক্তগণ এই ভূলোকে থাকিতে থাকিতেই বৈকুণ্ঠস্থ ভক্তগণের উপভোগ্য ভগবানের স্বরূপভূত এই মধুর রসকে পান করুন। দেহান্তে উচ্চলোকে গমন করিয়া মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের সত্তায় লীন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা এই মধুর রস পান করিবেন—অতএব শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহলোকে এবং পরলোকেও শ্রেয়স্কর।

নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত ॥ (৪)

(৪) [**অন্বয়**]—অনিমিষক্ষেত্রে নৈমিষে শৌনকাদয়ঃ ঋষয়ঃ স্বর্গায় লোকায় সহস্র-সমং সত্রং আসত।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'নৈমিষ'—ব্রহ্মার মনোময় চক্রের নেমি এই স্থানে অবরুদ্ধ হওয়াতে, যজ্ঞের সময়ে অবিদ্যা মুনিগণের চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারে না, সেইজন্য এই স্থানকে 'নৈমিষ' বলে। 'অনিমিষ'—যিনি কখনও চক্ষু মুদ্রিত করেন না, সর্ব্বদা দ্রষ্টা ভাবে আছেন, অর্থাৎ শ্রীহরি। 'স্বর্গায় লোকায়'—বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির জন্য, 'স্ব'—স্বর্গে গীয়তে যঃ; অর্থাৎ স্বর্গে যাঁহার গুণগান হয়, তাঁহাকে 'স্বর্গায়' = শ্রীহরি বলে। তাঁহার 'লোক'—বাসস্থান বিষ্ণুলোক, তাহা প্রাপ্তির জন্য। 'সহস্রসমং' সহস্র 'সম' বৎসর আছে যাহাতে, অর্থাৎ সহস্রবৎসরব্যাপী ('সত্রং' পদের বিশেষণ); 'সত্র'—যজ্ঞ।

ব্যাখ্যা—যে নৈমিষারণ্যে নিয়ত শ্রীহরির আরাধনা হওয়াতে, তাহাকে 'অনিমিষ ক্ষেত্র' (অর্থাৎ শ্রীহরির বাসস্থান) বলে, তথায় শৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির জন্য সহস্র-বৎসরব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছিলেন।

ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ।
সৎকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ ॥৫

(৫) [**অন্বয়**]—একদা তে মুনয়ঃ প্রাত-র্হুত-হুতাগ্নয়ঃ [সন্তঃ] সৎকৃতং আসীনং সূতং আদরাৎ ইদং পপ্রচ্ছুঃ।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'অগ্নয়ঃ'—আশ্রমভেদে অগ্নির বিবিধ সংজ্ঞা আছে, এবং নানাবিধ হোমও আছে, এইজন্য বহুবচন। 'সৎকৃতং' ও 'আদরাৎ'—সূত বিলোমজাত হইলেও, তাঁহার প্রতি মুনিগণের দ্বারা প্রদর্শিত এই সমাদর ও আগ্রহ সূতের উৎকর্ষ-জ্ঞাপক।

ব্যাখ্যা—একদা প্রাতঃকালে বিবিধ হোম সমাপনের পর মুনিগণ নিজেদের নিকটে উপবিষ্ট সূতকে সম্মান ও আগ্রহের সহিত পরবর্ত্তী বাক্যসকল বলিলেন।

ঋষয়ঃ উচুঃ।

ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যান্যুত ॥৬

(৬) [অন্বয়]—হে অনঘ ত্বয়া খলু সেতিহাসানি পুরাণানি উত যানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি [তানি] অধীতানি আখ্যাতানি চ।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি।—'সেতিহাসানি'—মহাভারতের সহিত; 'পুরাণ'—পুরাকালের বিবরণ, পুরাণে 'সর্গ' অর্থাৎ সৃষ্টি-প্রকরণ, 'প্রতিসর্গ' (ভিন্ন ভিন্ন জীবসৃষ্টি) বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত বর্ণিত থাকে। 'যানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি' মনুসংহিতা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে। 'অধীত'—আয়ত্ত করা (অধি= অধিকৃত+ই=যাওয়া) অতএব আপনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ।

যানি বেদ বিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ ॥৭
বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎ সর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥৮

(৭-৮) [অন্বয়]—হে সূত! বিদাং শ্রেষ্ঠঃ ভগবান্ বাদরায়ণঃ যানি বেদ, অন্যে চ পরাবরবিদঃ মুনয়ঃ [যানি] বিদুঃ, হে সৌম্য! তৎসর্ব্বং তদনুগ্রহাৎ ত্বং তত্ত্বতঃ বেত্থ, [যতঃ] গুরবঃ গুহ্যং অপি স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য ব্রূয়ুঃ।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'বিদাং শ্রেষ্ঠঃ'—জ্ঞানমার্গে সাধকগণের শ্রেষ্ঠ। 'ভগবান্'—ঐশী-শক্তি এবং যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। বাদরায়ণঃ—ব্যাস। পরাবরবিদঃ—'পরঃ' অর্থাৎ নির্গুণ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যিনি আদি হইতে আছেন, অবর—যাহা পরে

হইয়াছে ; অর্থাৎ যে ঐশ্বর্য্যময় শ্রীহরিমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পরে প্রকটিত হইয়াছেন। নিরুপাধিক চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপকে 'পর' এবং সোপাধিক, ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মস্বরূপকে 'অবর' ব্রহ্ম বলে। এই স্বরূপ যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন। জ্ঞানমার্গে 'গুহ্যং অপি'!—শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য অযোগ্য শিষ্যের নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু বিলোমজাত হইয়াও সূত ধী-শক্তিতে যোগ্যপাত্র ছিলেন; এবং 'স্নিগ্ধ'—গুরুগণের স্নেহের পাত্রও ছিলেন; কারণ তাঁহার প্রগাঢ় গুরু-ভক্তি ছিল। সেইজন্য তাঁহারা ঐ সকল গভীর তত্ত্ব তাঁহাকে বলিয়াছেন; 'অপি'—এই শব্দ সূতের উৎকর্ষসূচক।

ব্যাখ্যা—হে সূত! ভগবান্ ব্যাস এবং সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক মুনিগণ যাহা জানিতেন, তাঁহারা স্নেহবশতঃ সেই সকল গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে বলিয়াছেন।

তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥৯

(৯) [**অন্বয়**] হে আয়ুষ্মন্! তত্র তত্র অঞ্জসা পুংসাং একান্ততঃ শ্রেয়ঃ যৎ ভবতা বিনিশ্চিতং তৎ নঃ শংসিতুং অর্হসি।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'আয়ুষ্মন্!'—দীর্ঘ আয়ু আছে যাঁহার, অতএব বহু শাস্ত্র পাঠ ও বহু চিন্তা করিয়াছেন। 'অঞ্জসা' —গ্রন্থার্জবেন (শ্রীধর) অর্থাৎ সরল ভাষায়। 'একান্ততঃ শ্রেয়ঃ' —অব্যভিচারী মঙ্গলসাধক, যে শ্রেয়ঃ 'একঃ' অদ্বিতীয়ভাবে 'অন্তে' চরম সময় পর্য্যন্ত থাকে, এবং কখনও নষ্ট হয় না। 'বিনিশ্চিতং!'—'বি' নিঃসংশয়ভাবে 'নিশ্চিতং' স্থির ধারণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—হে আয়ুষ্মন্! আপনার পঠিত শাস্ত্রসকলের মধ্য হইতে যে যে বিষয় সরল ভাষায় প্রকাশ করিলে, শীঘ্র মানবগণের বোধগম্য হইয়া সর্ব্বথা মঙ্গল সাধন করিবে, তাহাই সরল ভাষায়

আমাদিগকে বলুন। আপনি আয়ুষ্মান্, অতএব বহুকাল যাবৎ বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়া মানবগণের পক্ষে কি কার্য্য শ্রেয়ঃ-সাধক তাহা স্থির করিয়াছেন। আপনি যাহা শ্রেয়ঃ-সাধক বিবেচনা করেন, তাহা বলিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমরা আপনার মতের অনুসরণ করিব ; [ঋষিগণের এই বাক্য সূতের পক্ষে মহাগৌরব-কর।]

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ। ১০
ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১১

(১০—১১) [**অন্বয়**] হে সভ্য ! অস্মিন্ কলৌ যুগে জনাঃ প্রায়েণ অল্পায়ুষঃ [তথা] মন্দাঃ, সুমন্দ-মতয়ঃ, মন্দভাগ্যাঃ হি উপদ্রুতাঃ। বিভাগশঃ হি ভূরীণি ভূরি-কর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি [শাস্ত্রাণি] [সন্তি] ; অতঃ হে সাধো অত্র যৎ সারং [তৎ] মনীষয়া সমুদ্ধৃত্য ভূতানাং ভদ্রায় ব্রূহি, যেন আত্মা সুপ্রসীদতি।

শব্দার্থ ও রস বিবৃতি—'সভ্য !'—যিনি সভায় অর্থাৎ সুধীগণের সহিত বসিবার যোগ্য, [বিলোমজাত সূতের পক্ষে এই পদ প্রকর্ষ-জ্ঞাপক] 'প্রায়েণ !'—অধিকাংশ লোকেই, অথবা বিশেষ-রূপে (pre-eminently) ; 'মন্দাঃ !'—পরমার্থ-তত্ত্ব জানিতে অলস। 'সুমন্দমতয়ঃ'—সাতিশয় নির্ব্বুদ্ধি। 'মন্দভাগ্যাঃ'—বিঘ্নাকুল। 'উপদ্রুতাঃ'—রোগাদি উপদ্রবে ব্যাকুল ('দ্রু' ধাতু = হিংসা করা) 'বিভাগশঃ'—এক এক বিষয়ে। 'ভূরীণি !—বহুসংখ্যক, ভূরি-কর্ম্মাণি !'—বহু কর্ম্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে যাহাতে। 'সারং'—সারতত্ত্ব ; 'সমুদ্ধৃত্য'—'সং' সম্পূর্ণরূপে ও অভ্রান্তভাবে 'উৎ' শাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া 'ধৃত্য !'—লোকের সম্মুখে ধারণ

করিয়া। 'সুপ্রসীদতি'—চিত্ত ভগবানের মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অবস্থান করিবে, ('সু'=সুচারুরূপে অর্থাৎ নিশ্চল-ভাবে এবং আনন্দের সহিত+'প্র'=প্রকর্ষেণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতি,+'সদ্'=গমন করা।)

ব্যাখ্যা—এই কলিযুগে মানবগণ সাতিশয় অল্পায়ু অতএব বহু শাস্ত্র পাঠ করার জন্য তাহাদের সময় নাই; এবং অনেক লোক 'মন্দাঃ', অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান-লাভে অলস; এবং অনেকে 'সুমন্দ-মতয়ঃ' অর্থাৎ সাতিশয় নির্ব্বুদ্ধি। অতএব সার কথাগুলি সরলভাষায় না বলিলে, যাহারা অলস তাহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়িবে না; এবং যাহারা নির্ব্বুদ্ধি তাহারা পড়িয়াও বুঝিতে পারিবে না। আরও অনেক লোক 'মন্দভাগ্যাঃ' অর্থাৎ কখনও শাস্ত্রের অভাবে, কখনও গুরুর অভাবে, এবং কখনও বা সাংসারিক ব্যাপারে নানা বিপত্তি দ্বারা ব্যাকুল হয়; এবং অনেক লোক 'উপদ্রুতাঃ' অর্থাৎ রোগাদির উপদ্রবে অস্থির হইয়া পড়ে; সুতরাং বিস্তীর্ণ বা জটিল শাস্ত্রের অধ্যয়ন এই সকল লোক দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

যদি বলেন যে, কেন, শাস্ত্র ত এখনও আছে, লোকে তাহারই অনুসরণ করুক না কেন? আবার নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক কি? তাই বলিতেছেন যে, এক এক 'বিভাগে', অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান বা যোগাদিমার্গে বহু শাস্ত্র আছে, এবং তাহাতে বহু যাগযজ্ঞাদি অনু-ষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কলিযুগের অল্পায়ু, অলস, মন্দবুদ্ধি, মন্দভাগ্য এবং রোগাদি উপদ্রবযুক্ত লোকগণের দ্বারা ঐ বহু শাস্ত্রের পাঠ এবং বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব আপনি নিজের মনীষাপ্রভাবে ঐ শাস্ত্ররাশির সারতত্ত্ব বাছিয়া লইয়া, সেই সার-তত্ত্বকে মানবগণের চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকাশ করুন। আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন লোকের চিত্ত ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইয়া পরমানন্দে

লোকের চিত্ত তাঁহাতে অবস্থান করে। অর্থাৎ ঐ আনন্দ ছাড়িয়া ছার বিষয়ের দিকে চিত্ত যেন ধাবিত না হয়।

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া।১২
তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ॥১৩

(১২-১৩) [**অন্বয়**] হে সূত! তে ভদ্রং [ভবতু] সাত্বতাং পতিঃ ভগবান্ যস্য চিকীর্ষয়া বসুদেবস্য [ভার্য্যায়াং] দেবক্যাং জাতঃ [তৎ ত্বং] জানাসি। হে অঙ্গ! যস্য অবতারঃ ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ [আসীৎ] তৎ (=তস্য) যশঃ শুশ্রূষমাণানাং নঃ অনুবর্ণিতুম্ অর্হসি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সাত্বতাং পতিঃ'—'সৎ'= সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্, সঃ উপাস্যতয়া বিদ্যতে এষাং; অর্থাৎ যাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহারা 'সত্ত্বৎ', তাঁহাদিগের 'পতিঃ' =পালক, যিনি শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের উপাসকগণকে পালন করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'যস্য চিকীর্ষয়া'—যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া; 'ক্ষেমায়' দুঃখ নাশ করিতে ('ক্ষি=ক্ষয় করা); অথবা ঐ ভক্তগণের সমৃদ্ধি-রক্ষা করিতে, 'ভবায়'—সমৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ ত্রিতাপ নাশ করিয়া, ঐহিক এবং পারত্রিক উন্নতি সাধনার্থ। 'অনুবর্ণিতুং'—'অনু' গূঢ়তত্ত্বসকল প্রকাশ করিয়া 'বর্ণিতুং' কীর্ত্তন করিতে।

ব্যাখ্যা—হে সূত! আপনার মঙ্গল হউক। ভক্তগণের পালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য্যসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, বসুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে জাত হন, তাহা আপনি জানেন, এবং জীবগণের দুঃখনাশ করিয়া তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি-সাধন করাই যে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার সেই লীলামাহাত্ম্যের গূঢ় তত্ত্ব আমাদিগকে বলুন।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥১৪
যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥১৫
কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্ যশঃ কলিমলাপহম্॥১৬
তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ॥১৭

(১৪—১৭) [অন্বয়] ঘোরাং সংসৃতিং আপন্নঃ [জনঃ] বিবশঃ [অপি] যন্নাম গৃণন্ ততঃ সদ্যঃ বিমুচ্যেত যৎ (=যতঃ অর্থাৎ যে নাম হইতে) ভয়ং অপি স্বয়ং বিভেতি। হে সূত! যৎপাদসংশ্রয়াঃ প্রশমায়নাঃ মুনয়ঃ উপস্পৃষ্টাঃ [সন্তঃ] সদ্যঃ পুনন্তি, স্বর্ধুনী [তু] আপোনুসেবয়া [পুনাতি] শুদ্ধিকামঃ কঃ বা পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ তস্য ভগবতঃ কলিমলাপহং যশঃ ন শৃণুয়াৎ। লীলয়া কলাঃ দধতঃ তস্য সূরিভিঃ পরিগীতানি উদারাণি কর্ম্মাণি শ্রদ্দধানানাং নঃ ব্রূহি।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি।—'ঘোরা' অবিদ্যায় অন্ধকারময় ও যাতনাময়। 'সংসৃতি'—ভোগলোকত্রয়, যেখানে গমন করিলে জীব তথায় আবদ্ধ হয় ('সং'=সম্যক্ ভাবে, চিরকালের জন্য+সৃ =গমন করা)। 'আপন্ন'—(আ সম্যক্ ভাবে+পদ্=গমন করা) গমন করিয়া; অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যখন মুক্তির আশা থাকে না। 'বিবশঃ'—অসহায়; 'যন্নাম গৃণন্'—যে শ্রীহরির নামকে শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া। 'ততঃ'—সংসার অর্থাৎ অবিদ্যার প্রভাব হইতে। 'সদ্যঃ'—অবিলম্বে। 'বিমুচ্যেত'—সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে। 'যদ্বিভেতি'—'যৎ' যস্মাৎ যে নাম হইতে 'স্বয়ং ভয়ং'—মহাকাল নিজেই 'বিভেতি' বিশেষ ভীত হন; অতএব নাম কীর্ত্তনকারীকে যাতনা দিতে তাঁহার সাহস হয় না। ব্রহ্মা

স্বয়ং চিন্ময়, এবং বিভূতিসকল তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের অংশ; যে মাহাত্ম্য-প্রকাশক নাম দ্বারা শ্রীহরির বিভূতির স্মৃতি লোকের চিত্তে উদয় হয়, ঐ নাম এবং নামের অধিকারীর মধ্যে ভেদ নাই। তাইতেই নামের এত মাহাত্ম্য হইয়াছে। 'যৎপাদসংশ্রয়াঃ' যে শ্রীহরির 'পাদৌ সংশ্রয়ৌ যেষাং' অতএব 'প্রশমায়নাঃ'—'প্রশম' = বিষয়ে অনাসক্তি হইতে জাত চিত্তের নির্ব্বিকার ভাব হইয়াছে 'অয়ন'—মার্গ যাঁহাদের, এরূপ 'মুনয়ঃ' = মননশীলাঃ সাধকগণ; যাঁহাদিগের মতি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া আছে তাঁহারা 'উপস্পৃষ্টাঃ'—উপ = সমীপে + 'স্পৃষ্টা'; কেহ যদি শরণাগতভাবে তাঁহাদিগের সমীপে গিয়া তাঁহাদিগের পদ বা পাদোদক স্পর্শ করে, তাহা হইলে 'সন্তঃ' তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ স্পর্শমাত্র 'পুনন্তি' স্পর্শকারীর চিত্ত হইতে কামক্রোধাদি দূর করিয়া তাহার মন এবং দেহ পবিত্র করেন। কিন্তু 'স্বধুনী'—গঙ্গা 'আপোনুসেবয়া [পুনাতি]'; অর্থাৎ গঙ্গার জলে স্নান আচমনাদি করিলে লোকে পবিত্র হয়, স্পর্শমাত্র হয় না। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ শ্রীহরি তাঁহার পদাশ্রিত মুনিগণকে নিজের পাদোদক অপেক্ষা অধিকতর পাবনী শক্তি দিয়াছেন। 'শুদ্ধি-কামঃ'—যিনি চিত্ত হইতে কাম-ক্রোধাদির কালুষ্যনাশ কামনা করেন। 'পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ'—'পুণ্যশ্লোকৈঃ' = চিত্তশুদ্ধিকর বাক্য দ্বারা 'ঈড্যানি' = স্তব্যানি 'কর্ম্মাণি' যস্য। যাঁহার লীলা সকল এত মধুর যে তাহা ঈড্য = কীর্ত্তনের যোগ্য, এবং ঐ কীর্ত্তন শুনিলে চিত্ত পবিত্র হয়; অর্থাৎ কামক্রোধাদি চিত্ত হইতে দূর হয়। 'লীলয়া কলাঃ দধতঃ'—'কলাঃ' = অংশ সকল। ব্রহ্মা ও রুদ্র ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম লীলার্থ নিজের অংশ দ্বারা ব্রহ্মা ও রুদ্র হইয়া সৃষ্টি ও সংহার লীলা করিতেছেন। 'সূরিভিঃ!'—নারদাদি দ্বারা। 'পরিগীতানি!'—'পরি' = প্রকৃষ্টভাবে; অর্থাৎ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া 'গীতানি' = কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'উদার'—যাহা চিত্তকে উন্নত করে ('উৎ' উচ্চে + 'আ' + 'ঋ' = গমন করা।)

ব্যাখ্যা—জন্মমৃত্যুময় এই ভীষণ সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়াও (গ্রাহ দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্রের ন্যায়) যে শ্রীহরির প্রভাব ও বাৎসল্য-ব্যঞ্জক নাম কীর্ত্তন করিয়া, সংসার হইতে অবিলম্বে মুক্তি লাভ করেন; এবং স্বয়ং ভয়ঙ্কর মহাকালও যে শ্রীহরির নামকে ভয় করেন।

শ্রীহরির এতই ভক্তবাৎসল্য যে, ভক্তকে নিজের পাদোদক অপেক্ষাও অধিকতর পাবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন। কারণ গঙ্গার জলে স্নান আচমনাদি করার পরে লোকের পাপ নাশ হয়; কিন্তু এই শ্রীহরির পদাশ্রিত মুনিগণের সমীপে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের পাদস্পর্শ বা পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেই, পাপীর পাপনাশ হয়। যে শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তন শুনিলে, মন পবিত্র হওয়াতে কলির প্রভাবে যে সকল কামক্রোধাদির ময়লা মনের উপর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা দূর হয়। চিত্তশুদ্ধি-ইচ্ছুক কে না তাঁহার লীলার কথা আগ্রহে শুনিবেন? যে শ্রীহরি লীলার্থ আত্ম-স্বরূপের অংশ দ্বারা ব্রহ্মা এবং রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া, সৃষ্টি ও সংহার লীলা করিতেছেন, তাঁহার কর্ম্ম-সকলের মাহাত্ম্য নারদাদি সূরিগণ কীর্ত্তন করেন। আমাদিগের শ্রদ্ধা আছে, অতএব আমাদিগের নিকট আপনি ঐ সকল লীলা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিলে চিত্ত উন্নত হয়।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥১৮
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥১৯
কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥২০

১৮-২০ [**অন্বয়**] হে ধীমন্ আত্মমায়য়া স্বৈরং লীলাঃ বিদধতঃ হরেঃ শুভাঃ অবতারকথাঃ অথ আখ্যাহি। বয়ং তু উত্তমঃ-

শ্লোকবিক্রমে ন বিতৃপ্যাম, যৎ রসজ্ঞানাং শৃণ্বতাং পদে পদে স্বাদু স্বাদু। গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ভগবান্ কেশবঃ রামেণ [সহ] যানি অতিমর্ত্ত্যানি কর্ম্মাণি কিল কৃতবান্ [তানি আখ্যাহি]।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'ধীমন্'—আপনার 'ধী'—তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি আছে, অতএব আপনি বর্ণনা করিতে সমর্থ। 'স্বৈরং'—কেবল স্ব-ইচ্ছায়, কাহারও আদেশে নয়। 'লীলা'—যে কার্য্য বিনায়াসে সম্পাদিত হয়,অতএব ক্রীড়ার ন্যায়,তাহাকেই লীলা বলে। ভগবানের ইচ্ছামাত্র 'যোগমায়া' এবং কালশক্তি দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, এই জন্য তাঁহার কার্য্যকে 'লীলা' বলে। 'বিদধতঃ'—'বি'=নানাবিধ ভাবে+দধতঃ=লীলা প্রকটন করিয়াছেন যিনি সেই 'হরেঃ',- শ্রীহরির 'শুভাঃ'—জগতের মঙ্গলকর। 'অবতারকথাঃ'—শ্রীহরি দেব, তির্য্যক ও নরাদিযোনিতে নিজের বিভূতি প্রকাশ করিয়া, যখন কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সেই অবস্থা অবলম্বনকে 'অবতার' বলে ('অব'=নীচে, ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ হইতে নিম্ন দেব-তির্য্যগাদি যোনিতে+তৃ=গমন করা)। ঐ অবতার সকলের 'কথা'= আখ্যায়িকাসকল। 'উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে'—'উত্তমঃ' অবিদ্যানাশক হইয়াছে 'শ্লোক'=কীর্ত্তি যাঁহার, যাঁহার কীর্ত্তিকথা শুনিলে অবিদ্যার মোহান্ধকার দূর হয়, এরূপ যে শ্রীহরি তাঁহার 'বিক্রমে'-বিবিধ কার্য্যের কথায় (বি=বিবিধ+ক্রম্=গমন করা) 'উত্তমঃ'-'উৎ' উদ্গচ্ছতি 'তমঃ'=অবিদ্যার' মোহ যস্মাৎ; যাহা হইতে বা যাহা দ্বারা অবিদ্যা দূর হয়। তাঁহার 'বিক্রমে ন বিতৃপ্যাম'-অলং ইতি ন মন্যামহে (শ্রীধর); যথেষ্ট শুনিয়াছি এবং শ্রবণের আর আবশ্যকতা নাই, ইহা ভাবি না। 'তু'-এই পদ দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, অপর লোকের 'আশা মিটে মিটুক' কিন্তু আমাদের আশা মিটে না। 'রসজ্ঞঃ'—রসগ্রাহী, যাঁহারা মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ [সকল লোকেরই যে মাধুর্য্য অনুভব করার শক্তি আছে তাহা নয়। শ্রদ্ধা, কথারুচি ও মতি না থাকিলে, রসজ্ঞ

হওয়া যায় না।] স্বাদু স্বাদু পদে পদে'—যত শুনি; পরবর্ত্তী পদ পূর্ব্ববর্ত্তী পদসকল অপেক্ষা আরও বেশী মধুর বোধ হয়, 'স্বাদুতঃ অপি স্বাদু'।

'গূঢ়ঃ'—যিনি নিজের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে আবৃত করিয়াছিলেন। 'কপটমানুষঃ'—প্রাকৃত মানুষের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি 'কপট'—অর্থাৎ তাঁহার ছদ্মবেশমাত্র, কারণ তখনও তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ছিল। 'কেশবঃ'—(কঃ + ঈশ + ব, গমনার্থ 'বা' ধাতু) যিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবের মধ্যে 'গমন' করিয়াছিলেন; অর্থাৎ ব্রহ্মা ও মহাদেব যাঁহার অংশ বা রূপভেদমাত্র। 'রাম'—বলরাম; 'অতিমর্ত্ত্য'—অলৌকিক; মর্ত্ত্য = মর্ত্ত্যলোকে জাত বিষয়কে 'অতি' = অতিক্রম করে যাহা—যথা গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি কার্য্য।

ব্যাখ্যা—হে সূত আপনার ধীশক্তি আছে, অতএব শ্রীহরি স্ব-ইচ্ছায় নিজের মায়া-শক্তি দ্বারা নরতির্য্যগাদিযোনিতে অবতীর্ণ হইয়া, যে যে লীলা করিয়াছিলেন, সেই সেই মঙ্গলময় অবতার-সকলের বিষয় বর্ণনা করুন।

যে শ্রীহরির বিবিধ কার্য্যের কথা শ্রবণ করিলে, চিত্ত হইতে মোহান্ধকার নষ্ট হয়, তাঁহার লীলাকীর্ত্তন শুনিয়া আমাদিগের মনে কখনও শ্রবণলালসার নিবৃত্তি হয়না; (অর্থাৎ, 'আশ, মিটে না')। যাঁহারা 'রসজ্ঞ' অর্থাৎ ঐ সকল কথার মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ, তাঁহাদিগের নিকট ঐ কথাসকল পদে পদে অধিক হইতে অধিকতর মধুর হয়।

'ভগবান্ কেশবঃ' অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী এবং ব্রহ্মা ও মহাদেব যাঁহার রূপভেদমাত্র হওয়াতে, যিনি সৃষ্টি ও সংহারলীলা করিতেছেন তিনি যোগমায়া দ্বারা নিজ অনন্তশক্তি ও ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া, কৃষ্ণাবতারে নিজের অংশ-ভূত বলরামের সহিত একত্র হইয়া, প্রাকৃতমানবের রূপ ধারণ করিয়াও, যে যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন।

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥২১
ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥২২

২১—২২ [**অন্বয়**] কলিং আগতং আজ্ঞায় [তদ্ভয়াৎ] অস্মিন্ বৈষ্ণবে ক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রেণ আসীনাঃ বয়ং হরেঃ কথায়াং [অধুনা] সক্ষণাঃ [ভবামঃ]। অর্ণবং নিস্তিতীর্ষতাং পুংসাং কর্ণধারঃ ইব সত্ত্বহরং দুস্তরং কলিং [নিস্তিতীর্ষতাং] নঃ ত্বং ধাত্রা সন্দর্শিতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সক্ষণাঃ'—আগ্রহবান্, লব্ধাবসর (ক্ষণ=উৎসব, অবসর,)। এতকাল যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকায় এই কর্ম্মমার্গে রত ঋষিগণের অবসর হয় নাই, যদি আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে অবসর হইত। 'বৈষ্ণবে ক্ষেত্রে'—যেস্থানে নিয়ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় শ্রীহরির আরাধনা হওয়াতে, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি তথায় বাস করেন; (ক্ষেত্র=বাসস্থান)। 'নিস্তিতীর্ষতাং'—(নিঃ= নিশ্চিতভাবে+তৃ পার হওয়া, ইচ্ছার্থে সন্) পার হইতে ইচ্ছুক। কর্ণধারঃ—পাকা মাঝি; কর্ণধার নৌকাকে বিপথগামী হইয়া ডুবিতে দেয় না, এবং ঝড়তুফান হইলেও, লক্ষ্যস্থানে লইয়া যায়। কিরূপ সাধনা করিলে কলির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, ঋষিগণ ব্যাকুল হইয়াছিলেন; তাঁহারা সূতকে 'পারদর্শক' ভাবে গ্রহণ করিলেন।

ব্যাখ্যা—কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া, আমরা কলির প্রতাপ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য বিষ্ণুর নিবাসস্থল এই নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিরত ছিলাম, এখন শ্রীহরির কথা শুনিতে আগ্রহবান্ হইয়াছি, (অথবা অবসর লাভ করিয়াছি)।

এই কলিযুগ লোকের সত্ত্বগুণ হরণ করিয়া কামক্রোধাদি বৃদ্ধি করিতেছে এবং তাহার প্রতাপ অতিক্রমের কোন উপায় নাই দেখিয়া, আমরা অকুল পাথারে পতিত ব্যক্তির ন্যায় অসহায় হইয়াছিলাম। বিধাতা এখন আমাদিগকে সংসারসাগর পার করিবার জন্য আপনাকে কর্ণধার করিয়া পাঠাইয়াছেন। আপনি আগমন করাতে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিশীয়োপাখ্যানে
ঋষিপ্রশ্নো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

(২৩) [**অন্বয়**] ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে স্বাং কাষ্ঠাং উপেতে অধুনা ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ [তৎ ব্রূহি]।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত অন্বয়ে
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'ব্রহ্মণ্যে'—ব্রহ্মে যাঁহারা রত তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ', তাঁহাদিগের রক্ষক ; অর্থাৎ যিনি ভক্তগণকে রক্ষা করেন। 'ধর্ম্মবর্ম্মণি'—বর্ম্ম যেরূপ যোদ্ধাকে রক্ষা করে সেইরূপ যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, 'যোগেশ্বর'—যোগমায়ার ঈশ্বর অর্থাৎ যাঁহার ঈক্ষা প্রভাবে কালশক্তি এবং যোগমায়া বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে ; কিম্বা যিনি নিজের শক্তি দ্বারা আমাদিগের মতিকে নিজের সহিত যোগ=মিলিত করেন। 'স্বাং কাষ্ঠাং'—নিজের জ্যোতির্ম্ময় বা ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ, ('কাশ্'=দীপ্তি পাওয়া)। 'শরণং গতঃ'—'শরণ' পদ দ্বারা ধর্ম্মকে বিপদ্ হইতে সংরক্ষণ এবং ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন এই উভয় ভাবই বুঝায়।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী টীকায়
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—যিনি ব্রহ্মে রত ব্যক্তিগণের রক্ষক এবং যিনি ধর্ম্মের রক্ষক এবং যোগমায়া যাঁহার আজ্ঞাধীনা হইয়া, কালশক্তির সহিত বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছেন [অথবা যাঁহার শক্তি প্রভাবে লোকের মতি অপর সকল বস্তু অপেক্ষা ভগবানের প্রতি অধিক অনুরক্ত হয় বলিয়া তাঁহাকে "যোগেশ্বর" বলে] সেই শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ ত্যাগ করিয়া নিজের জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপে [বা বৈকুণ্ঠে প্রকটিত ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে] গমন করার পরে ধর্ম্ম কাহার আশ্রয় লইয়াছেন ? অর্থাৎ কে 'কলির' এবং কুক্রিয়াসক্ত লোকগণের আক্রমণ হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছে এবং কে লোকের মতিকে ভোগমার্গ হইতে ধর্ম্মমার্গে ফিরাইয়া ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিতেছে ?

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
ব্যাখ্যায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূতকর্ত্তৃক ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর দান আরম্ভ; সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম সমন্বয়

তাৎপর্য্য—কিরূপ ধর্ম্মাচরণ 'একান্ততঃ শ্রেয়ঃ' এই প্রশ্নের উত্তরে সূত বলিলেন, যদ্দ্বারা 'অধোক্ষজের' প্রতি (অর্থাৎ ভগবান্ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, তাঁহার প্রতি) 'অহৈতুকী' ও 'অপ্রতিহতা' ভক্তি—অর্থাৎ নিষ্কাম ও অতিপ্রবলা ভক্তি—উৎপন্ন হয়, এবং সেই ভক্তিপ্রভাবে চিত্ত অস্খলিতভাবে সেই অধোক্ষজে অবস্থান করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ভক্তি হইতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রবৃদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। (৬—৭ শ্লোক)।

গৃহীর জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্গলাভ-সাধনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তথাপি ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কেন বলা হইল, তাহা ৮—১৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে পালন করিলে স্বর্গাদি লাভ হয়, কিন্তু যদি ভগবানে রতি না থাকে, তাহা হইলে ঐ সুখ স্থায়ী হয় না, এবং উহার সহিত ত্রিতাপের যন্ত্রণাও থাকে। কিন্তু অপ্রতিহত ভক্তি-সংযুক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনন্ত সুখ লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সিদ্ধি।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ। এই চতুর্ব্বর্গ-লাভ, সংসারে অবস্থানকালে মানবজীবনের সাধনা। স্বধর্ম্মপালনে অর্থলাভ হয়, এবং অর্থলাভে ইন্দ্রিয়প্রীতি ও বিষয়ভোগের সহিত কামাভিলাষ সম্পাদিত হয়! এই ত্রিবর্গ-লাভান্তে মোক্ষলাভ মানব-জীবনের চরম ও মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবৎ-প্রেমরসে হৃদয় সিক্ত করিয়া, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। সাধারণতঃ

অর্থ ও কাম এই দুই বস্তু মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি-প্রণোদিত ধর্ম্মসম্ভূত অর্থ ও কাম মোক্ষলাভের সহায়। ইহা হইতে ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি সঞ্জাত হয়। অতএব ইহা করিলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে এবং চতুর্ব্বর্গে সিদ্ধিলাভ হইবে। (৮—১০ শ্লোক)।

ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ এই ত্রিবিধ সাধনের উপায় আছে। এই তিন মার্গেই এক বস্তুকেই 'ভগবান্', 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' এই তিন নামে উপাসনা করা হয়। ভক্তি দ্বারা এই তিন মার্গেই সিদ্ধিলাভ হয়, এবং শ্রীহরির তুষ্টি উৎপাদন করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেও সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই সর্ব্ববিধ সাধনায় সিদ্ধি দান করে। (১১—১৩ শ্লোক)।

এখন জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ভক্তি কি প্রকারে জন্মে ? ইহার উত্তরে সূত বলিলেন, নিত্যদা (অর্থাৎ সুখের সময়ে, দুঃখের সময়ে, এবং অপর সকল সময়ে) ভগবৎ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে চিত্তে স্বতঃ ভক্তি আসিবে। (১৪ শ্লোক)। শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিলে কিরূপে ভক্তি জন্মায় তাহা অতি বিশদভাবে ১৫—২২ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়া, অনুধ্যান (মনের মধ্যে চিন্তা) করিতে করিতে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির প্রতিরোধক মনোমধ্যস্থিত কর্ম্মগ্রন্থি সমূহ (বিষয়াসক্তি) ছিন্ন হয়—অর্থাৎ যে ভোগ-সুখের আকর্ষণে মন ভগবৎ-কথার দিকে অগ্রসর হইত না, বা সে কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত না, ভগবদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ ভোগাকর্ষণ শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা, তাহার শ্রবণে আগ্রহ, এবং তাহাতে রুচি জন্মিয়া, বিষয়াসক্তিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। নিত্য 'ভাগবত সেবা' দ্বারা মতি ভগবানে এত আসক্ত হয় যে, তাঁহাকে আর ছাড়িতে চাহে না। ইহাকেই 'নৈষ্ঠিকী' রতি বলে। তখন মনের উপর রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং চিত্তে জ্ঞান ও ভক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। এই

অবস্থায় উন্নীত হইলে ভক্তির সহিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধিকতর স্ফুরণ হইয়া অবিদ্যার উপশম হয়। তখন জ্ঞানমার্গে অনুরক্ত সাধক 'ব্রহ্ম' দর্শন করেন, যোগমার্গরত সাধক 'পরমাত্মা' দর্শন করেন, এবং ভক্ত সাধক 'ভগবান্‌কে' লাভ করেন। (১৫—২২ শ্লোক)।

সর্ব্ববিধ সাধনমার্গে ভক্তির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া ২৩—৩০ শ্লোকে সূত দেখাইলেন যে সকাম সাধকগণ ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি যে দেবগণের উপাসনা করেন, সেই দেবগণ পরম পুরুষের রূপভেদ মাত্র; এবং স্ত্রী, ঐশ্বর্য্য ও সন্তানকামী জনগণ যে পিতৃপ্রভৃতির উপাসনা করেন তাঁহারা বাসুদেবেরই বিভূতি, অর্থাৎ তাঁহা হইতে প্রকটিত রজঃ এবং তমঃ গুণের সৃষ্টি, এবং তাঁহারা যে ফলদান করেন তাহাও বাসুদেবপ্রদত্ত। ঐ পিত্রাদি কেবল উপলক্ষ্যমাত্র। জ্ঞানিগণ বেদাদি হইতে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়াস করেন, সেই ব্রহ্ম ও বাসুদেব একই। কর্ম্মিগণ বৈদিক বা অপর যজ্ঞাদিতে যে দেবগণের আরাধনা করেন, তাঁহারাও বাসুদেবেরই অংশ। সকাম ও নিষ্কাম সকল ক্রিয়ার পরিচালক বাসুদেব। তিনিই সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-দাতা ও স্বর্গাদি সিদ্ধিলাভ তাঁহারই কৃপাতে হয়।

সূত এইরূপে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম এবং সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া দেখাইলেন, ভক্তি দ্বারা বাসুদেবকে তুষ্ট করিতে পারিলে, ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ শ্রেয়োলাভ হয়। (২৩ ৩০ শ্লোক)। এক বাসুদেবই সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবে ও বস্তুতে থাকিলেও স্বরূপতঃ এক, এবং নিজশক্তি দ্বারা জীবকে পরিচালিত করিয়া বিষয় ভোগ করান, আর জগতের মঙ্গলার্থে নর-তির্য্যগাদিযোনিতে অবতীর্ণ হইয়া জগৎ পালন করিতেছেন। (৩১—৩৩ শ্লোক)।

ইতি সম্প্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।
প্রতিপূজ্য বচস্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥১

(১) [অন্বয়] ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টঃ রৌমহর্ষণিঃ তেষাং বিপ্রাণাং বচঃ প্রতিপূজ্য প্রবক্তুং উপচক্রমে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—সংপ্রশ্ন—সং = আগ্রহযুক্ত এবং বহু-বিষয়ক; 'রৌমহর্ষণিঃ—রোমহর্ষণ ঋষির পুত্র সূত; 'প্রতিপূজ্য' —ঋষিগণ-প্রদর্শিত সমাদরের প্রতিদানভাবে তাঁহাদের বাক্যের প্রতি সমাদর দেখাইয়া; 'প্রবক্তুং—'প্র'—বিস্তারিতভাবে ও যত্নপূর্ব্বক + বক্তুং—উত্তর দিতে, আরম্ভ করিলেন।

ব্যাখ্যা—ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণে তাঁহাদিগের চিত্তে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহু বিষয় জানিতে আগ্রহ দেখিয়া, রোমহর্ষণঋষির পুত্র সূত সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সূতের প্রতি সমাদর দেখাইয়াছিলেন; সূতও তাঁহাদিগের বাক্যের প্রতি সম্মান দেখাইয়া যত্নের সহিত তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥২

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥৩

(২—৩) [অন্বয়] অনুপেতং প্রব্রজন্তং অপেতকৃত্যং যং [মুনিং] বিরহকাতরঃ দ্বৈপায়নঃ পুত্র ইতি আজুহাব তরবঃ তন্ময়তয়া পুত্র ইতি অভিনেদুঃ তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিং আনতঃ অস্মি। যঃ [শুকঃ] স্বানুভাবং অখিলশ্রুতিসারং অধ্যাত্মদীপং একং পুরাণগুহ্যং [শ্রীমদ্ভাগবতং] অন্ধং তমঃ অতিতিতীর্ষতাং সংসারিণাং [পুংসাং প্রতি] করুণয়া আহ, তং মুনীনাং গুরুং ব্যাসসূনুং উপযামি।

শব্দার্থ ও রস বিবৃতি - 'অনুপেতং'—একাকী (ন + উপ + ই = যাওয়া, যাঁহার সঙ্গে কেহ যায় নাই); 'প্রব্রজন্তং'—যিনি চিরদিনের জন্য পিতার আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, (প্র = প্রকৃষ্টভাবে, স্থায়িভাবে, + ব্রজ = যাওয়া)। 'অপেতকৃত্যং' 'অপেত' = পরিত্যক্ত হইয়াছে 'কৃত্য' = যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম যাঁহা দ্বারা। 'যং' [মুনিং]—যে মনস্বী শুকদেবকে; 'বিরহ-কাতর'—এই কাতরতা ব্যাসের মনে অবিদ্যার প্রভাবের পরিচায়ক। 'আজুহাব' 'আ' উচ্চরবে 'জুহাব' আহ্বান করিয়াছিলেন; ('হ্বে' = আহ্বান করা)। 'তন্ময়তয়া'—শুকময়ভাব প্রাপ্ত হইয়া, যোগবলে শুকদেব সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন; অতএব তিনি তরুগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তরুগণ দ্বারা ব্যাসের অনুযায়ী শব্দ করাইয়াছিলেন। 'অভিনেদুঃ'—ব্যাসের মুখ হইতে নির্গত 'ভো পুত্র' এই শব্দের অনুরূপ শব্দ করিয়াছিল। ব্যাসের মোহ নিবারণ করাই এই প্রতিধ্বনির উদ্দেশ্য ছিল। তরুগণ 'ভো পুত্র' শব্দ করিয়া, ব্যাসকে যেন বলিল যে, 'শুক যদি তোমার পুত্র হয়, তাহা হইলে তুমিও আমাদের পুত্র। এই সংসারে কে বা কাহার পিতা, কে বা কাহার পুত্র! মোহই এই আত্মীয়তাভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তুমি নিজে ও শুক এবং তোমার পিতা পরাশর ইহারা সকলেই ব্রহ্মের মূর্ত্তি' (বিশ্বনাথ)। সর্ব্বভূতহৃদয়ং—সকল 'ভূতের' সৃষ্টবস্তুর 'হৃৎ' = মনের মধ্যে 'অয়তে'—গচ্ছতি যঃ (ই = যাওয়া), যিনি সকল বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করেন। 'স্বানুভাবং'—এই পদ 'শ্রীমদ্ভাগবতং' পদের বিশেষণ, ইহার অর্থ শ্রীধর বলেন 'প্রভাব', বিশ্বনাথ বলেন স্বতঃ এব রসোৎকর্ষ-প্রভাবজ্ঞাপকো যস্য। অর্থাৎ "স্ব" = স্বতঃ + অনু = চিত্তের মধ্যে + 'ভাব' = উৎপত্তি (ভূ = হওয়া) যাহার। শ্রীভগবানের কৃপার প্রভাবে এই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত জ্ঞান এবং ভক্তির গভীর তত্ত্ব শুকদেবের নিজের চিত্তের অভ্যন্তরে উদিত হইয়াছিল। শাস্ত্র-পাঠ করিলেই

জ্ঞান হয় না, 'অনুভূতি' হওয়া আবশ্যক; এই 'অনুভূতি' প্রবল হইলে কখন কখন পাঠক গ্রন্থপ্রণেতা অপেক্ষাও গূঢ়তর তত্ত্ব অনুভব করেন; অতএব অনুভূতি-লাভের পরে শুকদেবকর্ত্তৃক 'অমৃত-দ্রব-সংযুত' হইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত কীর্ত্তিত হয়। 'অখিলশ্রুতিসারং' —চতুর্ব্বেদ এবং উপনিষদ্ প্রভৃতির সার আছে যাহাতে; এই পদও 'শ্রীমদ্‌ভাগবতং' পদের বিশেষণ; 'একং'—অদ্বিতীয়, ইহার তুল্য অপর শাস্ত্র নাই। 'অধ্যাত্মদীপং'—আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশক (শ্রীধর)। আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, এবং ব্রহ্মের সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। দীপের আলোক যেরূপ অন্ধকার দূর করিয়া বস্তু সকলকে প্রকাশিত করে, শ্রীমদ্‌ভাগবতও সেইরূপ মোহান্ধকার দূর করিয়া আত্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করে। 'পুরাণগুহ্যং'—পুরাণ সকলের প্রচ্ছন্ন সার তত্ত্ব আছে যাহাতে অর্থাৎ যাহা হইতে সকল পুরাণের সারতত্ত্ব অনুভূত হয়। 'অন্ধং তমঃ'—যে অবিদ্যার অন্ধকার লোকের দৃষ্টি রোধ করে তাহাকে 'অতি'—অবিদ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া+'তিতীর্ষতাং'—পার হইতে ইচ্ছুক লোকদিগের প্রতি ('তৃ' = পার হওয়া + ইচ্ছার্থে সন্)। 'মুনীনাং গুরুং'—মহারাজের সভায় স্থিত ব্যাস নারদাদিরও উপদেষ্টা; 'উপযামি'—শরণ লইলাম।

ব্যাখ্যা—যিনি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় বিভোর হইয়া যাগ-যজ্ঞাদি সকল 'কৃত্য' ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং একাকী প্রব্রজ্যায় গমন করার সময়ে পিতা দ্বৈপায়ন বিরহকাতর হইয়া 'ভো পুত্র' এই বাক্য দ্বারা যখন তাঁহাকে উচ্চরবে সম্বোধন করেন তখন যিনি পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'ভো পুত্র!' এই প্রতি-ধ্বনি করাইয়াছিলেন, যিনি যোগবলে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে গমন করেন, আমি এখন ভক্তির সহিত সেই শুকদেবকে প্রণাম করিতেছি। "তাঁহার কৃপায় ঋষিগণের নিকট উপবেশন করিতে পাইয়া আমি তাঁহার মুখ হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনিয়াছিলাম,

এখন তিনি এই আশ্রিত শিষ্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া; আমার মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্দ্দোষভাবে কীর্ত্তন করুন। ভাগবতে যে জ্ঞান ও ভক্তির গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, ঐ তত্ত্ব শুকদেব নিজের চিত্তে অনুভব করিয়াছিলেন; এবং ভাগবত কীর্ত্তন করিবার সময় তিনি সেই অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাগবতে বেদ এবং উপনিষদাদির সার নিহিত আছে; এবং ইহার তুল্য দ্বিতীয় শাস্ত্র আর নাই। এই শাস্ত্র উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় মোহান্ধকার নাশ করিয়া, আত্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে; এই শাস্ত্র হইতে সকল পুরাণের সার-গুহ্যতত্ত্ব অনুভূত হয়। যিনি শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং তখন পরীক্ষিত-মহারাজের উপদেষ্টৃস্বরূপ হইয়াছিলেন, আমি সেই ব্যাসনন্দন শুকদেবের আশ্রয় লইলাম। যে সংসারী লোকগণ অবিদ্যার নিবিড় অন্ধকারের সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের প্রতি করুণাবশতঃই শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা সংসারনিবৃত্তি হইয়া, মোক্ষলাভ হয়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥৪

(৪) [অন্বয়] নারায়ণং, নরং, নরোত্তমং [তথা] দেবীং সরস্বতীং, ব্যাসং চ এব নমস্কৃত্য ততঃ জয়ং উদীরয়েৎ।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'জয়' যে শাস্ত্র দ্বারা সংসার জয় করা যায়; অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। এই শ্লোকটি ভাগবত-পাঠ বা কীর্ত্তনের পূর্ব্বে সকলেরই উচ্চারণ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—এই শাস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেব নর-নারায়ণ। তাঁহাদিগের উপর 'নরোত্তম' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই শাস্ত্রের দেবতা; দেবী সরস্বতী এই শাস্ত্রের শক্তি, এবং ব্যাস রচয়িতা। ইঁহাদের সকলকে প্রণাম করিয়া, মোক্ষপ্রদ এই শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করা উচিত, এবং আমিও তাহাই করিতেছি।

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মাসুপ্রসীদতি ॥৫

(৫) [অন্বয়] হে মুনয়ঃ লোকমঙ্গলং সাধু [যথা স্যাৎ তথা] ভবদ্ভিঃ অহং পৃষ্টঃ; যৎ কৃষ্ণসংপ্রশ্নঃ কৃতঃ, যেন আত্মা সুপ্রসীদতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সাধু'—সুচারুরূপে; 'যৎ'—যতঃ, 'কৃষ্ণসংপ্রশ্নঃ'—কৃষ্ণসম্বন্ধীয় 'সং'—আগ্রহযুক্ত প্রশ্ন। 'সুপ্রসীদতি'—'সু'—সুচারুরূপে+'প্র'—প্রকৃষ্ট বস্তুতে+সদ্ = গমন করা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা উত্থাপন করিলে, প্রশ্নকারীর, কীর্ত্তন-কারীর এবং শ্রোতার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় চিন্তায় নিরত হয়; অতএব এইরূপ প্রশ্নও হিতকর।

ব্যাখ্যা—সূত বলিলেন, হে মুনিগণ! যাহাতে সুচারুরূপে লোকের মঙ্গল হয়, সেইজন্য আপনারা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। কারণ এই সকল প্রশ্ন দ্বারা চিত্ত অপর বস্তু ছাড়িয়া, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুতে, অর্থাৎ ভগবানে, স্থাপিত হয়। 'বাসুদেবকথা-প্রশ্ন পুরুষান্ ত্রীন্ পুনাতিহি, বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄন্ তৎপাদসলিলং যথা'। এখানে 'কৃষ্ণ' পদের অর্থ শ্রীহরি, যিনি জীবের চিত্তকে কৃষ্ = আকর্ষণ করেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥৬

(৬) **অন্বয়**—সঃ বৈ পুংসাং পরঃ ধর্ম্মঃ, যতঃ [ধর্ম্মাৎ] অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিঃ [ভবতি], যয়া [ভক্ত্যা] আত্মা সম্প্রসীদতি।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'বৈ' = প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক বাক্য। 'অধোক্ষজে' যিনি (অর্থাৎ যে ব্রহ্ম) ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন, তাঁহার প্রতি; 'অক্ষ' = ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে জাত জ্ঞানকে

'অক্ষজ' বলে। সেই ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান যাঁহার অধোদেশে থাকে, অর্থাৎ কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে অনুভব করা যায় না, তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলে। যে ধর্ম্ম হইতে 'অধোক্ষজের' প্রতি 'অহৈতুকী'—[ফলাভিসন্ধানকে 'হেতু' বলে, তাহা রহিত (শ্রীধর)] অর্থাৎ নিষ্কাম; এবং 'অপ্রতিহতা'—যাহা এত প্রবল যে, তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না, এইরূপ ভক্তি যে ধর্ম্ম হইতে জাত হয়, তাহাই 'পুংসাং'—মানবগণের 'পরঃ ধর্ম্মঃ'। ধর্ম্ম দুই প্রকার যথা—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-লক্ষণ। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মে স্বর্গাদিভোগ-কামনা থাকে, অতএব উহা অবর; এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রুচি, রতি ও অবশেষে ভক্তি সঞ্জাত হয়; অতএব এই ধর্ম্ম 'পরঃ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। 'সুপ্রসীদতি'—'প্র' প্রকৃষ্টবস্তু ভগবান, তাঁহাতে 'সু' সুচারুরূপে অর্থাৎ পরমানন্দে গমন করে (প্র + সদ্ = গমন করা, অবস্থান করা)। 'অহৈতুকী' 'অপ্রতিহতা'—ভগবানকে না দেখিয়া, বা অপর কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব না করিয়া, অথবা তাঁহার নিকট কোন 'ফলাভিসন্ধান' (শ্রীধর) না করিয়াও যে ভক্তি হয়; এবং সেই ভক্তি যদি 'অপ্রতিহতা' ভাবে হয়, তাহা হইলে ঐ ভক্তি যে ধর্ম্ম হইতে জন্মায়, সেই ধর্ম্মকে 'পরঃ' ধর্ম্ম বলে। এই 'অহৈতুকী-ভাব' অর্থাৎ কোন ফলকামনা নাই, তথাপি ভক্তি হয় কোথা হইতে? যাহাকে গ্রাম্যভাষায় 'প্রাণের টান' বলে তাহা হইতেই এই অহৈতুকী ভক্তি হয়; এবং উহা পুষ্টিলাভ করিলে, অপ্রতিহতা হয়। 'মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ'। এই 'প্রাণের টানের' নাম প্রেম। শ্রবণ এবং কীর্ত্তন, ইহার উৎ-পাদনের প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনকে 'সাধন' নাম্নী ভক্তি বলে। ইহার পাকদশায় 'প্রেমনাম্নী' ভক্তি জন্মায়। তাই বিশ্বনাথ বলেন যে, ভক্তিই ভক্তির কারণ। 'ভক্তি', 'ভক্ত', 'ভক্তের উপাস্য ভগবান্', এবং 'ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা', এই চারি বস্তু

ভগবানের বিবিধরূপ। স্বপ্রকাশ তিনি সাধকের চিত্তে ভক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, ভক্তকে নিজের তুল্য করেন।

ব্যাখ্যা—১ম অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে শৌনক সূতকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে কোন্ বস্তু 'একান্ততঃ শ্রেয়ঃ' তাহা বলুন। এই শ্লোকে সূত সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন—সেই ভাবে ধর্ম্মাচরণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ভাবে সাধনা দ্বারা ভগবানকে চক্ষু প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব না করিয়াও তাঁহার প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি সঞ্জাত হয়;—ঈশ্বরের নিকট কোন ফললাভের প্রত্যাশা যে ভক্তির কারণ নহে, তাহাকে 'অহৈতুকী' ভক্তি বলে; এবং যে ভক্তি এতই প্রবল যে কিছুতেই উহার গতিরোধ হয় না। রোগ, বৈষয়িক-বিভ্রাট্ প্রভৃতি কোন কারণই যে ভক্তিকে নিরোধ করিতে পারে না, তাহাকেই 'অপ্রতিহতা' ভক্তি বলে। যে সাধনা দ্বারা ঐরূপ অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মায়, সেই ভাবে সাধনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ভক্তি দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে এবং পরমানন্দে 'প্র'=প্রকৃষ্ট-বস্তু যে ভগবান তাঁহাতে অবস্থান করে, অর্থাৎ অস্খলিতভাবে ভগবানেই অবস্থান করে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ।৭

(৭) [অন্বয়]—ভগবতি বাসুদেবে ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ [সন্] আশু বৈরাগ্যং জনয়তি, যৎ অহৈতুকং জ্ঞানং [তৎ] চ [জনয়তি]।

ব্যাখ্যা—আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভের জন্য ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই তিন বস্তু আবশ্যক। পূর্ব্বের শ্লোকে বলিলেন যে, যদ্দ্বারা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিলাভ হয় তাহাই 'পরঃ ধর্ম্মঃ'। এই শ্লোকে 'জ্ঞান' এবং 'বৈরাগ্য' কিরূপে হইবে,

তাহাই বলিতেছেন। ভক্তি যখন সাধককে ভগবানের সহিত 'প্রযোজিত' করে, অর্থাৎ সাধকের মতি যখন ভগবানের ঔদার্য্য এবং মাধুর্য্যাদি ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাতে অস্খলিতভাবে আবদ্ধ থাকে, তখন ভগবানের অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের স্ফুরণ হয়; এবং ক্রমশঃ জ্ঞানের প্রভাবে সাধক অনুভব করেন যে, যে ভগবানকে তিনি ভক্তি করিতেছেন, তিনি 'বাসুদেব' রূপে সাধকের দেহে ও সৃষ্টির সকল বস্তুতে বিরাজমান আছেন, এবং নিখিল বিশ্ব সেই বাসুদেবেরেই রূপ। ভক্তি হইতে উদ্ভূত যে জ্ঞান দ্বারা নিখিল বিশ্বে বাসুদেব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ইহা অনুভব করা যায়, ঐ জ্ঞান বেদান্ত বা উপনিষদাদি-পাঠ বা যুক্তিতর্কাদি হেতুবাদ দ্বারা লব্ধ হয় না। উহা ভগবানের শক্তি দ্বারা সঞ্জাত হয়। সেই জন্য শ্লোক বলিলেন যে এই জ্ঞান 'অহৈতুক'। তখন ভগবানকে এতই ভাল লাগে যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া মন আর বিষয়ে (অর্থাৎ দেহ-গেহাদির উপর) পূর্ব্ববৎ আবদ্ধ থাকিতে চায় না। এই ঔদাসীন্য-ভাবকে 'বৈরাগ্য' বলে। অতএব ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সঞ্জাত হইয়া সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদান করে। (২০—২১ শ্লোক দেখ)

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥৯
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥১০

(৮—১০) [**অন্বয়**]—পুংসাং যঃ ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ [অপি] বিষ্বক্সেন কথাসু যদি রতিং ন উৎপাদয়েৎ [তৎ] হি কেবলং শ্রম এব। আপবর্গ্যস্য ধর্ম্মস্য অর্থঃ অর্থায় ন উপকল্পতে; ধর্ম্মৈকান্তস্য অর্থস্য কামঃ লাভায় ন স্মৃতঃ। ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ কামস্য লাভঃ

ন ; যাবতা 'জীবেত্ তত্ত্বজিজ্ঞাসা এব জীবস্য অর্থঃ যঃ চ ইহ কর্ম্মভিঃ [লভ্যতে] সঃ অর্থঃ ন।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি এই শ্লোক তিনটির একটিতে বলিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ভগবানের কথায় রতি না হয়, তাহা হইলে শ্রমের অনুযায়ী ফললাভ হইল না ; স্বর্গাদিলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী নয়। ভগবানের 'কথায়' রতি হইতে ক্রমশঃ 'স্বয়ং ভগবানের' উপর রতি এবং তাহার পরে ভক্তি হয়, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সঞ্জাত হইলে মোক্ষ-লাভ হয়। এইজন্য 'কথায় রতি'র উপর এত আস্থা দিলেন।

৯ ও ১০ শ্লোক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভের জন্য সাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। 'মোক্ষ' লাভই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মোক্ষলাভ না হইয়া, যদি ধর্ম্মাচরণের দ্বারা স্বর্গাদি বা ধনধান্যাদিলাভ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি হইল না, ইহাই বলিতে হইবে। 'অর্থ' লাভের জন্য সাধনার চরম লক্ষ্য ধর্ম্মলাভ ; কিন্তু যদি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে 'কাম' অর্থাৎ ভোগ্য-বস্তু-লাভ হয়, তাহা লাভ বলিয়াই গণ্য নয় ; এবং 'কাম' (=কোন কাম্য বস্তু) লাভের জন্য যখন সাধনা অর্থাৎ সকাম-সাধনা করা যায়, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞান (=ব্রহ্মস্বরূপ-অনুভব) লাভের প্রবৃত্তি জন্মায় তাহা হইলেই, প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইল। উহার পরিবর্ত্তে যদি কেবল কতকগুলি ভোগের বস্তু পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকাম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল না।

অতএব দেখা গেল যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং ত্রিবর্গ সাধনার চরম লক্ষ্য ৬ ও ৭ শ্লোকে বর্ণিত ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-লাভ। 'ধর্ম্ম'—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ; 'স্বনুষ্ঠিতঃ অপি'—'সু' =সুচারুরূপে আচরিত হইয়াও। 'বিষ্বক্‌সেন'—'বিষ্বক্' =সর্ব্বত্রগামী (বিষ্ + অন্‌চ্ = যাওয়া) হইয়াছে 'সেনা' =শক্তি যাঁহার। অর্থাৎ যে ব্রহ্মের শক্তি সর্ব্বত্রগামী, সুতরাং 'আমি ভগবানের শক্তিপ্রভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

সুচারুভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলাম', মনে যদি এই ভাবের উদয় হয় তাহা হইলে, ঐরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা মনের মধ্যে গর্ব্ব এবং অহঙ্কার হয় না; বরং তখন মন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার কথা ভাল লাগে। ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার কথায় রতির সঞ্চার হয়; এবং সেই সময় তিনি যে 'বিম্বক্‌সেন' অতএব তাঁহার শক্তি দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই জ্ঞানের সঞ্চারও, 'কথা-রতি' সঞ্জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অতি ধীরে ধীরে হয়। মোট কথা, ভগবানের কথায় রতির উদ্ভব দ্বারা ক্রমশঃ ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য জন্মায়। এই জন্য কথায় রতির উপর এত আস্থা দিলেন। 'শ্রম এব হি কেবলং'—যদি ভগবানের কথায় রতি না হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিশ্রমমাত্র সার। কারণ পরিশ্রমের অনুযায়ী ফললাভ হয় না, স্বর্গাদিলাভ হয় বটে কিন্তু তাহা কিছুকালমাত্র স্থায়ী। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' ধনধান্যাদি ঐহিক ঐশ্বর্য্যলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা চিরকাল থাকে না; এবং ঐ সকল ভোগের সময় ত্রিতাপের যাতনাও বর্ত্তমান থাকে।

এখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, 'আপবর্গস্য (= আ + অপবর্গস্য) ধর্ম্মস্য'—ধর্ম্ম মোক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য সাধনার চরম লক্ষ্য 'অপবর্গ' —মোক্ষলাভ; অতএব এই ধর্ম্মসাধনার 'অর্থঃ'—ফল (শ্রীধর)। 'অর্থায়'—স্বর্গাদি পারত্রিক বা ধনধান্যাদি ঐহিক সুখলাভকে 'ন উপকল্পতে'—কামনা করে না। অর্থাৎ 'ধর্ম্ম' লাভের জন্য সাধনা করার সময় যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইল, বলা যায়। স্বর্গাদি বা অপর সুখলাভ হইলে, ধর্ম্মাচরণের যাহা যাহা 'অর্থঃ' = ফল, তাহার লাভ হইল না।

'ধর্ম্মৈকান্তস্য অর্থস্য'—ধর্ম্ম হইয়াছে একমাত্র 'অন্ত' = চরম লক্ষ্য যাহার এরূপ 'অর্থ'; 'অর্থ' লাভের জন্য সাধনায় 'ধর্ম্ম' লাভই

একমাত্র (অর্থাৎ অদ্বিতীয়) লক্ষ্য; অপর কোন লক্ষ্য নাই। তখন যদি ধর্ম্মলাভ না হইয়া, 'কামঃ'—ইন্দ্রিয়সুখ-লাভ হয়, তাহা হইলে সেই লাভ 'লাভায় ন স্মৃতঃ'—লাভ বলিয়াই গণ্য নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য মোক্ষ, এখন বলিলেন 'অর্থের' চরমলক্ষ্য ধর্ম্ম। অতএব অর্থেরও চরমলক্ষ্য মোক্ষ, এই ভাবার্থ দাঁড়াইল।

'কামস্য ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ লাভঃ ন স্মৃতঃ'—যখন কোন কাম্য বস্তু-লাভের জন্য সাধনা করা যায়, তখন যদি 'ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ'—ভোগসুখ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিও না। অবশ্য সকাম সাধনার সময় বহু লোকই ভোগসুখ কামনা করে এবং পায়, কিন্তু তাহা প্রকৃত লাভ বলিয়া 'ন স্মৃতঃ'= বিবেচিত হয় না। কেন? তাই বলিলেন 'যাবতা জীবেত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এব জীবস্য অর্থঃ'—যতদিন জীবিত থাকিবে 'তত্ত্ব'='তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপকে (তৎ+ভাবার্থে 'ত্ব' প্রত্যয়) জিজ্ঞাসা —অনুভব করার জন্য আগ্রহই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ-অনুভব কিসে হইবে, সেই কামনাই করা উচিত; ইন্দ্রিয়-ভোগসুখলাভকে 'কামের' 'অর্থ' করা উচিত নয়। 'ইহ যঃ কর্ম্মভিঃ লভ্যতে সঃ অর্থঃ ন'—ইহ=এই সংসারে, যঃ=যে 'অর্থ' অর্থাৎ স্বর্গ ও বিত্তাদি, যাহা 'কর্ম্মভিঃ'=সকাম অনুষ্ঠানসকল দ্বারা 'লভ্যতে' =পাওয়া যায় ঐ সকল ভোগসুখ ত্রিবর্গসাধনার প্রকৃত 'অর্থঃ'= ফল নয়। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব কামনাই 'কামের' প্রকৃত লক্ষ্য।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ ও রসবিবৃতিতে দেওয়া হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১১

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥১২
অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥১৩
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥১৪

(১১—১৪) [**অন্বয়**]—যৎ [জ্ঞানিভিঃ] ব্রহ্ম [যোগিভিঃ] পরমাত্মা [ভক্তৈঃ] ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে, তত্ত্ববিদঃ তৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং [এব] তত্ত্বং বদন্তি। শ্রদ্দধানাঃ মুনয়ঃ শ্রুতগৃহীতয়া জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তয়া ভক্ত্যা এব তৎ আত্মানং আত্মনি পশ্যন্তি চ। অতঃ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ সু-অনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধিঃ হরিতোষণং [এব]। তস্মাৎ সাত্বতাং পতিঃ ভগবান্ একেন মনসা নিত্যশঃ শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'যৎ'—যে 'অদ্বয় জ্ঞানকে', '[জ্ঞানিভিঃ] ব্রহ্ম [যোগিভিঃ] পরমাত্মা [ভক্তৈঃ] ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে'—জ্ঞানকাণ্ডের সাধকগণ 'ব্রহ্ম', যোগমার্গের সাধকগণ 'পরমাত্মা', এবং ভক্তিমার্গের সাধকগণ 'ভগবান', এই তিন শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন। 'শব্দ্যতে'—শব্দ অর্থাৎ নাম দ্বারা অভিহিত করেন। 'তত্ত্ববিদঃ'—যাঁহারা 'তত্ত্ব' অর্থাৎ 'ব্রহ্মস্বরূপকে অবগত আছেন তাঁহারা। 'তৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং [এব] তত্ত্বং বদন্তি—যে 'অদ্বয় জ্ঞান' ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত হন, সেই জ্ঞানকে 'তত্ত্ব' (তৎ' = ব্রহ্ম + ভাবার্থে 'ত্ব' প্রত্যয়) অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, ব্রহ্ম কেবল 'জ্ঞান' মাত্র, এবং ঐ জ্ঞান 'অদ্বয়' এবং (সাধন-মার্গের উপায়ভেদে) সেই একই বস্তুকে জ্ঞানকাণ্ডের সাধকগণ 'ব্রহ্ম', যোগমার্গের সাধকগণ 'পরমাত্মা', এবং ভক্তিমার্গের সাধকগণ

'ভগবান্'. নাম দিয়াছেন। এই 'অদ্বয় জ্ঞান' কি বস্তু? 'অদ্বয়' পদের অর্থ যাহার দ্বিতীয় নাই। কেবল যে একমাত্র বস্তু আছে, এবং অপর কোন বস্তু নাই, তাহাই 'অদ্বয়'। যে 'চিৎ' নামক বস্তু অদ্বয়ভাবে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত আছেন, অর্থাৎ কেবল একমাত্র তিনিই আছেন, এবং তিনি ছাড়া অপর বস্তু বিশ্বে নাই; যাহা 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয়' বিভাগশূন্য (অর্থাৎ তিনি ও অনুভবকারী সাধক এবং অনুভূতি একই বস্তু) সেই জ্ঞানকে (= চিন্ময় বস্তুকে) 'অদ্বয় জ্ঞান' বলে। এই জ্ঞানই 'তত্ত্ব' অর্থাৎ 'তৎ বস্তুর' (= ব্রহ্মের) স্বরূপ। 'শ্রদ্দধানাঃ'—যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রের বাক্য সত্য, এই ধারণা আছে; এবং যাঁহারা 'মুনয়ঃ'—মননশীল, অর্থাৎ যাঁহাদের সাধনায় প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা। 'শ্রুতগৃহীতয়া ভক্ত্যা'– 'শ্রুত' = ভগবানের কথা (অর্থাৎ শাস্ত্র) শ্রবণ বা পাঠ, তাহা দ্বারা 'গৃহীতা' = উৎপাদিতা যে ভক্তি, সেই 'ভক্ত্যা [এব]'—কেবল সেই ভক্তি দ্বারাই 'তৎ আত্মানং আত্মনি পশ্যন্তি'—পূর্ব্বে যে 'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মের কথা উক্ত হইয়াছে, এবং দর্শনাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে যাঁহাকে 'আত্মা' অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বলে, সেই 'আত্মানং'—বিশ্বাত্মরূপী ব্রহ্মকে, 'আত্মনি পশ্যন্তি'—চিত্তে অনুভব করেন। অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তে যে ভক্তি সঞ্জাত হয়, কেবল সেই ভক্তি হইতেই জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া, ভক্তিমার্গের সাধক ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করেন। 'ভক্ত্যা এব'—'এব' পদ প্রকাশ করে যে, 'জ্ঞান' বা 'বৈরাগ্য' লাভের জন্য স্বতন্ত্র সাধনা না করিয়াও। শ্লোকে বলিতেছেন; 'জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ভক্ত্যা' অর্থাৎ শ্রবণাদি হইতে যে ভক্তি সঞ্জাত হয়, তাহার সহিত 'জ্ঞান' এবং 'বৈরাগ্য' এই উভয় বস্তু মিলিত হয়। ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞান হওয়ার পরে যখন সেই জ্ঞান আরও প্রবল হয়, তখন 'আত্মানং'—যে ব্রহ্ম বিশ্বাত্মা (ব্রহ্মের 'তৎ' সত্তাই বিশ্বাত্মা) হইয়া আছেন, তাঁহাকে 'আত্মনি'—ক্ষেত্রজ্ঞ-নামে যে বাসুদেব সর্ব্ব বস্তুতে আছেন, সেই বাসুদেবের মধ্যে

'পশ্যন্তি'—দর্শন করেন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এবং সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত বাসুদেব যে একই পদার্থ, ইহাই অনুভব করেন। অপর অর্থ—'আত্মানং'='ত্বং' পদার্থ 'জীবকে' 'আত্মনি'='তৎ' পদার্থ ব্রহ্মে অনুভব করেন (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ 'জীব' এবং ব্রহ্মকে অভেদভাবে অনুভব করেন। (ক) সাধকের যদি যোগমার্গের প্রতি প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে 'আত্মানং'=যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া আরাধনা করেন তাঁহাকে, 'আত্মনি'=নিজের দেহে অন্তর্য্যামিভাবে অবস্থিত দেখেন। (খ) ভক্তিমার্গের সাধক 'আত্মানং'=যাঁহাকে নিজের জীবন-স্বরূপ ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্ ভাবে আরাধনা করেন, তাঁহাকে 'আত্মনি'=নিজের চিত্তে অনুভব করেন। অর্থাৎ ভগবানের আনন্দময় সত্তা দ্বারা সাধকের চিত্ত পরিব্যাপ্ত হয়।

অতএব দেখা গেল যে 'শ্রুতগৃহীতয়া ভক্ত্যা' অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে ভক্তি সঞ্জাত হয়, কেবল সেই ভক্তি হইতেই জ্ঞান এবং যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ হয়; এবং পরমাত্মার স্বরূপ অনুভূত হয়।

এই জন্য বলিলেন যে, 'বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ'—সকল বর্ণে এবং সর্ব্ব আশ্রমে 'ধর্ম্মস্য'—যে যে ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহা যদি 'সু'=সুচারুরূপে 'অনুষ্ঠিত', নিষ্পাদিত হয়, তাহা হইলে কেবল অনুষ্ঠানই যে 'সংসিদ্ধিঃ'—সম্যক্ সিদ্ধির লক্ষণ তাহা নয়। 'হরিতোষণং [এব] 'সংসিদ্ধিঃ'—যদি কোন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রীহরির 'সন্তোষ' সঞ্জাত হয়, তাহা হইলেই ঐ কার্য্য সম্যক্ সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে। শ্রীহরির সন্তোষ কিসে হয়? ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরির সন্তোষ হয়।

এই ভক্তি ঐকান্তিকী, অতএব উহা সঞ্জাত হইলে, মতি বিষয় ছাড়িয়া শ্রীহরিতে অবস্থান করে; এবং 'অহংকর্ত্তা' ভাবের নিবৃত্তি হয়, এবং সাধক শ্রীহরির আনন্দময় রসের মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া সুখী হন। অতএব সাধকের সুখে শ্রীহরিরও সন্তোষ হয়। সুতরাং

অর্থ দাঁড়াইল এই যে—যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া, ভক্তি জন্মায়, তাহা হইলেই অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইল। যদি ভক্তি না হয়, তাহা হইলে যতই সুচারুভাবে কার্য্য সম্পাদিত হউক না কেন, উহা 'শ্রম এব হি কেবলম্'।

সারকথা—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে যে ভক্তি জন্মায়, সেই ভক্তি হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্মদর্শনলাভ হয়; এবং যোগমার্গেও সিদ্ধিলাভ হয়। ভক্তির সহিতই বৈরাগ্য জন্মায়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা যদি ভক্তি জন্মায়, তাহা হইলেই ঐ সকল অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইল, নতুবা উহা 'শ্রম এব হি কেবলম্'। ৭ ও ৮ শ্লোকের ভাবের পুষ্টি এই শ্লোক তিনটি দ্বারা করিলেন। অতএব একাগ্রচিত্তে ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজন করিবে।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের সহিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥১৫
শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥১৬
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥১৭
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥১৮
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥১৯
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥২০

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥২১
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥২২

(১৫—২২) [**অন্বয়**] যৎ অনুধ্যা—অসিনা যুক্তাঃ কোবিদাঃ কর্ম্মগ্রন্থি-নিবন্ধনং ছিন্দন্তি তৎ কথারুচিং কঃ ন কুর্য্যাৎ। হে বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ [তথা] মহৎসেবয়া [চ] শ্রদ্দধানস্য শুশ্রূষোঃ বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনঃ সতাং সুহৃৎ কৃষ্ণঃ স্বকথাঃ শৃণ্বতাং [জনানাং] অন্তস্থঃ [সন্] হৃদি [স্থিতানি] অভদ্রাণি বিধুনোতি। নিত্যং ভাগবতসেবয়া অভদ্রেষু নষ্টপ্রায়েষু [সৎসু] উত্তমঃশ্লোকে ভগবতি নৈষ্ঠিকী ভক্তিঃ ভবতি। তদা যে রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়ঃ চ [সন্তি], এতৈঃ অনাবিদ্ধং চেতঃ সত্ত্বে স্থিতং [সৎ] প্রসীদতি, এবং ভগবদ্ভক্তি-যোগতঃ প্রসন্ন-মনসঃ মুক্তসঙ্গস্য ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং জায়তে। আত্মনি ঈশ্বরে দৃষ্টে [সতি] অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে। সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে, কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে। অতঃ বৈ কবয়ঃ পরময়া মুদা ভগবতি বাসুদেবে আত্ম-প্রসাদনীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি। 'অনুধ্যা' (=অনুধ্যান) 'অনু' ভগবানকে শরণাগতভাবে অনুসরণ করিয়া + 'ধ্যান'; তাঁহার ঔদার্য্য, বাৎসল্য প্রভৃতি চিন্তা। 'অসিনা'—খড়্গ দ্বারা যেরূপ অনায়াসে বন্ধনরজ্জু ছেদন করা যায়, ভগবানকে 'অনুধ্যান' করিলে; সাধকের মনে ভগবান যে শক্তি সঞ্চার করেন, তদ্দ্বারা 'কর্ম্মগ্রন্থির নিবন্ধন' অনায়াসে ছিন্ন হয়; এইজন্য অসির সহিত উপমা দিলেন। 'কর্ম্মগ্রন্থি-নিবন্ধনং'—জন্মজন্মান্তর হইতে আমাদিগের যে আসক্তি ও সংস্কার' সকল 'জীব' সত্তাকে অনুসরণ করিয়া, এক দেহ হইতে দেহান্তরে আসিয়াছে, ঐ আসক্তি এবং সংস্কারসমষ্টির নাম 'কর্ম্ম'। 'নিবন্ধন'—

'নি' নিশ্চিত অর্থাৎ সুদৃঢ় 'বন্ধন'—আকর্ষণী শক্তি। 'কর্ম্ম' যেন সুদৃঢ় গ্রন্থি দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে ভোগাসক্তি এবং সংস্কার সকলের সহিত আবদ্ধ রাখে। কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ভগবানের শক্তি চিত্তের মধ্যে আসিয়া আসক্তিকে ক্ষয় করে। এই আসক্তি-ক্ষয়-কার্য্যকে বন্ধনরজ্জু-চ্ছেদনের সহিত উপমা দিলেন। একগাছা দড়িকে যদি ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আর বন্ধন করা যায় না। কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হওয়ার পরে, আসক্তি-রজ্জুও অকর্ম্মণ্য হয় ; অর্থাৎ তাহার দ্বারা আর সুদৃঢ়বন্ধন হয় না। 'তৎ কথারুচিঃ'—তাঁহার কথায় রুচি= আনন্দ অনুভব।

'বিপ্রাঃ'—যাঁহারা ধর্ম্মবীজ বপন করেন, (বপ্ = বপন করা + বন্)। 'পুণ্যতীর্থ নিষেবণ'—দেবস্থান, গঙ্গাদি বা সদ্‌গুরুকে (বিশ্বনাথ) 'নি' = নিসংশয় ভাবে, 'সেবন' ; অর্থাৎ এই সকল স্থানে, অথবা গুরুর শরীরে ভগবানের সত্তা বিরাজমান আছে, অতএব এইখানে আশ্রয় লইলে আমার পাপক্ষয় হইবে, এই অটল বিশ্বাসে পুণ্যতীর্থের আশ্রয় গ্রহণ। নারদের কাছে ঋষিগণের উচ্ছিষ্টকণা পুণ্যতীর্থতুল্য হইয়াছিল। কোন কোন সাধকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকার্য্য পুণ্যতম তীর্থসদৃশ হয়। কারণ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে করিতে এই শাস্ত্রে স্বয়ং শ্রীহরির সহিত লক্ষ্মীদেবীর যুগলরূপ বিরাজমান আছেন, সাধক ইহাই অনুভব করেন। শ্রদ্ধাই এই সকল কার্য্যের সারবস্তু।

'স্বকথাঃ শৃণ্বতাং'—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা শ্রবণ করেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রবণকারীদিগের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া। 'অভদ্রাণি' = কামক্রোধাদি অমঙ্গলকর বস্তুসকলকে। 'বিধুনোতি'—বিশেষরূপে শিথিল করেন(ধূ = কম্পন করা)। কোন গাছকে কাঁপাইয়া তাহার মূল শিথিল করিলে, উহা যেরূপ নিস্তেজ হয়, কামক্রোধাদিও সেইরূপ নিস্তেজ হয়।

'নিত্যং ভাগবতসেবয়া'—'নিত্যং' = সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতেই

'ভাগবত' ভগবান্‌সম্বন্ধীয় শাস্ত্র পাঠ অথবা ভক্তগণের 'সেবা' ('সেবা' পদ শরণাগত-ভাব-সূচক) করিলে। 'উত্তমঃশ্লোকে ভগবতি'—যে ভগবানের 'শ্লোক' = মধুরকীর্ত্তি-কথা (শ্লিষ্‌ = আলিঙ্গন করা) শুনিলে. অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়, তাঁহার প্রতি। ('উত্তমঃ' = 'উৎ'উদ্‌গচ্ছতি 'তমঃ' যস্মাৎ, অবিদ্যার অন্ধকার দূরকারক)। 'নৈষ্ঠিকী—নিশ্চলা (নি + স্থা = থাকা)।

'রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়ঃ'—রজঃ এবং তমঃ গুণ হইতে 'ভাবঃ' = উৎপত্তি, যাহাদিগের এরূপ কাম, লোভ এবং অপর রিপুসকল; ভোগস্পৃহার নাম 'কাম', ইহার উৎপত্তিকারণ 'রজঃ' গুণ। পরদ্রব্য-লাভে স্পৃহার নাম 'লোভ', ইহার উৎপত্তি-কারণ তমঃ গুণ। 'অনাবিদ্ধং'—সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইয়া। যেমন 'বড়শী' দ্বারা দৃঢ়ভাবে বিদ্ধ মাছ অসহায় হয়, কাম ও লোভের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া, সাধকের চিত্ত পূর্ব্বে সেইরূপ অসহায় ছিল; কিন্তু এখন আর সেই ভাব থাকে না। (ন + আ = সম্যক্‌ + বিদ্ধ); 'সত্ত্বে স্থিতং'—সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানে বা সত্ত্বগুণে অবস্থান করিয়া। 'প্রসীদতি'—'প্র' = শ্রেষ্ঠ বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে + সদ্‌ = গমন করে; অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তায় নিরত থাকে; এবং তখন আনন্দময়ের যে আনন্দ উপভোগ করে, তাহাকে 'প্রসাদ' বলে, (প্র = প্রকৃষ্ট বস্তু + সদ্‌ = গমন করা, থাকা)।

'ভগবদ্‌-ভক্তিযোগতঃ প্রসন্নমনসঃ'—ভগবানের প্রতি ভক্তি হওয়াতে 'যোগ' = ভগবানের সহিত মিলন, তদ্দ্বারা। সাধকের চিত্ত ভগবানের চিন্তাতে নিরত থাকাতে, দুইটি বস্তু সংজাত হয়। ঐ বস্তু দুইটির নাম—(ক) 'ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান' এবং (খ) 'মুক্তসঙ্গ' ভাব, অর্থাৎ জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহাই দেখাইলেন।

'আত্মনি ঈশ্বরে দৃষ্টে [সতি]'—যে ব্রহ্ম বাসুদেবরূপে সকল সৃষ্ট-বস্তুর 'আত্মা' অর্থাৎ জীবনস্বরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, যখন তাঁহার

'দর্শন' লাভ অর্থাৎ স্বরূপানুভব হয় (এই স্বরূপ অনুভূতিকে 'ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান' বলে) তখন 'হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে'—পৃথক্ হয় ; অবিদ্যা দেহাত্মভাব উৎপাদন করিয়া, মন ও বুদ্ধিকে দেহাদির সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই 'গ্রন্থি'=বন্ধন ছিন্ন হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানময়, এবং তাঁহার কান্তিভূতা 'চিৎ' শক্তির প্রভা চিত্তে পরিব্যাপ্ত হইবামাত্র অবিদ্যা দূর হয়। 'সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে'—তমোগুণের প্রভাবে লোকের মনে নানা বিতর্ক ও 'অসম্ভাবনাদিরূপ' সংশয় (শ্রীধর) জাত হয়। শ্রদ্ধাহীনতা এই তমোগুণেরই সৃষ্টি, কারণ তমোগুণের 'অপ্রকাশ' ভাব হইতেই অশ্রদ্ধা (অবিশ্বাস), সংশয় ইত্যাদি জন্মায়। অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়াতে তমোগুণের সঙ্গে সঙ্গে এই সংশয়সকলও দূর হয়। 'ভিদ্যতে' এবং 'ছিদ্যন্তে' পদদ্বয় দ্বারা প্রকাশ হয় যে, ঐ দোষসকল চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয়। 'কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে'—প্রারব্ধ-নাশ হয় ('কর্ম্ম' পদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে)।

'কবয়ঃ'—জ্ঞান কাণ্ডের সাধকগণ যথা শুকদেব প্রভৃতি, 'পরময়া মুদা'—নির্গুণ, নিরূপাধিক ব্রহ্মের উপাসক হইয়াও এবং জ্ঞান-কাণ্ডের সাধক হইয়াও, পরম আনন্দে বাসুদেবে ভগবতি'—যে 'ভগবান্' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্ম বাসুদেবনামে সর্ব্ববস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাকে, এই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ ভক্তি করেন। আমরা 'নির্গুণ' ব্রহ্মের উপাসক, অতএব আমরা কেন সগুণ ব্রহ্মকে ভক্তি করিব, তাঁহাদের মনে এইরূপ কোন কুণ্ঠার উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক, বাসুদেবকে ভক্তি করিয়া তাঁহারা 'পরম' আনন্দ লাভ করেন। কেন আনন্দ পান ? কারণ, ভক্তি 'আত্মপ্রসাদনী'—'আত্মা' অর্থাৎ চিত্তকে প্র.=প্রকৃষ্ট বস্তুতে 'সাদনী'—উন্নত করে। অর্থাৎ ঐ সাধকগণ যে ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এবং তাঁহারা যে ব্রহ্মদর্শন-লাভ-কামনা করেন, শ্রীহরিকে ভক্তি করিলে, ঐ ভক্তি দ্বারা সেই ব্রহ্মদর্শন-লাভ হয়। ভক্তি করিবার সময় এই জ্ঞান-

কাণ্ডের সাধকগণ যে আনন্দ পান, উহাকে শ্লোকে 'পরময়া মুদা' বলিতেছেন। 'পরম' পদদ্বারা প্রকাশ হয় যে, ঐ আনন্দ পার্থিব বস্তু নয়, উহা 'পরম' বস্তু; অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের 'আনন্দময়' সত্তার অংশ। স্বয়ং শুকদেবও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীহরির মাধুর্য্যজ্ঞাপক কয়েকটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া 'হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতিঃ' হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইতে কিরূপে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের স্ফুরণ হয়, তাহাই এই ৮টি শ্লোকে বলিতেছেন। 'কর্ম্মগ্রন্থি' মোক্ষলাভের প্রধান অন্তরায়; কিন্তু শ্রবণাদির পরে যদি শরণাগত-ভাবে ভগবানের কথা 'অনুধ্যান' করা যায়, তাহা হইলে ভগবানের শক্তির প্রভাবে ঐ কর্ম্মগ্রন্থি কিরূপে ছিন্ন হয়, তাহাই দেখাইতেছেন। সেবা ও তীর্থদর্শনাদি দ্বারা শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, এবং ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে করিতেও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়া, ঐ কথা সকল শুনিতে ভাল লাগে, এবং শ্রবণে আগ্রহ হয়; এই দুই ভাবের নাম 'শুশ্রূষা' এবং 'কথারুচি।' কোন বৃক্ষকে পুনঃ পুনঃ কম্পন করিলে, তাহার মূল শিথিল হইয়া, গাছটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। শ্রবণের এবং অনুধ্যানাদির সময় ভগবানের শক্তির অলক্ষ্য কার্য্য দ্বারা কামক্রোধাদি ক্রমশঃ অধিক-হইতে অধিকতর নিস্তেজ হইয়া, অবশেষে 'নষ্টপ্রায়' অর্থাৎ না থাকার তুল্য হয়;—যখন রিপুগণের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে, সেই সময় চিত্তে ভগবানের কথার উপর যে রুচি ছিল, সেই রুচির সম্প্রসারণ হইয়া স্বয়ং ভগবানের উপর রতি জন্মায়, এবং ঐ রতি প্রগাঢ় হইয়া 'নৈষ্ঠিকী' অর্থাৎ নিশ্চলা হয়। 'বড়শী দ্বারা আবিদ্ধ' (= দৃঢ়ভাবে বিদ্ধ) মৎস্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় থাকে পূর্ব্বে সাধকের চিত্ত কাম-লোভাদি দ্বারা আবিদ্ধ হইয়া, সেইরূপ অসহায় ছিল। কিন্তু নৈষ্ঠিকী রতি (যাহাকে 'নৈষ্ঠিকী ভক্তি' বলিয়াছেন) হওয়ার পরে, চিত্তের উপর আর কামলোভাদির প্রভাব থাকে না। ভগবানের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, চিত্ত তখন ভক্তির আবেগে ভগবানে অবস্থান করে। এই ভাবে

অবস্থিতির সময় চিত্তে 'ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান' এবং 'মুক্তসঙ্গ' ভাব হয়; অর্থাৎ জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া ঐশ্বর্য্যময় এবং চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি-লাভ হয় এবং বৈরাগ্যও জন্মায়। অতএব ভক্তি হইতে জ্ঞানের স্ফুরণ দ্বারা ব্রহ্মদর্শন লাভ হইলে রজোগুণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'হৃদয়গ্রন্থি' অর্থাৎ আসক্তি ক্ষয় হয়; এবং 'অপ্রকাশ'—শক্তিযুক্ত তমোগুণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ সংশয় দূর হইয়া নিশ্চয়াত্মক ভাব হয়; এবং জন্মজন্মান্তর হইতে আগত 'কর্ম্ম' অর্থাৎ প্রারব্ধ নষ্ট হয়। এইজন্য জ্ঞানমার্গের সাধকগণও বাসুদেবকে ভক্তি করেন। কারণ ভক্তি 'আত্মপ্রসাদনী' অর্থাৎ চিত্তকে বাসুদেবে উন্নীত করে, এবং ভক্তি হইতে যে আনন্দ হয়, তাহা 'পরম' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আনন্দময়-স্বরূপের অংশ; অতএব অপার্থিব বস্তু।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞা
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥২৩

(২৩) [**অন্বয়**] সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতেঃ গুণাঃ [সন্তি] তৈঃ যুক্তঃ একঃ [এব] পরঃ পুরুষঃ অস্য স্থিত্যাদয়ে হরিঃ বিরিঞ্চি হরঃ ইতি সংজ্ঞাঃ ধত্তে, তত্র সত্ত্বতনোঃ খলু [বাসুদেবাৎ] শ্রেয়াংসি স্যুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পরঃ পুরুষঃ'—'পরঃ' = পৃথক্ ও নিয়ন্তা, যিনি 'পুরুষঃ' অর্থাৎ বাসুদেবরূপে সৃষ্ট বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও পৃথক্ ও নিয়ন্তৃভাবে থাকেন; 'স্থিত্যাদয়ে'—স্থিতি = পালন, 'আদয়ে, = সৃষ্টি ও রক্ষণ; 'বিরিঞ্চি'—ব্রহ্মা; 'সংজ্ঞা' —নাম; 'সত্ত্বতনোঃ'—সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতে চিন্ময় সত্ত্বগুণ বাসুদেবের মূর্ত্তিতুল্য;

ব্যাখ্যা—যে অদ্বিতীয় পরম পুরুষ সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্, এবং তাহাদিগের নিয়ন্তৃ-ভাবে থাকেন, তিনি প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের সহিত মিলিত হইয়া 'হরি,' 'ব্রহ্মা' এবং 'হর' নাম ধারণ করিয়া পালন, সৃষ্টি এবং সংহার-লীলা করিতেছেন। সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরি হইতেই মানবগণের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হয়।

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥২৪

(২৪) [**অন্বয়**] পার্থিবাৎ দারুণঃ ধূমঃ [শ্রেষ্ঠঃ] তস্মাৎ ত্রয়ীময়ঃ অগ্নিঃ [শ্রেষ্ঠঃ] তমসঃ রজঃ [শ্রেষ্ঠম্] তস্মাৎ সত্ত্বম্ [শ্রেষ্ঠম্] যৎ ব্রহ্ম-দর্শনং [ভবতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পার্থিবাৎ—পৃথিবী হইতে জাত। 'দারুণঃ'—কাষ্ঠ অপেক্ষা; ধূমঃ;—ধূমমিশ্রিত অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ এই অগ্নিতে প্রবৃত্তিস্বভাব এবং (ধূম দ্বারা হ্রাস হইলেও) কতক পরিমাণে প্রকাশ-শক্তিও আছে। রজোগুণে প্রবৃত্তি-স্বভাব আছে, এবং তমোগুণের প্রভাবে প্রকাশ-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও কতক পরিমাণে এই শক্তিও রজোগুণে আছে; কিন্তু তমোগুণে প্রবৃত্তি-স্বভাব বা প্রকাশ-শক্তি কিছুমাত্র নাই; এই জন্য কাষ্ঠের সহিত তাহার উপমা দিলেন; 'অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন'; 'ত্রয়ীময়ঃ অগ্নিঃ' —যে অগ্নি ধূমহীন হওয়াতে বৈদিক যজ্ঞাদির উপযুক্ত। এই অগ্নির বিশুদ্ধ প্রকাশ-শক্তি আছে; অতএব সত্ত্বগুণের সহিত উহার উপমা দিলেন। 'যৎ'—যে সত্ত্বগুণ হইতে, 'ব্রহ্মদর্শনং' [ভবতি] ব্রহ্মের স্বরূপানুভব হয়।

ব্যাখ্যা—প্রবৃত্তিস্বভাব বা প্রকাশ-শক্তিশূন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূমমিশ্রিত অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতে প্রবৃত্তিস্বভাব আছে, এবং সেই অগ্নির যে প্রকাশ-শক্তি ধূম দ্বারা কতক পরিমাণে নিরুদ্ধ

হইয়াছিল, ধূমের অপগমে সেই শক্তি প্রকাশ পায়; তখন সেই ধূমহীন অগ্নিতে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইতে পারে। অতএব দেখা যায় যে, যে কাষ্ঠে প্রবৃত্তিস্বভাব বা প্রকাশ-শক্তি ছিল না, তাহা হইতেই ক্রমশঃ বিশুদ্ধ প্রকাশ-শক্তিযুক্ত অগ্নি সঞ্জাত হয়। তমোগুণে প্রবৃত্তি-স্বভাব বা প্রকাশশক্তি নাই, অতএব তাহা অপেক্ষা রজোগুণ শ্রেষ্ঠ। অতএব তামসিক প্রকৃতির লোক যদি সাধনা দ্বারা রাজসিক ভাবাপন্ন হন, তখন তাঁহার উন্নতি হইল, বলিতে হইবে। কারণ রাজসিকভাবে প্রবৃত্তি-স্বভাব আছে; এবং যেরূপ অগ্নির ধূম্ অপগত হইয়া, তাহা হইতে বিশুদ্ধ প্রকাশ-শক্তি জাত হয়, লোকের রজোগুণের মধ্যে তমোগুণের সংমিশ্রণ হইতে জাত যে আবরক-শক্তি ছিল, তাহা ক্রমশঃ দূর হইয়া সেই রজোগুণকেই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরিণত করে। তখন তাঁহার 'ব্রহ্মদর্শন' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব হয়। অতএব সাধনা দ্বারা তামসিক এবং রাজসিক-প্রকৃতির লোকও ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া, সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥২৫
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তিহ্যনসূয়বঃ ॥২৬
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥২৭

(২৫—২৭) [**অন্বয়**] অথ অগ্রে মুনয়ঃ বিশুদ্ধম্ সত্ত্বম্ ভগবন্তম্ অধোক্ষজম্ ভেজিরে; যে তান্ [অপি] অনু (=অনুবর্ত্তন্তে) তে ইহ ক্ষেমায় কল্পন্তে। অথ মুমুক্ষবঃ ঘোররূপান্ ভূতপতীন্ হিত্বা অনসূয়বঃ [সন্তঃ] শান্তাঃ নারায়ণকলাঃ ভজন্তি; শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলাঃ [লোকাঃ] পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ বৈ ভজন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিশুদ্ধসত্ত্বম্'—যে সত্ত্বগুণে রজঃ বা তমঃ গুণের লেশমাত্র নাই সেই সত্ত্ব যাঁহার মূর্ত্তি। 'ভগবন্তম্ অধোক্ষজম্'—যিনি 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও 'ভগবান্' অর্থাৎ অসীম ঐশ্বর্য্যের আধার; সেই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূতা 'চিৎ' শক্তি এবং সত্যজ্ঞান ও 'আনন্দৈকরসমূর্ত্তিঃ' (বিশ্বনাথ), বিদ্যা ও অবিদ্যা এই শক্তির রূপভেদ (অর্থাৎ incident মাত্র)। 'ক্ষেমায়'—মোক্ষলাভের জন্য।

'ঘোররূপান্'-যাঁহাদের রূপ শান্ত নয়। 'ভূতপতীন্'—ভূত অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুগণের 'পতি'=পালক ইন্দ্রাদি; 'অনসূয়বঃ'—অসূয়াশূন্য হইয়া অর্থাৎ উপাস্য ভূতপতিগণের বা উপাসকগণের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া; 'শান্তাঃ নারায়ণকলাঃ'—নারায়ণের অংশভূত দেবগণকে।

'শ্রী'—রূপ; 'ঐশ্বর্য্য'—সম্পদ্ বা প্রভুত্ব, 'প্রজাঃ—সন্তান; 'ঈপ্সবঃ'—যাঁহারা কামনা করেন (আপ্=পাওয়া, ইচ্ছার্থে সন্) 'সমশীলাঃ'—যে উপাসকগণের 'শীল' অর্থাৎ প্রকৃতি উপাসিত পিতৃ-প্রভৃতির প্রকৃতিতুল্য; অর্থাৎ তাঁহাদিগের মত রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন ভূতপ্রজেশ—ভূতেশ+প্রজেশ, ভূতপতি+প্রজাপতি।

ব্যাখ্যা—শ্লোকে তিন শ্রেণীর মোক্ষকামী এবং ভোগকামী এই চারি শ্রেণীর সাধকের কথা বলিতেছেন। প্রথমতঃ সনকাদির ন্যায় সাধকগণ চিন্ময় বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ব্রহ্মকে (যে ব্রহ্মের 'চিৎ' শক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক্ ও সত্য, জ্ঞান অনন্ত ও আনন্দৈক-রসমূর্ত্তি) আরাধনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোক্ষকামিগণ নারদাদির ন্যায় 'ভগবান্' অর্থাৎ অপার-ঐশ্বর্য্যময় শ্রীহরির আরাধনা করেন। ২৬ শ্লোকে উক্ত মোক্ষকামিগণ, উপরি উক্ত দুই শ্রেণী হইতে পৃথক্ এবং তৃতীয়-শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা ভোগ চাহেন না, কেবল মোক্ষ চাহেন; কিন্তু চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ বা শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যময় পরমপদ পর্য্যন্ত আপনার চিত্তকে উন্নত করিতে পারেন না।

অতএব তাঁহারা নারায়ণের অংশভূত শান্ত দেবগণের আরাধনা করেন। কিন্তু এই মোক্ষকামিগণ ইতর দেব ও পিতৃগণের আরাধনা না করিলেও তাঁহাদিগের প্রতি বা তাঁহাদের উপাসকগণের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করেন না। সকাম উপাসকগণ পিতৃগণের বা ভূতপতি কিম্বা প্রজাপতিগণের আরাধনা করেন।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৮
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥২৯
স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥৩০

(২৮ ৩০) [**অন্বয়**] বেদাঃ বাসুদেবপরাঃ, মখাঃ বাসুদেবপরাঃ, যোগাঃ বাসুদেবপরাঃ, ক্রিয়াঃ বাসুদেবপরাঃ, জ্ঞানং বাসুদেবপরং, তপঃ বাসুদেবপরং, ধর্ম্মঃ বাসুদেবপরঃ, গতিঃ বাসুদেব-পরা। সঃ এব অগুণঃ অসৌ বিভুঃ ভগবান্ [সন্] গুণময্যা আত্মমায়য়া ইদং অগ্রে সসর্জ্জ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বাসুদেবপরাঃ'—'পরঃ' = তাৎপর্য্য-গোচরঃ; 'মখাঃ'- বৈদিক যজ্ঞ; 'যোগাঃ'—অষ্টাঙ্গ-যোগ; 'ক্রিয়াঃ' আরাধনাসম্বন্ধীয় বা বৈষয়িক সকল রকম কার্য্য। 'বাসুদেবপরাঃ—বাসুদেবই 'পরঃ' অর্থাৎ নিয়ন্তৃভাবে ঐ সকল কার্য্যকে তাঁহার নিজ শক্তি দ্বারা করান। তাঁহার শক্তিই আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করে এবং বাসুদেবই কর্ম্মফল প্রদান করেন; 'জ্ঞানং'—উপনিষদাদি আলোচনায় লভ্য ব্রহ্মজ্ঞান। 'তপঃ'—দেহাদির সংযম; গতিঃ'—স্বর্গাদি বা অপর সিদ্ধিলাভ।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোক তিনটিতে সর্ব্বশাস্ত্র এবং সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া দেখাইতেছেন যে, 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'। বেদ যে ব্রহ্মের

গুণগান করেন, এবং বেদ হইতে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, সেই ব্রহ্মই বাসুদেবনামে আমাদিগের দেহে এবং সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিলে, বাসুদেবের স্বরূপও অনুভূত হয়। 'মখাঃ'—অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞসকল যে দেবগণের উদ্দেশে করা যায়, সেই দেবগণ বাসুদেবের অংশমাত্র। অষ্টাঙ্গ-যোগে যে পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়, তিনি এবং বাসুদেব একই বস্তু; এবং 'ক্রিয়াঃ' অর্থাৎ কার্য্যসকলের নিয়ন্তা (পরিচালক ও কর্ম্মফল-দাতা) বাসুদেব; এবং ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যে যে ফললাভ হয় তাহা বাসুদেবই দান করেন। অতএব বাসুদেবের আরাধনা করিবে।

তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥৩১
যথাহ্যবহিতো বহ্নির্দারুম্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥৩২
অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু
তদ্‌গুণান্॥৩৩

(৩১—৩৩) [**অন্বয়**]—বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ [সঃ] তয়া [মায়য়া] বিলসিতেষু গুণেষু অন্তঃপ্রবিষ্টঃ [সন্] গুণবান্ ইব আভাতি। যথা [বহুষু] দারুষু হি অবহিতঃ বহ্নিঃ একঃ [অপি] স্বযোনিসু নানা ইব ভাতি, বিশ্বাত্মা পুমান্ [একঃ অপি] ভূতেষু নানা ইব ভাতি। ভূত-সূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ স্বনির্ম্মিতেষু ভূতেষু নির্ব্বিষ্টঃ অসৌ তদ্‌গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিজ্ঞান'—ব্রহ্মের 'চিৎ' সত্তা; 'বিজৃম্ভিতঃ'—'বি' = বিবিধভাবে জৃম্ভিত = প্রকাশিত; 'বিলসিতঃ'—বিবিধভাবে শোভমান, "লস্' = দীপ্তি প্রকাশ করা। 'গুণবান্'—গুণ

সংসর্গবান্ (বিশ্বনাথ) 'ইব'—বস্তুতঃ গুণসংসর্গবান্ না হইলেও যেন সংসর্গবান্, এইভাবে।

'ভূত'—পঞ্চ মহাভূত। 'সূক্ষ্ম'—ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম শক্তি; 'ইন্দ্রিয়'-দশ ইন্দ্রিয় এবং 'আত্মা'—মন। 'গুণময়ভাব'—গুণের বিকার হইতে 'ভাব'—জাতবস্তু (ভূ=হওয়া) অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতাদি উপকরণ দ্বারা নির্ম্মিত এবং যে উপকরণসকল গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। 'স্বনির্ম্মিতেষু ভূতেষু'—'স্বস্থ' অর্থাৎ তাঁহার কালশক্তি এবং গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট সকল বস্তুর মধ্যে 'নির্ব্বিষ্টঃ'—নিশ্চিতভাবে প্রবেশ করিয়া, অর্থাৎ তাহাদিগের সর্ব্ব অংশকে নিজ সত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া, 'তদ্‌গুণান্'- তত্তদনুরূপান্ 'গুণান্'=বিষয়ান্, যে যে বস্তু যে যে জীবের ভোগের যোগ্য, তাহাকে সেই সেই বিষয় 'ভুঙ্‌ক্তে'—ভোজয়তি, (শ্রীধর), ভোগ করান। জীবগণ তাঁহার শক্তির প্রভাবে ভোগ করে, এবং তাঁহার ঈক্ষাতে কালশক্তি কার্য্য করে। এই জন্য ণিজন্ত প্রয়োগ। বিশ্বনাথ বলেন, ভগবান্ অন্তর্য্যামিভাবে থাকিয়া জীব দ্বারা ভোগ করেন। জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন নয়, অতএব জীবের তৃপ্তি তাঁহারই তৃপ্তিতুল্য।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ নিজের 'চিৎ' নামক বিজ্ঞান-শক্তিকে স্ফুরিত করিয়া, গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। তখন তাঁহাকে গুণবান্, অর্থাৎ তিনি গুণত্রয়ের সহিত সংসৃষ্ট এবং তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ তিনি গুণাতীত। অগ্নির তেজ নানা বস্তুতে অবস্থান করার সময় ভিন্ন ভিন্ন তেজ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ একই অগ্নির সত্তা সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থান করিতেছে; এবং এক ব্রহ্মের সত্তাই সকল জীবকে নিজের নিজের অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু (অর্থাৎ কোন জীবকে অন্ন, কাহাকে তৃণ কাহাকে মাংস ইত্যাদি আহার্য্য) উপভোগ করাইতেছেন। [অথবা তিনি স্বয়ংই অন্তর্য্যামিভাবে থাকিয়া, জীব দ্বারা ভোগ করেন]।

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্-নরাদিষু॥৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিশীয়োপাখ্যানে
ভগবদনুবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

(৩৪) [**অন্বয়**] দেবতির্য্যঙ্-নরাদিষু লীলাবতারানুরতঃ এষঃ বৈ লোকভাবনঃ সত্ত্বেন লোকান ভাবয়তি।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'লীলাবতারানুরতঃ'—'**লীলার্থ**' অর্থাৎ জগতের মঙ্গলসাধনরূপ নিজের কার্য্যের জন্য। '**অবতার**'—উচ্চ পদবী হইতে দেবতির্য্যগাদি নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ (অব = নিম্নে, নীচযোনিতে + তৃ = গমন করা)। নীচ যোনিতে গমন করিয়া, 'অনুরতঃ'—যিনি অনুরাগ অর্থাৎ আনন্দলাভ করেন; ('**অনু**' = অনুসৃতা, এই সকল নীচ যোনিতে গমন করিয়াও + 'রম্' = আনন্দিত হওয়া)। ভগবানের এতই প্রেম যে, জগতের মঙ্গলার্থে তিনি দেবতির্য্যগাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আনন্দ লাভ করেন। 'লোকভাবনঃ'—লোক সকলের পালক। '**সত্ত্বেন**'—নিজের শুদ্ধ-সত্ত্বকে প্রকটন করিয়া। 'লোকান্'—কেবল ভূলোক নয়, অপরাপর লোকসকলও। 'দেব-তির্য্যঙ্-নরাদিষু'—'আদিষু' পদদ্বারা বোধ হয় মৎস্যাদি অবতারকে বুঝায়।

ইতি প্রথমস্কন্ধে **শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত**
শ্রীতোষিণী টীকায় দ্বিতীয়
অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—লোকসকলের পালক এই ভগবান নিজের শুদ্ধসত্ত্ব প্রকটন করিয়া, দেব, তির্য্যক্, নর ও মৎস্যাদি অপর যোনিতে অবতীর্ণ হন। বিশ্বপতি হইয়াও এই সকল হীন যোনিতে অবতীর্ণ হইতে তাঁহার আনন্দ হয়, কারণ তিনি 'লোকভাবন', এবং ঐ সকল অবতারে লোকের মঙ্গলসাধন হয়।

এই অধ্যায়ে সূত যে উপদেশ দিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—যে, হে মুনিগণ! তোমাদিগের এই সহস্র-বৎসরব্যাপী যজ্ঞসাধনের জন্য বাসুদেবের প্রতি ভক্তিলাভে উদাসীন হইও না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা যাহাতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জাত হয়, তাহা কর। শ্রীহরি যজ্ঞেশ্বর, এবং যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ তাঁহারই ইচ্ছাধীন। অতএব যাহাতে 'হরিতোষণ' হয়, তাহাই কর। কেবল ভক্তি দ্বারাই 'হরিতোষণ' হয়; অতএব যাহাতে ভক্তি প্রবলা হয়, সেই প্রকার চেষ্টা কর।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

ভগবানের দ্বাবিংশ অবতারের উল্লেখ করিয়া সূত-কর্ত্তৃক অবতার-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উপদেশ

তাৎপর্য্য—মুনিগণ শ্রীহরির অবতারসকলের কথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সেই বিষয়ের অবতারণা করিয়া, সূত প্রথমে শ্রীহরির 'পুরুষ'-রূপের উল্লেখ করিলেন। এই পুরুষরূপ এবং শ্রীহরির অংশে জাত ব্রহ্মা ও রুদ্র রূপদ্বয় 'অবতার'-পদবাচ্য নয়। কারণ অবতারে কেবল শ্রীহরির 'কলা'র অর্থাৎ অংশের অংশ (যাহাকে বিভূতি বলে তাহা) প্রকটিত হয়। কিন্তু এই 'পুরুষ'রূপে শ্রীহরির পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে (১—৫ শ্লোক)। অবতার-সকলের উল্লেখ করিতে করিতে, শ্রীহরির দ্বাবিংশ অবতারের কথা বলিলেন (৬-২৭ শ্লোক); এবং ২৮ শ্লোকে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, এবং ২৯ শ্লোকে বলিলেন যে, 'প্রযতঃ'-ভাবে এই সকল অবতারের গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ঐহিক ও পারত্রিক সকল দুঃখই সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়।

ভগবানের অবতারসকলের কথা বলার পরে বিশ্বকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, কেবল অবতারসকলেই যে ভগবান্ স্বীয় রূপ প্রকটন করিয়াছিলেন, তাহা নয়। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বও তাঁহার রূপ। মায়ার গুণত্রয় দ্বারা মহত্তত্ত্বাদি উপকরণে বিশ্বের সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়া, ভগবান্ সকল বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি রূপহীন ও চিন্ময় (৩০ শ্লোক)।

ব্রহ্মদর্শন ও আত্মদর্শন—বিশ্বে স্থিত সকল প্রাণীর স্থূল-শরীর যেরূপ গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, স্থূলদেহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম

শরীর আছে, তাহাও গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম-শরীরে ব্রহ্মের 'চিৎ'-সত্তা বাসুদেবরূপে ও 'আনন্দ'-সত্তা 'জীব'রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানের জন্য এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় দেহের একত্র সমাবেশ হইয়া, সৃষ্টি হইয়াছে। জীব এবং বাসুদেব উভয়েই চিন্ময় ও নিরুপাধিক ;—অর্থাৎ দেহ হইতে পৃথক্ হইলেও মানবগণ অবিদ্যার মোহবশতঃ দেহকে 'অহং' ভাবে ; অর্থাৎ দেহই 'জীবের' প্রকৃত স্বরূপ ইহাই মনে করে। চিত্তের এই ভাবকে দার্শনিকের ভাষায়, নিরূপাধিক 'জীব'-স্বরূপের উপর, উপাধি আরোপ করা বলে। এই ভাব হইতে 'দেহাত্মভাব', 'অহংকর্ত্তা'-ভাব এবং আসক্তি প্রভৃতি উদ্ভূত হয়। এই আসক্তি এবং সংস্কার-সমষ্টির নাম 'কর্ম্ম'। স্থূলদেহ নষ্ট হইলেও, সূক্ষ্মশরীর নষ্ট হয় না। 'কর্ম্ম' সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'কর্ম্ম' ক্ষয় হয় না। কর্ম্মক্ষয়ের জন্য জীব সূক্ষ্মদেহও তাহাদের সহিত সংসৃষ্ট 'কর্ম্ম' লইয়া ভোগলোকে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যখন জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া, অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, তখন সাধক ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ বাসুদেবের স্বরূপ, এবং আত্মস্বরূপ (অর্থাৎ 'জীবের' স্বরূপ) অনুভব করেন। ইহাকেই 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদার্থের স্বরূপ-অনুভব, অর্থাৎ 'ব্রহ্মদর্শন' এবং 'আত্মদর্শন' বলে। (৩০—৩৪ শ্লোক)।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এবং জন্মরহিত। বাসুদেব গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারলীলা করেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি গুণত্রয়ের প্রভুভাবে থাকেন ; এবং যখন 'জীবকে' ইন্দ্রিয়জ সুখ উপভোগ করান, তখনও দেহ হইতে স্বতন্ত্রভাবেই থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার সহিত অভেদ-ভাবে সম্বদ্ধ 'জীব' যখন বিষয়ভোগে আনন্দ পান, তখন বাসুদেবেরও আনন্দ হয় ; কিন্তু প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার অহংভাব, কিম্বা সেই অহংভাব হইতে মোহের উৎপত্তি হয় না। ভোগের আনন্দ আনন্দময়সত্তার অংশ। 'জীব' এবং বাসুদেব উভয়েই আত্মারাম, এইজন্য তাঁহারা

উভয়েই আনন্দ অনুভব করেন। অর্থাৎ তাঁহারা বিষয়ভোগে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপের অংশ এই ভাবেই তখন এই 'আত্মারাম'দ্বয় বিষয় সুখ উপভোগ করেন। এই 'আনন্দ' প্রাকৃতজীবের আনন্দ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ (৩৫—৩৬ শ্লোক)।

কেহ নিজের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দ্বারা সর্ব্বনিয়ন্তার এই গূঢ় লীলা-রহস্য অনুভব করিতে পারে না; কেবল নিয়ত তাঁহার শরণাগত হইলে, তাঁহার কৃপাতেই এই রহস্য অনুভূত হয়। [বাক্য দ্বারা এই তত্ত্ব অনেকে প্রকাশ করিতে পারেন বটে; কিন্তু বাগ্‌বিভব থাকিলেই যে, 'অনুভূতি' হয় তাহা নহে]। অতএব হে ঋষিগণ! আপনারা যে সর্ব্বাত্মভাবে ভগবানে রতি করিতেছেন, সেইজন্য আপনারা ধন্য, কারণ এই রতি হইতেই মুক্তি হয় (৩৭—৩৯ শ্লোক)

এই ভাগবত-পুরাণ সর্ব্বতোভাবে বেদ (বা ব্রহ্মের) তুল্য। ব্যাস ইহা রচনা করিয়া, নিজের তনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ইহাতে সকল বেদ ও ইতিহাসের সারতত্ত্ব আছে। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময় এই পুরাণ কীর্ত্তন করেন। অতএব 'কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ'। শুকদেবের অনুগ্রহে সূত সেই সভায় এই পুরাণ শুনিয়াছিলেন; অতএব তিনি 'যথাধীতং-যথামতিঃ' শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনে উদ্যত হইলেন। (৪০—৪০ শ্লোক).

সূত উবাচ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥১
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥২
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥৩

**পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা
সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥৪**

**এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ ॥৫**

(১—৫) [অন্বয়] ভগবান্ মহদাদিভিঃ সম্ভূতং ষোড়শকলং রূপং আদৌ লোকসিসৃক্ষয়া জগৃহে। অম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ অস্য নাভিহ্রদাম্বুজাৎ বিশ্বসৃজাং পতিঃ আসীৎ। যস্য [পুরুষস্য] অবয়বসংস্থানৈঃ লোকবিস্তরঃ কল্পিতঃ তৎ (=তস্য) বৈ রূপম্ (=স্বরূপম্) ভগবতঃ বিশুদ্ধম্ ঊর্জ্জিতং সত্ত্বং। [সাধকাঃ] অদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননং সহশ্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ অদঃ রূপং পশ্যন্তি। এতৎ [রূপম] নানাবতারাণাং নিধানং অব্যয়ং বীজং যস্য অংশাংশেন দেবতির্য্যঙ্-নরাদয়ঃ সৃজ্যন্তে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি - 'সম্ভূতং'—সুনিস্পন্ন (শ্রীধর)। কারণ 'ষোড়শকলং'—চন্দ্রে যখন ষোড়শকলা বিদ্যমান থাকে, তখন চন্দ্র যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এই পুরুষরূপ ও মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং তন্মাত্রাদি দ্বারা 'সং=সম্যক্ পূর্ণতার সহিত 'ভূত'=সৃষ্ট হইয়াছিল'। প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা (=পরিচালক) কারণার্ণবশায়ী ভগবান্ এই পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। 'আদৌ' আদিকল্পে অর্থাৎ পাদ্মকল্পে 'লোকসিসৃক্ষয়া'—সপ্তলোক সৃষ্টির জন্য। 'অম্ভসি শয়ানস্য, ইত্যাদি'- এই সঙ্কর্ষণরূপ ধারণ করিয়া, যোগনিদ্রা =সমাধিঅবস্থায় অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ভাবে (শ্রীধর) থাকার সময়। এই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের 'নাভিহ্রদাম্বুজাৎ'—'নাভি'=দেহের মধ্যভাগ হইতে যে পদ্ম জাত হয়, সেই পদ্ম হইতে 'বিশ্বসৃজাংপতিঃ'—প্রজাপতিগণের প্রভু ব্রহ্মা, 'আসীৎ'—জাত হইয়াছিলেন।

'অবয়বসংস্থানৈঃ'—করচরণাদির সন্নিবেশ অনুসারে, 'লোকবিস্তরঃ' —'লোক' অর্থাৎ সপ্তলোকসকলের 'বিস্তরঃ'=প্রপঞ্চ; 'কল্পিতঃ' —কল্পনা করা হয়। বিরাটপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন লোক সংস্থান করা হয়। বিরাটরূপী পুরুষের পাদদেশে ভূলোক, নাভিতে ভূবলোক আছে, ইত্যাদি কল্পনা করা হয়। 'বৈ রূপং'— প্রসিদ্ধ রূপ। 'বিশুদ্ধং সত্বং'—মহৎ-তত্ত্বাদি দ্বারা রচিত রূপে মিশ্র-সত্ব আছে, কারণ তাহা মায়াসৃষ্ট। ঐ মায়াসৃষ্ট রূপে জীবন-স্বরূপ হইয়া, যে ভগবৎ-সত্তা আছেন, তাহাই প্রকৃত পুরুষরূপ, এবং তাহা 'বিশুদ্ধ সত্ব'; এই রূপই বাসুদেব। স্বয়ং ভগবান বাসুদেবের অধিষ্ঠানের জন্য এই বিরাটরূপ প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা রচিত হইয়াছে। 'মায়াগুণৈঃ বিরচিতং মহদাদিভিঃ আত্মনি' (৩০ শ্লোক) 'উর্জ্জিতং'—জ্যোতির্ম্ময়।

অদঃ—এই (অদস শব্দ); 'অদভ্র'—অনল্প, জ্ঞানাত্মক; 'উল্লসৎ' —'সহস্র' অর্থাৎ অসংখ্য পাদ, মুকুট প্রভৃতি দ্বারা 'উল্লসৎ'—'উৎ'= সাতিশয়+লসৎ=দীপ্তিমান। অসংখ্য-জীব-সমষ্টি এই রূপের অন্তর্গত। 'নিধান'—আধার; 'বীজমব্যয়ং'—বীজ=উৎপত্তির কারণ, কিন্তু অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইয়াও, উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস হয় না, সেইজন্য 'অব্যয়'। 'অংশাংশেন'—অংশ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ব্রহ্মা হইতে যে মরীচি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদিগকে 'অংশাংশ' বলে। ইঁহারা প্রজাপতি, এবং ইঁহাদিগের দ্বারা দেব, তির্য্যক্ ও নরাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ভগবান আদৌ=আদিকল্পে সপ্তলোক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ বিরাটরূপকে 'জগৃহে'=গ্রহণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ প্রলয়ের নিশায় এই রূপ, ভগবানের স্বরূপে লীন ছিল, তাহাকে প্রকটিত করিয়া, স্বয়ং তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন কারণার্ণবে নিষ্ক্রিয়, সমাধিস্থ অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে প্রজাপতিগণের প্রভু ব্রহ্মা জাত হন।

সপ্তলোক এই বিরাটরূপধারীর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে অবস্থান করে। ভগবানের যে বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়-সত্তা সপ্তলোকের সমষ্টি এই বিশ্বে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে পুরুষরূপ বলে, দৃশ্যমান-বিশ্ব সেই সত্তার রূপ।

সাধকগণ জ্ঞাননেত্র দ্বারা এই রূপ দর্শন করেন; এবং তখন এই রূপ অসংখ্য পাদ, উরু, ভুজ এবং আনন, অসংখ্য মস্তক, কর্ণ, নেত্র এবং নাসিকা এবং মস্তকসকল, ও অসংখ্য মুকুট, উষ্ণীষ এবং কুণ্ডল দ্বারা শোভিত হইয়াছে, ইহাই দেখেন। অর্থাৎ সৃষ্টির সকল জীবই এই রূপের অন্তর্গত, এবং সকল বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত থাকাতে সকলেই তাঁহার মূর্ত্তি, এই ভাবেই দেখেন। ভগবানের সকল অবতারের আধার এই রূপ, এবং সর্ব্ববিধ সৃষ্টির উৎপত্তিস্থান এই রূপ। অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইয়াও, এই রূপের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয় না। এই রূপের অংশ হইতে ব্রহ্মা এবং 'অংশের' (অর্থাৎ ব্রহ্মাদির) অংশ হইতে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ এবং এই অংশাংশেরও ক্ষুদ্রতর অংশ হইতে দেব, তির্য্যক্ ও নরাদি সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের সকলের দেহেই এই রূপের 'অংশাংশ' আছে।

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্॥৬
দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥৭
তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥৮
তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥৯

(৬—৯) [অন্বয়]—সঃ এব দেবঃ প্রথমং কৌমারং সর্গং

আশ্রিতঃ [সন্] ব্রহ্মা ভূত্বা অখণ্ডিতং দুশ্চরং ব্রহ্মচর্য্যং চচার। যজ্ঞেশঃ দেবঃ অস্য [বিশ্বস্য] ভবায় রসাতলগতাং মহীং উদ্ধরিষ্যন্ দ্বিতীয়ং [অবতারং] শৌকরং বপুঃ উপাদত্ত। তৃতীয়ং বৈ ঋষিসর্গং দেবর্ষিত্বং উপেত্য যতঃ কর্ম্মণাং নৈষ্কর্ম্ম্যং [ভবতি] [তৎ] সাত্বতং তন্ত্রং আচষ্ট। তুর্য্যে [অবতারে] ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণৌ ঋষী ভূত্বা আত্মোপশমোপেতং দুশ্চরং তপঃ চচার।

শব্দার্থ ও ব্রহ্মবিবৃতি—'সঃ এব দেবঃ'—যিনি পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই 'দেবঃ' = জ্ঞানের প্রভাময় ব্রহ্ম ; সর্গ = সৃষ্টি ; 'কৌমারং সর্গং' - সনৎকুমার-নাম যাহাতে ছিল। সেইরূপ সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়রূপে অবতার ; ব্রহ্ম = ব্রাহ্মণ। 'অখণ্ডিত'—যে ব্রহ্মচর্য্যের খণ্ডন = স্খলন হয় নাই। কারণ ইন্দ্রপ্রেরিতা অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। 'ব্রহ্মচর্য্য'—ব্রহ্ম-আরাধনা, যাহাতে উপস্থ-সংযম প্রধান অঙ্গ। 'ভবায়'—শ্রীবৃদ্ধির জন্য ; 'রসাতলগতা'—জলমগ্না ; উদ্ধরিষ্যন্ ;—'উৎ' জলের উপরে 'ধারণ' = স্থাপন করিবার জন্য, অর্থাৎ যাহাতে মহী পুনরায় জলমগ্না না হয়, সেইজন্য। 'শৌকরং'—শূকরঃ এব। 'উপাদত্ত' ও 'উপেত্য'—এই দুই পদে সামীপ্য-বাচক 'উপ' উপসর্গ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, এই শূকর এবং দেবর্ষি-বপু তাঁহার স্বরূপে লীন ছিল ; এবং তাঁহার ইচ্ছামাত্র ঐ দুই বপু তাঁহার সমীপে আগমন করাতে, তিনি ধারণ করিয়াছিলেন।

'কর্ম্মণাং নৈষ্কর্ম্ম্যং [ভবতি]'—কর্ম্মের বন্ধকত্ব দূর হইয়া, 'নিষ্ক্রিয়ত্ব' অর্থাৎ মোচকত্ব লাভ করে। আমাদিগের কার্য্য দ্বারা আসক্তি প্রভৃতি জাত হইয়া, বন্ধন হয়। যে বৈষ্ণবতন্ত্র অনুসরণ করিলে, কর্ম্ম হইতে আসক্তি ত হয়ই না, বরঞ্চ সংসারমুক্তি হয়। 'নৈষ্কর্ম্ম্যং' —বন্ধনশূন্যতা-হেতু মোচকত্ব। 'সাত্বত তন্ত্র'—ভক্তিবিস্তার যে শাস্ত্র দ্বারা হয় (সাত্বত = ভক্ত, 'সৎ = ব্রহ্ম, উপাস্যতয়া বিদ্যতে যেষাং তে সত্বন্তঃ ভক্তাঃ তেষাং তন্ত্রং)। 'আচষ্ট'—কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। 'আত্মোপশমোপেতং'—আত্মোপশম = অবিদ্যার নিবৃত্তি, তদ্দ্বারা 'উপেত'

=যুক্ত। 'উপেত' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, আত্মোপশম স্বতঃই সেই তপস্যার নিকট গমন করে; (উপ+ই=যাওয়া) অর্থাৎ ইহা দ্বারা স্বতঃই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—যে ব্রহ্ম পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছেন, তিনিই প্রথমে সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়রূপে ব্রাহ্মণ হইয়া, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন; সেই ব্রত হইতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। দ্বিতীয় অবতারে যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণু জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া, জলের উপরে স্থাপনার্থ শূকররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় অবতারে ঋষিরূপ ধারণ করেন। এই অবতারে যাহাতে কর্ম্মের বন্ধকত্ব দূর হইয়া, কর্ম্ম হইতেই নিষ্ক্রিয়ত্ব অর্থাৎ মোচকত্ব জাত হয় সেই জন্য যে 'নারদপঞ্চরাত্র'-নামক শাস্ত্র দ্বারা ভক্তি বিস্তার হয়, সেই শাস্ত্র দেবর্ষিনারদরূপে কীর্ত্তন করেন। চতুর্থ অবতারে ধর্ম্মের 'কলা'=অংশ (অর্দ্ধাঙ্গী) অর্থাৎ ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে জন্মলাভ করিয়া, নর-নারায়ণনামক দুই ঋষি হইয়া, অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ তপস্যা দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি আপনিই হয়!

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥১০
ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্॥১১
ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্॥১২
অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্॥১৩

(১০-১৩) [অন্বয়] পঞ্চমঃ কপিলঃ নাম সিদ্ধেশঃ [সন্] কালবিপ্লুতং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং সাংখ্যং আসুরায় প্রোবাচ। অত্রেঃ পত্ন্যা অনসূয়য়া বৃতঃ [দত্তাত্রেয়নাম্না] অপত্যত্বং প্রাপ্তঃ [সন্]

অলর্কায়, প্রহ্লাদাদিভ্যঃ [চ] আন্বীক্ষিকীং উচিবান্; [এতৎ] ষষ্ঠং [অবতারং]। সপ্তমে রুচেঃ [পত্ন্যাং] আকূত্যাং যজ্ঞঃ [নাম্না] অভ্যজায়ত; সঃ যামাদ্যৈঃ সুরগণৈঃ স্বায়ম্ভুবং অন্তরং অপাৎ। উরুক্রমঃ অষ্টমে নাভেঃ পত্ন্যাং মেরু-দেব্যাং তু [ঋষভ-নাম্না] জাতঃ [সন্] সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতং ধীরাণাং বর্ত্ম [পরমহংসাশ্রমং] দর্শয়ন্ [শুশুভে]।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি-সিদ্ধেশঃ=সিদ্ধগণের নেতা। 'কালবিপ্লুতং'—প্লাবনের বারিতে সকল জিনিষই যেমন নষ্ট হয়, সাংখ্যশাস্ত্রও সেইরূপ কালের প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। 'তত্ত্ব-গ্রাম'—পঞ্চমহাভূত+পঞ্চ তন্মাত্র+একাদশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বের 'বিনির্ণয়'—স্বরূপ ও কার্য্যের অবধারণা আছে যাহাতে, এরূপ যে 'সাংখ্য'-নামক দর্শন-শাস্ত্র; আসুরায়—আসুরিনামক ব্রাহ্মণকে; 'প্রোবাচ'—সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন। 'আন্বীক্ষিকী'—অধ্যাত্মতত্ত্ব (অনু=সূক্ষ্ম+ঈক্ষ=দেখা); 'দত্তা-ত্রেয়'—'অত্রেয়'—অত্রির অপত্য। শ্রীহরি নিজেকে অত্রির পুত্র-ভাবে দান করাতে তাঁহার দত্তাত্রেয়নাম হয়। 'স্বায়ম্ভুবং অন্তরং'—স্বয়ম্ভু=ব্রহ্মা, তাঁহার দেহ হইতে জাত মনুর রাজ্যকাল। 'অপাৎ' পালন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ মনুর সাহায্য করিয়াছিলেন। 'উরু-ক্রমঃ'—বিশাল-শক্তিমান্ বা সর্ব্বব্যাপী (ক্রম্=গমন করা) 'সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃতং ধীরাণাং বর্ত্ম'—পরমহংস আশ্রম, যাহা ধীরগণের গতি।

ব্যাখ্যা—পঞ্চম অবতারে কপিলনামে বিখ্যাত সিদ্ধগণের অধিপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, আসুরিনামক ব্রাহ্মণের নিকট সাংখ্য-দর্শন প্রকাশ করেন, যাহা কালের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছিল; এবং যাহাতে 'তত্ত্ব' সকলের স্বরূপ ও তাহাদের কার্য্যের অবধারণা হয়। ষষ্ঠ অবতারে অত্রির পত্নী অনসূয়ার প্রার্থনায় শ্রীহরি, তাঁহার অপত্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মদান করেন। এইজন্য এই অবতারকে 'দত্তাত্রেয়' অবতার বলে। এই অবতারে অলর্ক প্রহ্লাদ প্রভৃতির

নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। সপ্তম অবতারে রুচির পত্নী আকূতির গর্ভে যজ্ঞনামে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি যামাদি সুরগণ দ্বারা স্বায়ম্ভুব মনুর রাজ্যকালে পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। অনন্ত-শক্তি ভগবান্ সপ্তম অবতারে নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভনামে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পরমহংস-আশ্রম লাভের উপায় প্রদর্শন করেন; যে আশ্রম ধীশক্তিসম্পন্ন সাধকগণের গতি; এবং যে আশ্রমকে অপর সকল আশ্রমস্থ মানবগণ সম্মান করেন।

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥১৪
রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্ বৈবস্বতং মনুম্ ॥১৫
সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥১৬
ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেবচ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥১৭

(১৪—১৭) [**অন্বয়**] ঋষিভিঃ যাচিতঃ [সন্] নবমং পার্থিবং বপুঃ ভেজে [যেন] ইমাং [পৃথিবীং] ওষধীঃ [আ] দুগ্ধে হে বিপ্রাঃ তেন সঃ অয়ং [অবতারঃ] উশত্তমঃ। চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে মাৎস্যং রূপং জগৃহে। [তদা] বৈবস্বতং মনুং মহীময্যাং নাবি আরোপ্য অপাৎ। একাদশে বিভুঃ উদধিং মথ্নতাং সুরাসুরাণাং মন্দরাচলং কমঠরূপেণ [পৃষ্ঠেন] দধ্রে। দ্বাদশমং ধান্বন্তরং [তথা] মোহিন্যা স্ত্রিয়া ত্রয়োদশমং [অবতারং] এব চ [গৃহীত্বা] অন্যান্ মোহয়ন্ সুরান্ [সুধাং] অপায়য়ৎ।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'পার্থিবং'—পৃথু নামক। 'ইমাং [পৃথিবীং] ওষধীঃ [আ] দুগ্ধে'—এই পৃথিবীকে দোহন করিয়া ওষধি সকল বাহির করিয়াছিলেন। 'উশত্তমঃ'—কমনীয়তম, কারণ

পৃথিবীর হিতকর। 'চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে'—'চাক্ষুষ', নামক মন্বন্তরে যখন 'উদধি'=সমুদ্র দ্বারা পৃথিবী জলমগ্নাপ্রায় হইয়াছিলেন। 'মাৎস্যং'—মৎস্য এব। 'মহীময্যাং নাবি আরোপ্য'—মহী তখন নৌকার তুল্য হইয়াছিল, এবং জীবগণকে নৌকায় তুলিয়া যেরূপ প্লাবন হইতে রক্ষা করে, মনুকে মহীরূপ নৌকায় তুলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ ঋষিগণের প্রার্থনায় নবম অবতারে পৃথুরূপ ধারণ করেন। তখন এই পৃথিবীকে দোহন করিয়া, ওষধিসকল বাহির করেন: জগতের মঙ্গল-সাধন হওয়াতে এই অবতার বড়ই মনোহর। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে যখন সমুদ্রের বারি দ্বারা পৃথিবী মগ্ন হইয়াছিল, তখন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া, বৈবস্বত-মনুকে সেই তরণীরূপা পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। একাদশ অবতারে ভগবান্ কচ্ছপরূপ ধারণ করিয়া, সুর এবং অসুরগণ যে মন্দরাচল দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিতেছিলেন, ঐ অচলকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই মন্দরাচল তাঁহাদিগের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া সমুদ্রের মধ্যে পতিত হয় নাই। দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরিরূপে সুধা আনয়ন করেন; এবং ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনী-রূপ ধারণ, এবং অসুরগণকে নিজের রূপ দ্বারা মোহিত করিয়া, দেবগণকে সুধা পান করাইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্ যথা ॥১৮
পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পাদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥১৯
অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥২০
ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥২১

(১৮—২১) [**অন্বয়**] চতুর্দ্দশং নারসিংহং রূপং বিভ্রৎ কটকৃৎ যথা করজৈঃ এরকাং [বিদারতি] তথা ঊর্জ্জিতং দৈত্যেন্দ্রং উরৌ [সংস্থাপ্য] দদার। পঞ্চদশং বামনকং রূপং ধৃত্বা ত্রিপিষ্টপং প্রত্যাদিৎসুঃ [সন্] বলেঃ অধ্বরং অগাৎ [তত্র] পাদত্রয়ং যাচমানঃ [বভূব]। ব্রহ্মদ্রুহঃ নৃপান্ পশ্যন্ কুপিতঃ [সন্] ষোড়শমে [অবতারে] ত্রিসপ্তকৃত্বঃ মহীং নিঃক্ষত্রাং অকরোৎ। ততঃ সপ্তদশে পরাশরাৎ সত্যবত্যাং জাতঃ [সন্] পুংসঃ অল্পমেধসঃ দৃষ্ট্বা বেদতরোঃ শাখাঃ চক্রে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিভ্রৎ—ধারণ করিয়া; 'কটকৃৎ' মাদুর-প্রস্তুতকারী; 'করজ'—'নখ, 'এরকা'—গ্রন্থিহীন তৃণ, যদ্দারা মাদুর প্রস্তুত হয়; ঊর্জ্জিত—প্রতাপবান্। 'দৈত্যেন্দ্র'—হিরণ্যকশিপু। 'বামনকং'—হ্রস্ব-মানব-আকার, 'ত্রিপিষ্টপ'—স্বর্গ (ত্রি= তৃতীয়+পিষ্টা=ভুবন) 'প্রত্যাদিৎসু'—নিজে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক; 'ব্রহ্মদ্রুহঃ'—ব্রাহ্মণগণের হিংসাকারী (দ্রু=হিংসা করা) ব্রহ্ম= ব্রহ্মে রত, ব্রাহ্মণ; 'প্রত্যাদিৎসু'—বলির নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছুক। ত্রিসপ্তকৃত্বঃ—২১ বার। 'শাখাঃ'— বিভাগ সকল।

ব্যাখ্যা—চতুর্দ্দশ অবতারে নরসিংহের রূপ ধারণ করিয়া মাদুর-বয়নকারী যেরূপ নখ দ্বারা গ্রন্থিহীন তৃণসকলকে অনায়াসে বিদীর্ণ করে, এই নরসিংহ-মূর্ত্তিও প্রতাপবান্ দৈত্যেন্দ্রকে উরুর উপর স্থাপন করিয়া, অনায়াসে নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশম অবতারে বলির নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য প্রতিগ্রহণ করিয়া, উহা পুনরায় দেবগণকে ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছায় ভগবান্ বামনরূপ ধারণ করিয়া, বলির যজ্ঞে উপনীত হন; এবং ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। সপ্তদশম অবতারে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে জাত হইয়া, লোকগণকে অল্পমেধাযুক্ত দেখিয়া, বেদরূপ বৃক্ষের শাখা অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছিলেন।

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥২২
একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য নামনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥২৩
ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥২৪
অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥২৫

(২২—২৫) [**অন্বয়**] অতঃপরং সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া নরদেবত্বং আপন্নঃ [সন্] সমুদ্রনিগ্রহাদীনি বীর্য্যাণি চক্রে। ভগবান্ একোনবিংশে বিংশতিমে [অবতারে] বৃষ্ণিষু রামকৃষ্ণৌ ইতি নামনী প্রাপ্য ভুবঃ ভারং অহরৎ। ততঃ সুরদ্বিষাং সংমোহায় কলৌ সংপ্রবৃত্তে বুদ্ধঃ নাম্না অজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি। অথ যুগসন্ধ্যায়াং রাজসু দস্যুপ্রায়েষু [সৎসু] অসৌ জগৎপতিঃ বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ ইতি নাম্না জনিতা [ভবিষ্যতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া'—দেবগণের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া, অর্থাৎ রাবণের পরাক্রম হইতে দেবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য 'নরদেব'—রাজা; 'বীর্য্যাণি'—প্রভাবজ্ঞাপক কার্য্য। 'নামনী'—নামদ্বয়; 'সংমোহায়'—সম্পূর্ণভাবে মোহমুগ্ধ করার জন্য; 'কলৌ সংপ্রবৃত্তে'—কলি বিশেষ প্রবল হইলে! 'বিষ্ণুযশসঃ'—বিষ্ণুযশানামক ব্রাহ্মণ হইতে অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে।

ব্যাখ্যা—ইহার পরে দেবগণের মঙ্গল সাধনার্থ শ্রীহরি রাজা শ্রীরামচন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া, সমুদ্র বন্ধনাদি প্রভাবজ্ঞাপক কার্য্য করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ এবং বিংশ অবতারে বৃষ্ণিবংশে কৃষ্ণ ও বলরাম এই দুই নাম গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া-

ছিলেন। তাহার পরে কলি সাতিশয় প্রবল হইয়া, যখন দেবদ্বেষিগণকে সম্পূর্ণভাবে মোহমুগ্ধ করিবে, তখন শ্রীহরি গয়াপ্রদেশে অজনের পুত্ররূপে বুদ্ধনামে জন্মগ্রহণ করিবেন। পরে কলিযুগের সন্ধ্যায় যখন রাজগণ দস্যুতুল্য হইবেন, তখন জগৎপালক ভগবান্ বিষ্ণুযশার পুত্র হইয়া, কল্কিনামে জন্মগ্রহণ করিবেন।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥২৬
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৭

(২৬—২৭) [**অন্বয়**] হে দ্বিজাঃ সত্ত্বনিধেঃ হরেঃ অবতারাঃ হি অসংখ্যেয়াঃ যথা অবিদাসিনঃ সরসঃ সহস্রশঃ কুল্যাঃ স্যুঃ। ঋষয়ঃ, মনবঃ, দেবাঃ, সহস্রশঃ মনুপুত্রাঃ, সপ্রজাপতয়ঃ, সর্ব্বে [এব] হরেঃ, কলাঃ স্মৃতাঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সত্ত্বনিধেঃ'—যিনি সকল সত্ত্বগুণের আধার, অতএব তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে সত্ত্বগুণ গ্রহণ করিয়া, কোন অবতার হইতে পারে না। 'অবিদাসিনঃ'—যাহার জল ক্ষয় হয় না ('দস্'—ক্ষয় করা, 'দস্যু'পদ এই ধাতু হইতে হইয়াছে) 'কুল্যাঃ'—নদীসকল।

ব্যাখ্যা—শ্রীহরি সত্ত্বগুণের আধার এবং তাঁহার অবতারের সংখ্যা নাই। যে জলাধারে অক্ষয় জল থাকে তাহা হইতে সহস্র সহস্র শাখানদী নির্গত হইলেও ঐ জলাধারের বারির যেরূপ হ্রাস হয় না, শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার উৎপন্ন হইয়া, সত্ত্বগুণ প্রকটন করিলেও তাঁহার নিজের সত্ত্বগুণের পূর্ণতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। 'ঋষিগণ, মনুগণ, দেবগণ, মনুগণের সহস্র সহস্র সন্ততি এবং দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, ইঁহারা সকলেই শ্রীহরির 'কলা' অর্থাৎ অংশের অংশ বা বিভূতি।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥২৮

(২৮)　[**অন্বয়**]　এতে চ পুংসঃ অংশকলাঃ, কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ [সঃ] ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং যুগে যুগে মৃড়য়ন্তি।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'এতে'—ইত্যাদি, পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদিগের কেহ কেহ (যথা মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি) শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; কারণ ঐ সকল অবতারে মহা-শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে ; এবং সনৎকুমার-নারদাদি ভগবানের 'কলাঃ' ; অংশের অংশ, অর্থাৎ বিভূতিমাত্র (শ্রীধর)। কারণ এই সকল অবতারে অপেক্ষাকৃত লঘুশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং—ইন্দ্রারি=অসুর তাহাদিগের দ্বারা 'ব্যাকুল'= বিধ্বস্ত 'লোকং'=লোকত্রয়কে 'যুগে যুগে মৃড়য়ন্তি'—সকল যুগে 'মৃড়য়ন্তি'=সুখী করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে অবতীর্ণ হইলেও অপর অপর যুগের অবতার সকলও তাঁহার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বাপরের নহে ; তিনি সকল যুগে এবং সকল কালেই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। তিনি অক্ষয়,অব্যয়,পরমপুরুষ—প্রলয়েও থাকেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' —অপর অপর অবতারে শ্রীহরির অংশমাত্র অথবা অংশাংশ আছেন ; কিন্তু কৃষ্ণাবতারে পূর্ণজ্ঞান অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের মহোদধি শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় ; এইজন্য তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিলেন। (ক) নৃসিংহ, জামদগ্ন্য ও কল্কী অবতারে ধৈর্য্য ; (খ) নারদ, ব্যাস, বরাহ ও বুদ্ধ অবতারে ঐশ্বর্য্যের অঙ্গ ধর্ম্ম ; (গ) রামচন্দ্র যজ্ঞ, ধন্বন্তরি, ও পৃথু অবতারে কীর্ত্তি ; (ঘ) বলরাম, মোহিনী এবং বামন অবতারে শ্রী ; (ঙ) দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কপিল ও সনৎ-কুমার অবতারে জ্ঞান ; (চ) নর-নারায়ণ, কূর্ম্ম এবং ঋষভ অবতারে ভগ-বানের বৈরাগ্য প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে ঐ সমস্তই আছে।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থে দেওয়া হইয়াছে, পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

জন্ম গুহ্যং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ।
সায়ং প্রাত গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে ॥২৯

(২৯) [**অন্বয়**] যঃ নরঃ প্রযতঃ [সন্] ভগবতঃ এতৎ গুহ্যং জন্ম সায়ং প্রাতঃ ভক্ত্যা গৃণন্ [আস্তে] [সঃ] দুঃখগ্রামাৎ বিমুচ্যতে।

ব্যাখ্যা—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শ্রবণ কীর্ত্তনাদির মাহাত্ম্য-খ্যাপন করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীহরির পুরুষরূপের এবং অবতার সকলের মাহাত্ম্য উপলক্ষ্যে বলিতেছেন, যে এই সকল গূঢ় রহস্য আলোচনা করিলে, সর্ব্ববিধ ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ হইতে চির-কালের জন্য মুক্তিলাভ হয়। কেন ? কারণ মতি ভগবানের কারুণ্য, মাধুর্য্য ও বাৎসল্যাদি অনুভব করাতে ক্রমশঃ তাঁহার দিকে যায়, এবং ধীরে ধীরে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য জাত হইয়া, সংসার-মুক্তি হয়। 'দুঃখগ্রামাৎ'—সকল ও সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে 'বিমুচ্যতে' = সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। 'সায়ং প্রাতঃ'পদে—দিবসে কার্য্য আরম্ভ করিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত বুঝায় ; 'গৃণন্'—চিন্তা করা বুঝায়। 'লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে'।

এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি ॥৩০
যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥৩১

(৩০—৩১) [**অন্বয়**] মায়াগুণৈঃ মহদাদিভিঃ আত্মনি বিরচিতং [এতৎ] স্থূলরূপং, হি অরূপস্য চিদাত্মনঃ ভগবতঃ রূপং [এব] যথা অবুদ্ধিভিঃ মেঘৌঘঃ নভসি, বা পার্থিবরেণুঃ অনিলে [আরোপিতঃ] এবং দৃশ্যত্বং দ্রষ্টরি আরোপিতং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মায়াগুণৈঃ'—ভগবানের যে

বহিরঙ্গা শক্তিকে 'মায়া' অর্থাৎ প্রকৃতি বলে, তাহার গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট 'মহদাদিভিঃ'—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি উপাদানসকল দ্বারা, 'আত্মনি'—নিজের অধিষ্ঠানের জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মের 'চিৎ' সত্তা বাসুদেব-রূপে এবং 'আনন্দ' সত্তা 'জীব'রূপে সকল প্রাণীর দেহে এবং বিশ্বের সকল বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এই জন্য; 'এতৎ স্থূলরূপং' 'এতৎ' = দৃশ্যমান 'স্থূলরূপ' = জীবের স্থূলদেহ এবং বিশ্বের অপর সকল স্থূল বস্তু; 'বিরচিতং'—বি = বিবিধ ভাবে + রচিতং = সৃষ্ট হইয়াছে।

এই স্থূলরূপ 'অরূপস্য চিদাত্মনঃ ভগবতঃ রূপং [এব]'—যে 'ভগবান্' অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ বস্তুতঃ চিন্ময়, এবং রূপবর্জ্জিত, এই স্থূলরূপ সেই চিন্ময়েরই রূপ; কারণ যে গুণত্রয়ের বিকার দ্বারা স্থূলরূপ হইয়াছে, সেই গুণত্রয় চিন্ময়েরই অংশ এবং তিনি স্থূলরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যদিও স্থূলরূপ ভগবানের রূপ, তাহা হইলেও ভগবান্ এই রূপ হইতে ভিন্ন। কিন্তু 'অবুদ্ধিভিঃ'— যাহাদিগের বুদ্ধি অবিদ্যার মোহ দ্বারা মুগ্ধ, তাহাদিগের দ্বারা 'দৃশ্যত্বং'—দৃশ্যভাবকে অর্থাৎ স্থূলরূপকে 'দ্রষ্টরি'—যে ভগবান্ নিজের 'চিৎ' সত্তাকে বাসুদেবরূপে এবং 'আনন্দ' সত্তাকে 'জীব' রূপে স্থূলদেহে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, এবং বাসুদেব ও জীব উভয়েই দ্রষ্টৃভাবে দেহের সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সেই দ্রষ্টা· জীব এবং ব্রহ্মের উপর অবুদ্ধিগণ এই স্থূলরূপকে আরোপ করে। কেন? কারণ তাহারা 'অবুদ্ধি', তাহারা জানে না যে 'জীব', এবং "ব্রহ্ম" দেহ হইতে পৃথক্, সেইজন্যই দেহকে আত্মস্বরূপ মনে করে। অবিদ্যার এই কার্য্যকে 'অস্মিতা' নামক মোহ বলে।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা মহত্তত্ত্বাদি উপকরণ সৃষ্টি করার পরে ঐ সকল উপকরণ দ্বারা বিশ্বের সকল বস্তুর এবং সকল জীবের স্থূলরূপ সৃষ্টি করিয়া ঐ স্থূলরূপে আপনার 'চিৎ' এবং 'আনন্দ' সত্তাকে 'বাসুদেব' ও 'জীব' ভাবে

অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। যে গুণত্রয়ের বিকারে এই স্থূলরূপ হইয়াছে, তাহা ভগবানের বহিরঙ্গা-প্রকৃতির অংশ, অর্থাৎ ভগবানেরই অংশ। অতএব মহত্তত্ত্বাদি এবং তাহা হইতে সঞ্জাত এই স্থূলরূপ ভগবানেরই রূপভেদমাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও শুদ্ধসত্ত্ব 'বাসুদেব' এবং 'জীব' গুণ-ত্রয়ের সংমিশ্রণে জাত বিশ্ব হইতে পৃথক্, এবং তাঁহারা দ্রষ্টা (এবং ভোক্তা) ভাবে দেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু অবিদ্যার মোহ-বশতঃ লোকে ভাবে যে, তাহাদিগের স্থূলদেহই 'জীব'। অর্থাৎ তাহারা ভাবে যে, 'ত্বং'-পদার্থ দেহ হইতে ভিন্ন নয়। এইরূপ ভ্রমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন যে, মেঘ সকল আকাশে অবস্থান করে বটে, এবং ধূলিকণাসকল বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তখনও আকাশ মেঘ হইতে এবং বায়ু ধূলি হইতে পৃথক্‌ভাবেই থাকে। কিন্তু অজ্ঞানিগণ মেঘ বা ধূলি-কণাসকলের বর্ণ আকাশে বা বায়ুতে আরোপ করিয়া বলে, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ এবং বায়ু ধূসরবর্ণ। বস্তুতঃ আকাশের বা বায়ুর ঐ বর্ণ নাই। দেহের উপর আত্মজ্ঞান হওয়াতে লোকে দেহের কার্য্যকে তাহাদিগের আত্মস্বরূপের কার্য্য, অর্থাৎ 'জীবের' কার্য্য বলে। বস্তুতঃ 'জীব' ব্রহ্মের আনন্দময়ী হ্লাদিনীশক্তির অংশ এবং বাসুদেবের ন্যায় জীবও নিষ্ক্রিয়; তিনি বাসুদেবের পার্শ্বে শ্রীরাধারূপিনী হইয়া এই দেহে দ্রষ্টা ও ভোক্তৃরূপে অবস্থান করিতেছেন। বাসুদেব এবং 'জীব' উভয়েই দ্রষ্টা, কারণ উভয়ের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ আছে।

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ॥৩২

(৩২) [**অন্বয়**] অতঃপরং অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ যৎ অব্যক্তং অব্যূঢ়গুণবৃংহিতং [সৎ বর্ত্ততে] সঃ জীবঃ [ইতি অবুদ্ধিভিঃ কল্প্যতে] যৎ পুনর্ভবঃ ভবতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পূর্ব্বের শ্লোকে যে ভ্রমের কথা বলিলেন, তাহাই এই শ্লোকে আরও বিশদ করিতেছেন। 'অতঃপরং'

—যে সূক্ষ্মশরীর দৃশ্যমান স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ এবং যাহা ‘পরং’ = পরিচালক অর্থাৎ গুণত্রয়ের ও ‘কর্ম্মে’র আধার হওয়াতে স্থূল দেহকে পরিচালিত করিতেছে। ‘অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ যৎ অব্যক্তং’—ঐ সূক্ষ্ম দেহ যে সকল উপাদান দ্বারা গঠিত তাহা কেহ দেখে নাই, বা তাহার কথা কেহ শুনে নাই, অতএব উহা ‘অব্যক্ত’—কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়; ‘অব্যূঢ়-গুণবৃংহিতং[সন্ বর্ত্ততে]’—‘বৃংহিত’—রচিত(শ্রীধর)। স্থূলদেহ যেরূপ গুণত্রয় দ্বারা রচিত হইয়াছে, এই সূক্ষ্মদেহও সেইরূপ রচিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ গুণসকল ‘অব্যূঢ়’ অপ্রকাশিত (undeveloped) অবস্থায় আছে, অর্থাৎ করচরণাদিরূপে প্রকাশিত হয় নাই(শ্রীধর)। কিন্তু গুণত্রয়ের শক্তির প্রভাবে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভোগসুখ অনুভব করা যায়, সেই অনুভবশক্তি ও ভোগলালসা এই সূক্ষ্ম দেহে আছে। শাস্ত্র বলেন যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্ম দেহ গঠিত হইয়াছে। ‘সঃ জীবঃ[ইতি অবুদ্ধিভিঃ কল্প্যতে]’—৩১শ্লোকে যে অবুদ্ধিগণের কথা বলিয়াছেন, তাহারা এই সূক্ষ্মদেহকে ‘জীব’(অর্থাৎ আত্মস্বরূপ) ভাবে। শ্রীধর বলেন, ‘জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীবশব্দপ্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া কল্প্যতে’। অবুদ্ধিগণ ঐ সূক্ষ্ম শরীরকেই ‘জীব’ নাম দেয়। এই ভ্রমবশতঃ লোকে নিরুপাধিক জীবের উপর এই সূক্ষ্মশরীররূপ উপাধি আরোপ করে। ‘যৎ পুনর্ভবঃ’—যৎ = যস্মাৎ এই সূক্ষ্ম শরীরকে ‘জীব’ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বিবেচনা করার জন্য ‘পুনর্ভবঃ’—পুনঃ পুনঃ ভোগলোকে জন্ম হয়। কারণ সূক্ষ্মশরীরকে ‘অহং’ ভাবাতে দেহাত্মভাব উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে ‘অহংকর্ত্তা’ ভাব ও আসক্তি প্রভৃতি সঞ্জাত হইয়া, ‘প্রারব্ধ’ বা ‘কর্ম্ম’ নামক বস্তুটি সৃষ্ট এবং পরিপুষ্ট হয়; ঐ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জীবের জন্ম হয়।

ব্যাখ্যা—উপরে দেওয়া হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥ ৩৩

(৩৩) [অন্বয়] যত্র স্বসম্বিদা অবিদ্যয়া আত্মনি কৃতে ইমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে [ভবতঃ] তৎ [=তদা] ব্রহ্মদর্শনং [লব্ধং] ইতি [উচ্যতে]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—স্ব-সম্বিদা—আত্মস্বরূপের (অর্থাৎ 'জীব' যে কি বস্তু তাহার) সম্যক্ অনুভূতি দ্বারা; 'আত্মনি কৃতে'—'আত্মনি'—জীবের যে যথার্থ স্বরূপকে 'আত্মা' বলে, তাহার উপর 'কৃত'—আরোপিত ('কৃতে' পদ দ্বিবচন); 'ইমে' এই দুই; সদসদ্রূপে'—স্থূলদেহ 'সৎ' এবং সূক্ষ্মদেহ 'অসৎ' এই দুই রূপের প্রতি অহংভাবই 'আত্মনি কৃতে' বাক্য দ্বারা সূচিত হইয়াছে। 'প্রতিসিদ্ধে'—(দ্বিবচন) নিবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা—যখন অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, তখন আর 'সৎ' অর্থাৎ স্থূলদেহের উপর অহং-ভাব হয় না; অথবা'অসৎ'অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহকেও আত্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয় না। সাধক যখন 'স্বসম্বিৎ' হন, অর্থাৎ তিনি নিজে যে ভগবানের আনন্দময়ী পরা-শক্তির অংশ, এই ধারণা জন্মায়,সেই প্রকৃত 'আত্মস্বরূপ' অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি হয়। কারণ 'ত্বং' এবং 'তৎ' পদার্থ-দ্বয়ের সম্বন্ধ অভেদ, এবং একের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে অপরের অনুভূতি আপনিই এক সময়ে এবং এক সঙ্গেই হয়।

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥৩৪

(৩৪) [অন্বয়] যদি এষা বৈশারদী দেবী মতিঃ মায়া, উপরতা [ভবতি] [তদা] [জীবঃ] সম্পন্নঃ এব ইতি [তত্ত্বজ্ঞাঃ] বিদুঃ [যতঃ] স্বে মহিম্নি মহীয়তে।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—বৈশারদী'—ভগবান্ হইতে

জাতা (বিশাল+দা=দান করা যিনি বিশাল দান করেন, ('আত্মানমপি যচ্ছতি'), 'দেবী মতিঃ মায়া'—যাহাকে আমরা 'মায়া' অর্থাৎ 'অবিদ্যা' বলি, তাহা বস্তুতঃ 'দেবী মতিঃ'—দ্যোতনাত্মিকা বিদ্যা ; সেই মায়া যখন 'উপরতা'—উপ—ব্রহ্মের সমীপে+রম্= আনন্দলাভ করেন। অর্থাৎ সাধকের চিত্ত যখন ব্রহ্মে উপনীত হওয়াতে ব্রহ্মের 'আনন্দ'ময়-সত্তা চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করে, তখন পূর্ব্বে যিনি 'মায়া' অর্থাৎ অবিদ্যা ছিলেন, তিনিই 'বৈশারদী দেবী মতিঃ'—ভগবানের অংশভূতা বিদ্যার রূপ ধারণ করেন। ঐ অবস্থায় জীব 'সম্পন্ন',—দরিদ্র নয়, কারণ (সং=শ্রেষ্ঠ বস্তু+পদ্= গমন করা) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে গমন করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞগণ এই কথা বলেন। জীব তখন 'স্বে মহিম্নি মহীয়তে'—আত্মস্বরূপের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া, অর্থাৎ আমি ভগবানের পরম প্রেমাস্পদ, ইহা অনুভব করিয়া 'মহীয়তে'—মহৎ পদবী প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা—উপরে বিশদ করা হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ।

বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥৩৫

(৩৫) [অন্বয়] এবং অকর্ত্তুঃ অজনস্য হৃৎপতেঃ বেদগুহ্যানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ কবয়ঃ বর্ণয়ন্তি স্ম।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও জন্মরহিত, তথাপি তিনি 'হৃৎপতিঃ'—সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিরূপে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মের রহস্য বেদে যে ভাবে বর্ণিত আছে, এবং জ্ঞানিগণ যে ভাবে ঐ রহস্য বর্ণনা করেন তাহাই কীর্ত্তিত হইল।

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ।

সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।

ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ ॥৩৬
ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সন্তন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥৩৭
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥৩৮

(৩৬—৩৮) [অন্বয়] সঃ অমোঘলীলঃ ইদং বিশ্বং সৃজতি, অবতি, অত্তি, ন তু অস্মিন্ সজ্জতে; আত্মতন্ত্রঃ ষড়্গুণেশঃ ভূতেষু অন্তর্হিতঃ [সন্] ষাড়্বর্গিকং [গুণং] জিঘ্রতি। নটচর্য্যাং সং তন্বতঃ [তস্য] ধাতুঃ উতীঃ কুমনীষঃ জন্তু কশ্চিৎ নিপুণেন ন [অবৈতি] তথা মনো বচোভিঃ নামানি রূপাণি ন [অবৈতি]। যঃ অমায়য়া সন্ততয়া অনুবৃত্ত্যা তৎপাদসরোজগন্ধং ভজেত সঃ [এব] রথাঙ্গপাণেঃ দুরন্তবীর্য্যস্য পরস্য ধাতুঃ পদবীং বেদ।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি :—'অমোঘলীলঃ'—যাঁহার লীলা = কার্য্য অবিদ্যার মোহ দ্বারা পরিচালিত হয় না অর্থাৎ যিনি অবিদ্যার অতীত। 'অবতি'-পালন করেন। 'সজ্জতে'—প্রাকৃত লোকের ন্যায় গুণত্রয়ের অধীন হন না, তাহাদিগের প্রভুভাবে থাকেন।

'আত্মতন্ত্র'—স্বাধীন, যাঁহার উপর কেহ প্রভু নাই; 'ষড়্গুণেশঃ'—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের 'ঈশ' = পরিচালক। 'ষাড়্বর্গিকং'—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়ীভূত।

'সুখং জিঘ্রতি'—দূরাৎ এব গন্ধবৎ গৃহ্নাতি, নতু সজ্জতে (শ্রীধর)। আমাদিগের নাসিকার সহিত গোলাপ-ফুলের সংশ্রব না থাকিয়াও নাসিকা যেরূপ ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে, ভগবান্ ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্যবস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট না হইয়াও সুখ বা দুঃখ অনুভব করেন। কিন্তু 'গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে'। 'নটচর্য্যাং সংতন্বতঃ'—নটের ন্যায় আচরণ যিনি করিতেছেন। 'ধাতুঃ'—সর্ব্বনিয়ন্তার। 'ঊতীঃ'—লীলারহস্যসকল 'ন [অবৈতি]'—অনুভব করিতে পারে না, 'নিপুণেন'—তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা। 'জন্তুঃ'—জীবগণ, কুমনীষঃ—দূষিতবুদ্ধি লোকগণ; 'মনো বচোভিঃ'—মনের দ্বারা তাঁহার নামের ও রূপের মাহাত্ম্য কল্পনা করিতে বা বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। 'অমায়য়া'—নিষ্কপট; 'সন্ততয়া'—ঐকান্তিক; 'অনুবৃত্তিঃ'—আশ্রয়গ্রহণ। 'রথাঙ্গপাণেঃ'—চক্রপাণি, শ্রীহরির চক্র ভগবানের অনন্ত শক্তির চিহ্ন; 'দুরন্তবীর্যস্য' —অনন্তশক্তি, 'পরস্য ধাতুঃ'—যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার 'পদবীং বেদ'—স্বরূপ অনুভব করেন, ব্রহ্মের পরমপদ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—মায়ার প্রভু হইয়া, ভগবান গুণত্রয়ের দ্বারা সৃষ্টি, পালন এবং সংহারলীলা করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 'ষাড়্‌বর্গিকং' অর্থাৎ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়ীভূত সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন। তিনি তখনও প্রাকৃত জীবের ন্যায় ঐ সুখ বা দুঃখের সহিত সংস্পৃষ্ট হন না। [এই অসংস্পৃষ্টভাবে সুখ দুঃখ অনুভবই 'বায়ুর্গন্ধমিবাশয়াৎ' পদ দ্বারা অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছেন]। যাঁহারা নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা ভগবানের এই নাট্যলীলার গূঢ়-রহস্য অনুভব করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বিফল-মনোরথ হন। কেবল যাঁহারা নিষ্কপট ভক্তি দ্বারা তাঁহার পদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাদিগকে নিজের পরম-পদে উন্নীত করেন, এবং তাঁহাদিগের চিত্তে কিছুই অবিদিত থাকে না।

অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং
যদ্বাসুদেবেঽখিললোকনাথে।
কুর্ব্বন্তি সর্ব্বাত্মকমাত্মভাবং
ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত্ত উগ্রঃ ॥ ৩৯

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ৪০
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্ ॥ ৪১
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্ ॥ ৪২
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ।
তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষেভূরিতেজসঃ ॥৪৩
অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥৪৪
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিশীয়োপাখ্যানে জন্মগুহ্যং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

(৩৯—৪৫) [অন্বয়] অথ ইহ ভগবন্তঃ [ভবন্তঃ] ধন্যাঃ যৎ অস্মিন্ অখিল-লোকনাথে বাসুদেবে সর্ব্বাত্মকং আত্মভাবং [ভবন্তঃ] কুর্ব্বন্তি, যত্র উগ্রঃ পরিবর্ত্তঃ ভূয়ঃ ন [ভবতি]। ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ যৎ ব্রহ্মসম্মিতং ইদং ভাগবতং নাম উত্তমঃশ্লোক-চরিতং পুরাণং ভগবান্ ঋষিঃ লোকস্য নিঃশ্রেয়সায় চকার, সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং তৎ ইদং ভাগবতং

আত্মবতাং বরং সুতং গ্রাহয়ামাস। সঃ তু গঙ্গায়াং প্রায়োপবিষ্টং পরমর্ষিভিঃ পরীতং মহারাজং পরীক্ষিতং সংশ্রাবয়ামাস। হে বিপ্রাঃ [প্রতিলোমঃ অপি] তদনুগ্রহাৎ ততঃ নিবিষ্টঃ অহং চ কীর্ত্তয়তঃ ভূরিতেজসঃ বিপ্রর্ষেঃ অধ্যগমং ; সঃ অহং যথাধীতঃ যথামতিঃ বঃ শ্রাবয়িষ্যামি। ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ কৃষ্ণে স্বধামোপগতে [সতি] কলৌ নষ্টদৃশাং [জনানাং কৃতে] পুরাণার্কঃ অধুনা উদিতঃ।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
অন্বয়ে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সর্ব্বাত্মকঃ'—ঐকান্তিক (শ্রীধর)। 'আত্মভাব'—প্রেম, 'উগ্র'—যাতনাময়, 'পরিবর্ত্ত'—ভোগলোকে পুনঃ পুনঃ জন্ম। 'ধন্যং'—ধনের অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদের ও সুখের আধার ; 'স্বস্ত্যয়নং'—মঙ্গলাস্পদ, 'মহৎ'—অতি শ্রেষ্ঠ ; 'ব্রহ্মসম্মিতং'—বেদতুল্য, বা স্বয়ং ব্রহ্মের তুল্য, 'উত্তমঃশ্লোকচরিতং', 'উত্তমঃ' = শ্রেষ্ঠ 'শ্লোক' = কীর্ত্তি, যাঁহার কীর্ত্তিকথা দ্বারা অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়, তাঁহার 'চরিত' = লীলা-সকল বর্ণিত আছে যাহাতে। 'ভগবান্ ঋষিঃ'—'ঋষিঃ' = জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের সাধক, যিনি ভগবানের অংশাংশ হইতে জাত হইয়াছিলেন। 'লোকস্য'—সর্ব্ব লোকের 'নিঃশ্রেয়সায়'—যাহাতে নিশ্চিত মঙ্গল-লাভ হয় ; 'সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং'—চতুর্ব্বেদ এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের 'সারং সারং'—সকল সার যে শাস্ত্রে সমাবিষ্ট আছে। 'আত্মবতাং বরং'—আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের পূজ্য শুকদেবকে। 'প্রায়োপবিষ্টং'—অনশনমৃত্যুর জন্য উপবিষ্ট ; 'পরীত' —পরিবেষ্টিত ; 'সংশ্রাবয়ামাস'—সং = সম্পূর্ণরূপে (কিছুই বাদ না দিয়া) শোনাইয়াছিলেন। 'নিবিষ্টঃ'—'নি' = নিশ্চিন্ত ভাবে + বিষ্ট = উপবিষ্ট ; শুকদেবের ইচ্ছায় সূত ঐ সভায় বসিতে পাইয়া-

ছিলেন, কেহ উঠাইয়া দিবে সে আশঙ্কা সূতের মনে আর ছিল না। 'যথাধীতং'—আমি নিজের কল্পনা-প্রসূত বিষয় বলিব না; যাহা আমি শুকমুখে শুনিয়া 'অধীত'=আয়ত্ত করিয়াছিলাম, এবং 'যথামতিঃ'—যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই বলিব। 'ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ'—পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম ও জ্ঞান+'আদি'=বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির মূর্ত্তি ছিলেন। 'স্বধামোপগতে'—অন্তর্হিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে যাওয়ার পরে; 'নষ্টদৃশাং'—দৃক্=যাহাদের জ্ঞানচক্ষু অবিদ্যাচ্ছন্ন হওয়াতে নষ্ট হইয়াছে।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
শ্রীতোষিনী টীকায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—(৩৯-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা শব্দার্থে বলা হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা এই)—শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির মূর্ত্তিতুল্য ছিলেন। তিনি অন্তর্হিত হইয়া নিজের জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে যাওয়ার পরে কলিতে লোকের জ্ঞানচক্ষু অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ অন্ধকার দূর হয়, এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ দ্বারা অবিদ্যা রূপ অন্ধকার দূর হইবে; সেই জন্য সূর্য্যের ন্যায় 'প্রকাশ'-শক্তিযুক্ত এই পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
ব্যাখ্যায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতা—শ্রীমদ্ভাগবত রচনার কারণ

তাৎপর্য্য—নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সূতের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বহুদর্শী, প্রাচীন, কুলপতি ও সর্ব্ববেদজ্ঞ শৌনকমুনি দ্বারা সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ যুগে, কোন্ স্থানে এবং কি কারণে ও কাহার প্রেরণায় এই সংহিতা রচিত এবং কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বলুন। শুকদেব কুরুজাঙ্গল-প্রদেশে উন্মত্ত ও মূকের ন্যায় হইয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এবং একটি গোদোহনের উপযুক্ত কালের অধিক কোন ভোগাসক্ত লোকের বাড়ীতে থাকিতেন না। তাঁহার সহিত মহারাজ পরীক্ষিতের সাক্ষাৎ কিরূপে হইল; এবং কি কারণে তিনি সপ্তাহকাল মহারাজের নিকটে থাকিয়া ভাগবত-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। মহারাজ পরীক্ষিতের অত্যাশ্চর্য্য জন্ম-বৃত্তান্ত এবং কার্য্যাদির বিষয় বলুন; এবং কেনই বা তিনি যৌবনে রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাও বলুন। (১—১৪ শ্লোক)

ব্যাসের জন্ম, মানবের অবনতি—দ্বাপরযুগের প্রারম্ভে পরাশরের ঔরসে এবং বাসবীর গর্ভে ব্যাস শ্রীহরির বিভূতি-সহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদিন সরস্বতী নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে নিজ আশ্রমে উপবেশন করিয়া তদানীন্তন লোকগণের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করিলেন যে, কালের অলক্ষ্য-শক্তির প্রভাবে প্রতি যুগেই যুগধর্ম্ম বিকার-প্রাপ্ত হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। সেই কাল-শক্তির

প্রভাবেই পঞ্চমহাভূত দ্বারা সৃষ্ট সকল জীবের এবং অপরাপর স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুর শক্তিহ্রাস হইতেছে; মানবগণের চিত্তে শাস্ত্র বা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই; অর্থাৎ সকল বিষয়েই তাহাদিগের মনে সংশয়ের উদয় হয়। তাহাদিগের মনে সত্ত্বগুণ বিন্দুমাত্র নাই, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য বা অপর সমুন্নতভাব নাই এবং তাহাদিগের আয়ুও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। অভ্রান্তদৃষ্টি ব্যাস এই অবস্থা দেখিয়া, সকল বর্ণ এবং আশ্রমের কিসে মঙ্গল হইবে, তাহাই চিন্তা করিলেন। (১৫—১৮ শ্লোক)

বেদ-বিভাগ এবং মহাভারত রচনা—বৈদিক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করিলে মানবের মঙ্গল হইবে, ব্যাসের মনে এই ধারণা হওয়াতে, যাহাতে মানবগণ বেদের বা বেদবিহিত ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসরণ করে, ব্যাস সেই ব্যবস্থা করিলেন। লোকের বুদ্ধিবৃত্তির এবং আচরণের অবনতি হওয়াতে তাহারা সমগ্র বেদের অনুসরণ করিতে অক্ষম, ইহা বুঝিয়া ব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, চারিজন ঋষির উপর এক এক বেদের সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। তৎপরে লোকের আরও অবনতি হওয়াতে, এই চারি বেদের অনেক উপবিভাগও হইল। স্ত্রী শূদ্র, এবং 'দ্বিজবন্ধুগণের' বেদে অধিকার নাই, তাহাদিগকে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব জানাইবার জন্য ব্যাস মহাভারত রচনা করিলেন। মোট কথা যাহাতে সকল শ্রেণীর মানবই বেদের বা বেদবিহিত ধর্ম্মতত্ত্বের (যাহা মহাভারতে প্রকটিত করিয়াছিলেন) অনুসরণ করে, ব্যাস সেই ব্যবস্থা করিলেন। [১৯—২৫ শ্লোক]

ব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতা—এইরূপ সর্ব্বাত্মভাবে মানবগণের মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও, ব্যাস চিত্তে শান্তি অনুভব করিলেন না। তাঁহার চিত্তে কেন অপ্রসন্নতা হইয়াছে, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে ভাবিলেন যে, আমি 'ভাগবতা ধর্ম্মাঃ' অর্থাৎ ভক্তিলাভের উপায় প্রকৃষ্টভাবে নিরূপণ করি নাই বলিয়াই কি অচ্যুতের অপ্রীতি হইয়াছে, সেই জন্যই কি আমার চিত্তে এই অশান্তির

উদয় হইতেছে ? এই সময় নারদ ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ব্যাস তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া, নারদকে যথাবিধি পূজা করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন [২৬—৩৬ শ্লোক]

ইতি ব্রুবাণং সংস্তূয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥১

(১) [**অন্বয়**] ইতি ব্রুবাণং [সূতং] সংস্তূয় দীর্ঘসত্রিণাং মুনীনাং [মধ্যে] বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ বহ্বৃচঃ শৌনকঃ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দীর্ঘসত্রী'—দীর্ঘকালব্যাপী 'সত্র' যজ্ঞ অনুষ্ঠান যিনি করেন ; 'কুলপতিঃ'—গণমুখ্য ; বহ্বৃচঃ'—সর্ব্ববেদজ্ঞ ('বহু' ও 'ঋক্' শব্দদ্বয় একত্রে সর্ব্ববেদ বোঝায়)। বয়সে বৃদ্ধ এবং মর্য্যাদায় গণমুখ্য ও জ্ঞানে বহ্বৃচঃ হওয়াতে শৌনক সূতকে প্রশ্ন করিবার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

ব্যাখ্যা—সূত পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্ম্মতত্ত্বাদি বলিলে, ঋষিগণের মধ্যে যে শৌনকনামক ঋষি বয়সে বৃদ্ধ ও গণমুখ্য এবং সর্ব্ববেদজ্ঞ ছিলেন, তিনি সূতের প্রশংসা করিয়া বলিলেন।

শৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাং বর।
কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঞ্ছুকঃ ॥২

(২) [**অন্বয়**] হে মহাভাগ বদতাং বর সূত সূত ! ভগবান্ শুকঃ যৎ আহ তাং পুণ্যাং ভাগবতীং কথাং নঃ বদ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—সূত সূত—অত্যাদরে দ্বিরুক্তি; 'বদতাং 'বরঃ'—বাগ্মিগণের আদরণীয় (বৃ=আদর করা) ; 'ভগবান্'—'ভগ'=ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি আছে যাঁহার ; 'ভাগবতী'—ভগবৎ-সম্বন্ধীয়া।

ব্যাখ্যা—শৌনক অত্যাদর দেখাইয়া বলিলেন, হে সূত ! আপনি অতি মহৎ, আপনি প্রসিদ্ধ বক্তা, অতএব জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন শুক ভগবৎসম্বন্ধীয়া যে পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন।

কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ ॥৩

(৩) [**অন্বয়**] কস্মিন্ যুগে স্থানে বা কেন হেতুনা ইয়ং কথা প্রবৃত্তা; কুতঃ সঞ্চোদিতঃ [সন্] মুনিঃ কৃষ্ণঃ সংহিতাং কৃতবান্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রবৃত্তা'—'প্র' প্রকৃষ্টভাবে + 'বৃৎ' থাকা, কীর্ত্তিতা হইয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করা। 'কেন হেতুনা' ও 'কুতঃ সঞ্চোদিতঃ'—'সং' প্রবলভাবে + 'চোদিত' প্রেরিত হইয়া, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তির প্রবল প্রেরণায়, এবং 'কেন হেতুনা'—ঐ প্রেরণার কারণই বা কি? ইতিপূর্ব্বে ব্যাস বেদবিভাগ এবং মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি এই ভাগবত রচনার কি প্রয়োজন ছিল; এবং কোন্ ব্যক্তি ব্যাসকে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন? 'সংহিতা'—ধর্ম্মশাস্ত্র (সং + ধা = ধারণ করা, যাহা ব্যক্তিকে ও সমাজকে রক্ষা করে অর্থাৎ ধর্ম্ম); 'কৃষ্ণঃ'—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

ব্যাখ্যা—কোন যুগে, কোন স্থানে এবং কি কারণে এই ভাগবতী কথা কীর্ত্তিত হয় এবং কাহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলুন।

তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃঙ্ নির্ব্বিকল্পকঃ।
একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে ॥৪

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রীপুংভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥৫

(৪—৫) [**অন্বয়**] তস্য পুত্রঃ মহাযোগী সমদৃক্ নির্ব্বিকল্পক একান্তমতিঃ উন্নিদ্রঃ শুকঃ গূঢ়ঃ মূঢ়ঃ ইব ইয়তে।

নগ্নং আত্মজং অনুযান্তং 'অনগ্নং [অপি] ঋষিং দৃষ্ট্বা দেব্যঃ হ্রিয়া [বস্ত্রং] পরিদধুঃ ; ন [তু] সুতস্য [পুরতঃ পরিদধুঃ] ; তৎ চিত্রং বীক্ষ্য মুনৌ পৃচ্ছতি [সতি] [তে] জগদুঃ তব স্ত্রীপুংভিদা অস্তি, বিবিক্তদৃষ্টেঃ সুতস্য তু ন [অস্তি]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মহাযোগী'—যিনি যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ; 'সমদৃক্'—(সম=ব্রহ্ম, তাঁহাতে দৃক্=দৃষ্টি আছে যাঁহার) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম-দর্শন করিয়াছেন, সুতরাং বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখিতেন ; এইজন্য 'নির্ব্বি-কল্পকঃ'—ভেদজ্ঞানরহিত ; 'নির্' নিরস্ত হইয়াছে 'বি' বিশেষরূপে (অর্থাৎ কোন বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই ভাবে) কল্পনা যাঁহার ; 'উন্নিদ্রঃ'—অবিদ্যার অতীত, 'নিদ্রা'=অবিদ্যার মোহ+উৎ=উত্থিত, মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত ; 'একান্তমতিঃ'—'এক' অদ্বিতীয় ব্রহ্মে 'অন্ত' পর্য্যবসিত হইয়াছে মতি=চিত্ত যাঁহার ; যাঁহার চিত্ত নিয়ত ব্রহ্ম-চিন্তায় নিরত থাকিত ; 'গূঢ়ঃ' অপ্রকট, আত্মাভিমানশূন্যতা-বশতঃ যিনি নিজের মহিমা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া 'মূঢ়ঃ' অজ্ঞানীর ন্যায় 'ইয়তে'—লক্ষ্যাতে, দেখা যাইতেন।

'দেব্যঃ'—অপ্সরাগণ ; 'পরিদধুঃ' 'পরি'=দেহের সকল অংশে, অর্থাৎ স্তনাদি আবৃত করিয়া, 'দধুঃ'—বস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। 'স্ত্রীপুংভিদা'—'স্ত্রী' ও পুং=পুরুষ এই ভেদজ্ঞান। ব্যাস অপ্সরা-গণকে আপনা হইতে ভিন্ন ভাবাতে তাঁহাদিগের নগ্ন অবস্থা, এবং বস্ত্রপরিধান লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শুকদেব নিজেকে এবং অপ্সরাগণকে ব্রহ্মেরই রূপভেদমাত্র মনে করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদিগের নগ্ন অবস্থা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। 'বিবিক্তদৃষ্টি'—'বি'=বিশেষরূপে+'বিচ্'=বাছিয়া লওয়া ; অর্থাৎ নিত্য, অনিত্য বিচার করিয়া নিত্যবস্তুকে বাছিয়া লইয়াছে এরূপ দৃষ্টি আছে যাঁহার। জগতে স্থূলদেহ, বস্ত্র প্রভৃতি অনিত্য এবং তাহারা ব্রহ্মেরই

রূপ ইহা অবধারণ করিয়া যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে আবদ্ধ থাকিত, দেহ ও বস্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি যাইত না।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকদ্বয়ে ভাগবত কীর্ত্তনকারী শুকদেব কিরূপ ছিলেন, তাহাই বলিতেছেন ;—ব্যাসের পুত্র শুকদেব যোগ এবং জ্ঞানমার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করাতে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দেখিতেন, এবং তাঁহার চিত্ত নিয়ত ব্রহ্মেই অবস্থান করিত ; এবং তিনি মায়ার মোহাতীত ছিলেন। তিনি আত্মাভিমানশূন্যতাবশতঃ নিজের মহিমাকে এত গূঢ়, অর্থাৎ অপ্রকট রাখিতেন যে, লোকে তাঁহাকে মূঢ় অর্থাৎ অজ্ঞান মনে করিত। এই কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, যোগমার্গে এবং জ্ঞানমার্গে সাধনায় এত উন্নতিলাভ করিয়াও শুকদেব কেন এই ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিলেন, এবং আগ্রহ করিয়া কীর্ত্তনই বা কেন করিলেন ?

৫ম শ্লোক শুকদেবের নির্ব্বিকল্পভাবের পরিচায়ক। শুকদেব উলঙ্গ অবস্থায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া, যখন প্রব্রজ্যায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ব্যাস তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। যদিও ব্যাস তখন নগ্ন ছিলেন না, তথাপি যে অপ্সরাগণ বিবস্ত্রা অবস্থায় স্নান করিতেছিলেন, তাঁহারা ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জায় বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন, কিন্তু শুকদেবকে দেখিয়া বস্ত্র পরিধান করেন নাই। এইরূপ ভিন্ন ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যাস ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অপ্সরাগণ ব্যাসকে বলিলেন যে, আপনার চিত্তে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু শুক নিত্য, অনিত্য বিচার করিয়া নিজ দৃষ্টিকে ব্রহ্মে আবদ্ধ রাখিয়াছেন; এবং বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখেন ; অতএব কে স্ত্রী, কে পুরুষ, কে নগ্ন, কে অনগ্ন, এই ভেদজ্ঞান শুকের নাই।

শৌনক কর্ত্তৃক এই ঘটনার উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, শুক জ্ঞানমার্গে এত উচ্চে উঠিয়া এই ভক্তিশাস্ত্রের প্রতি কিরূপে আকৃষ্ট হইলেন ?

কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সংপ্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্।
উন্মত্তমূকজড়বদ্বিচরন্ গজসাহ্বয়ে ॥৬
কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষেমুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূত্তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ ॥৭

(৬—৭)। [**অন্বয়**] কুরুজাঙ্গলান্ [দেশান্] সংপ্রাপ্তঃ [শুকঃ] উন্মত্তঃ মূকঃ জড়বৎ গজসাহ্বয়ে বিচরন্ কথং পৌরৈঃ আলক্ষিতঃ? হে তাতঃ কথং বা রাজর্ষেঃ পাণ্ডবেয়স্থ মুনিনা সহ সম্বাদঃ সমভূৎ যত্র এষা সাত্বতী শ্রুতিঃ [প্রবৃত্তা]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কুরুজাঙ্গল'—কুরুদেশের যে অংশ অরণ্য দ্বারা আচ্ছন্ন; 'সংপ্রাপ্তঃ'—সং=সম্যগ্‌ভাবে অর্থাৎ বহুদূরে (অথবা সেইখানেই বাস করিতে) 'প্রাপ্তঃ'=গত—'বিচরন্'—নানাদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে, অর্থাৎ যেশুকদেব পাগলের ন্যায় লক্ষ্য-শূন্য ভাবে ঘুরিতেন; 'গজসাহ্বয়ঃ'—'গজ' (একজন রাজার নাম) +'স'=সম+'আহ্বয়'=নাম যাহার, যে রাজধানীর (হস্তিনাপুরের) নাম গজনামক রাজার নামের অনুকরণে হইয়াছিল; 'সম্বাদঃ'—'সং'=বহু+বাদ=কথোপকথন; 'সাত্বতীশ্রুতিঃ'—ভক্তিশাস্ত্র। 'সৎ' =ব্রহ্ম যাঁহাদিগের উপাস্য, তাঁহারা 'সত্বৎ'=ভক্ত; তৎসম্বন্ধীয়া শ্রুতি=শাস্ত্র অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্র।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকদ্বয়ে শুকদেবের সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব, এবং সাক্ষাৎ হইলেও এত বিস্তারিত কথোপকথন অসম্ভব, ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, শুকদেব ত লোকালয়ে থাকিতেন না; কুরুনামক প্রদেশের অরণ্যময় অংশে তিনি থাকি-তেন, সেই নিবিড় অরণ্য ত্যাগ করিয়া লোকে তাঁহাকে গজসাহ্বয় [হস্তিনাপুর] নামক রাজধানীর পথে উন্মত্ত, মূক ও 'জ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় ঘুরিতে দেখিল কিরূপে? রাজধানীতে থাকিলেও রাজসন্নিধানে শুকদেবের যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; (কারণ তিনি

গৃহীর ঘরে কখন্ কদাচিৎ গিয়া গো-দোহনের অধিককাল থাকিতেন না)। আশ্চর্য্য কথা এই যে, যিনি কখনও রাজা রাজড়ার নিকট যাইতেন না, সুতরাং রাজধানীতে আসিলেও রাজসন্নিধানে যাঁহার যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সেই শুকদেবের সঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের সাক্ষাৎ কিরূপে হইল? এবং যিনি মূক ও জড়ের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার মুখ হইতে এই বিস্তীর্ণ ভক্তিশাস্ত্র কিরূপে বাহির হইল।

স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
অবেক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্ব্বংস্তদাশ্রমম্ ॥৮

(৮) [**অন্বয়**] সঃ মহাভাগঃ তদাশ্রমং তীর্থীকুর্ব্বন্ গৃহমেধিনাং গৃহেষু গো-দোহনমাত্রং [কালং] অবেক্ষতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মহাভাগ'—মহান্ 'ভগ' যোগাদি ঐশ্বর্য্য আছে যাঁহার; 'তীর্থীকুর্ব্বন্'—যাহা অতীর্থ (অশুচি) ছিল, তাহাকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে, ভিক্ষা কেবল গমনের উপলক্ষ্যমাত্র ছিল। 'গৃহমেধী'—গৃহে সাংসারিক ভোগসুখে 'মেধা' মতি আছে যাঁহার অর্থাৎ ভোগাসক্ত। 'অবেক্ষতে'—প্রতীক্ষা করেন। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহারা অপবিত্র স্থানে বা দুরাচার লোকের সংস্পর্শে থাকিতে যাতনা বোধ করেন, সেইজন্যই বোধ হয় শুকদেব গৃহমেধিগণের গৃহে অধিককাল থাকিতেন না; কিন্তু প্রায়োপবেশনে গমনের সময় মহারাজের ভোগাসক্তির নিবৃত্তি হইয়াছিল, এবং শুকদেবকে দর্শন করিয়াও তাঁহার চিত্ত অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল; (১৯ অধ্যায় দেখ)। অতএব তৎকালে মহারাজ গৃহমেধী ছিলেন না।

ব্যাখ্যা—এই ভাগবত-কীর্ত্তন বহুকালসাপেক্ষ; শুকদেব মহারাজের নিকট অত সময় থাকিলেন কিরূপে? সেইজন্য বলিতেছেন যে, যখন কোন গৃহসুখাসক্ত লোকের গৃহকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র করিতে ইচ্ছা হইত, তখন শুকদেব ভিক্ষাচ্ছলে ঐ গৃহীর আশ্রমে

যাইতেন; কিন্তু তখনও একটি গো-দোহন করিতে যত সময় লাগে সেই সময়মাত্র তথায় অবস্থান করিতেন। তিনি মহারাজের নিকট ভাগবত-কীর্ত্তনের জন্য সপ্তাহকাল অবস্থান করিলেন কিরূপে?

অভিমন্যুসুতং সুত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্।
তস্য জন্ম মহাশ্চর্য্যং কর্ম্মাণি চ গৃণীহি নঃ ॥৯
স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ।
প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্ শ্রিয়ম্ ॥১০
নমন্তি যৎপাদনিকেতমাত্মনঃ
শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ।
কথং স বীরঃ শ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং
যুবৈষতোৎস্রষ্টুমহো সহাসুভিঃ ॥১১
শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
য উত্তমঃশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্ ॥১২

(৯—১২) [অন্বয়] হে সূত! অভিমন্যুসুতং ভাগবতোত্তমং প্রাহুঃ; তস্য মহাশ্চর্য্যং জন্ম কর্ম্মাণি চ নঃ গৃণীহি। পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ অধিরাট্শ্রিয়ং অনাদৃত্য গঙ্গায়াং প্রায়োপবিষ্টঃ [বভূব]। শত্রবঃ অপি আত্মনঃ শিবায় হ ধনানি আনীয় যৎ পাদনিকেতং নমন্তি, হে অঙ্গ সঃ বীরঃ যুবা এব অসুভিঃ সহ দুস্ত্যজাং শ্রিয়ং কথং উৎস্রষ্টুং ঐষত। যে জনাঃ উত্তমঃশ্লোকপরায়ণাঃ [তে] লোকস্য শিবায়, ভবায়, ভূতয়ে চ জীবন্তি ন তু আত্মার্থং; [অতঃ] অসৌ নির্ব্বিদ্য কুতঃ পরাশ্রয়ং কলেবরং মুমোচ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভাগবতোত্তমং'—'ভাগবত'—ভক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে 'উত্তম'—অত্যুন্নত। 'প্রাহুঃ'—লোকে বলিত; অর্থাৎ সেইরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'পাণ্ডূনাং'—পাণ্ডব-বংশের; 'মানবর্দ্ধনঃ'—

গৌরববৃদ্ধিকারক ; 'অধিরাট্'—আধিক্যেন রাজতে যঃ তস্য 'শ্রিয়ং'—রাজলক্ষ্মীং ; যুধিষ্ঠিরাদি যে সম্রাট্গণের রাজশ্রী সাতিশয় শোভমানা ছিলেন, সেই রাজলক্ষ্মীকে ; 'প্রায়ঃ'—অনশনমৃত্যু ('প্র'—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ চিরদিবসের জন্য + ই = গমন করা, মৃত্যু) ; 'শিবায়'- মঙ্গলের জন্য ; 'শত্রবঃ অপি'—এখানে 'অপি' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, প্রজাগণ বশ্যতা স্বীকার ত করিবেই শত্রুগণও বশ্যতা স্বীকার করিত। 'হ'--স্ফুটং (শ্রীধর) স্পষ্ট দেখা যাইত। 'যৎপাদনিকেতং'—'যৎ' = যস্য, যে পরীক্ষিতের পাদের 'নিকেত' নিকটস্থ স্থান (নি + 'কিৎ' = বাস করা) ; 'অসুঃ'—প্রাণ। 'ভবায়'—সমৃদ্ধি, অর্থাৎ প্রজাবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্য ; 'ভূতয়ে'—ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও অপর মঙ্গলসাধনার্থ ; 'নির্ব্বিদ্য'—উপেক্ষা করিয়া (নির্ = নিরস্ত + 'বিদ্'—জানা, অবজ্ঞায় না তাকান, হেয়জ্ঞান করা)। 'পরাশ্রয়ং'—যে কলেবর মঙ্গলসাধক হওয়াতে অপর লোকের আশ্রয় স্বরূপ ছিল, যাহাতে বিপন্ন ব্যক্তিগণ আশ্রয় লইত।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরমভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জন্মের মহাশ্চর্য্য বিবরণ এবং তাঁহার কার্য্যসকল কীর্ত্তন করুন।

পাণ্ডববংশের গৌরববর্দ্ধক সেই সম্রাট্ কি কারণবশতঃ যুধিষ্ঠিরাদি অধিরাড্গণের রাজলক্ষ্মীকে অনাদর করিয়া অনশনে দেহত্যাগ করিতে গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন ?

কেহ বা প্রজাগণের অবাধ্যতা অথবা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাদির অশান্তি সহ্য করিতে না পারিয়া রাজশ্রী ত্যাগ করেন ; ঐরূপ কোন অশান্তি মহারাজের ছিল না। কারণ তাঁহার এত প্রতাপ ছিল যে, প্রজাগণ অবাধ্য হওয়া দূরে থাকুক, শত্রুগণও নিজের নিজের মঙ্গলার্থে তাঁহার পাদমূলে উপহার প্রদান করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিত। বার্দ্ধক্যে কেহ বা স্ত্রী-সম্ভোগ বা অপর বিষয়সুখে তৃপ্তি না পাওয়াতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য জাত হয় ; কিন্তু মহারাজ যুবা ছিলেন ; তথাপি কি কারণে তিনি কেবল রাজশ্রী নহে, নিজের দেহকেও ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ?

যাঁহারা পুণ্যশ্লোক ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজের ভোগসুখের জন্য জীবন ধারণ করেন না, সংসারের সুখ-বৃদ্ধি, এবং সমৃদ্ধি ও মঙ্গল-সাধন করিতেই জীবন ধারণ করেন। অতএব তাঁহাদের কলেবর 'পরাশ্রয়' অর্থাৎ অপর লোকের মঙ্গল-সাধক। মহারাজ পরীক্ষিত এই শ্রেণীর রাজা ছিলেন, তিনি বৈরাগ্য-বশতঃ কেন দেহত্যাগ করিলেন ?

তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ ॥১৩

(১৩) [**অন্বয়**] ইহ যৎকিঞ্চন পৃষ্টঃ অসি তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব, ছান্দসাৎ অন্যত্র বাচাং বিষয়ে ত্বাং স্নাতং মন্যে।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'সমাচক্ষ্ব'—'সং' সম্পূর্ণভাবে বলুন ; 'ছান্দসঃ'—বেদ ; সূত বিলোম-জাত হওয়াতে বেদে অধিকারী ছিলেন না ; 'বাচাং বিষয়ে'—বাক্যের গোচরীভূত বস্তুতে অর্থাৎ শাস্ত্রে ; 'স্নাতং'—পারদর্শী, কোন যজ্ঞ সমাপনান্তে স্নান করে, অতএব 'স্নাত' পদে সমাপ্তি বুঝায়।

ব্যাখ্যা—হে সূত আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তৎসমস্ত বিস্তৃতভাবে বলুন, কারণ বেদ ভিন্ন অপর সকল শাস্ত্রই আপনার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত আছে।

সূত উবাচ।

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥১৪

(১৪) [**অন্বয়**] তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে হরেঃ কলয়া পরাশরাৎ বাসব্যাং যোগী [ব্যাসঃ] জাতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পর্য্যয়'—পরিবর্ত্ত (পরি+ই= যাওয়া) 'বাসব্যাং'—বসুর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ; তিনি তখন ধীবর-গৃহে থাকাতে তাঁহার নাম মৎস্যগন্ধা ছিল।

ব্যাখ্যা—যুগপরিবর্ত্তে তৃতীয় যুগ দ্বাপরে শ্রীহরির অংশের অংশ

হইতে পরাশরের, ঔরসে এবং তাঁহার পত্নী বাসবীর গর্ভে যোগী ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচি।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥১৫
পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥১৬
ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ ॥১৭
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্ দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥১৮

(১৫—১৮) [অন্বয়] কদাচিৎ রবিমণ্ডলে উদিতে [সতি] সরস্বত্যাঃ শুচি জলং উপস্পৃশ্য সঃ পরাবরজ্ঞঃ ঋষিঃ বিবিক্তে একঃ আসীনঃ [সন্] অব্যক্তরংহসা কালেন ভুবি যুগে যুগে ব্যতিকরং প্রাপ্তং যুগধর্ম্মং তৎকৃতং ভৌতিকানাং ভাবানাং শক্তিহ্রাসং চ, [তথা] জনান্ দুর্ভগান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ দুর্ভগান্ চ, দিব্যেন চক্ষুষা বীক্ষ্য [সঃ] অমোঘদৃক্ মুনিঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমানাং যৎ হিতং [তৎ] দধ্যৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিবিক্তে'—গভীর চিন্তার উপযোগী হওয়ার জন্য 'বি' = বিশেষরূপে + 'বিচ্' = বাছিয়া লওয়া হইয়াছে যে স্থান, তথায়; 'উপস্পৃশ্য'—স্নান আচমনাদি করিয়া; 'পরাবরজ্ঞঃ'—যিনি 'পর' = অতীত + 'অবর' = যাহা অতীত নহে, অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সময়ের অবস্থা জানেন; অতীত ও অনাগত-বিৎ (শ্রীধর)। 'অব্যক্তরংহসা কালেন'—অব্যক্ত = অলক্ষিত হইয়াছে 'রংহঃ' = বেগ, প্রভাব যাহার এরূপ 'কাল' শক্তি দ্বারা। গুণত্রয় ভগবানের যে শক্তির প্রভাবে কার্য্য করে, তাহাকে 'কাল' বলে, ঐ শক্তি কখন কি ভাবে কার্য্য করিয়া লোকের অবনতি করিতেছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। 'ভুবি'—ভূলোকে; 'যুগে যুগে ব্যতিকরং প্রাপ্তং

'যুগধর্ম্ম'—শ্রীধর বলেন ব্যতিকর পদের অর্থ 'শঙ্করভাব'; বিশ্বনাথ বলেন 'বিনাশ'। ভাবার্থ এই যে সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই কাল-শক্তি সেই সেই যুগে লোকসাধারণের ধর্ম্মভাবের এবং আচরণের অবনতি করিয়া আসিতেছে।

'তৎকৃতং'—তেন কালেন কৃতং; 'ভৌতিকানাং ভাবানাং—'ভৌতিক'—'ভূত'=পঞ্চমহাভূত হইতে জাত+'ভাব'=সৃষ্ট-বস্তু, তাহাদিগের; ভূ ধাতুর অর্থ সৃষ্টি হওয়া। স্থূল শরীর এবং মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মশক্তি ও অপর যে সকল বস্তু পঞ্চমহাভূত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা সকলেই 'ভৌতিক ভাব'। ঐ সকলের শক্তিহ্রাস হওয়াতে লোকের শারীরিক এবং মানসিক অবনতি এবং পৃথিবীর উর্ব্বরতা ও জলবায়ুর স্বাস্থ্যকারিতার অবনতি হয়।

'দুর্ভগ'—'ভগ' জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য, তাহা দুঃ=দূষিত হইয়াছে; অর্থাৎ জনগণ ঐশ্বর্য্যহীন ও সম্পদ্‌হীন হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের না আছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে ভাত-কাপড়। 'নিঃসত্ত্বান্'—সত্ত্বগুণশূন্য; 'দুর্মেধান্'—মেধা=বুদ্ধি, তাহাও দূষিত হইয়াছে; অতএব মানবগণ গভীর চিন্তায় অক্ষম। 'হ্রসিতায়ুষঃ'—লোকের আয়ুও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; 'দিব্যেন চক্ষুষা'—দেবগণের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টির দ্বারা; 'বীক্ষ্য'—'বি'—সুস্পষ্টভাবে 'ঈক্ষ্য' অনুভব করিয়া; 'অমোঘদৃক্'—যাঁহার 'দৃক্'=দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু, 'অমোঘ'—অবিদ্যার মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না; অতএব যিনি অভ্রান্ত। সুতরাং লোকের কতদূর অবনতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে আরও কত হইবে, ব্যাস তাহা অভ্রান্তভাবে অনুভব করিলেন।

ব্যাখ্যা—ব্যাস একদিন গভীর চিন্তার উপযোগী একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া,সরস্বতীর জলে স্নান ও আচমনাদি করার পরে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ঐ স্থানে একাকী উপবিষ্ট হইয়া, চতুর্ব্বর্ণের এবং চতুরাশ্রমের লোকসকলের কি প্রকারে হিতসাধন হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলেন।

অতীতকালে লোকের কিরূপ অবস্থা ছিল, এবং বর্ত্তমানকালে কি পরিবর্ত্তন চলিতেছিল এবং ভবিষ্যতে আরও কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা ব্যাসের বিদিত ছিল। অতএব কালের প্রভাবের অলক্ষ্য গতিতে যুগধর্ম্মের কিরূপ বিকার (পরিবর্ত্তন) হইয়া আসিতেছে, এবং আরও কত বিকার হইবে, তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। কালের প্রভাবে পঞ্চভূতনির্ম্মিত বস্তুসকলের অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম সকল জীবের এবং বস্তুর শক্তিহ্রাস কিরূপ প্রবলবেগে হইতেছিল, ব্যাস তাহাও সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছিলেন; এবং সেই শক্তিহ্রাসবশতঃ লোকের মন কিরূপ শ্রদ্ধাহীন ও সত্ত্বগুণহীন হইয়াছিল, তাহাদিগের মেধা কিরূপ দূষিত হইয়াছিল এবং আয়ু কত অল্প হইয়াছিল, লোকে কত দরিদ্র হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে তাহাদিগের আরও কত অবনতি হইবে, ব্যাস তাহা নিজের দৈবশক্তিপ্রভাবে অভ্রান্তরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব একাকী উপবিষ্ট হইয়া, কিরূপে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের এবং গার্হস্থ্যাদি সকল আশ্রমের লোকের হিতসাধন হইবে তাহা চিন্তা করিলেন।

চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্
ব্যদধাদ্ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৯

(১৯) [অন্বয়] বৈদিকং চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম প্রজানাং [পক্ষে] শুদ্ধং বীক্ষ্য যজ্ঞসন্তত্যৈ একং বেদং চতুর্ব্বিধং ব্যদধাৎ।

শব্দার্থ ও মর্ম্মবিবৃতি—'চাতুর্হোত্রং'—হোতা, উদ্গাতা অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা এই চারি প্রকার হোমকারী পুরোহিত আছেন যাহাতে এরূপ 'কর্ম্ম' = যজ্ঞ; 'শুদ্ধং'—চিত্তের শুদ্ধিকর, কারণ তখন শ্রীহরির আরাধনায় নিরত থাকাতে মনের মধ্যে বিষয়চিন্তা এবং অহং-কর্ত্তৃভাব প্রবল থাকে না। 'যজ্ঞসন্তত্যৈ—যজ্ঞসকলের বহু-বিস্তারার্থ ('সং' = বহু পরিমাণে + 'তন্' = বিস্তার করা); 'চতুর্ব্বিধং'—চারি 'বিধা' = বিভাগ আছে যাহার, এরূপভাবে 'ব্যদধাৎ—'বি' = স্বতন্ত্র-

ভাবে+'অদধাৎ'=স্থাপন করিলেন ('ধা'=স্থাপন করা) অর্থাৎ এক বেদকে চারি স্বতন্ত্রভাগে বিভাগ করিলেন; এবং এক এক অংশ এক এক শ্রেণীর লোকের প্রবৃত্তির ও শক্তির অনুযায়ী হইল। যাহারা হীনপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহারা যজু বা অথর্ব্ব বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৈদিক কর্ম্ম করার সময় তাহাদের উপর যে একজন নিয়ন্তা ও কর্ম্মফলদাতা আছেন, এই ধারণাও ঐ দুরাচার লোকদিগের পক্ষে কতক পরিমাণে হিতকর হইবে, এই জন্য ব্যাস তাহাদিগকে বেদের অধীন করিলেন। উচ্চপ্রবৃত্তির লোকগণের মধ্যে কতক সামবেদের এবং কর্ম্মিগণ ঋগ্‌বেদের আশ্রয় লইলেন।

ব্যাখ্যা—বেদবিহিত যজ্ঞসকল—যে সকল যজ্ঞ হোতা, উদ্গাতা অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা এই চারি শ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হয়—অনুষ্ঠান করিলে জীবগণের মঙ্গলসাধন হইবে, ইহা অনুভব করিয়া যজ্ঞসকলের বহুবিস্তারার্থ এক বেদকেই ব্যাস চারি পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত করিলেন।

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥২০

(১০) [অন্বয়] ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বাখ্যাঃ চত্বারঃ বেদাঃ উদ্ধৃতাঃ; ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমঃ বেদঃ উচ্যতে।

শব্দার্থ ও রূপবিবৃতি—উদ্ধৃতাঃ'—'উৎ'=উঁচু করিয়া+'ধৃতাঃ' ধারণ করিলেন; অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য পৃথক্ করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ বেদের তুল্য, সেইজন্য ইহাদের নাম পঞ্চম বেদ।

ব্যাখ্যা—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি নাম দিয়া বেদের এক এক অংশকে সমগ্র বেদ হইতে পৃথক্ করিয়া স্থাপন করিলেন। ইতিহাস (মহাভারত) ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে।

তত্র র্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত॥২১

অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥২২

২১-২২ [অন্বয়] তত্র পৈলঃ ঋগ্‌বেদধরঃ কবিঃ জৈমিনিঃ সামগঃ উত একঃ বৈশম্পায়নঃ এব যজুষাং নিষ্ণাতঃ দারুণঃ মুনিঃ সুমন্তুঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসাং [নিষ্ণাতঃ] আসীৎ ; মে পিতা রোমহর্ষণঃ ইতিহাসপুরাণানাং [নিষ্ণাতঃ আসীৎ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তত্র'—চারিবেদে ; 'ঋগ্বেদধরঃ' এই পদে 'ধৃ' ধাতুর প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, পৈলনামক মুনির ঋগ্বেদে অসাধারণ অধিকার থাকাতে বোধ হইত যেন তিনি ঐ বেদকে ধারণ করিয়া আছেন ; অর্থাৎ ঋগ্বেদ যেন তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। 'সামগঃ জৈমিনিকবিঃ'—'সামগঃ' পদে 'গম্' ধাতু দ্বারা 'পারংগতঃ' অর্থাৎ পারদর্শিতা বুঝায় ; এবং 'কবিঃ' পদ দ্বারা জৈমিনির জ্ঞানমার্গে সাধনা বুঝায়। 'যজুষাং'—যজুর্ব্বেদের বহু অংশ আছে, এইজন্য বহুবচন-প্রয়োগ হইয়াছে। এক জনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও বৈশম্পায়ন সমগ্র যজুর্ব্বেদকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই ভাব প্রকাশার্থ 'এক' পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে অভিচারাদি অনেক ক্রূর কর্ম্ম থাকাতে 'দারুণঃ' (দৃ = বিদারণ করা) পদদ্বারা সুমন্তুমুনির ক্রূরস্বভাব খ্যাপিত হইয়াছে ; 'আঙ্গিরসাং'—জ্ঞানের (অঙ্গ = জ্ঞান ; অন্‌গ্ = গমন করা, অনুভব করা)।

ব্যাখ্যা—এই চারি বেদের মধ্যে পৈলনামক মুনির ঋগ্‌বেদে এত অধিকার ছিল, যে বোধ হইত যেন ঐ বেদ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ; এইজন্য তাঁহাকে 'ঋগ্বেদধরঃ' বলিত। জ্ঞানমার্গের সাধনা করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ জৈমিনি সামবেদে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও তাহার বিবিধ অনুষ্ঠানসকল একজনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও বৈশম্পায়নমুনি একাই যজুর্ব্বেদের বিবিধ অংশের পারদর্শী ছিলেন ; এবং ক্রূরপ্রকৃতি সুমন্তুনামক মুনি অথর্ব্ববেদে

সম্যক্ জ্ঞানী ছিলেন এবং আমার (অর্থাৎ সূতের) পিতা রোমহর্ষণ মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণসকলের পারদর্শী ছিলেন।

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্নেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্।

(২৩) [অন্বয়] তে এতে ঋষয়ঃ স্বং স্বং বেদং অনেকধা ব্যস্যন্; শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈঃ তচ্ছিষ্যৈঃ তে বেদাঃ শাখিনঃ অভবন্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ব্যস্যন্'—এই পদটি ক্রিয়া ও বহুবচন, ইহার অর্থ, বিভাগ করিয়াছিলেন; জনসাধারণের শক্তির হ্রাসই এই সকল উপবিভাগের কারণ। ব্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কোন শ্রেণীর লোকই যেন বেদকে না ছাড়ে।

ব্যাখ্যা—সেই ঋষিসকল নিজ নিজ বেদকে অনেক অংশে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণের দ্বারা এই সকল অংশের বহু উপবিভাগ হওয়াতে বেদসকল বহু শাখায় বিভক্ত হইল।

ত এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥২৪

(২৪) [অন্বয়] তে এব বেদাঃ যথা দুর্মেধৈঃ পুরুষৈঃ ধার্য্যন্তে এবং কৃপণবৎসলঃ ভগবান্ ব্যাসঃ চকার।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ধার্য্যন্তে'—এই পদে 'ধৃ' ধাতুর দ্বারা অনুভব এবং আশ্রয় অর্থাৎ অনুসরণ করা বুঝায়। 'দুর্মেধৈঃ'—যাহাদিগের 'মেধা' অর্থাৎ বুদ্ধি দূষিত হইয়াছে; ভোগাসক্তি এবং কামক্রোধের বৃদ্ধি হইলে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার হ্রাস হয়। 'কৃপণবৎসলঃ'—অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ভোগ-লালসাযুক্ত লোকগণকে 'কৃপণ' বলে, তাহাদিগের প্রতি, 'বৎসলঃ'=স্নেহবান্। 'এবং'—এই ভাবে; 'চকার'—ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি কেবল তাঁহারাই বেদকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন ; কিন্তু লোকের বুদ্ধি দূষিত হওয়াতে আর তীক্ষ্ণ ছিল না, সেইজন্য তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া ব্যাস এই বেদবিভাগ (এবং পরে উপবিভাগ) দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, যেন তাহারাও বেদের এই অংশ সকল 'ধারণ' (অর্থাৎ আশ্রয় ও অনুভব) করিতে পারে।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥২৫

(২৫) [**অন্বয়**] ত্রয়ী স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ন শ্রুতিগোচরা ; কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং ইহ এবং শ্রেয়ঃ ভবেৎ ইতি মুনিনা কৃপয়া ভারতং আখ্যানং কৃতম্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ত্রয়ী'—বেদ, ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধনের ব্যবস্থা আছে। 'দ্বিজবন্ধূনাং'—হীনশ্রেণীর অর্থাৎ দুষ্কার্য্যরত 'দ্বিজ' = ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের ('বন্ধু'— 'বন্ধ্' = বেঁধে রাখা, দুষ্কার্য্যে আবদ্ধ থাকা) ; 'কর্ম্মশ্রেয়সি'—যে কার্য্য মঙ্গলসাধক হইবে তদ্বিষয়ে ; 'মূঢ়'—অজ্ঞ, 'এবং' = এইভাবে, অর্থাৎ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিলে ; 'ইহ'—এই সংসারে ; 'শ্রেয়ঃ ভবেৎ'—মঙ্গল হইবে ; 'ইতি'—ইহা বিবেচনা করিয়া ; 'ভারত-মাখ্যানং'—ভরতবংশীয় রাজগণের চরিত যাহাতে 'আ' অর্থাৎ বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহিভাবে বর্ণিত আছে ('খ্যা' = বর্ণনা করা)। 'কৃপয়া' বাৎসল্যবশতঃ।

ব্যাখ্যা—স্ত্রী, শূদ্র এবং হীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বেদে অধিকারী নহেন ; সুতরাং বেদবিভাগ দ্বারা ইহাঁদের কোন উপকার হইবে না ; শ্রেয়স্কর কর্ম্মে অর্থাৎ যে সকল সৎকার্য্য করিয়া বা সদুপদেশ শ্রবণ দ্বারা মঙ্গলসাধন হয়, সেই সকল বিষয়ে স্ত্রীশূদ্রাদি মানব 'মূঢ়',

অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ভরতবংশীয় রাজগণের কীর্ত্তিকথা বর্ণনা করিলে, লোকে তৎ শ্রবণে আকৃষ্ট হইবে, এবং ঐ বর্ণনার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ দিলে লোকে তাহাও শ্রবণ করিবে, এবং উহা দ্বারা লোকের মঙ্গল হইতে পারে, এইজন্য ব্যাস মহাভারত রচনা করিলেন।

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ।
সর্ব্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥২৬
নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদং প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥২৭

(২৬—২৭) [অন্বয়] হে দ্বিজাঃ সর্ব্বাত্মকেন অপি হৃদা ভূতানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তস্য হৃদয়ং যদা ততঃ ন অতুষ্যৎ [তদা] নাতিপ্রসীদদ্‌হৃদয়ঃ ধর্ম্মবিৎ [ব্যাসঃ] শুচৌ সরস্বত্যাঃ তটে বিবিক্তস্থঃ [সন্] বিতর্কয়ন্ ইদং প্রোবাচ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সর্ব্বাত্মকেন'—সর্ব্বাত্মনা, স্বার্থে ক (বিশ্বনাথ)। 'ততঃ'—সেই কার্য্য হইতে, অর্থাৎ বেদবিভাগ ও মহাভারত রচনা হইতে; 'ন অতুষ্যৎ'—অলং বুদ্ধিং ন অগমৎ (শ্রীধর); আমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে করিয়াছি, এই ধারণা হইল না। 'নাতিপ্রসীদদ্‌হৃদয়ঃ'—ন 'অতি প্রসীদৎ,' হইয়াছে 'হৃদয়' যাঁহার, অর্থাৎ এই সকল কার্য্য করিয়া ব্যাসের চিত্তে সাতিশয় প্রসাদ হওয়ারই কথা, কিন্তু তাহা হইল না। 'বিবিক্তস্থঃ' -১৫ শ্লোকের টীকা দেখ; 'ধর্ম্মবিৎ'—ব্রহ্মজ্ঞ, বেদশাস্ত্রার্থকুশলঃ (শ্রীধর)। 'বিতর্কয়ন্' —নিজের অশান্তির বিবিধ কারণ আলোচনা করিতে করিতে (বি= বিবিধ+'তর্ক'=আলোচনা করা)।

ব্যাখ্যা—শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! এইরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে এবং 'সদা' অর্থাৎ অবিশ্রান্তভাবে জীবগণের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও যখন ব্যাসের চিত্তে

প্রসাদ (অর্থাৎ 'অলং বুদ্ধি') হইল না, তখন তিনি দুঃখিতচিত্তে শুচি সরস্বতীতীরে চিন্তার উপযোগী একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, তথায় উপবেশন করতঃ নিজ অশান্তির নানা কারণ চিন্তা করিতে করিতে পরবর্ত্তী কথাগুলি বলিলেন।

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্ব্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনম্॥২৮
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥২৯

(২৮-২৯) [**অন্বয়**] ধৃতব্রতেন ময়া ছন্দাংসি গুরব: অগ্নয়ঃ মানিতাঃ, নির্ব্ব্যলীকেন [চেতসা] তেষাং অনুশাসনং চ গৃহীতং, ভারতব্যপদেশেন আম্নায়ার্থঃ হি প্রদর্শিতঃ যত্র উত স্ত্রীশূদ্রাদিভিঃ ধর্ম্মাদিঃ দৃশ্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ধৃতব্রতেন'—ধৃত হইয়াছে 'ব্রত' ব্রহ্মচর্য্যাদি নিবৃত্তিমার্গ যাঁহার দ্বারা। 'ছন্দাংসি' – চতুর্ব্বেদ = 'অগ্নয়ঃ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, যাহাতে হোমকার্য্য হয়। 'নির্ব্ব্যলীকেন'—নিষ্কপট-ভাবে। ঐ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানসকল করার সময় যদি শ্রদ্ধা না থাকে বা মতি অপর দিকে থাকে, তাহা হইলে ঐ অনুষ্ঠান অলীক। তাই বলিলেন যে, ব্যাস সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বেদের ও গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 'ভারতব্যপদেশ' —মহাভারত রচনা করার সময় ভরতবংশীয় রাজগণের চরিত বর্ণন কেবল একটি 'ব্যপদেশ' অর্থাৎ 'অছিলা' মাত্র ছিল। মহাভারতে 'আম্নায়ার্থ' অর্থাৎ বেদের সারতত্ত্ব প্রদর্শন করাই ব্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। 'আম্নায়' = বেদ ('আ' + 'ম্না' = অভ্যাস করা, মুনিগণ যে শাস্ত্র অভ্যাস করেন) তাঁহাতে যে 'অর্থ' = সারতত্ত্ব আছে, ঐ তত্ত্বকে 'প্রদর্শন' —প্রকৃষ্টভাবে, অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক এবং বোধগম্যভাবে প্রকাশ করা। 'উত'—'এমন কি' ; 'ধর্ম্মাদিঃ'—ধর্ম্মের সারতত্ত্ব (অথবা যিনি ধর্ম্মের

'আদি' =মূল কারণ, অর্থাৎ শ্রীহরি, তাঁহার মাধুর্য্যাদি) 'দৃশ্যতে'— অনুভব করিতে পারে। 'মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং সখাপি তে ভারত-মাহ কৃষ্ণঃ। যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ (৩ স্কন্ধঃ ৫ অঃ ১২ শ্লোক)।

অথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তমঃ॥৩০

(৩০) [**অন্বয়**] বত অথাপি মে দৈহ্যঃ আত্মা বিভুঃ অপি আত্মনা অসম্পন্নঃ ইব [তথা] ব্রহ্মবর্চ্চসী অপি অসত্তমঃ ইব আভাতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দৈহ্যঃ'—দেহে স্থিত; 'বিভুঃ' পরিপূর্ণ (শ্রীধর); অর্থাৎ ভগবানের বিভূতিযুক্ত, 'তপঃ' জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ (বিশ্বনাথ)। 'আত্মনা'—নিজস্বরূপেণ, এই পদ 'আভাতি' ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত। এখন আমার আত্মার যে স্বরূপ দেখিতেছি তাহা 'অসম্পন্ন'—দৈবসম্পদ্‌হীন; এবং কেবল অবিদ্যাসৃষ্ট অপ্রসন্নভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহাই দেখিতেছি।

'ব্রহ্মবর্চ্চসী'—বিশ্বনাথ বলেন যে 'ব্রহ্মবর্চ্চস্বী' পদের 'ব'কার লোপ করিয়া এই পদ হইয়াছে, ব্রহ্ম=বেদ+বর্চ্চস্,=তেজ, প্রভা। বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং বৈদিক যজ্ঞাদি করাতে বেদ হইতে লব্ধ জ্ঞানের প্রভাযুক্ত। ব্যাস ভাবিলেন যে ব্রহ্মের 'আনন্দ' স্বরূপের অংশ হওয়াতে তাঁহার আত্মা স্বভাবতঃই 'বিভু'=ভগবানের বিভূতি-যুক্ত, এবং বেদাধ্যয়নাদি করাতে জ্ঞানের প্রভাযুক্ত ছিল; তথাপি কেন এখন তিনি নিজেকে 'অসত্তমঃ'=ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মসংশ্রব-হীন বোধ করিতেছেন (সৎ=ব্রহ্ম)।

ব্যাখ্যা—আমার দেহে 'জীব' নামক যে আত্মা আছেন, তিনি ভগবানের হ্লাদিনীশক্তির অংশ, অতএব তিনি 'বিভু' অর্থাৎ শ্রীহরির পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী যেরূপ বিভূতিময়ী ও পরিপূর্ণা, আমার আত্মাও সেইরূপ বিভূতিসম্পন্ন; কিন্তু হায়; এই অপ্রসাদ দ্বারা আচ্ছন্ন

হওয়াতে আমার বোধ হইতেছে,যেন আমার আত্মার ঐ সম্পদ্ নাই। ব্রহ্মের 'আনন্দ' স্বরূপের অংশ হওয়াতে আমার আত্মা স্বভাবতঃ 'বিভু' = বিভূতিযুক্ত ছিল ; এবং আমি বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং বৈদিকক্রিয়া করাতে আমার আত্মাতে স্বাভাবিক বিভূতির সহিত ব্রহ্মতেজ সংযুক্ত ছিল ; কিন্তু এই অপ্রসাদবশতঃ আমি নিজেকে ব্রহ্মতেজোহীন এবং অতি নিকৃষ্ট বোধ করিতেছি।

কিং বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥৩১

(৩১) [অন্বয়] বা [ময়া] ভাগবতা ধর্ম্মাঃ প্রায়েণ ন নিরূপতাঃ কিং ? পরমহংসানাং প্রিয়াঃ তে এব [ধর্ম্মাঃ] হি অচ্যুতপ্রিয়াঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বা'—'তবে কি', বিতর্কজ্ঞাপক ; 'ভাগবতা ধর্ম্মাঃ' = ভক্তি লাভের উপায় ; ভগবানের লীলাকীর্ত্তন করিয়া ঐ সকল লীলায় প্রকটিত ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, বাৎসল্য প্রভৃতি দ্বারা লোকের চিত্তকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিলে, ভক্তির সঞ্চার হয়, অতএব এই কীর্ত্তনকার্য্যকে ভক্তিমার্গপ্রদর্শন বলে। বিশ্বনাথ বলেন, 'ভাগবতা ধর্ম্মাঃ পদেন জ্ঞানং ব্যাখ্যাতুং ন শকাতে কিন্তু ভক্তিরেব'। 'প্রায়েণ'—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রেমের আবেগে লোকের মতি ভগবানে গমন করে, সেই ভাবে (প্র + ই = যাওয়া) ; 'নিরূপিতাঃ'—নির্দ্দিষ্টাঃ, যখন মাধুর্য্যাদি এরূপ চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকটিত হয় যে, লোকের বোধ হয় যেন ভক্তিমার্গ—'রূপ' অর্থাৎ মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ; সেইরূপ বর্ণনাকে 'নিরূপণ' বলে।

'পরমহংস'—যিনি জ্ঞানমার্গের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, অবিদ্যার 'হনন' = নাশ (হন্স—'হন্' = নাশ করা) করিয়াছেন তাঁহাদিগকে

'হংস' বলে। 'হংসগণের' মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা পরমহংস। এই পরমহংসগণ চিন্ময় ব্রহ্ম-উপাসক। কিন্তু 'চিৎ' এবং 'আনন্দময়' স্বরূপের অভেদ-সম্বন্ধ থাকাতে পরমহংসগণ ভক্তিমার্গকে সমাদর করেন। বোধ হয় এই জন্যই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে 'পরমহংস পদেন ভক্তাঃ এব উচ্যন্তে ন তু জ্ঞানিনঃ'। চিত্তের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞানমার্গের মধ্যে অভেদসম্বন্ধ দেখা যায়, এবং এই উভয়ের একটিকে অপরটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না—যত গোলমাল ও বাগ্‌বিতণ্ডা তাহার নীচে; অর্থাৎ যখন জ্ঞান বা ভক্তির পূর্ণ স্ফুরণ হয় নাই।

এই জন্যই শ্লোকে বলিলেন যে 'অচ্যুত'—চ্যুতিরহিতাঃ ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ যস্য; অর্থাৎ অবিদ্যা যাঁহার ঐশ্বর্য্যের চ্যুতি = হ্রাস করিতে পারে না; সুতরাং তিনি অবিদ্যার প্রভু, অর্থাৎ 'জ্ঞানময়'; এবং সেই সঙ্গে ঐশ্বর্য্যময়। অতএব 'অচ্যুত' পদ দ্বারা একই আধারে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাব অর্থাৎ 'ভগবান' ও 'ব্রহ্ম' এই যুগলস্বরূপের একত্র সমাবেশ বুঝায়।

এই শ্লোকেই ব্যাসের চিত্তে অপ্রসাদের প্রকৃত কারণ কতকটা স্ফুটিত হইল। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানমার্গে নিবদ্ধ থাকিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভের উপায় নিরূপণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহার চিত্তে অপ্রসাদ হইয়াছে, এই আশঙ্কা জাত হইল। পরে নারদের নিকট হইতে শিক্ষা এবং মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্যাস জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বার যুগপৎ উন্মুক্ত করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ৫ম ও তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের প্রতিপাদন ও আরাধনায় নিরত থাকিয়া, আমি কি ব্রহ্মের সগুণ ও ঐশ্বর্য্যময় সত্তার (যে ঐশ্বর্য্যময় সত্তাকে 'ভগবান্' বলে) প্রতি ভক্তিলাভের উপায় বিশদভাবে প্রকাশ করি নাই? পরমহংসগণ জ্ঞানমার্গে সাধনায় নিরত থাকিয়াও ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের (অর্থাৎ

ভগবানের) প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন-কার্য্যকে সমাদর করেন, এবং স্বয়ং 'অচ্যুতও' এই ভক্তিমার্গকে পরমহংসগণের ন্যায় সমাদর করেন।

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্ ॥৩২

(৩২) [**অন্বয়**] আত্মানং এবং খিলং মন্যমানস্য তস্য কৃষ্ণস্য প্রাক্ উদাহৃতং আশ্রমং নারদঃ অভ্যাগাৎ।

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যখন আপনাকে এই ভাবে হেয় বিবেচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বকথিত অর্থাৎ সরস্বতী-নদীর তীরে অবস্থিত আশ্রমে নারদ 'অভ্যাগাৎ'—'অভি' = অভিমুখী-কৃত্য + 'আগাৎ' = আসিয়াছিলেন; কেবল যে ঘটনাক্রমে নারদ তথায় আসিয়াছিলেন তাহা নহে; জীবের মঙ্গলসাধনে নিরত এই দেবর্ষি ব্যাসের চিত্ত হইতে বিষাদ দূর করিয়া, তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সেই আশ্রমকে লক্ষ্য করিয়া, তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'খিলং' = ন্যূন, নীচ।

ভগবানের লীলা—এই সময় ব্যাসের নিকট নারদকে প্রেরণ ভগবানেরই মঙ্গলময়ী লীলা। ব্যাসের ন্যায় মনস্বী মহাত্মাকে ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে নারদের ন্যায় ভক্তেরই আবশ্যক।

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নারদাগমনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(৩৩) [অন্বয়] মুনিঃ সুরপূজিতং তং নারদং আগতং অভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায় বিধিবৎ পূজয়ামাস।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'আগতঃ'—আশ্রমের সন্নিকটে উপস্থিত, সুতরাং আসিয়াছেন বলিলেই হয়। **'সহসা'** ও **'প্রত্যুত্থায়'**—ব্যাস ব্যস্তভাবে আসন হইতে উঠিয়া, নারদের 'প্রতি'=অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই পদদ্বয় দ্বারা ব্যাসের ঔৎসুক্য এবং নারদের প্রতি শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। 'বিধিবৎ'—যথাবিধি, পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া। বিশ্বনাথ বলেন বিধি=ব্রহ্মা, অর্থাৎ যেন, স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াছেন, সেইভাবে নারদের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া, ব্যাস পূজা করিলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
শ্রীতোষিণী টীকায় চতুর্থ
অধ্যায় সমাপ্ত

ব্যাখ্যা—দেবগণও যাঁহার পূজা করেন সেই নারদ আশ্রম অভিমুখে আসিতেছেন, এবং আশ্রমের এত সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন যে, আশ্রমে আগত বলিলেই হয়, ইহা উপলব্ধি করিয়া, ব্যাস ব্যস্তভাবে আসন হইতে উঠিলেন; এবং নারদের দিকে অগ্রসর হইয়া, পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন!

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতার কারণ; নারদের মুখ হইতে হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য এবং আত্মচরিত বর্ণন

তাৎপর্য্য—নারদ ব্যাসের আশ্রমে আগমনের পরে, শিষ্য যেরূপ শরণাগতভাবে গুরুর সমীপে উপবিষ্ট থাকেন, ব্যাসও সেইভাবে নারদের নিকট বসিয়াছিলেন। তখন নারদ মৃদু-মধুর হাস্য দ্বারা বিষাদক্লিষ্ট ব্যাসকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্যাস! আপনার শরীর সুস্থ আছে ত? মনে বেশ শান্তি-লাভ করিতেছেন ত? আপনি বেদান্তসূত্রে ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং নিজে সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; স্ত্রীশূদ্রাদি যাহাতে 'ধর্ম্মাদিঃ' অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে, এবং চতুর্ব্বর্গে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, সেই জন্য আপনি মহাভারত রচনা করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রে জ্ঞান বা তদনুযায়ী কোন অনুষ্ঠানের অভাব আপনার নাই; তথাপি আপনি কেন নিজেকে 'অকৃতার্থ' বিবেচনা করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন? (১—৪ শ্লোক)

নারদের এই সস্নেহ বাক্যের উত্তরে ব্যাস বলিলেন যে, প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সবই আমি করিয়াছি বটে, কিন্তু 'তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে'। আমি ব্রহ্ম 'জিজ্ঞাসা' করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আপনি 'উপাসনা' (অর্থাৎ শরণাগতভাবে ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ) করিয়াছেন; অতএব ভগবানের শক্তিপ্রভাবে আপনার অবিদিত বা অজ্ঞেয় কিছুই নাই। আমার এই অপ্রসন্নতার কারণ কি বলুন। (৫—৭ শ্লোক)

ব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতার কারণ—নারদ বলিলেন, হে ব্যাস! আপনি দর্শনাদি যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীহরির লীলাদির বর্ণনা উপলক্ষে, তাঁহার মাধুর্য্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি এত অল্প পরিমাণে বলিয়াছেন যে, তাহা না বলারই তুল্য হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া লোকের মতি শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যে শাস্ত্রে শ্রীহরির জগৎ-পবিত্রকর যশঃ কীর্ত্তিত হয় না, সাধুগণ সেই শাস্ত্রকে কাকতীর্থবৎ অশুচি মনে করেন। বাসুদেবের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া,ভক্তিলাভ করাই পুরুষার্থ-শিরোমণি হইলেও আপনি মহাভারতে চতুর্ব্বর্গ লাভকেই পুরুষার্থ-শিরোমণিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু আপনি বাসুদেবের মহিমা সেরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। এই সকল ত্রুটীই আপনার চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ। ইহা ব্যতীত অপর একটি প্রবল কারণ এই যে,আপনি কাম্যবস্তুলাভের জন্য সকাম যাগযজ্ঞাদিকেও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণে এখন লোককে যদি ঐ সকল সকাম অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে নিষ্কামভাবে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে বলা যায়, মানবগণ সেই নিষেধ গ্রাহ্যই করে না। (৮—১১ ও ১৫ শ্লোক)

ভক্তির অভাবে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অসম্পূর্ণ—ব্যাস এতকাল তপস্যাদি দ্বারা নিবৃত্তি-(অর্থাৎ বৈরাগ্য) মার্গে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাও করিয়াছেন। নারদ তাঁহার নিকট দ্বাদশ শ্লোকের অবতারণা করিয়া দেখাইলেন যে, 'অচ্যুতের' (অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্গুণ, নিরুপাধিক এবং সগুণ ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের) মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি যতক্ষণ ভক্তি না হয়, ততক্ষণ জ্ঞানকাণ্ডের বা নিবৃত্তিমার্গের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মসত্তার উৎকর্ষ এবং মাধুর্য্য যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। অতএব জ্ঞানমার্গে এবং নিবৃত্তি-মার্গে পূর্ণ-সিদ্ধিলাভের জন্যও ভক্তিমার্গের দ্বার উন্মুক্ত করা আবশ্যক। ভগবানের লীলাসকল কীর্ত্তন করিলে

তাঁহার প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদিগের চিত্তে ভক্তি সঞ্জাত হইবে। এইজন্য নারদ ব্যাসকে ঐ লীলাসকল কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন; এবং লীলা-কীর্ত্তনে সামর্থ্য-লাভের জন্য বলিলেন যে, ব্যাস যেন সমাধিস্থ হইয়া ভগবানের শরণাগত হন। এই ভাবাপন্ন হইলে ভগবানের শক্তির প্রভাবে তাঁহার লীলাসকল ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইবে। তখন তিনি সেই লীলাসকলের গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করিবেন; এবং তাঁহার বর্ণনাসামর্থ্যও হইবে। ইহা না করিয়া নিজের শক্তিবলে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলে, মতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। কিরূপে ঐ ভাবে সমাধিস্থ হইয়া ভগবানের শরণাগত হইতে হয়, সে বিষয়েও নারদ ব্যাসকে পরে (৩৭-৩৮ শ্লোকে) দীক্ষিত করিলেন। (১২—১৪ শ্লোক)

ভক্তিমার্গে সাধনার শ্রেয়স্করতা—সত্য বটে যে, নিবৃত্তিমার্গে সাধনা দ্বারা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সাধক নির্ব্বিকল্প সুখের স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ লোকে দেহাদির ভোগসুখেই সতত রত; অতএব তাহারা নিবৃত্তিমার্গের সাধনা অবলম্বন করিতে অক্ষম। ঐ সকল লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ভোগসুখ ছাড়িয়া ভক্তিমার্গে সাধনার পথ অবলম্বন করিতে পারে না। অতএব তাহাদের জন্য এমন একটি সাধানার উপায় ব্যবস্থা করা আবশ্যক,যে উপায়টি সাধকের চিত্তের উপর অলক্ষ্যভাবে স্বয়ং ভগবানের শক্তি বিস্তার করিয়া, সেই অলক্ষ্যশক্তির প্রভাবে বিষয়াসক্ত লোকের মতিকে ভোগসুখ হইতে বিরত করিবে এবং তাহাদের মনে ভক্তির (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রেমের) সঞ্চার করিবে। শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তনই সেই উপায়।

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের শ্রেয়স্করতা—শ্রীহরির লীলাসকল কীর্ত্তন করিলে, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে লোকে শ্রীহরির মাধুর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভগবানের

অলক্ষ্যশক্তির প্রভাবে তাঁহাদিগের মনে বিষয়ভোগলালসার উপশম হইয়া, ক্রমশঃ ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়; এবং অবশেষে তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। তখন তাঁহারা যে সুখ লাভ করেন, সে সুখ ভোগলোকের কোন স্থানেই পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে সাধনা করিতে করিতে সাধকের পদস্খলন হইলেও তাঁহার আর এই যাতনাময় ভোগলোকে দীর্ঘকাল অবস্থান করা আবশ্যক হয় না। কারণ শ্রীহরির মাধুর্য্যের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়া, তাঁহাকে আবার ভক্তিমার্গে সাধনায় প্রবৃত্ত করে, এবং অবশেষে তাঁহার মোক্ষলাভ হয়। অতএব সার কথা এই যে, ভক্তি-মার্গে সাধনার ফল কখনও বিনষ্ট হয় না। তপস্যা,বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে প্রকৃষ্ট সিদ্ধি লব্ধ হয়, সেই সিদ্ধি কেবল শ্রীহরির 'গুণানুবর্ণন' করিলেই পাওয়া যায়। অতএব শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন এবং উহা শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ সাধনমার্গের যাহা প্রকৃষ্ট সিদ্ধি তাহা লব্ধ হয়। স্বয়ং ভগবানের শক্তি সাধককে সাহায্য করিয়া, ঐ ফল প্রদান করেন (১৬—২২ শ্লোক)

নারদের আত্মজীবনে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপ-কারিতার পরিচয়—শ্রবণ এবং কীর্ত্তন দ্বারা যে কত উপকার হয়, তাহা ব্যাসকে জানাইবার জন্য নারদ আত্মচরিত বর্ণন করিলেন। নারদ পূর্ব্বে এক দাসীর গর্ভে নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা কোন এক বেদবাদী ব্রাহ্মণের গৃহে পরিচারিকা ছিলেন। নারদের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন কতকগুলি যোগী সেই গ্রামে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার জন্য আগমন করেন, এবং নারদ তাঁহা-দিগের সেবায় নিযুক্ত হন। যোগিগণ হৃদয়গ্রাহিভাবে হরিগুণগান করিবার সময় নারদের মনে সেই গান শুনিতে ইচ্ছার উদয় হইয়া-ছিল; কিন্তু তখন তাঁহার এই ধারণা হইল যে; নিজের দেহ অশুচি আছে, অতএব যোগিগণের প্রসাদসেবা দ্বারা দেহ ও মন পবিত্র করা আবশ্যক। তখন তিনি যোগিগণের অনুমতি লইয়া, একবার-

মাত্র তাঁহাদিগের ভোজনপাত্রে সংলগ্ন উচ্ছিষ্টকণা সেবন করিলেন।

প্রসাদ সেবা করার পরে, 'আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে' এই ধারণা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, নারদ যোগিগণের হরিগুণগান শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা শ্রবণ করিতে করিতে (ক) তাঁহার মনে 'শ্রদ্ধা' এবং 'কথারুচি' সঞ্জাত হওয়ায় কৃষ্ণকথাসকল এত ভাল লাগিত যে, তাঁহার বোধ হইত, যেন কৃষ্ণকথা তাঁহার মনকে হরণ করিয়া লইয়াছে। (খ) কথারুচি যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনিও কীর্ত্তনের প্রতি পদ আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন। (গ) ক্রমশঃ এই 'কথারুচি' বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় নারদের মনে স্বয়ং শ্রীহরির প্রতি 'রতির' উদয় হইল। (ঘ) শ্রীহরির গুণগান শ্রবণ করিতে করিতে সেই রতিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 'অস্খলিতা রতিতে' পরিণত হইল। (ঙ) সেই সঙ্গে জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া, নারদ আত্মস্বরূপ এবং মায়ার স্বরূপ ও মায়ামুগ্ধ জীবের স্বরূপও অনুভব করিলেন। (চ) ভগবানের উপর রতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ভোগাসক্তির উপশম হইয়া, বৈরাগ্যও সঞ্জাত হইল। [(২৫—২৮) শ্লোকের টীকার মধ্যে নারদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সমালোচনা-প্রবন্ধ দেখ]। (২৩-২৮ শ্লোক)।

নারদ-চরিত্রের সারতত্ত্ব—অতএব শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা আধ্যাত্মিকমার্গে উন্নতি-লাভে কত সাহায্য হয়, নারদের আত্মজীবনই তাহার প্রমাণ। শ্রীভগবানের শক্তিই যে তখন অলক্ষ্যভাবে এই উপকার সাধন করেন, তাহা নারদের আত্মজীবন হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। এই পঞ্চমবর্ষীয় বালকের বিদ্যা ছিল না, যোগাদিলব্ধ শক্তিও ছিল না, তথাপি তিনি যে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতেই ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ভগবানের অলক্ষ্যশক্তিরই কার্য্য।

গুহ্যতম জ্ঞান—কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে নারদের 'আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে দেখিয়া, যে মন্ত্রসাধনা দ্বারা 'গুহ্যতম' জ্ঞান লাভ করা যায়, ঋষিগণ সেই মন্ত্রে নারদকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নারদও ব্যাসকে ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। (২৯ শ্লোকের টীকায় এই 'গুহ্যতম জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা আলোচিত হইয়াছে)। এই জ্ঞান লাভ করিলে জীবের চিত্তে জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয় বস্তু একই বস্তুতে পরিণত হয়। তখন ভগবান্ যেরূপ চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ, জীবও সেইরূপ হন; এবং যে প্রেমের বন্ধনে জীব অভেদভাবে ভগবানের সহিত আবদ্ধ আছেন, সেই প্রেম যে কি বস্তু, জীব তাহাও অনুভব করেন। এই গুহ্যতমজ্ঞান লাভ করিলে মায়ার স্বরূপ অনুভব করিয়া, সাধক ব্রহ্মপদ লাভ করেন। (২৯—৩১ শ্লোক)

ত্রিতাপের নাশ; 'কর্ম্ম অর্পণ'—সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান(যাগযজ্ঞাদি) দ্বারা ত্রিতাপের যাতনার নাশ হয় না। 'কর্ম্ম অর্পণ' দ্বারাই যথার্থভাবে ত্রিতাপের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু 'ভগবানের শক্তিই সকল কার্য্য করিতেছেন, আমার এই দেহে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির শক্তি তাঁহারই শক্তি', এই জ্ঞান (অর্থাৎ সজীবভাবে এই ধারণা) না থাকিলে, কর্ম্মকে যথার্থভাবে অর্পণ করা যায় না। ভক্তি ব্যতীত এই জ্ঞান (অর্থাৎ এই সজীব ধারণা) সঞ্জাত হয় না। অতএব ভক্তি এবং জ্ঞান ব্যতীত 'কর্ম্ম অর্পণ' রূপ বৈরাগ্যযোগ লব্ধ হয় না।

সুতরাং ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তি এবং জ্ঞান হয়, বৈরাগ্য ও ত্রিতাপের নিবর্ত্তনও হয়। টীকায় ভক্তিযোগের সহিত বৈরাগ্যযোগের সম্বন্ধবিষয়ক প্রবন্ধ দেখ। (৩২—৩৬ শ্লোক)

ব্যাসকে মন্ত্রদান—উপরি উক্ত উপদেশসকল দ্বারা ব্যাসের চিত্ত যখন গুহ্যতমমন্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত হইল, তখন নারদ নিজে যে গুহ্যতমমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্র ব্যাসকে দান করিলেন। (৩৭—৩৮ শ্লোক)

মন্ত্র-সাধনায় কি লাভ হয়—এই গুহ্যতম মন্ত্রের যথাবিধি

সাধনা করিলে, মানব 'সম্যগ্‌দর্শনঃ" হন। নারদ স্বয়ং এই মন্ত্র সাধনা করিয়া 'কেশবের' নিকট হইতে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ঐ দুই বস্তু লাভেও নারদ পরিতৃপ্ত না হওয়াতে, যে বিশ্বপ্রেম তাঁহার নিজেরই স্বরূপ, কেশব সেই প্রেম নারদকে দান করিলেন। (৩৭-৩৯ শ্লোক)।

উপসংহারে নারদের উপদেশ—অবশেষে নারদ বলিলেন হে ব্যাস ! বেদে তোমার অগাধ জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু কেবল ঐ জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। ঐ জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয় না, তোমার নিজের চিত্তের অপ্রসাদই তাহার প্রমাণ। তুমি বিভুর বিবিধ লীলার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া কীর্ত্তন কর। ঐ বর্ণনা পাঠ করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ যাহা জানিতে চান, তাহা জানিতে পারিবেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে; এবং সংসারে পতিত হইয়া, যাঁহারা পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপের যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা মোক্ষলাভ করিবেন এবং চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগের যাতনার নিবৃত্তি হইবে। (৪০ শ্লোক)

সূত উবাচ।

অথ তং সুখমাসীনঃ উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব ॥১

(১) [**অন্বয়**] অথ বৃহচ্ছ্রবাঃ বীণাপাণিঃ দেবর্ষিঃ সুখং আসীনঃ [সন্] উপাসীনং বিপ্রর্ষিং স্ময়ন্ ইব প্রাহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্ময়ন্ ইব'—'ইব'—পদদ্বারা 'স্ময়' অর্থাৎ নারদের অধরে মৃদুহাস্যের রেখামাত্র বুঝায়; এই হাস্যরেখা ব্যাসের প্রতি স্নেহপ্রকাশক; এবং ইহা বিষাদেও আশ্বাস দেয়। শ্রীধর বলেন,'অহো মহানপি মুহ্যতীতি স্ময়মানঃ'। অর্থাৎ ব্যাসের মত জ্ঞানীর চিত্তেও লীলাময় এই বিষাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই লীলারহস্য চিন্তা করিয়া, ব্যাসের মুখে হাস্যের রেখা দেখা গেল।

'উপাসীন—উপ=নারদের সমীপে আশ্রিতের ন্যায় উপবিষ্ট, অর্থাৎ শরণাগত। 'বৃহচ্ছ্রবা'—বৃহৎ হইয়াছে 'শ্রব'=যশঃ যাঁহার।

ব্যাখ্যা—মহাযশা, বীণাপাণি, দেবর্ষি নারদ যখন আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন ব্যাস আশ্রিতের ন্যায় তাঁহার সমীপে বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই নারদের মুখে মধুর হাস্যের রেখা দেখা গেল; তখন তিনি ব্যাসকে পরবর্ত্তী বাক্যসকল বলিতে লাগিলেন।

নারদ উবাচ

পারাশর্য্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনঃ।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা ॥২

(২) [**অন্বয়**] হে মহাভাগ পারাশর্য্য ভবতঃ শারীরঃ [তথা] মানসঃ এব বা আত্মা আত্মনঃ কচ্চিৎ পরিতুষ্যতি?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'শারীর-আত্মা'—শরীরাভিমানী আত্মা; অর্থাৎ আপনার যে স্থূলঅংশকে শরীর বলে; 'মানস-আত্মা' মনোভিমানী আত্মা; 'আত্মনা'—আত্মস্বরূপেণ, শরীর ও মনের স্ব স্ব অবস্থায়; 'পরিতুষ্যতি'—'পরি=সম্যক্+তুষ্যতি=তৃপ্তি পাইতেছে।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস! আপনি পরাশর হইতে জাত হওয়াতে পৈতৃক-সম্পদ্‌যুক্ত; এবং নিজেও 'মহাভাগ', অর্থাৎ সাধনা দ্বারা তপঃ জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; এখন আপনার শরীর ও মন ভাল আছে ত?

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥৩

(৩) [**অন্বয়**] যঃ ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতং মহদদ্ভুতং ভারতং কৃতবান্ [এবম্বিধেন] তে (=ত্বয়া) [যৎ] জিজ্ঞাসিতং [তৎ] অপি সুসম্পন্নং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতং'—সর্ব্বৈঃ অর্থৈঃ অর্থাৎ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ দ্বারা 'পরি' = সর্ব্বতোভাবে 'বৃংহিত' = পূর্ণ; যাহাতে চতুর্ব্বর্গসাধক ক্রিয়ার ব্যবস্থা এবং জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় আছে। 'মহদদ্ভুতং'—যাহা 'মহৎ' বিরাট্ ও শ্রেষ্ঠ এবং 'অদ্ভুতং'—যাহার তুল্য শাস্ত্র পূর্ব্বে হয় নাই (ন + ভূত = রচিত)।

'যৎ জিজ্ঞাসিতং'—'যৎ' ধর্ম্মের যে সারতত্ত্বকে 'জিজ্ঞাসিতং' আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন; তখন আপনার উদ্দেশ্য ছিল, স্ত্রীশূদ্রাদির মঙ্গলার্থ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব নিজে অনুভব করিয়া, উহাদিগের নিকট প্রকাশ করা। 'সুসম্পন্নং অপি'—আপনি নিজে ঐ তত্ত্ব সুচারুরূপে অনুভব করিয়াছেন, এবং স্ত্রীশূদ্রাদির জন্য মহাভারতে প্রকাশও করিয়াছেন ('সু' = সুচারুরূপে + 'সং' = সম্যগ্‌ভাবে, অর্থাৎ আংশিকভাবে নহে + 'পদ্' = যাওয়া, নিজে অনুভবকরা); শ্রীধর বলেন 'অপি' পদ দ্বারা অনুষ্ঠিত অর্থাৎ প্রকাশিত এবং আচরিত বুঝায়।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস, 'ধর্ম্মাদিঃ' অর্থাৎ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব কি, ইহাই আপনার 'জিজ্ঞাসিত' বিষয় ছিল, (৪ অঃ ২৮ শ্লোক)। এই বিষয় আপনি সুচারুরূপে জানিয়াছেন এবং অনুষ্ঠানও করিয়াছেন। কারণ আপনি যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন, উহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধক ক্রিয়াসকলের ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও উহাতে মোক্ষসাধক 'ধর্ম্মাদিঃ' (ধর্ম্মের সারতত্ত্ব) বর্ণিত হইয়াছে; এবং স্ত্রীশূদ্রাদি সকলেই ঐ তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে। অতএব মনে করিবেন না যে, শাস্ত্রে জ্ঞান বা শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানের অভাবে আপনার মনে এই বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞানের অভাব বা অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটীই হয় নাই।

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥৪

(৪) [অন্বয়] হে প্রভো যৎ সনাতনং ব্রহ্ম তৎ

জিজ্ঞাসিতং অধীতং চ, তথাপি অকৃতার্থঃ ইব আত্মানং (ত্বং) শোচসি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রভো'—প্রভুশক্তি, অর্থাৎ তপঃ, যোগ, এবং আত্মসংযমাদিসম্পন্ন। 'যৎ সনাতনং ব্রহ্ম'—যে ব্রহ্ম সর্ব্বকালে ছিলেন, আছেন, এবং থাকিবেন, অর্থাৎ 'অক্ষর' নিরুপাধিক ব্রহ্ম। 'জিজ্ঞাসিত'—বিচারিত। বেদান্তসূত্রে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, আপনি সেই প্রশ্নের বিচার এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন। 'অধীত'—অনুভব-গোচরীকৃত, ('অধি'=অধিকৃত্য+'ই'=যাওয়া) ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করা। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ব্রহ্ম কি, আত্মস্বরূপ কি, মায়াশক্তি কি, এবং মায়ামুগ্ধ-জীবশক্তিই বা কি, এই সকল বিষয়েয় বর্ণনা নির্দ্দোষ এবং অতি বিশদভাবে করিতে পারেন, কিন্তু বর্ণিত-বিষয়ের কোনটিই তাঁহারা অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের 'বাক্‌সম্পদ্‌কে' জ্ঞান বলা যায় না। ঐ বাক্য আবর্জ্জনাতুল্য, যাহাকে ইংরাজীভাষায় 'Learned lumber' (শিক্ষার আবর্জ্জনা) বলে। যখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুকে অনুভব করা যায়, তখনই যথার্থ 'জ্ঞান' হইয়াছে বলে। ঐ অনুভূতি প্রবল হইলে, 'অধীত'-ভাব হয়। অধি উপসর্গ দ্বারা অধিকার করা, অর্থাৎ নিজের আয়ত্তাধীন করা বুঝায়; অতএব 'অধীত'-ভাব হইলে, চিত্ত ব্রহ্ম হইতে স্খলিত হয় না। 'অকৃতার্থঃ-ন+'কৃত'= লব্ধ হইয়াছে 'অর্থ'=পুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবনের কাম্য বস্তু যাঁহার দ্বারা; অর্থাৎ যে বস্তু লাভ করিলে জীবন সফল হয়, তাহা লব্ধ হয় নাই। 'আত্মানং শোচসি'—নিজেকে 'অকৃতার্থ' মনে করিয়া বিষাদযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—আপনি মনীষাপ্রভাবে প্রভুশক্তি লাভ করিয়াছেন; এবং যে নিরুপাধিক-ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য, সেই 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-প্রশ্নের অবতারণা করিয়া, আপনি স্ব-রচিত বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন; অতএব আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নাই; এবং সাধনা

দ্বারা আপনি ব্রহ্মকে 'অধীত' অর্থাৎ অনুভব করিয়াছেন। এই অনুভূতি লাভ করাতে আপনার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে। তথাপি আপনি নিজেকে 'অকৃতার্থ' মনে করিয়া অশান্তিতে আছেন। অর্থাৎ যে কার্য্য করিলে জন্মলাভ সার্থক হয়, সেই কার্য্য আপনি করিতে পারেন নাই, ইহাই মনে করিয়া, আপনি অশান্তি ভোগ করিতেছেন।

ব্যাস উবাচ

অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্॥৫

(৫) [অন্বয়] ত্বয়া উক্তং ইদং সর্ব্বং মে অস্তি এব, তথাপি মে আত্মা ন পরিতুষ্যতে; আত্মভবাত্মভূতং [অতএব] অগাধবোধং ত্বা (=ত্বাং) অব্যক্তং তন্মূলং পৃচ্ছামহে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ইদং সর্ব্বং অস্তি এব'—'ইদং সর্ব্বং' অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের-জ্ঞান এবং ব্রহ্মদর্শনলাভ প্রভৃতি 'অস্তি এব'=আছে বটে। ব্যাস বলিলেন হে নারদ! আমি ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভ এবং 'ব্রহ্মদর্শন' লাভ করিয়াছি, আপনার এই কথা সত্য বটে, তথাপি 'মে আত্মা ন পরিতুষ্যতে'—তাহা হইলেও আমার 'শারীর এবং মানস আত্মায়' সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না (২ শ্লোকে নারদের প্রশ্ন দেখ)। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া, এবং ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াও আমার মনে প্রসন্নতা নাই। 'তন্মূলং' —যে 'মূল' হইতে বৃক্ষ জাত ও পরিপুষ্ট হয়, ঐ মূলটি দৃষ্টির অগোচর থাকে, সেইরূপ যে মূল-কারণ হইতে আমার মনে এই অসন্তোষ সঞ্জাত হইয়াছে, এবং পুষ্টিলাভ করিতেছে, তাহাও আমার নিকট 'অব্যক্ত'—অস্ফুট রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ

অসন্তোষের কারণ কি তাহা আমি বিদিত নহি। সেই জন্য 'আত্মভবাত্মভূতং'—'আত্মভব'—ব্রহ্মা, তাঁহার 'আত্মনঃ'=সত্তা হইতে 'ভূত' জাত যে আপনি নারদ (নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন), এবং 'অগাধবোধং'– অতি নিগূঢ় বিষয়ও অনুভব করিতে সক্ষম, সেই আপনাকে 'পৃচ্ছামহে'=জিজ্ঞাসা করিতেছি। 'বোধ'=অনুভবশক্তি ; 'অগাধ' —অতি গভীর, অর্থাৎ অতি নিগূঢ়বিষয়েও অনুভবক্ষম।

ব্যাখ্যা—ব্যাস কহিলেন, হে নারদ! আপনি ত ৪র্থ শ্লোকে বলিলেন যে, আমি ধর্ম্মের মূল অবগত আছি, এবং ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছি, সে কথা সত্য বটে, কিন্তু এত জ্ঞান থাকিতেও ত আমার চিত্তপ্রসাদ হইতেছে না ; [অর্থাৎ 'চিৎ'=জ্ঞান এবং 'আনন্দের' সম্বন্ধ অভেদ, কিন্তু জ্ঞান থাকিয়াও আমার মনে কেন আনন্দ নাই ?]। কি কারণে আমার মনে এই অপ্রসন্নতা সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ; আপনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, অতএব আপনার ধীশক্তি অতি গভীর, ঐ ধীশক্তিপ্রভাবে আপনি অগাধবোধ, অপরের অলক্ষ্য বিষয়সকলকেও আপনি লক্ষ্য করিতে সমর্থ। সেইজন্য আমার এই অশান্তির কারণ কি, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্য-
মুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং
সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥৬

(৬) [**অন্বয়**] অসঙ্গঃ [সন্] মনসা এব গুণৈঃ [যঃ] বিশ্বং সৃজতি অবতি অত্তি [সঃ] পরাবরেশঃ পুরাণঃ পুরুষঃ যৎ (=যতঃ) [ভবতা] উপাসিতঃ [অতঃ] সঃ বৈ ভবান্ সমস্তগুহ্যং বেদ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অসঙ্গঃ [সন্]'—অনাসক্তভাবে ;

(সঙ্গ—'সং' = সম্যগ্‌ভাবে + 'গম্' = গমন করা।) কোন বিষয়েই অত্যাসক্ত না হইয়া; 'মনসা এব'—কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা। 'পরাবরেশ'—'পরঃ' যাহা পূর্ব্বে ছিল, অর্থাৎ কারণ (= প্রকৃতি এবং কালশক্তি) + 'অবরঃ' যাহা পরে হইয়াছে, অর্থাৎ কার্য্য (= সৃষ্ট বস্তু) তাহাদিগের ঈশঃ = নিয়ন্তা, পরিচালক। যাঁহার ঈক্ষার প্রেরণায় (অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র) পরিচালিত হইয়া, 'প্রকৃতি' এবং 'কাল'-শক্তি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। 'পুরাণঃ পুরুষঃ'—'পুরাণঃ' = পুরা ভবঃ; অর্থাৎ সনাতন-ব্রহ্ম, যিনি পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। 'অবতি' পালন করেন, 'অত্তি'—সংহার করেন।

'যতঃ'—যে হেতু; হে নারদ! সেই পুরাণঃ পুরুষঃ = পরমব্রহ্ম আপনার দ্বারা 'উপাসিতঃ'। 'উপাসনা' পদের অর্থ আরাধনা বলিলে, ইহার মাধুর্য্য ও গভীরভাব প্রকাশিত হয় না; 'উপ' = সমীপে + 'অস্' = থাকা; শরণাগত-ব্যক্তি যেরূপ শরণ্য-ব্যক্তির পাদমূলে অবস্থান করে, সেইরূপভাবে শরণাগত হইয়া, আরাধনাকেই উপাসনা বলে। নারদ ঐরূপ শরণাগতভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্যাস জ্ঞানমার্গে সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নারদের মত শরণাগত হন নাই। তাই ব্যাস নারদকে বলিতেছেন যে, আপনি 'শ্রীহরির' যে উপাসনা করিয়াছিলেন, উহা বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই উপাসনা; এবং উহা দ্বারা আপনার চিত্তে ভক্তির সহিত জ্ঞানেরও স্ফুরণ হইয়াছিল। 'বৈ'—প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক অব্যয়। আপনি একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত। 'সমস্তগুহ্যং'—সকল লোকের ও সকল বস্তুর সর্ব্ব রহস্য, (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—যিনি কেবল স্বীয় ইচ্ছায় গুণত্রয় দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকার্য্য করেন, এবং গুণত্রয় দ্বারা কার্য্য করিয়াও নিজে 'অসঙ্গঃ' অর্থাৎ গুণত্রয় দ্বারা অনাকৃষ্ট থাকেন, এরূপ 'পরাবরেশ', কার্য্য ও কারণের (সৃষ্টবস্তুর ও প্রকৃতির = কারণ-শক্তির) নিয়ন্তা যে পরমপুরুষ আছেন, আপনি নিজে শ্রীহরিকে উপাসনা করার সময় বস্তুতঃ সেই পরমপুরুষেরই (অর্থাৎ পরমব্রহ্মের)

শরণাগত হইয়া, আরাধনা করিয়াছিলেন। আমার দ্বারা সেই পরমব্রহ্ম 'জিজ্ঞাসিত' (=বিচারিত) হইয়াছেন ; আপনার দ্বারা তিনি 'উপাসিত' (শব্দার্থ দেখ) হইয়াছেন। ভগবান আশ্রিত-বৎসল ; অতএব সকল গূঢ়রহস্যকেই তিনি আপনার নিকট প্রকটিত করিয়াছেন ; এবং আপনার কিছুই অবিদিত নাই ; সুতরাং আমার মনে বিষাদের কারণ আপনি বলিতে পারিবেন।

ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী-
মন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ
স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥৭

(৭) [**অন্বয়**] পরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতঃ [স্নাতস্য] অবরে [ব্রহ্মণি] ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে অলং [যৎ] ন্যূনং তৎ, ত্রিলোকীং পর্য্যটন্ অর্কঃ ইব সর্ব্বদর্শী, তথা [অন্তশ্চরঃ] বায়ুঃ ইব আত্মসাক্ষী, ত্বং বিচক্ষ্ব।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্নাতস্য'—নিষ্ণাতস্য, নিশ্চলভাবে অবস্থিত যে আমি, সেই আমার ; পরে ব্রহ্মণি=পরম-ব্রহ্মে ; ধর্ম্মতঃ=যোগ দ্বারা ; 'অবরে ব্রহ্মণি'—বেদে। 'ব্রতৈঃ'—স্বাধ্যায়-নিয়মৈঃ (শ্রীধর)। যত্ন করিয়া সুচারুরূপে বেদাদিপাঠকে স্বাধ্যায়, এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযমকে 'নিয়ম' বলে। 'অলং'—অত্যর্থং, সাতিশয় ; 'ন্যূনং'—ত্রুটী ; 'বিচক্ষ্ব'—বিচার করুন। 'ত্রিলোকী' এবং ত্রিলোক একই কথা, ইহার অর্থ, ভূরাদি তিন ভোগলোক। 'পর্য্যটন্'—'পরি' সর্ব্বত্র অবিঘাত গতিতে + 'অটন্' = ভ্রমণ করিতে করিতে ; 'বায়ুঃ ইব'—প্রাণবায়ুর ন্যায় (শ্রীধর)। 'আত্মসাক্ষী' —আত্মা ইব 'সাক্ষী'—বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞ (শ্রীধর)। আত্মা আমাদের দেহে দ্রষ্টৃরূপে আছেন এবং তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই।

ব্যাখ্যা—আমি যোগ দ্বারা অবিচলিতভাবে পরমব্রহ্মকে

আরাধনা করিয়াছি এবং 'ব্রত' অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা অবিচলিতভাবে 'অবরব্রহ্মের' অর্থাৎ বেদের অনুসরণ করিয়াছি; তথাপি আমার কি ত্রুটী হওয়াতে চিত্তে এই অপ্রসন্নতা হইয়াছে, তাহা আপনি বিচার করুন। আপনি এই বিষয় বিচার করিতে সমর্থ। কারণ ভূরাদি তিন লোকে সর্ব্বত্র আপনি অবাধগতিতে বিচরণ করেন; অতএব সূর্য্য যেরূপ সকল বস্তু দেখিতে পান, আপনিও সেইরূপ দেখিতে পান। যোগবলে আপনি সকল জীবের এবং স্থূলসূক্ষ্মাদি সকল বস্তুর মধ্যে বিচরণ করেন। অতএব আত্মা যেরূপ দ্রষ্টৃরূপে বিরাজ করিয়া, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃস্থ সকল বস্তুর অবস্থা অবগত হন, আপনিও সেইরূপ অবগত আছেন। এইজন্য আপনি আমার চিত্তে বিষাদের নিগূঢ় কারণ কি তাহা বলিতে সমর্থ।

নারদ উবাচ

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥৮

(৮) [অন্বয়] ভবতা ভগবতঃ অমলং যশঃ অনুদিত-প্রায়ং; যেন [দর্শনেন] এব অসৌ ন তুষ্যেত তদ্দর্শনং খিলং মন্যে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অমলং যশঃ'—যশের প্রকাশক বিশুদ্ধলীলাদি যাহা হইতে ভগবৎ-স্বরূপের উৎকর্ষ অনুভব করিয়া চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং পাঠকের বা শ্রোতার মনে ভক্তি জাত হয় (বিশ্বনাথ)।

'অনুদিতপ্রায়ং'—অনুক্তপ্রায়ং (শ্রীধর); এত অল্পপরিমাণে বলিয়াছেন যে, তাহা না বলারই তুল্য। 'যেন এব [দর্শনেন]'—যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র দ্বারা। ব্যাস যদি বলেন যে, কেন, আমি ত বেদান্তে ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়াছি; তাই নারদ বলিলেন যে, যে 'দর্শন'=জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র দ্বারা 'অসৌ ন তুষ্যেত'—শ্রীহরির

সন্তোষ হয় না, 'তদ্দর্শনং খিলং মন্যে'—সেই দর্শনশাস্ত্রকে হেয় বিবেচনা করি। 'খিলং' = হেয় ; 'মন্যে' বিবেচনা করি ; ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরির সন্তোষ হয় (২অঃ ১৩ শ্লোক দেখ) ; এবং যে 'দর্শন' অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র দ্বারা ভক্তি সঞ্জাত হয় না, সেই শাস্ত্র দ্বারা শ্রীহরিরও সন্তোষ হয় না। অতএব ঐ দর্শনশাস্ত্র 'খিলং' = হেয়। 'যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং' ; শ্রীহরির তুষ্টি হইলে কেবল ব্যাস কেন, ব্যাসের রচিত শাস্ত্র দ্বারা সকলেই তুষ্ট হইতেন। তাই বিশ্বনাথ বলেন যে, ব্যাস নিজেই যে শাস্ত্র রচনা করিয়া চিত্তে সন্তোষলাভ করেন নাই, সেই বেদান্ত বা মহাভারত হইতে অপরের চিত্তে কিরূপে সন্তোষের উৎপাদন হইবে।

ব্যাখ্যা—নারদ বলিলেন যে, হে ব্যাস ! তুমি ভগবানের অমল যশঃ এত অল্প পরিমাণে কীর্ত্তন করিয়াছ যে, তাহা কীর্ত্তন কর নাই বলিলেই হয়। সত্য বটে, তুমি বেদান্তদর্শন এবং মহাভারত রচনা করিয়াছ, কিন্তু ঐরূপ দর্শনশাস্ত্র দ্বারা পাঠকের মনে ভক্তির সঞ্চার হয় না। অতএব শ্রীহরির তুষ্টিও হয় না, সেইজন্য ঐ শাস্ত্র হেয়। যদি তোমার রচিত দর্শনশাস্ত্র দ্বারা শ্রীহরির তুষ্টি হইত, তাহা হইলে তোমার নিজের চিত্তে এই বিষাদ উৎপন্ন হইত না।

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥৯

(৯) [**অন্বয়**] হে মুনিবর্য্য, ধর্ম্মাদয়শ্চ যথা অর্থাঃ ইব অনুবর্ণিতাঃ, বাসুদেবস্য মহিমা তথা ন হি অনুবর্ণিতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ধর্ম্মাদয়ঃ'— ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ; 'চ'—এই অক্ষরটি দ্বারা ত্রিবর্গসাধক উপায়সকল উপলক্ষিত হইয়াছে (শ্রীধর)। পদ্মপুরাণাদিতে ভগবানের যশঃ বর্ণিত হইয়াছে বটে, 'কিন্তু ধর্ম্মাদিবৎ প্রাধান্যেন ন হি উক্তঃ' (শ্রীধর)। অর্থঃ = পুরুষার্থঃ - অর্থাৎ এই সকল লাভ করিলেই জীবনধারণ সার্থক হয়,

এই ভাবে তাহা অনুবর্ণিত—পুনঃ পুনঃ বর্ণিত ; অনু পদ পৌনঃপুন্য-প্রকাশক (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—হে মুনিগণের পূজ্য ব্যাস! ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ, মোক্ষ-সাধক-ভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও উহা লাভ করাই যেন প্রধান পুরুষার্থ, এই কথাই আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ; এবং ঐ সকল লাভের জন্য যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কিন্তু যদিও বাসুদেবের মহিমাই পুরুষার্থ-শিরোমণি, তথাপি আপনি উহাকে ত্রিবর্গের ন্যায় শ্রেষ্ঠভাবে বর্ণনা করেন নাই, কেবল ইহা মোক্ষসাধক এই মাত্রই বলিয়াছেন। অতএব অত্যাদরণীয় বস্তুর প্রতি আদরের অল্পতাহেতু আপনার মনে এই বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে।

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্‌ক্ষয়াঃ ॥১০

(১০) [অন্বয়] চিত্রপদং যৎ বচঃ কর্হিচিৎ জগৎ পবিত্রং হরেঃ যশঃ ন প্রগৃণীত ; [সাধবঃ] তৎ বায়সং তীর্থং উশন্তি ; যত্র উশিক্‌ক্ষয়াঃ মানসাঃ হংসাঃ ন নিরমন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'চিত্রপদং'—যাহাতে 'চিত্রাণি' = সুললিত 'পদানি' = বাক্যসকল আছে ; 'কর্হিচিৎ'—কোন সময়ে ; 'জগৎ-পবিত্রং হরেঃ যশঃ'—শ্রীহরির স্বরূপ (বাৎসল্য, মাধুর্য্যাদি গুণ) প্রকাশক যে 'যশঃ' = লীলাকীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতা, বক্তা এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পবিত্র হয় ; 'ন প্রগৃণীত'—'প্র' প্রকর্ষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিয়া যদি কীর্ত্তন করা না হয় ; 'তৎ' = তদ্‌বচঃ, সেই রচনাকে 'বায়সং তীর্থং'—যে স্থান কাকগণের কাছে তীর্থতুল্য, অর্থাৎ 'আঁস্তাকুড়', 'উশন্তি'—বিবেচনা করেন ; (এই ক্রিয়ার কর্ত্তা ['সাধবঃ'])। 'উশিক্‌ক্ষয়া'—'উশিক্' কমনীয় ব্রহ্ম হইয়াছেন 'ক্ষয়'

বাসস্থান (ক্ষি=বাস করা) যাঁহাদের। 'মানসাঃ হংসাঃ'=মনস্বী পরমহংসগণ আপন আপন চিত্ত নিয়ত ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সত্তায় অবস্থাপিত রাখাতে নিয়ত ব্রহ্মে বাস করেন।

'মানসাঃ'—সত্ত্বপ্রধানে মনসি (=চিদানন্দস্বরূপে) বর্ত্তমানাঃ (শ্রীধর)। 'হংসাঃ'—যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাকে অর্থাৎ দেহাত্ম-ভাবকে হনন (হন্=হনন করা) করিয়াছেন। এই নিরুপাধিক ব্রহ্মোপাসকগণও শ্রীহরির যশে এত আকৃষ্ট হন যে, যে শাস্ত্রে সেই যশের কীর্ত্তন নাই, সে শাস্ত্রকে তাঁহারা কাকতীর্থের ন্যায় অশুচি বোধ করেন, এবং ঐ শাস্ত্র তাঁহাদের প্রীতিকর হয় না।

ব্যাখ্যা—কোন শাস্ত্ররচনায় সুচারু-পদবিন্যাস থাকিলেও যদি তদ্দারা শ্রীহরির জগৎপবিত্রকর লীলাসকলের উৎকর্ষ প্রকৃষ্টভাবে কীর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে সাধুগণ ঐ শাস্ত্রকে কাক-তীর্থের (আঁস্তাকুড়ের) ন্যায় হেয় বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন। অর্থাৎ আঁস্তাকুড়ে কাকগণ একত্র মিলিত হইয়া, যেমন সুখ ভোগ করে, বিষয়ভোগাসক্ত কামিগণও ঐ শাস্ত্র পাঠ করিয়া, সেইরূপ আনন্দ পান।

যাঁহারা জ্ঞানমার্গে সাধনা দ্বারা অবিদ্যা নাশ করিয়াছেন, অতএব যাঁহাদের চিত্ত নিয়ত কমনীয় ব্রহ্মের 'মনসি' অর্থাৎ চিৎ-সত্তায় অবস্থান করে, সেই পরমহংসগণ ঐ শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রীতি-লাভ করেন না। পরমহংসগণ নির্গুণ-ব্রহ্মচিন্তায় নিরত থাকিয়াও শ্রীহরির, অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের মাহাত্ম্য শ্রবণে আনন্দ লাভ করেন; এবং যে শাস্ত্রে সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহাতে প্রীতি-লাভ করেন না। মোট কথা এই যে, 'বাক্‌চাতুর্য্যং খিলং এব' (শ্রীধর)। অতএব হে ব্যাস তোমার রচিত মহাভারতের পদ-লালিত্য এবং বেদান্তের তর্কচাতুর্য্য নিরর্থক।

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো

যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥১১

(১১) [**অন্বয়**] 'যস্মিন্ [বাগ্‌বিসর্গে] অবদ্ধবতি অপি প্রতিশ্লোকং অনন্তস্য যশোঙ্কিতানি নামানি [সন্তি] যৎ সাধবঃ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি, তৎ বাগ্‌বিসর্গঃ জনতাঘবিপ্লবঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বাগ্‌বিসর্গঃ'—'বাচঃ' = বাক্যের 'বিসর্গঃ' = প্রয়োগ, অর্থাৎ রচনা; 'অবদ্ধবতি'—ভাবে সপ্তমী; 'অবদ্ধ' = ন + বদ্ধ; অর্থাৎ বদ্ধনশূন্য; অপ (= দোষযুক্ত) শব্দাদিযুক্ত হইলেও (শ্রীধর)। অর্থাৎ শব্দ এবং অলঙ্কার প্রভৃতির দোষযুক্ত, এবং 'বন্ধন' শূন্য হওয়াতে শ্লোকসকল পরস্পরের সহিত অসংলগ্ন [যাহাকে 'খাপছাড়া' (disjointed) বলে] ভাবে রচিত; যে রচনায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা নাই। কিন্তু ঐ অসম্বদ্ধ রচনায় 'প্রতিশ্লোকং'—(ক্রিয়াবিশেষণ) কেবল এক আধ স্থানে নহে, প্রতিশ্লোকেই শ্রীহরির যশোঙ্কিত নামসকল আছে; 'যশোঙ্কিতানি নামানি'—যশঃ চিত্রিত হইয়াছে যাহাতে, এইরূপ নামসকল আছে। যে নামসকল পাঠ বা শ্রবণ করিলে, শ্রীহরির মহিমাজ্ঞাপক লীলার চিত্র পাঠকের বা শ্রোতার মনে উদিত হয়,—যথা 'গোবর্দ্ধনধারী' 'বামন' ইত্যাদি নাম।

'জনতাঘবিপ্লব'—'জনতা' = জনসমূহ, 'অঘ' = পাপ, তস্য 'বিপ্লবঃ' = বিপ্লাবয়ন্তি, অর্থাৎ ধৌত করে। প্লাবনের বারি অপ্রতিহতবেগে আসিয়া, গ্রামাদির সকল ময়লা ধৌত করে, এবং লোকালয়কে বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর করে। ঐ যশোঙ্কিত নামসকল শ্রবণের সময় ভগবানের শক্তি প্লাবনের বারির ন্যায় অপ্রতিহতবেগে আসিয়া, শ্রোতার মনের সকল ময়লা (কামক্রোধাদি) ধৌত করিয়া, চিত্তকে নির্ম্মল করে।

ব্যাখ্যা—কোন শাস্ত্রে রচনায় শব্দদোষ, অলঙ্কারদোষ অথবা বর্ণনায় অসম্বদ্ধভাব থাকিলেও যদি ঐ রচনার প্রতিশ্লোকে অনন্ত

শ্রীহরির সেই সকল নাম থাকে, যে নাম শ্রবণ বা পাঠ করিলে, চিত্তে শ্রীহরির উৎকর্ষজ্ঞাপক লীলাসকলের মাহাত্ম্য স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে, সাধুগণ ঐ রচনার দোষকে গ্রাহ্য করেন না। অপর লোকে যখন ঐ শাস্ত্র পাঠ করেন, তখন সাধুগণ তাহা শ্রবণ করেন, এবং নিজেরাও কীর্ত্তন করেন, এবং পরস্পর আলোচনা করেন। এইরূপ রচনা দ্বারা জনসমূহের পাপনাশ হয়। অর্থাৎ শ্রীহরির উৎকর্ষখ্যাপনই সার বস্তু। 'কতবার শ্রবণে শুনেছি এ নাম কখনও এমন ক'রেনি রে প্রাণ ; উজ্জ্বল এক নব ভাব উদয় হৃদয়মাঝারে হ'তেছে'।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ১২

(১২) [অন্বয়] নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নিরঞ্জনং অপি [চেৎ] অচ্যুতভাববর্জ্জিতং, তৎ অলং ন শোভতে ; শশ্বৎ অভদ্রং কর্ম্ম যৎ অকারণং অপি চ ঈশ্বরে ন অর্পিতং [তৎ] কুতঃ পুনঃ [শোভতে]।

অনুবাদ—নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, অবিদ্যার নিবর্ত্তন হইলেও যদি সেই জ্ঞানের সহিত অচ্যুতের প্রতি ভক্তি মিলিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান দ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উৎকর্ষ অনুভব করা যায় না। কর্ম্ম, সাধনকালে এবং ফলকালে স্বভাবতঃই অমঙ্গলকর, সেই কর্ম্মকে যদি 'ঈশ্বরে অর্পণ' না করা যায়, তাহা হইলে কেবল বৈরাগ্যের দ্বারা ব্রহ্মের উৎকর্ষ অনুভব করা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং'—'নিষ্ক্রিয়' অর্থাৎ নিরুপাধিক-ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান। 'নিরঞ্জন'—অবিদ্যানিবর্ত্তক হওয়াতে নিরুপাধিক। অঞ্জন' = কাজল, কাজল চোখে লাগাইবার সময় দৃষ্টিকে

রোধ করে, এবং উহা কৃষ্ণবর্ণ। অবিদ্যাও জ্ঞাননেত্রকে রোধ করিয়া, মোহান্ধকার উৎপাদন করে। অতএব অঞ্জন-পদ দ্বারা অবিদ্যা এবং তৎসৃষ্ট উপাধি বুঝায় (বিশ্বনাথ)।

'অচ্যুতভাববর্জ্জিতং'—'অচ্যুতের'প্রতি 'ভাব' = ভক্তি তাহা বর্জ্জিত, অর্থাৎ অচ্যুতের প্রতি ভক্তিহীন। ব্রহ্মের চিন্ময়, আনন্দময় ও ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে অচ্যুত বলে। অর্থাৎ যাঁহাতে একাধারে ব্রহ্মের নিগুর্ণ, নিরুপাধিক, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং ব্রহ্মের সগুণ, ঐশ্বর্য্যময়-স্বরূপের একত্র সমাবেশ আছে, তিনিই 'অচ্যুত'। (৪ অধ্যায় ৩১ শ্লোকের টীকা দেখ)। 'ভাব' = ভক্তি (শ্রীধর) এই পদটির মর্ম্ম অতি মধুর ; ইহা ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সাধকের চিত্ত 'অচ্যুতের' বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যখন তাঁহাতে নিমজ্জিত হয়, তখনই যথার্থ 'ভাব', হইয়াছে বলে (to live, move and have one's being in অচ্যুত)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সাধক নিজের এবং অচ্যুতের মধ্যে কোন ভেদ দেখেন না। যেমন এক ঘটী জল সমুদ্রে ঢালিলে ঐ জল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, 'ভাব' সঞ্জাত হইলে, সাধকও শ্রীহরির দর্শনে আত্মহারা নারদের ন্যায় 'আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে' অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন ভেদমোহ অপগত হইয়া, সাধকের চিত্ত 'আনন্দময়' হয়, কারণ অচ্যুত 'আনন্দৈকরসমূর্ত্তিঃ'। আমাদিগের ভক্তি 'চিৎ' এবং 'আনন্দের' সংমিশ্রণে জন্মায়। অতএব ভক্তি 'অচ্যুতভাবের' অমৃতময় ফলমাত্র। বস্তুতঃ 'অচ্যুতভাব' পদে, ভক্তি এবং জ্ঞানের নিত্যস্বরূপ যুগলরূপ, যেন লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলরূপের ন্যায় বিরাজমান আছেন ; এবং এই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ; ইহা একই বস্তুর দুই মধুর মূর্ত্তি।

'শশ্বৎ'—নিয়ত, অর্থাৎ কর্ম্ম, সাধনকালে 'অহংকর্ত্তা'-ভাব এবং ফলকালে আসক্তি উৎপাদন করাতে 'অভদ্রং'—অমঙ্গলকর ; 'অকারণং'—নিষ্কাম। 'ঈশ্বরে ন অর্পিতং'—ভগবানের 'ঈশ্বরত্ব' = নিয়ন্তৃত্ব অনুভব করার পরে আর 'আমি অমুক কার্য্য করিতেছি, এই ভাব থাকে

না ; তখন আমাদের দেহের কার্য্য ভগবানেরই কার্য্য, এই ভাব জাত হয়। এই ধারণার বলে অহংকর্ত্তৃভাব ত্যাগ করিয়া, নিজদেহের সর্ব্ব কার্য্য ঈশ্বরে আরোপ করাকে 'কর্ম্ম অর্পণ' করা বলে। 'অচ্যুত-ভাব' না হইলে এইরূপে কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারা যায় না ; কারণ জ্ঞান না হইলে, ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অনুভব করা যায় না ; এবং সেই জ্ঞান 'অচ্যুতভাব' হইতেই হয়। সেই জন্যই বলিলেন যে, যদি ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারা না যায় (অর্থাৎ যদি 'অচ্যুতভাব' জাত হইয়া কর্ম্ম-অর্পণ-প্রবৃত্তি স্বতঃই না হয়) তাহা হইলে, কেবল কামনা ছাড়িলেই, অর্থাৎ বৈরাগ্য দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয় না।

'ন শোভতে'—শোভা অর্থাৎ মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইলেও ঐ জ্ঞান পাতলা মেঘের মধ্যে চন্দ্র-দর্শনের তুল্য ; তখন চন্দ্রকে দেখা যায় বটে, কিন্তু চন্দ্রের শোভা বা স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায় না। সাধকের মনে অচ্যুতভাব জাত হওয়ার পরে তিনি মেঘনির্ম্মুক্ত শরদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মের চিৎ-সত্তার প্রভা ও আনন্দময়-সত্তার মাধুর্য্য এবং সগুণ-ব্রহ্মের (অর্থাৎ ভগবানের) ঐশ্বর্য্যাদির উৎকর্ষ এবং মাধুর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হন। যখন এইভাবে 'ব্রহ্মদর্শন' লব্ধ হয়, তখন 'অপরোক্ষ-দর্শন'-লাভ হইয়াছে বলে ; অর্থাৎ কোন বস্তুকে চক্ষে দেখিলে, তৎ-সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট অনুভূতি জাত হয়, ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ সুস্পষ্ট অনুভূতি লব্ধ হইয়াছে বলে। নারদের নিকট দীক্ষিত হওয়ার পরে ব্যাস এইরূপে পূর্ণব্রহ্মের দর্শন-লাভ করিয়াছিলেন (১স্ক ৭অ ৪ শ্লো)

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে দেখাইতেছেন যে, ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞান বা বাসনাত্যাগরূপ বৈরাগ্য দ্বারা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রভা ও মাধুর্য্য যথার্থভাবে অনুভব করা যায় না। ব্যাস নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মসাধনাই করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে দেখাইতেছেন যে 'অচ্যুতের' প্রতি (অর্থাৎ যাঁহাতে একই সময়ে চিন্ময় ও ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মের যুগল-

স্বরূপ বিরাজমান্ আছেন, তাঁহার প্রতি) যতদিন 'ভাব অর্থাৎ প্রবল ভক্তি (শব্দার্থ দেখ) সঞ্জাত না হয়, ততদিন কেবল জ্ঞান অথবা বৈরাগ্যযোগ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের প্রভা ও মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। ভক্তি ব্যতীত যে ব্রহ্ম-দর্শন হয়, তাহা মেঘের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণচন্দ্রের দর্শনের ন্যায় আনন্দহীন ; ঐ অবস্থায় চন্দ্রকে দেখা যায় বটে, কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্য এবং প্রভার শোভা প্রকৃতরূপে অনুভব করা যায় না।

কর্ম্মসকল নিয়তই অমঙ্গলকর ; অর্থাৎ সাধনকালে 'অহংকর্ত্তৃ'-ভাব এবং ফলকালে আসক্তি উৎপাদন করিয়া, কর্ম্মসকল আমাদিগকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। কেহ যদি কেবলমাত্র নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনি বৈরাগ্য দ্বারা যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের পূর্ণ প্রভা অনুভব করিতে পারেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। অচ্যুতের প্রতি ভক্তি জাত হওয়ার পরে যখন ভক্তি হইতে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন সেই জ্ঞানের প্রভাবে সাধক অনুভব করেন যে, অচ্যুতই 'ঈশ্বর', অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ; এবং তিনিই নিজের ঈক্ষার দ্বারা দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করাইয়া কর্ম্ম করাইতেছেন, দেহও তাঁহার রূপ-ভেদ, বিষয়ও তাঁহার রূপভেদ, এবং সাধক (অর্থাৎ 'জীব') নিজেও অচ্যুতেরই 'পরা' অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির অংশ।

অতএব ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব (= 'ঈশ্বরত্ব') অনুভব করার পরে দেহাত্মভাব হইতে সঞ্জাত 'অহংকর্ত্তৃ-ভাব ত্যাগ করিয়া নিজ দেহের সকল কার্য্যকে যখন নিঃসংশয়ভাবে ঈশ্বরে আরোপ করিতে পারা যায়, তখনই কর্ম্ম অর্পণ করা হইল, বলে। এইভাবে কর্ম্ম অর্পণ করিতে না পারিলে, কেবল বাসনা-ত্যাগ (অর্থাৎ বৈরাগ্য) দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের মাধুর্য্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয় না। যে জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম-অর্পণ-শক্তি হয়, সে জ্ঞান, ভক্তি ব্যতীত জন্মায় না। অতএব ভক্তি না হইলে, কেবল বাসনা-ত্যাগ দ্বারা যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয় না।

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩

(১৩) [অন্বয়] অথ হে মহাভাগ অমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতঃ ধৃতব্রতঃ ভবান্ অখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনা উরুক্রমস্য তৎ বিচেষ্টিতং অনুস্মর।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অথ = এই কারণে' যেহেতু ভক্তি হইতেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের স্ফুরণ হয়, অতএব ভক্তির সঞ্চারের জন্য; 'মহাভাগ'—আপনার 'ভগ' = যোগৈশ্বর্য্যাদি সম্পদ্ আছে। 'অমোঘদৃক্'—আপনার 'দৃক্' = জ্ঞানচক্ষু মায়ার মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। 'শুচিশ্রবাঃ'—আপনার শ্রব = যশঃ শুচি = পবিত্র, অতএব লোকে আপনার কথায় আস্থাবান্ হইবে। 'সত্যরতঃ'—'সত্য' = ব্রহ্ম, তাঁহাতে রত; আপনি ব্রহ্মচিন্তায় আনন্দ পান, এবং আপনি 'ধৃতব্রতঃ'—ধৃত হইয়াছে 'ব্রত' = ব্রহ্মচর্য্যাদি নিবৃত্তিমার্গ যাঁহা দ্বারা। এই সকল কারণে আপনি ভগবানের লীলাবর্ণনের জন্য যোগ্য পাত্র; এবং জনসাধারণ আপনার কথায় আস্থাবান্ হইয়া, আপনার বর্ণনা পাঠ ও শ্রবণ করিবে। তবে বলিতে পারেন যে, এই লীলাসকল আমি কিরূপে জানিব ?

সেইজন্য নারদ ব্যাসকে বলিলেন যে, 'অখিলবন্ধমুক্তয়ে'—অখিলানাং জীবানাং, অখিলস্য বন্ধস্য বা মুক্তয়ে (বিশ্বনাথ)। সকল জীবের সর্ব্ববিধ বন্ধন (অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন) হইতে মুক্তির জন্য, অর্থাৎ অবিদ্যা-নাশের জন্য; 'উরুক্রমস্য'—যাঁহার 'ক্রম' = গতি, উরু = বিশাল, অর্থাৎ যাঁহার শক্তি সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তাঁহার শক্তি আপনার চিত্তের উপরেও আছে, অতএব তিনি ইচ্ছামাত্র আপনার চিত্তে তাঁহার লীলাসকলের স্ফুরণ করিতে সমর্থ।

'সমাধিনা'—চিত্তকে 'সং'=সম্যগ্‌ভাবে ভগবানে স্থাপন করিয়া, নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া। তাঁহার 'বিচেষ্টিতং'—বি= বিবিধ+'চেষ্টিতং'=কার্য্যসকল (চেষ্ট্‌=কার্য্য করা); অর্থাৎ লীলা-সকল 'অনুস্মর'—'অনু'=অনুসৃত্য, অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত হইয়া 'স্মর'=স্মরণ করুন, লীলাসকলের গূঢ়রহস্যকে চিন্তা করুন। বিশ্বনাথ বলেন যে, এই লীলাসকল স্বপ্রকাশ, অনন্ত এবং অতি রহস্যযুক্ত, কেহ নিজ শক্তি দ্বারা ইহা বর্ণন বা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; ভক্তিযুক্তচিত্তে ঐ লীলাসকল আপনিই স্ফুরিত হইবে। [বস্তুতঃ লীলাসকল পরে ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল। ৭ম অ ৪র্থ শ্লোকে 'পূর্ণপুরুষ' পদের টীকা দেখ]।

ব্যাখ্যা—নারদ ব্যাসকে বলিলেন যে, আপনি মহাভাগ, অমোঘ-দৃক্‌, শুচিশ্রবা, সত্যরত, ধৃতব্রত। (এই সকল পদের অর্থ শব্দার্থের মধ্যে দেখ)। সুতরাং আপনি শ্রীভগবানের লীলা-বর্ণন-কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। অতএব আপনি সমাধিস্থ হইয়া উরুক্রমের (শব্দার্থ দেখ) লীলাসকল শরণাগতভাবে চিন্তা করুন; তাহা হইলে ভগবানের শক্তি-প্রভাবে লীলাসকল আপনার চিত্তে স্ফুরিত হইবে, এবং বর্ণনা-শক্তিও লাভ করিবেন। ঐ লীলা-বর্ণন পাঠ করিয়া, লোকের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এবং তাহাদিগের মনে ভক্তি সঞ্জাত হইয়া, সকল জীবকে সকল প্রকার অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি দান করিবে।

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্‌॥ ১৪

(১৪) [অন্বয়] পৃথগ্‌দৃশঃ অন্যথা যৎ কিঞ্চন বিবক্ষতঃ [পুংসঃ] মতিঃ তৎকৃতরূপনামভিঃ দুঃস্থিতা [সতী] কর্হিচিৎ কালে ক্বাপিচ স্থানে বাতাহত-নৌঃ-ইব আস্পদং ন লভেত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি' ঃ—'ততঃ পৃথগ্‌দৃশঃ—'ততঃ' = উরুক্রমাৎ পৃথক্ হইয়াছে দৃষ্টি যাঁহার ; ভগবানের নিকট হইতে অনুভব এবং বর্ণনার জন্য শক্তিকামনা না করিয়া, যিনি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেন। সেই ব্যক্তি 'যৎকিঞ্চন'—ছোট বা বড় যে কোন বিষয়, 'বিবক্ষতঃ' বর্ণনা করিতে ইচ্ছুক হন, তখন 'তৎকৃতঃ—'তৎ' = সেই পৃথক্ দৃষ্টি, অর্থাৎ অহংকর্ত্তৃভাব দ্বারা, 'কৃত' = সৃষ্ট হইয়াছে, যে সকল 'রূপনামভিঃ' রূপণীয়ৈঃ অর্থৈঃ তদ্বাচকৈঃ শব্দৈঃ চ, বর্ণনীয় বস্তুর নানা মূর্ত্তি চিত্তে উদিত হয়, এবং বর্ণনার সময় ভ্রমযুক্ত শব্দও বাহির হয় ; অবিদ্যাই ঐ সকল মতিভ্রমাদি করে। 'আস্পদং—গন্তব্যস্থান, লক্ষ্য ; 'আস্পদং ন লভেত' লক্ষ্যবস্তুকে অনুভব বা লাভ করিতে পারে না।

কেবল বর্ণনায় কেন, অপর অপর কার্য্যেও এই অহংকর্ত্তৃ-ভাব-বশতঃই নানাবিধ বিভ্রাট উপস্থিত হয়। বৈষয়িক কার্য্য করার সময়েও ভগবানের পাদমূলে দৃষ্টি না রাখিয়া, যখন আমরা আত্মশক্তির উপর দৃষ্টি রাখি, তখন অবিদ্যা মতিভ্রম ও স্মৃতিবিভ্রম সৃষ্টি করে ; তখন আমরা সোজা রাস্তাকে উল্টা বুঝি, এবং উল্টা রাস্তাকে সোজা বোধ করি। [সাংসারিক কার্য্যেও ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিলে, মতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া কার্য্যহানি হয়]।

ব্যাখ্যা—কোন বিষয় বর্ণনা করিবার সময় চিত্তকে একাগ্র-ভাবে ভগবানে স্থাপিত না করিয়া, যদি কেহ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করেন, তখন তাঁহার চিত্তে নিরূপণীয় বিষয়ের নানা মূর্ত্তি, এবং ঐ মূর্ত্তিবাচক নানা শব্দ জাত হইয়া তাঁহার মতিভ্রম উৎপন্ন করে। এইজন্য তিনি বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না ; এবং বর্ণনা করিতেও সমর্থ হন না। বায়ু দ্বারা আহত নৌকা যেরূপ গন্তব্য-স্থানে যাইতে পারে না, অবিদ্যা দ্বারা আহত হইয়া, চিত্তও সেইরূপ লক্ষ্য বস্তুকে প্রাপ্ত হয় না।

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ ১৫

(১৫) [**অন্বয়**] স্বভাবরক্তস্য [জনস্য] ধর্ম্মকৃতে জুগুপ্সিতং অনুশাসতঃ তব মহান্ ব্যতিক্রমঃ [জাতঃ]; যদ্বাক্যতঃ ইতরঃ ধর্ম্ম ইতি স্থিতঃ, জনঃ তস্য নিবারণং ন মন্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্বভাবরক্তস্য'—যাহারা স্বভাবতঃ (Constitutionally) 'রক্ত'=বিষয়াসক্ত। গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট হওয়াতে নরদেহে ভোগ-পিপাসা আছে; এবং সেই সঙ্গে প্রারব্ধ-জনিত সংস্কারের প্রেরণাও আছে; অতএব উৎপত্তি হইতেই জীব বিষয়ভোগসুখে আসক্ত। 'ধর্ম্মকৃতে'—ধর্ম্মার্থং (শ্রীধর)। বিশ্বনাথ বলেন, ভগবৎ-ধর্ম্ম-গ্রহণার্থং; 'জুগুপ্সিতং'—নিন্দনীয় সকাম অনুষ্ঠানসকল। 'অনুশাসতঃ—ব্যবস্থাকারী আপনার; 'ব্যতি-ক্রম'—অন্যায় (শ্রীধর)। কাম্যবস্তু লাভার্থে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে 'ধর্ম্ম' নামে ব্যবস্থা করাই আপনার অন্যায় হইয়াছে। 'ইতরঃ' —এই পদটিকে অন্বয়ে বিশেষ্যভাবে লওয়া হইয়াছে, তখন অর্থ হয়, যাহা ধর্ম্ম হইতে 'ইতর'=পৃথক্। এই পদকে বিশেষণভাবে অন্বয় করিলে, 'ইতরঃ জনঃ'=প্রাকৃতঃ জনঃ, অর্থাৎ সাধারণ লোক।

ব্যাখ্যা—মানব স্বভাবতঃই বিষয়াসক্ত, তাহাদের নিকট নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মসকল (অর্থাৎ ত্রিবর্গলাভের জন্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান) আপনি ধর্ম্মার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অনুশাসন দ্বারা আপনার মহান্ অন্যায় হইয়াছে। আপনার যে নির্দ্দেশ দ্বারা 'ইতরঃ' অর্থাৎ যে সকাম অনুষ্ঠানসকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, তাহারাই ধর্ম্মভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নির্দ্দেশকে এখন যদি কেহ নিবারণ করেন, তাহা হইলে লোকে ঐ নিষেধ গ্রাহ্য করে না। [অথবা, 'ইতরঃ জনঃ' অর্থাৎ সাধারণ লোকে গ্রাহ্য করে না]।

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো॥ ১৬

(১৬) [**অন্বয়**] বিচক্ষণঃ [জনঃ] নিবৃত্তিতঃ অনন্ত-পারস্য বিভোঃ সুখং বেদিতুং অর্হতি [ন পুনঃ অবিচক্ষণঃ]; ততঃ অনাত্মনঃ [অতএব] গুণৈঃ প্রবর্ত্তমানস্য [জনস্য পরমসুখায়] হরেঃ চেষ্টিতং দর্শয়।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি - বিচক্ষণঃ—অতিনিপুণঃ (শ্রীধর); বিবেকী (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ যাঁহাদের আত্ম, অনাত্ম জ্ঞান পূর্ব্বেই হইয়াছে। 'অনন্তপারস্য সুখং'—নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপের অনুভূতি হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা দেশতঃ ও কালতঃ অসীম এবং অনন্ত। 'বেদিতুং অর্হতি'– ঐ সুখ যে কি শ্রেষ্ঠবস্তু, তাহা বিচক্ষণ সাধকগণই কল্পনা করিতে পারেন, এবং সাধনার সময় অনুভবও করিতে সক্ষম হন। কিন্তু যাঁহারা 'অবিচক্ষণঃ' অর্থাৎ নিপুণ নহেন, তাঁহারা কেবল বিষয়ভোগ-সুখকে একমাত্র সুখ বলিয়াই জানেন; এবং উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অপর কোন প্রকার সুখ যে আছে, তাহা কল্পনাই করিতে পারেন না, অনুভব ত দূরের কথা। 'অনাত্মনঃ'= যাহাদের 'আত্ম' 'অনাত্ম'-জ্ঞান নাই, অতএব দেহাদির উপর অহং মম ভাব আছে, এবং ভোগেও আসক্তি আছে। অতএব তাহারা 'গুণৈঃ প্রবর্ত্তমানস্য'—রজঃ ও তমো-গুণ দ্বারা পরিচালিত।

ব্যাখ্যা—কেহ হয়ত বলিবেন যে, নিবৃত্তিমার্গে সাধনা করিয়া, লোকে ত ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবের সুখ লাভ করিতে পারে, তবে আর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন কি? তাই বলিলেন যে, নিবৃত্তি-মার্গে সাধনা ত অনেক লোকই

করিতে পারে না, কারণ সাধারণ লোকে প্রবৃত্তিমার্গেই থাকে, এবং গুণত্রয়সৃষ্ট বাসনাসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা 'অনাত্মা' =আত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য। অতএব দেহাদিতে আসক্ত সেই সকল লোককে শ্রীহরির মাধুর্য্য দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ভক্তিমার্গে আনয়ন করার জন্য শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তন করুন।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১৭

(১৭) [**অন্বয়**] স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা হরেঃ চরণাম্বুজং ভজন্ অথ যদি অপক্কঃ ততঃ পতেৎ [তদা] যত্র ক্ব বা অমুষ্য কিং অভদ্রং অভূৎ ? অভজতাং স্বধর্ম্মতঃ কঃ বা অর্থঃ আপ্তঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অপক্কঃ'—ভক্তির পরিপাক-অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে। কোন ফল পাকিলে, তাহার কষায়রস মধুররসে পরিণত হয়। ভক্তির পরিপাক হইলে, সাধকের চিত্তে কাম-ক্রোধাদি কষায়রসও প্রেম এবং ভক্তিতে পরিণত হয়। 'ততঃ' —সেই 'ভজন' কার্য্য হইতে; 'পতেৎ'—মৃত্যু বা পদস্খলন হয়। 'যত্র ক্ব বা'—যে কোন অবস্থাতেই, অর্থাৎ যতই অধোগতি হউক না কেন। 'অভজতাং'—ভক্তিহীন লোকদিগের; স্বধর্ম্মতঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে; 'অর্থঃ'—পুরুষার্থ।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিতেছেন না, কেবল ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও কেবল শ্রীহরির প্রতি ভক্তি করিতে করিতে পক্কতা লাভের পূর্ব্বে (অর্থাৎ, ভক্তির স্ফুরণ হইয়া, কাম ক্রোধাদি দূর হওয়ার পূর্ব্বে) ভক্তিমার্গ হইতে বিক্ষিপ্ত হন, তখনও তাঁহার স্থায়ী অনিষ্ট হয় না। কারণ সংসারে নানা

যোনিতে ঘুরিতে শ্রীহরির সহিত মিলন সুখের মাধুর্য্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়া, আবার তাঁহাকে উচ্চপদবীতে উন্নীত করে—১৯ শ্লোক। কিন্তু যদি ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানবজীবনের কোন পুরুষার্থই লব্ধ হয় না—যে ধনধান্যাদি লব্ধ হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং প্রকৃত পুরুষার্থ নয়।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ১৮

(১৮) [**অন্বয়**] কোবিদঃ তস্য এব হেতোঃ প্রযতেত যৎ উপরি অধঃ ভ্রমতাম্ ন লভ্যতে অন্যতঃ গভীররংহসা কালেন দুঃখবৎ তৎ সুখং সর্ব্বত্র লভ্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি- প্রযতেত 'প্র' = প্রবলভাবে যত্ন করা উচিত; 'ভ্রমতাং'—ভ্রমদ্ভিঃ; 'অন্যতঃ'—যদি শ্রেষ্ঠ সুখলাভের চেষ্টা না কর; 'গভীররংহসা'—অলক্ষ্য-গতিযুক্ত। কালশক্তি কখন্ কি বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। যে অনন্তসুখ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন, ঐ সুখ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভের সুখ, এবং উহার উপর কালশক্তির প্রভাব নাই। 'ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ 'প্রভুঃ'। এই পরমপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে যদি মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই লোকচতুষ্টয়ে ঘুরিতে হয়, তখনও ঐ চারি উচ্চলোকে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা ভোগলোকের সুখ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; এবং ঐ লোকচতুষ্টয়ে কালের প্রভাব না থাকাতে এই সুখ ক্ষয় না হইয়া, ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বিশুদ্ধ হয়। উহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইলে, সাধক এই চারিলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে যান।

ব্যাখ্যা- এই শ্লোকে 'উপরি,' ও অধঃ' বাক্যদ্বয় দ্বারা ভোগ-

লোকত্রয় উপলক্ষিত হইয়াছে। এই ভোগলোকের বাহিরে উচ্চ-লোকে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহার উপর কালের প্রভাব নাই। সেই জন্য এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে অনন্তসুখ ভোগলোক-ত্রয়ের উচ্চ বা নিম্নলোকে (স্বঃলোক বা ভূলোকে) কোথাও পাওয়া যায় না, সেই সুখের জন্যই প্রবলভাবে চেষ্টা করা উচিত। যদি ঐ অনন্তসুখের জন্য চেষ্টা না কর, তাহা হইলে কালের অলক্ষ্যশক্তির প্রভাবে সকল যোনিতে (অর্থাৎ শূকরাদি যোনিতেও) এবং সকল যায়গায় অর্থাৎ নরকাদিতেও দুঃখ পাওয়া যায়, সুখও পাওয়া যায়। এমন কি, কোন চেষ্টা না করিয়াও প্রারব্ধবশে ঐরূপ ক্ষণস্থায়ী সুখ বা দুঃখ পাওয়া যায়।

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥ ১৯

(১৯) [অন্বয়] মুকুন্দসেবী জনঃ জাতু কথঞ্চন অন্যবৎ সংসৃতিং ন আব্রজেৎ ; রসগ্রহঃ জনঃ মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-উপগূহনং স্মরন্ পুনঃ বিহাতুং ন ইচ্ছেৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃত্তি—'মুকুন্দসেবী জনঃ'—যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে 'মুকুন্দ' = মোক্ষদাতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, অর্থাৎ শরণাগত হইয়াছে। 'জাতু' - কখনও 'কথঞ্চন'—কোন অবস্থাতেই। পূর্ব্ব শ্লোকে বলিলেন যে ভক্তির অপক্ক দশায় সাধকের যদি পদস্খলন হইয়া, আবার সংসারে গতি হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতি হয় না। সেই ভাবই এই শ্লোকে বিশদ করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার যে অবস্থাতেই পদস্খলন হইয়া, পুনরায় সংসারে গতি হউক না কেন, তিনি 'অন্যবৎ সংসৃতিম্ ন আব্রজেৎ'—'অন্যবৎ' = যাহারা মুকুন্দসেবী নয়, তাহারা যেরূপ

'সংসৃতিম্ আব্রজেৎ'—আ = সম্পূর্ণরূপে] অর্থাৎ দীর্ঘকালের জন্য ; সংসৃতিং = ভোগলোকত্রয়ে + 'ব্রজেৎ' = গমন করেন, যাঁহাদিগের নানাবিধ ভোগবাসনা থাকে তাহার ক্ষয়ের জন্য তাঁহারা নানা যোনিতে ভ্রমণ করেন। কিন্তু মুকুন্দসেবী জনগণের ঐরূপ ভ্রমণ করিতে হয় না। তাঁহারা মুকুন্দাঙ্ঘ্রি = মুকুন্দের পাদপদ্মকে 'উপগূহন' = আলিঙ্গন করার সময় যে সুখ হয়, সেই সুখকে 'স্মরন্' = স্মরণ করিয়া ; অর্থাৎ সংসারে পতিত দশায় তাঁহাদের মনে শ্রীহরির সেবা-সুখের স্মৃতি উদিত হওয়াতে 'বিহাতুং ন ইচ্ছেৎ'—মুকুন্দের পদসেবা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ সেই সুখের তুলনায় বিষয়ভোগসুখ হেয় বোধ হয়। অর্থাৎ তাঁহাদের মতি তখন ভোগসুখ ছাড়িয়া মুকুন্দের দিকে যায়, এবং শীঘ্রই সংসার-মুক্তি হয়।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। উপগূহনের সময় ভক্ত শ্রীহরির মাধুর্যের আস্বাদ পাইয়া 'রসগ্রহঃ' হন।

ইদন্তু বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥ ২০

(২০) [অন্বয়] ইদং হি বিশ্বং [তথা] ইতরঃ ইব [প্রতীয়মানঃ জীবঃ অপি] ভগবান্, যতঃ জগৎ-স্থান-নিরোধ-সম্ভবাঃ [ভবন্তি], তৎ হি ভবান্ স্বয়ং বেদ, তথাপি ভবতঃ [পরিতোষার্থং] তে প্রাদেশমাত্রং প্রদর্শিতং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রাদেশমাত্রং'—দশাঙ্গুলমাত্র, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র অংশ।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে দেখাইতেছেন যে, এতকাল জ্ঞানকাণ্ডে সাধনা করিয়াও ব্যাস ব্রহ্মস্বরূপের অতি অল্প অংশমাত্রই

অনুভব করিয়াছেন ; অতএব এখন 'লীলাকীর্ত্তন দ্বারা নিজের চিত্তে ভক্তির স্ফুরণ করুন ; সেই সঙ্গে জ্ঞানেরও অধিকতর স্ফুরণ হইবে (১২ শ্লোক দেখ)। শ্লোকের ভাবার্থ এই, হে ব্যাস ! অপনি জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা দ্বারা জানেন যে, দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মময়, এবং যে জীবসত্তাকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই জীবও ভগবানের অংশ। এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আপনি ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মস্বরূপের (যাঁহাকে 'ভগবান' বলে) অতি অল্প অংশই অনুভব করিয়াছেন।

ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় ত-
ন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্। ২১

(২১) [**অন্বয়**] হে অমোঘদৃক্ ত্বং আত্মনা আত্মানং পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাং অবেহি, [তথা] জগতঃ শিবায় প্রজাতং অজং অবেহি, তৎ মহানুভাবাভ্যুদয়ঃ অধিগণ্যতাং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অমোঘদৃক্'—যাঁহার দৃক্ = অনুভব-শক্তি মায়া দ্বারা মুগ্ধ হয় না ; 'পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ—জ্ঞানিগণ যাঁহাকে পরমপুরুষ অর্থাৎ পরমব্রহ্ম ও যোগিগণ পরমাত্মা বলেন। **'কলা'**—অংশের অংশ ; 'প্রজাতং'—প্রকর্ষেণ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যময়-সত্তা প্রকটিত করিয়া জাত। 'মহানুভাব'—মহৎ হইয়াছে 'অনুভাব' অর্থাৎ গূঢ়তত্ত্ব যাঁহার ; যিনি অনন্তশক্তি, কিন্তু যাঁহার গূঢ়তত্ত্ব যোগমায়া-সমাবৃত হওয়াতে লোকে বুঝিতে পারে না। 'অভ্যুদয়' অবতারসকল' ; 'অধিগণ্যতাং'—'অধি' = আধিক্যেন, প্রাধান্যেন + 'গণ্যতাং', উৎকর্ষ খ্যাপন করুন।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস আপনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ; অতএব অবিদ্যা আপনার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে না। যিনি পরম

পুরুষ ও পরমাত্মা তাঁহারই 'কলায়' অর্থাৎ বিভূতিতে আপনার জন্ম, ইহা আপনি জানেন; সুতরাং আপনার নিজের প্রতিভা কত বেশী তাহাও অবগত আছেন; এবং ভগবান্ স্বয়ং জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত হইলেও তিনি জগতের মঙ্গলার্থ নিজের ঐশ্বর্য্যময় সত্তা লইয়া নানা সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন ; এখন সেই অনন্ত-শক্তি ভগবানের অবতারসকলের শ্রেষ্ঠতা ও গূঢ়তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ ২২

(২২) [অন্বয়] ইদং যৎ উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবর্ণনং [তৎ] হি পুংসঃ তপসঃ শ্রুতস্য স্বিষ্টস্য সূক্তস্য বুদ্ধিদত্তয়োঃ অবিচ্যুতঃ অর্থঃ, কবিভিঃ নিরূপিতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'শ্রুত' = বেদাধ্যয়ন ; 'স্বিষ্ট'—সদাচার ; 'সূক্ত'—সদ্বাক্য, 'অবিচ্যুতঃ অর্থঃ'—যে 'অর্থের' = ফলের 'বিচ্যুতি' = স্খলন হয় না ; 'উত্তমঃশ্লোক—যাঁহার 'শ্লোক' কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে, তমঃ = মোহান্ধকার-নাশ হয় (উদ্গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ)। 'গুণানুবর্ণন'—শ্রীহরির গুণের অর্থাৎ মাহাত্ম্যের 'অনু' = পুনঃ পুনঃ এবং গভীর সারতত্ত্ব খ্যাপন করিয়া, কীর্ত্তন।

ব্যাখ্যা—লোকে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সদাচার, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, বুদ্ধি এবং দান দ্বারা যে অব্যভিচারী সিদ্ধি লাভ করে, সেই সিদ্ধি কেবল শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন করিলেই লব্ধ হয়। অর্থাৎ তপস্যাদি দ্বারা যদি শ্রীহরির প্রতি ভক্তি জাত হয়, তাহা হইলেই 'অবিচ্যুতঃ অর্থঃ' সিদ্ধি লব্ধ হইল, বলে। ঐ সকল কার্য্য দ্বারা যদি স্বর্গাদি বা বৈষয়িক সিদ্ধি লব্ধ হয়, তাহা অবিচ্যুত অর্থাৎ স্থায়ী নহে ; কেবল ভক্তিই

স্থায়ী সিদ্ধি। সেই ভক্তি (ঐ সকল কার্য্য না করিয়াও) কেবল শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন দ্বারা লব্ধ হয়।

অহং পুরাতীতভাবেঽভাবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥ ২৩

(২৩) [**অন্বয়**] হে মুনে অহং পুরা অতীতভাবে বেদবাদিনাং কস্যাঃ চ দাস্যাঃ অভবম্; বালক এব প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাং যোগিনাং শুশ্রূষণে নিরূপিতঃ [আসম্]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পুরা'—পূর্ব্বকল্পে; 'অতীতভাবে' —পূর্ব্বজন্মে; 'নির্বিবিক্ষতাং'—'নি' নিশ্চিন্তভাবে 'বিশ্'=প্রবেশ করা, ইচ্ছার্থে 'সন্'; গৃহে প্রবেশ করিয়া, বাস করিতে ইচ্ছুক ছিলেন যাঁহারা।

ব্যাখ্যা—নারদ আত্মজীবন বর্ণন আরম্ভ করিয়া বলিলেন যে, হে ব্যাস! পূর্ব্বকল্পে আমার নরযোনিতে জন্ম হয়। তখন বেদাধ্যয়ন ও বেদগানে রত কোন ব্রাহ্মণের গৃহে এক দাসীর গর্ভে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে কতকগুলি যোগী বর্ষাকালে অরণ্য ছাড়িয়া লোকালয়ে নিরাপদে বাস করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। আমি সেই বেদবাদিগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্ত্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি॥ ২৪

(২৪) [**অন্বয়**] যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ [তথাপি] তে

মুনয়ঃ অপেতাখিলচাপলে দান্তে, অধৃতক্রীড়নকে অল্পভাষিণি অনুবর্ত্তিনি শুশ্রূষমাণে অর্ভকে [ময়ি] কৃপাং চক্রুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তুল্যদর্শনাঃ'—কৃপা দ্বিবিধ—গুণময়ী ও নির্গুণা। যাঁহারা লোকের দোষগুণ বিচার করিয়া কৃপা করেন, তাঁহারা তুল্যদর্শনাঃ, অর্থাৎ সমদৃষ্টি নন। যখন ভগবদ্‌ভক্তি দ্বারা হৃদয় দ্রব হয়, তখন গুণকৃত কঠোরতা নষ্ট হইয়া, নির্গুণা-কৃপাপ্রবৃত্তি জাত হয়। এই প্রবৃত্তি যাঁহার হইয়াছে, তিনি তখন পাষণ্ডকেও কৃপা করেন (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—ঐ মুনিগণ যে, লোকের দোষগুণ বিচার করিয়া কৃপা করিতেন, তাহা নহে। ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবে নির্গুণা কৃপা তাঁহাদিগের মনে জাত হওয়াতে, তাঁহারা সকলকেই কৃপা করিতেন। [কিন্তু যোগ্যতাভেদে কৃপা-প্রকাশের তারতম্য হইত]। আমি বালক হইয়াও একেবারে চপলতাশূন্য ছিলাম ; এবং আমার মন, বুদ্ধি ও দেহাদি সংযত ছিল ; ক্রীড়াদিতে আমি এত অনাসক্ত ছিলাম যে, ক্রীড়ার পুতুল প্রভৃতি স্পর্শ করিতাম না, বালসুলভ বাচালতা আমার ছিল না, সেইজন্য অল্প কথা কহিতাম, এবং নিয়ত যোগিগণের পিছু পিছু থাকিয়া সেবা করিতাম। এই সকল দেখিয়া ঐ যোগিগণ আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যোগ্যপাত্র বোধে আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। [এই জন্যই উচ্ছিষ্ট-ভোজনে এবং তাঁহাদের নিকটে বসিয়া কৃষ্ণ-কথাশ্রবণে অনুমতি দিয়াছিলেন]।

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে॥ ২৫

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ ২৬
তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে॥ ২৭
ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সঙ্কীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা॥ ২৮

(২৫—২৮) [অন্বয়] দ্বিজৈঃ অনুমোদিতঃ [সন্] [অহং] উচ্ছিষ্টলেপান্ সকৃৎ ভুঞ্জে স্ম; অহং তদপাস্তকিল্বিষঃ [জাতঃ] এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসঃ তদ্ধর্ম্মে এব আত্মরুচিঃ প্রজায়তে।

হে অঙ্গ [অহং] তত্র প্রগায়তাং অনুগ্রহেণ অন্বহং মনোহরাঃ কৃষ্ণকথাঃ অশৃণবং; শ্রদ্ধয়া মে [প্রিয়শ্রবণঃ] তাঃ [কথাঃ] অনুপদং বিশৃণ্বতঃ মম প্রিয়শ্রবসি রতিঃ অভবৎ।

হে মহামতে, তদা তস্মিন্ লব্ধরুচেঃ মম প্রিয়শ্রবসি অস্খলিতা মতিঃ [অভবৎ] যয়া মত্যা অহং এতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পরে ব্রহ্মণি ময়ি কল্পিতং [ইতি] পশ্যে।

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকৌ ঋতূ [ব্যাপ্য] মহাত্মভিঃ মুনিভিঃ সংকীর্ত্তমানং হরেঃ অমলং যশঃ অনুসবং বিশৃণ্বতঃ মে আত্মনঃ রজস্তমোপহা ভক্তিঃ প্রবৃত্তা।

নারদের জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর—লীলাকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে কিরূপে নারদের চিত্তে ক্রমশঃ ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্ফুরণ হইল, তাহারই চিত্র এই শ্লোকচারিটিতে অঙ্কন করিয়াছেন। প্রথমে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করিয়া, পরে ব্যাখ্যা এবং রসবিবৃতি করা হইবে।

পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বসূচনা—যোগিগণের আচরণে এবং (সম্ভবতঃ) তাঁহাদের গীতের সুমধুর স্বর দ্বারাও আকৃষ্ট হওয়াতে 'ভজন' গান, শ্রবণের ও বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা নারদের মনে জাত হইল; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আশঙ্কাও জন্মিল। আমি দাসীর পুত্র, এবং আমার দেহ দোষযুক্ত, অতএব আমি এই পবিত্র গাথা শুনিতে অধিকারী নহি; এবং শ্রবণের পূর্ব্বে আমার দেহ ও মন বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; এই ধারণাও সেই সময়ে নারদের মনে উদয় হইল। এই আশঙ্কার উদয়, এবং সেই সঙ্গে দেহ এবং মনকে বিশুদ্ধ করার প্রবৃত্তির উৎপাদনও শ্রীহরিরই লীলা।

শ্রদ্ধা, আত্মনির্ভর এবং উৎসাহের সঞ্চার—গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার কথার প্রতি বা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা বেশী উপকার হয় না। নিজের অশুচিত্ব অনুভব করার পরে উচ্ছিষ্টভোজন দ্বারা আমার সকল অন্তরায় দূর হইয়াছে, নারদের মনে যখন এই বিশ্বাস জন্মিল, তখন তাঁহার মনে আত্মনির্ভর এবং উৎসাহ সঞ্জাত হওয়াতে এই দুই বস্তুই সাধনমার্গে পরমসহায় হইয়া দাঁড়াইল। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময় তথায় শুকদেবের আগমনের পরে, শুকদেবের পাদোদক স্পর্শ দ্বারা মহারাজের চিত্তেও এইরূপ উৎসাহ এবং আত্মনির্ভর জন্মিয়াছিল। এই ভাবে আদিতে ভিত্তি-স্থাপন হওয়ার পরে নারদের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল।

কথারুচির উদয়—কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে সেই কথার মাধুর্য্য নারদের চিত্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায়

আকৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং নারদ দেখিলেন যে, বিষয়সুখ আর ভাল লাগে না ; এবং কৃষ্ণকথাই তাঁহার 'মনোহরাঃ' হইয়াছে। অর্থাৎ চোর যেমন অলক্ষিতভাবে কোন বস্তু অপহরণ করে, কৃষ্ণকথাও সেইরূপ অলক্ষিতভাবে নারদের মনকে 'হরণ' করিয়া লইয়াছে। কখন এবং কিরূপে কৃষ্ণকথার উপর এই আসক্তি জন্মিল, তাহা নারদ অনুভব করিতে না পারিলেও, আসক্তি সঞ্জাত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন। চিত্তের এই ভাবের নাম 'কথারুচি'।

রুচির সহিত শ্রদ্ধার সঞ্চার—এইরূপে যখন কৃষ্ণকথার প্রতি 'রুচি' সঞ্জাত হইতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নারদের মনের মধ্যে অলক্ষিতভাবে কথার প্রতি শ্রদ্ধার উদয়ও হইতেছিল ; অর্থাৎ কথায় বর্ণিত বিষয়সকল সত্য, এই বিশ্বাসও নারদের মনে জাত হইল। 'শ্রদ্ধা' না থাকিলে, রুচি হইতেই পারে না।

শ্রবণে প্রবল আগ্রহ—কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে নারদের মনে পূর্ব্বকথিত শ্রদ্ধা ও কথারুচি যখন ক্রমশঃ অতিশয় প্রবল হইল, তখন তিনি 'অনুপদ' অর্থাৎ কীর্ত্তনের প্রতিবাক্য আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

রতির সঞ্চার—যে রুচি শ্রীহরির লীলাবর্ণনের বাক্যের উপর ছিল, অবশেষে উহা স্বয়ং শ্রীহরির উপর স্থাপিত হইল। এই ভাবের নামই 'রতি'। এই প্রকার অবস্থায় নারদ এবং ভগবানের মধ্যে 'আত্মীয়ভাব' স্থাপিত হইল।

নৈষ্ঠিকী রতি এবং অস্খলিতা মতি—শ্রীহরির প্রতি রতি জাত হওয়ার পরে, ঐ রতি এতই প্রবল হইয়াছিল যে, নারদের মন শ্রীহরিকে ছাড়িয়া আর অপর কোন বস্তুকেই কামনা করিত না। সাংসারিক কার্য্যের সময়েও তাঁহার মন শ্রীহরিতেই আবদ্ধ থাকিত। এই ভাবের নাম 'অস্খলিতা মতিঃ'।

নিশ্চলা মতি—এই ভাব ভক্তিরই রূপভেদমাত্র এবং ইহাই প্রগাঢ় হইয়া, নিশ্চলা ভক্তির রূপ ধারণ করে (২৮ শ্লোক)।

বৈরাগ্য—অস্খলিতা মতি জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ;—নারদের মন প্রথমে যখন শ্রীহরির কথার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তখন হইতেই বৈরাগ্যের সঞ্চার আরম্ভ হয়। কারণ, তখন বিষয়ভোগ অপেক্ষা ঐ কথাসকলই তাঁহার ভাল লাগিত।

রতির সহিত জ্ঞানের স্ফূরণ—'অস্খলিতা মতির' সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রবলভাবে জ্ঞানের স্ফূরণ হওয়াতে, নারদ অনুভব করিলেন যে, তাঁহার আত্মস্বরূপ (অর্থাৎ, 'জীব' সত্তা) দেহ হইতে ভিন্ন, এবং এই 'জীব' ব্রহ্মেরই অংশ ; অতএব এতকাল ভগবানের 'মায়া' দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি স্থূল-দেহকে 'অহং' ভাবিতেন। অর্থাৎ মায়াই এতকাল দেহাত্মভাব উৎপাদন করিয়াছিল। এই প্রকারে অস্খলিতা মতির সঙ্গে জ্ঞানের স্ফূরণ হওয়াতে, ঐ জ্ঞানের প্রভাবে নারদ 'আত্মস্বরূপ' এবং 'মায়ার স্বরূপ' অনুভব করিলেন। কথারুচি এবং রতি সঞ্জাত হওয়ার সময় মনের মধ্যে অলক্ষ্যভাবে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে।

অবিদ্যা-নাশ ও ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পূর্ণ স্ফূরণ—এই অস্খলিতা মতি অধিকতর স্ফুরিত হইয়া, যখন প্রগাঢ় ভক্তির রূপ ধারণ করে, তখন সেই সঙ্গে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উভয়েই বর্দ্ধিত হয় ; এই জ্ঞানই অবিদ্যার রজঃ ও তমোগুণদ্বয়কে দূর করে। কারণ, দেহাত্মভাব অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; এবং এই দেহাত্মভাবই রজঃ এবং তমোগুণদ্বয়ের আধার। অতএব অবিদ্যার অপগমের সঙ্গে সঙ্গে রজঃ ও তমোগুণদ্বয় আপনিই উপশমিত হয়। সেই জন্য জ্ঞানের সঙ্গে নারদের বৈরাগ্যও অধিকতর মাত্রায় স্ফুরিত হইল।

ব্যাখ্যা ও রসবিবৃতির সার অংশ উপরে দেওয়া হইল, অতএব ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত করা হইবে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'উচ্ছিষ্টলেপান্'—ভোজনপাত্রে খাদ্যের যে উচ্ছিষ্ট অংশ লাগিয়াছিল, তাহাকে ; 'সকৃৎ'—একবার-মাত্র ; 'স্ম'—অতীতকালজ্ঞাপক। 'কিল্বিষ'—কিল্বিষ পদে ভক্তির প্রতিবন্ধক 'অনর্থ' বুঝায় (বিশ্বনাথ)। আমি পাপী, এই ধারণা এবং চিত্তের চঞ্চলতা ও সন্দেহ প্রভৃতি সবই 'কিল্বিষ' পদের অন্তর্গত। 'এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসঃ'—আমি 'অপাস্তকিল্বিষঃ' হইয়াছি, অর্থাৎ আমার চিত্ত হইতে ভক্তির সকল প্রতিবন্ধকই দূর হইয়াছে, এই ধারণা লাভ করিয়া, কেহ যখন 'প্রবৃত্তঃ' = আগ্রহের সহিত কৃষ্ণকথাশ্রবণে নিরত হন ; তখন 'তদ্ধর্ম্মে—তেষাং ধর্ম্মে' অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ; 'আত্মরুচিঃ প্রজায়তে'—শ্রবণকারীর নিজের রুচি 'প্র' = প্রবলভাবে জাত হয় ; অর্থাৎ কৃষ্ণকথা শুনিতে অতিশয় ভাল লাগে।

'প্রগায়তাং' যাঁহারা প্র = হৃদয়গ্রাহিভাবে গান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের। 'অন্বহং'—দিনের পর দিন, অর্থাৎ প্রতিদিন। 'মনোহরাঃ'—এই পদটি 'কৃষ্ণকথাঃ' পদের বিশেষণ। ইহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বে যে রুচি জাত হইয়াছিল, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া, নারদের মনকে এত মুগ্ধ করিল যে, ঐ কৃষ্ণকথা যেন তাঁহার মনকে 'হরণ' = চুরি করিয়া লইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। 'শ্রদ্ধয়া'—এই পদ প্রকাশ করে যে, সেই সময়ে নারদের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল, অর্থাৎ কৃষ্ণকথা-বর্ণিত বিষয়সকল সত্য, এই বিশ্বাস হইয়াছিল। অনেক লোক আছেন, ভগবানের কথা পাঠ বা শ্রবণ আরম্ভ করার সময় তাঁহাদের মনে বিশেষরূপ 'শ্রদ্ধা' থাকে না ; কিন্তু শুনিতে শুনিতে ঐ সকল কথায় রুচি জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাও জন্মায়। অতএব 'আমার শ্রদ্ধা নাই' আমি ভক্তি-বিশ্বাস-হীন,-শুনিয়া কি করিব, ইহা ভাবিয়া শ্রবণে নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। নিতান্ত মন্দভাগ্য না হইলে, শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রদ্ধার সঞ্চার স্বয়ং ভগবানই করেন। তবে শ্রবণ করা

চাই, এবং সেই সময়ে আমার শ্রদ্ধা হউক, এই বাসনাও থাকা চাই।

'প্রিয়শ্রবসি রতিঃ অভবৎ'—আগে যাঁহার 'শ্রব' = যশ-(মাহাত্ম্য) প্রকাশক কথা, আমার প্রিয় ছিল, এখন স্বয়ং তাঁহার প্রতি আমার 'রতি' অর্থাৎ প্রেম হইল; অর্থাৎ যে প্রেম বাক্যের উপর ছিল, তাহা সেই বাক্যের আধারভূত শ্রীকৃষ্ণের উপর স্থাপিত হইয়া ব্যক্তিগত মূর্ত্তিতে স্ফুটিত হইল। তখন ঐ প্রেমে 'শ্রীকৃষ্ণ আমার, এবং আমি শ্রীকৃষ্ণের' এই আত্মীয় ভাব সঞ্জাত হইল। 'লব্ধরুচেঃ মম তস্মিন্ প্রিয়শ্রবসি'—যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মনে প্রেম জাত হইয়াছিল, এবং যাঁহার কীর্ত্তিকথা আমার প্রিয় ছিল, তাঁহার প্রতি আমার 'অস্খলিতা মতি' হইল—অর্থাৎ আমার মন কখনও শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইত না।

'যয়া মত্যা'—যে অস্খলিতা মতির প্রভাবে। অর্থাৎ মতি নিয়ত শ্রীকৃষ্ণে আবদ্ধ থাকায়, তদ্দ্বারা জ্ঞানের স্ফুরণ হওয়াতে; সেই জ্ঞান দ্বারা নারদ অনুভব করিলেন যে, 'স্বমায়য়া'—'স্বস্য' = শ্রীকৃষ্ণের 'মায়য়া' = মায়াশক্তি দ্বারা মুগ্ধ হওয়াতে এতকাল তিনি 'সদসৎ'—'সৎ' = ব্যষ্টিরূপ স্থূলবস্তুকে (নিজ শরীরকে) + 'অসৎ' = সূক্ষ্ম বস্তুসকলকে, অর্থাৎ শরীরের কার্য্যকরী শক্তিসকলকে। 'ময়ি কল্পিতং'—'ময়ি' = আত্মস্বরূপের উপর। অর্থাৎ যে 'জীব' ই আমার (অহং' বা 'ত্বং' পদার্থের) প্রকৃত স্বরূপ সেই 'জীব'-স্বরূপের উপর + কল্পিতং = আরোপিতং। 'এতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পরে ব্রহ্মণি ময়ি কল্পিতং [ইতি] পশ্যে'—শ্রীকৃষ্ণের মায়ার মোহবশতঃ এতকাল আমি দেহকে অহং ভাবিতাম, এবং দেহের কার্য্যকে নিজের কার্য্য ভাবিতাম; (অর্থাৎ 'দেহাত্মবুদ্ধি' এবং 'অহংকর্ত্তা'-ভাব জন্মিয়াছিল); [ইতি] পশ্যে—অস্খলিতা মতি দ্বারা জ্ঞান হওয়াতে এই ভ্রম অনুভব করিলাম; 'পরে ব্রহ্মণি ময়ি'—'পরে' = প্রপঞ্চাতীতে + ব্রহ্মণি = যাহা ব্রহ্মের রূপমাত্র (এই উভয় পদ 'ময়ি' পদের

বিশেষণ)। অর্থাৎ অস্খলিতা মতি দ্বারা আমি অনুভব করিতাম যে, আমার আত্মস্বরূপ মায়াপ্রপঞ্চের অতীত; (সুতরাং 'অহং' মায়াসৃষ্ট স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্); এবং 'ব্রহ্মণি'—উহা ব্রহ্মেরই রূপ (শ্রীধর)। এই আত্মস্বরূপ জ্ঞানকে 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান বলে। 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান এবং মায়া-স্বরূপের জ্ঞান একই সময়ে হয়। মায়ার স্বরূপের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয়।

'অনুসবং'—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই ত্রিকালে। 'প্রবৃত্তা' —'প্র' = প্রবলভাবে + 'বৃৎ' = জাত হইল। 'আত্মরজস্তমোপহা' —'আত্মনঃ' = চিত্তের রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে দূর করিতে সমর্থ হয় যাহা; এই পদ ভক্তিপদের বিশেষণ। ইহার ভাব এই যে, ভক্তি হইতে জ্ঞানের স্ফূরণ ও তৎসঙ্গে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া চিত্তের রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে দূর করে। অতএব সার কথা এই যে, একই সঙ্গে নারদের মনে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য জাত হইল।

ব্যাখ্যা—সেই মুনিগণের অনুমতি লইয়া, আমি একবারমাত্র তাঁহাদের ভোজনপাত্রে সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট সেবা করিয়াছিলাম। ঐ কার্য্য দ্বারা আমার চিত্ত হইতে ভক্তির প্রতিবন্ধক 'কিল্বিষ' সকল দূর হইয়া যাওয়াতে, এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়াতে, মুনিগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনের প্রতি আমার মনে প্রবল রুচি হইল। অর্থাৎ তাঁহাদের গান শুনিতে এবং নাম কীর্ত্তন করিতে আমার বড় ভাল লাগিত।

হে বৎস ব্যাস! মুনিগণ যখন 'প্রাণ খুলে' কৃষ্ণকথা গান করিতেন, তখন তাঁহাদিগের অনুগ্রহে আমি তাঁহাদিগের নিকট থাকিতে পাইয়া, ঐ কথা শুনিতাম। দিন দিন ঐ কথা শুনিতে শুনিতে আমি ক্রমশঃ উহাতে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বোধ হইত যে ঐ কথা যেন আমার মনকে 'হরণ' করিয়া লইয়াছে,

অর্থাৎ মন আর 'আমার' ছিল না, আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। তখন আমার মনে ঐ কথাসকলের উপর দৃঢ়তর 'শ্রদ্ধা' জাত হইয়াছিল; অর্থাৎ ঐ সকল বাক্যে বর্ণিত বিষয় সত্য, এই ধারণা প্রবল হইয়াছিল। শ্রবণ করিতে করিতে ঐ কথা আমার নিকট এত মধুর বোধ হইতে লাগিল যে, কীর্ত্তনের প্রতি পদ আমি আগ্রহ করিয়া শুনিতাম। এই প্রকারে শুনিতে শুনিতে আমার চিত্তের আরও একটি নূতন ভাব হইল;—যে শ্রীহরি এতকাল 'প্রিয়শ্রব' ছিলেন, অর্থাৎ যাঁহার কথা শুনিতে আগে আমার বড় ভাল লাগিত, এখন তিনি স্বয়ং আমার 'প্রিয়' হইলেন। অর্থাৎ যে 'রুচি' এতকাল শ্রীহরির লীলাদির উপর ছিল, সেই রুচি এখন 'রতির' (অর্থাৎ প্রেমের) আকার ধারণ করিয়া স্বয়ং শ্রীহরির উপর স্থাপিত হইল।

শ্রীহরির প্রতি রতি হওয়ার পরে ক্রমশঃ আমার মন তাঁহাতে এত আসক্ত হইয়া পড়িল যে, মন আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন বস্তুর দিকে যাইত না, এবং অপর কার্য্য করার সময়ও আমার মন শ্রীহরিতেই নিবদ্ধ থাকিত। এই অবস্থাকে বলে মতির 'অস্খলিত' ভাব। এই ভাব জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমার চিত্তে জ্ঞানের স্ফূরণ হইল; ঐ জ্ঞানের প্রভাবে আমি 'আত্মস্বরূপ' অনুভব করিলাম। তখন অনুভব করিলাম যে, 'আমি' অর্থাৎ 'জীব' পরমব্রহ্মের হ্লাদিনীশক্তির অংশ; সুতরাং ব্রহ্ম (অর্থাৎ বাসুদেব) এবং আমি উভয়েই দেহ হইতে ভিন্ন। মায়ার স্বরূপকেও সেই সময়ে উপলব্ধি করাতে, আমি বুঝিতে পরিলাম যে এতকাল কেবল ভগবানের মায়ার মোহবশতঃ আমি স্থূলদেহকে 'অহং' জ্ঞান করিতাম; এবং ব্রহ্মের যে শক্তি দেহকে পরিচালিত করে সেই শক্তিকে 'আমার' (স্থূলদেহরূপী 'অহং'এর) শক্তি ভাবিতাম। অর্থাৎ জ্ঞানের স্ফূরণ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতির পরে 'আত্মস্বরূপ', 'মায়ার স্বরূপ' এবং 'মায়ামুগ্ধজীবের 'স্বরূপ' এই

ত্রিবিধ বস্তুর অনুভূতি লব্ধ হইল। [অস্খলিতা মতি যখন হইয়াছিল, তখন স্বতঃই বৈরাগ্যের স্ফূরণ ও হইয়াছিল ; ক্রমশঃ ভক্তি এবং জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়া, 'আত্ম-স্বরূপ' ও 'মায়ার স্বরূপ' এবং 'মায়ামুগ্ধ জীবস্বরূপ' অনুভূত হইল]।

এইরূপে শরৎ ও বর্ষাকালে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় মুনিগণ-কর্ত্তৃক হৃদয়গ্রাহিভাবে কীর্ত্ত্যমান শ্রীহরির যশের (মাহাত্ম্যের) কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে ক্রমশঃ ভক্তি প্রবল হইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানও প্রবল হওয়াতে ঐ জ্ঞান দ্বারাই চিত্ত হইতে অবিদ্যার রজঃ ও তমঃ উপশমিত হইতে লাগিল। ভক্তি এবং জ্ঞানের পরিপাকের জন্য ঋষিগণ নারদকে দীক্ষা দিয়াছিলেন , এবং নারদ যখন ভগবানের দর্শন-লাভ করেন, তখন ভগবানও তাঁহাকে সাধনা করিতে উপদেশ দেন। কেবল পাঁচ মাসেই নারদের সিদ্ধিলাভ হয় নাই। ঋষিগণের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণে আগ্রহের সঞ্চার হওয়াতে, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে নারদের চিত্তে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার দ্বারা ভাবী সিদ্ধিলাভের পাকা 'গোড়াপত্তন' হইল।

তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ ॥২৯
জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥৩০
যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥৩১

(২৯-৩১) [অন্বয়] দীনবৎসলাঃ (তে ঋষয়ঃ) গমিষ্যন্তঃ তস্য এবং অনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ শ্রদ্দধানস্য দান্তস্য বালস্য চ অনুচরস্য মে [প্রতি], যৎ গুহ্যতমং জ্ঞানং সাক্ষাৎ ভগবতো-

দিতং, তৎ [জ্ঞানং] কৃপয়া অন্ববোচন্ ; যেন এব , জ্ঞানেন অহং ভগবতঃ বাসুদেবস্য বেধসঃ মায়ানুভাবং অবিদং, যেন তৎ পদং গচ্ছন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'এবং'*=পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে ; 'প্রশ্রিত'—বিনয়ী ; 'হতৈনসঃ'—'হত' নষ্ট হইয়াছে 'এনঃ' পাপ যাহার (এনঃ পদ 'ই'=গমন করা ধাতু হইতে হইয়াছে ; অর্থ, 'পাপ', যাহা দ্বারা অধোগতি হয়)। পাপী ব্যক্তির মতি বহির্ম্মুখী থাকাতে গূঢ়তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, সেইজন্য সাধনার পূর্ব্বে পাপক্ষয় হওয়া আবশ্যক : 'শ্রদ্দধানঃ'—যাঁহার শ্রদ্ধা অর্থাৎ 'বিশ্বাস আছে। 'বাল'—বালকের ন্যায় সরলপ্রকৃতি। 'অনুচর'—গুরুর আশ্রিত, ইহাতে আগ্রহ ও গর্ব্বশূন্যতা প্রকাশ করে। 'তস্য মে'—যে আমার মনে শুদ্ধ 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদার্থজ্ঞান অর্থাৎ 'গুহ্য' এবং গুহ্যতর জ্ঞান (২৭ শ্লোক দেখ) ; এবং দৃঢ়া ভক্তি জাত হইয়াছিল, সেই আমার নিকট (শ্রীধর)। 'গুহ্যতম জ্ঞান' লাভে অধিকারী হওয়ার পূর্ব্বে ভক্তি এবং 'গুহ্য' ও 'গুহ্যতর' জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। 'গুহ্যতম জ্ঞানং'—শ্রীধর বলেন, 'সাধনভূত ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞানং গুহ্যং'। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান (=ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞান) জাত হয়, তাহা 'গুহ্য' ; (বিশ্বনাথ বলেন, জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানং, এই জ্ঞানশাস্ত্র ভক্তিমিশ্রিত, কিন্তু জ্ঞানপ্রধান, ইহাকে 'গুহ্য' বলে)। শ্রীধর বলেন যে, 'তৎসাধ্যং বিবিক্তাত্ম-জ্ঞানং গুহ্যতরং, তৎ প্রাপ্য ঈশ্বরজ্ঞানং গুহ্যতমং', অর্থাৎ 'গুহ্য' জ্ঞান দ্বারা যখন সাধক আত্মস্বরূপকে দেহ হইতে 'বিবিক্ত' অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে অনুভব করেন, ঐ অনুভূতিকে 'গুহ্যতর' বলে। [এই গুহ্যতর জ্ঞান দ্বারাই আত্মস্বরূপ অর্থাৎ 'অহং'(='জীবঃ') দেহ হইতে ভিন্ন, এই জ্ঞান হয়] এবং 'তৎপ্রাপ্য ঈশ্বরজ্ঞানং গুহ্যতমং' ; গুহ্য ও গুহ্যতর জ্ঞান দ্বারা সাধক যখন ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করিয়া, ঈশ্বরকে লাভ করেন, অর্থাৎ জীবের সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ তাহা অনুভব

করিয়া, নিজে ঈশ্বর হইতে অভিন্নভাবে থাকেন, তখন ঐ জ্ঞানকে 'গুহ্যতম' জ্ঞান বলে।

'সাক্ষাৎ ভগবতোদিতং'—সাক্ষাৎ ভগবতা দেবকীনন্দনেন উদিতং (বিশ্বনাথ)। এই জ্ঞানের উদয় স্বয়ং শ্রীহরিই করেন, যোগিগণ কেবল এই জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব এবং (৩৭-৩৮ শ্লোকে উক্ত মন্ত্রে) এই জ্ঞানের জন্য সাধনোপায় নারদকে বলিয়াছিলেন। শ্রীধর বলেন 'ভগবতোদিতং' = ভাগবত-শাস্ত্রং। অন্ববোচন্—'অনু' = গূঢ়তত্ত্ব + 'অবোচন্' = বলিয়াছিলেন। 'যেন এব'—যে গুহ্যতম জ্ঞান দ্বারা, -অর্থাৎ নিজের সহিত ভগবানের যে অভেদ সম্বন্ধ আছে, তাহার অনুভূতির দ্বারা। 'মায়ানুভাবং'—(ব্যাখ্যা দেখ); 'অনু' = সূক্ষ্ম + 'ভাব' = স্বরূপ (ভূ = হওয়া); মায়ার প্রকৃত স্বরূপ কি, উহা কিরূপ অলক্ষিতভাবে চিত্তের এবং বস্তুসকলের উপর কার্য্য করে, ইত্যাদি বিষয়। 'অবিদং' = অনুভব করিয়াছিলাম।

কাহার মায়া ? তাই বলিতেছেন 'ভগবতঃ বাসুদেবস্য বেধসঃ'—'ভগবতঃ' পদ দ্বারা নিরুপাধিক ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ বুঝায় ; এবং 'বাসুদেব' পদ দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠাতৃত্ব, এবং 'বেধসঃ' পদ দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব বুঝায়। নারদ তখন অনুভব করিলেন যে, ব্রহ্ম ভগবদ্রূপে অনন্ত-ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। ব্রহ্মই বাসুদেবভাবে নারদের নিজের দেহে এবং সর্ব্ববস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন ; এবং তিনি 'বেধাঃ' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃভাবে নিজের অচিন্ত্যরূপিণী মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন ; ঐ মায়াশক্তির 'অনুভাব'—অর্থাৎ গূঢ় স্বরূপ এবং কার্য্য নারদ উপলব্ধি করিলেন।

'যেন তৎপদং গচ্ছন্তি'—এই সকল বিষয়ে অনুভূতি লাভ করিলে, সাধক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সাধক তখন সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দেখেন ; এবং যে প্রেমের বন্ধনে তিনি নিজে ভগবানের সহিত অভেদভাবে আবদ্ধ আছেন, সেই প্রেমের স্বরূপকেও অনুভব করেন।

চিত্ত প্রেম দ্বারা প্লাবিত হইলে, জ্ঞান এবং ভক্তি তখন চিত্তের মধ্যে এমন অভিন্নভাবে সংমিশ্রিত হয় যে, নিখিল বিশ্ব কেবল বিশ্বপ্রেমেরই মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। সাধক তখন 'তৎ' বস্তুকে =ব্রহ্মকে, দেখিতে পান না ; 'ত্বং' বস্তুকেও (= নিজেকেও) দেখিতে পান না, দেখেন কেবল অনন্ত প্রেমপ্রবাহ ; এবং তখন সমগ্র জগৎও হয় সেই অনন্ত প্রেমেরই মূর্ত্তি।

ব্রহ্মদর্শনের উচ্চতম স্তর—এই ভাবে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব-লাভ ব্রহ্মদর্শনের উচ্চতম স্তরেই সম্ভব হয়। এই ভাবে নিরুপাধিক ব্রহ্মের দর্শন এবং ঐশ্বর্য্যময় শ্রীহরির দর্শন একই বস্তু। শ্রীহরির মধুর মূর্ত্তি দর্শন করার পরে যখন নারদের চিত্তে জ্ঞান এবং ভক্তির অধিকতর স্ফুরণ হইল, তখন তিনি আর শ্রীহরিকে দেখিতে পাইলেন না, এবং নিজেকেও নয়। তখন নারদ দেখিলেন, কেবল বিশ্বব্যাপী আনন্দপ্রবাহ। নারদ এবং শ্রীহরি উভয়েই সেই আনন্দসংপ্লবে লীন হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। 'আনন্দসংপ্লবে লীনঃ নাপশ্যমুভয়ং মুনে'।

ব্যাখ্যা—নারদের মনে ভক্তি এবং তৎসঙ্গে জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেছে দেখিয়া, ঋষিগণ স্থানান্তরে যাওয়ার সময় 'গুহ্যতম জ্ঞান' যে কি বস্তু, তাহা নারদকে বুঝাইয়া দিলেন। স্বয়ং ভগবানই সাধকের চিত্তে এই জ্ঞানের উদয় করেন (বিশ্বনাথ)। এই গুহ্যতম জ্ঞানকে স্বয়ং 'ভাগবত শাস্ত্র' বলে. (শ্রীধর)। অর্থাৎ এই জ্ঞানই প্রেমময় ও জ্ঞানময় ভগবানের মূর্ত্তি-তুল্য। পূর্ব্বে 'গুহ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ এবং 'গুহ্যতর' অর্থাৎ আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ না করিলে 'গুহ্যতম' জ্ঞান-লাভে অধিকারী হওয়া যায় না। এই জ্ঞানলাভ হইলে, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্নভাবে থাকেন। এই উপলক্ষে 'অনুরক্তস্য' প্রভৃতি সাতটি বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, এই অবস্থায় উন্নত হইবার জন্য 'অনুরাগ' অর্থাৎ গুরুভক্তি, 'প্রশ্রয়' = বিনয়, মনের পাপপ্রবৃত্তির উপশম, শ্রদ্ধা, সংযম, বালকের ন্যায় সরলতা, এবং গুরুর আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক। নারদের এই সকল গুণই ছিল ; এবং তিনি 'গুহ্য' এবং

'গুহ্যতর' জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য নারদকে গুহ্যতম জ্ঞানের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেওয়ার সময় ঋষিগণ মন্ত্র দান করিয়া ঐ জ্ঞানলাভের সাধনোপায়ও নারদকে বলিলেন। ৩৭ ও ৩৮ শ্লোক।

ব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে ভগবান্ বলে, তিনিই যে বাসুদেবরূপে সর্ব্ববস্তুতে অবস্থান করিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তৃভাবে আছেন, এবং তাঁহার মায়াশক্তির প্রকৃতস্বরূপ কি, এবং ঐ শক্তি অলক্ষিতভাবে কিরূপ কার্য্য করে, গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে এই সকল বিষয় অনুভব করা যায়, এবং নারদও অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের অনুভূতি লাভ করিলে, সাধক সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দেখেন, এবং তিনি নিজেও যে ভগবানের সহিত অভেদভাবে সম্বন্ধ, তাহাও অনুভব করেন। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপদলাভ বলে।

'গুহ্যতম জ্ঞান'; স্বামিপাদ এবং বিশ্বনাথের মতের সমন্বয়—(ক) স্বামিপাদ যে 'গুহ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, উহাতে জ্ঞানই প্রধানভাবে থাকে, কিন্তু ভক্তিও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত থাকে; বিশ্বনাথের মতও তাহাই। (খ) 'গুহ্য'-জ্ঞান দ্বারা যখন আত্মস্বরূপের অনুভব হয়, তখন 'গুহ্যতর' জ্ঞানলাভ হইয়াছে বলে। এই জ্ঞানলাভ হইলে, জীব নিজে দেহ হইতে ভিন্ন,ইহাই যে কেবল অনুভব করেন তাহা নহে, জীবের নিজের সহিত ঈশ্বরের কি প্রেমময় সম্বন্ধ আছে, তাহাও অনুভব করেন। যখন এই অনুভূতি সঞ্জাত হয়, তখন সাধকের চিত্তে ভক্তিই প্রবল হয়; কিন্তু ভক্তির সহিত জ্ঞানও মিশ্রিতভাবে থাকে। কারণ, জ্ঞান ব্যতীত আত্মস্বরূপ অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে। এই জ্ঞান কখনও জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা দ্বারা জন্মায়, কখনও বা ভক্তিমার্গে সাধনা করিতে করিতে ঈশ্বরের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা চিত্তে উদিত হয়। বিশ্বনাথ বলেন যে, জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিপ্রধানং জ্ঞানং গুহ্যতরং।

(গ) গুহ্য এবং গুহ্যতর জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও আত্ম-স্বরূপজ্ঞান) অতিশয়:প্রবল হওয়ার পরে সাধক যখন নিজের এবং বাসুদেবের মধ্যে কোন ভেদই দেখেন না, তখন 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'-ময় সত্তাদ্বয়ের সম্বন্ধ যেরূপ নিত্য ও অভেদ, সাধকের নিজের সহিত বাসুদেবের :সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্য এবং অভেদভাবে প্রতীয়মান হয়। অতএব এই ভাব লাভ করিলে, জীবের চিত্তে জ্ঞান এবং ভক্তি একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়; এবং ভগবান্ যেরূপ আনন্দৈকরসমূর্ত্তি, জীবও সেইরূপ আনন্দময় হন। এই জন্যই বিশ্বনাথ বলেন যে 'কেবলং ভক্তি-প্রধানং জ্ঞানং গুহ্যতমং'। অতএব শ্রীধর এবং বিশ্বনাথের অর্থ একই দাঁড়াইল।

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥৩২
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥৩৩
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥৩৪
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥৩৫
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥৩৬

(৩২-৩৬) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্ যৎ কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভগবতি ঈশ্বরে ভাবিতং [তদেব] তাপত্রয় চিকিৎসিতং এতৎ সংসূচিতং। হে সুব্রত ভূতানাং চ যঃ আময়ঃ যেন [দ্রব্যেণ] জায়তে তৎ এব হি দ্রব্যং আময়ং ন পুনাতি, চিকিৎসিতং পুনাতি। এবং নৃণাং [যে] সর্ব্বে ক্রিয়াযোগাঃ সংসৃতিহেতবঃ [ভবন্তি] তে এব পরে কল্পিতাঃ [সন্তঃ] আত্মবিনাশায় কল্পন্তে। অত্র যৎ

ভগবৎপরিতোষণং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তদধীনং যৎ জ্ঞানং তৎ ভক্তি-যোগসমন্বিতং ভবতি। যত্র ভগবৎ-শিক্ষয়া অসকৃৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা [ভবন্তি] [তদা] কৃষ্ণস্য গুণনামানি গৃণন্তি অনুস্মরন্তি চ।

বৈরাগ্যযোগের সহিত ভক্তিযোগের সম্বন্ধ— এই শ্লোকপাঁচটিতে দেখাইতেছেন যে, কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ না করিলে, ত্রিতাপের যাতনার নিবৃত্তি হয় না। সকামকর্ম্মে যাতনা পাওয়ার সময় অপর সকামকর্ম্ম (অর্থাৎ, সকাম যাগযজ্ঞাদি) দ্বারা যদি বরলাভ হয়, তাহা হইলে যাতনার সম্যগ্‌ভাবে নাশ হয় না। কিছুদিন পরে আবার নূতন আকারে যাতনা হয়। যাহারা ভাগ্যবান্ তাহাদের মতিকে ভগবন্মুখী করার জন্য ভগবান্ বরদান করেন না, বরঞ্চ যাতনার বৃদ্ধিই করেন। কিন্তু যে কর্ম্ম হইতে আসক্তি জাত হইয়া ত্রিতাপের যাতনা উৎপন্ন হয়, ঐ কর্ম্মকে যদি পরমব্রহ্মে নিবেদন করা যায়, তাহা হইলে আসক্তির ক্ষয় হয়; এবং সেই সঙ্গে ত্রিতাপের যাতনারও নিবৃত্তি হয়। ভগবানের পরিতোষণার্থ কর্ম্ম-নিবেদন করার শক্তি জ্ঞান ব্যতীত হয় না। কারণ লোকে যদি অনুভব করে যে, তাহার সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মের শক্তি দ্বারাই হইতেছে, এবং যে ভোগ্য বস্তু সে কামনা করে, তাহা ব্রহ্মময় এবং তিনিই কর্ম্মফলদাতা, তাহা হইলেই 'কর্ম্ম নিবেদন' (অর্থাৎ কর্ম্ম অর্পণ) করিতে পারে, নতুবা পারে না। এই অনুভূতি জ্ঞানেরই রূপমাত্র, এবং ঐ জ্ঞানের সকল অংশেই ভক্তি মিশ্রিত থাকে। কারণ ভগবানের প্রতি যতক্ষণ ভক্তি না হয়, ততক্ষণ ঐ জ্ঞান কেবল মৌখিক-ব্যাপারের আকারে থাকে; উহা চিত্তের মধ্যে অনুভূতির আকার ধারণ করে না। (১২ শ্লোকের টীকা দেখ)।

অতএব জ্ঞান এবং ভক্তি ভিন্ন কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারা যায় না। এই জ্ঞান ও ভক্তি জাত হওয়ার পরে ভগবানের প্রেরণায় যখন কোন সাধক কর্ম্ম করেন, তখন প্রেমের আবেগে শ্রীকৃষ্ণের গুণ এবং নাম আলাপন ও স্মরণ করেন। অতএব দেখা যায় যে, ভক্তি ব্যতীত

বৈরাগ্যযোগেও উৎকর্ষলাভ হয় না। পূর্ব্বে ১২ শ্লোক এবং অপর অনেক শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানেও উৎকর্ষলাভ হয় না। অতএব দাঁড়াইল এই যে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান কিম্বা বৈরাগ্য-যোগ এই উভয় বস্তুর কোনটিতেই উৎকর্ষলাভ হয় না। এই তিন বস্তু ভিন্ন নয়, ইহারা একই বস্তুর তিন রূপ (Phases)। অর্থাৎ চিত্তের ব্রহ্মপদবীতে উন্নীত অবস্থার তিন রূপমাত্র।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ব্রহ্মণি ভগবতি ঈশ্বরে'—যাঁহাকে জ্ঞানকাণ্ডের সাধকগণ 'ব্রহ্ম', ভক্তিমার্গের সাধকগণ 'ভগবান', এবং যোগমার্গের সাধকগণ 'পরমাত্মা' বা ঈশ্বর বলেন। 'ভাবিত'—অর্পিত (ভূ ধাতু=হওয়া, ণিজন্ত)। কর্ম্ম ভগবান করিতেছেন, এই ধারণা যখন হয়, তখনই কর্ম্ম 'ভাবিত'=অর্পিত হইয়াছে বলে। 'চিকিৎসিত' —বিনাশক (কিৎ=কর্ত্তন করা)। 'ক্রিয়াযোগাঃ'—ক্রিয়াতে অর্থাৎ কর্ম্মে 'যোগ'=আবদ্ধভাব, অর্থাৎ কর্ম্মে আসক্তি। 'পরে' —যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর তাঁহাতে ; 'কল্পিতা'—আরোপিতা। 'ভগবৎ-পরিতোষণং'—ভগবানের 'পরি'=সর্ব্বতোভাবে 'তোষণ'=আনন্দ হয় 'যস্মাৎ'=যাহা হইতে ; অর্থাৎ যে কর্ম্ম-অর্পণ দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। এইরূপ কর্ম্ম-অর্পণ কেবল ভক্তির প্রেরণায় করিতে পারা যায় ; সেইজন্য ভক্তি হইতেই ভগবানের সন্তোষ হয়।

'তদধীনং'—সেই কর্ম্মকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে। (অধি=অধিকার করিয়া+ই=থাকে) ; 'যৎ জ্ঞানং'=যে জ্ঞান, ভগবানের পরিতোষণের জন্য কর্ম্ম করিলে, তাহা হইতে যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাহা 'ভক্তিযোগ-সমন্বিতং [ভবতি]'—ঐ জ্ঞানের সহিত সম্যক্ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভক্তি সংমিশ্রিত থাকে। মোট কথা, বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান ও ভক্তি হয়। 'শিক্ষয়া'- প্রেরণা দ্বারা ; 'অসকৃৎ'-একবার নয়, বারম্বার। 'কুর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা ভবন্তি'—কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। 'নামানি'— যশোঙ্কিত নামসকল, অর্থাৎ যে নামসকল শ্রীকৃষ্ণের মহিমাজ্ঞাপক।

'অনুস্মরন্তি'—অনু = অনুস্মৃত্য + স্মরন্তি ; অর্থাৎ গুণের ও নামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, শরণাগতভাবে নামের মাহাত্ম্য চিন্তা করেন।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস ! জ্ঞানকাণ্ডের সাধকগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম, ভক্তগণ যাঁহাকে ভগবান্, এবং যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বলেন, তিনিই নিজের শক্তি দ্বারা আমাদের দেহ, মন ও বুদ্ধিকে পরিচালিত করিয়া সর্ব্ব কার্য্য করাইতেছেন ; এই ধারণার বশে যখন কর্ম্ম করা যায়, তখনই কর্ম্ম-অর্পণ করা হইয়াছে বলে ; এবং এই ভাবে কর্ম্ম-অর্পণ করিলে, ত্রিতাপের নাশ হয়, অর্থাৎ সংসার-মুক্তি হয়।

হে সদাচারী ব্যাস ! যখন কোন দ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা লোকের ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তখন পুনরায় সেই দ্রব্য ব্যবহার করিলে ঐ ব্যাধির উপশম হয় না ; অপর দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিলেই উপশম হয়। অতএব সকাম অনুষ্ঠান হইতেই যে ভবব্যাধি (ত্রিতাপের যাতনা এবং সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম) জাত হইয়াছে, তাহার আরোগ্য সকাম যাগযজ্ঞাদি দ্বারা হয় না।

কিন্তু কার্য্য করার সময় লোকের মনে যদি স্থির ধারণা হয় যে, যদিও কার্য্যসকল আমার এই দেহ দ্বারা নিষ্পাদিত হইতেছে, তথাপি আমার কোন শক্তিই নাই, ব্রহ্মের শক্তি এই দেহনামক যন্ত্রকে চালাইতেছে, এই দেহস্থিত মন ও বুদ্ধি ব্রহ্মেরই রূপভেদমাত্র, এবং সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের শক্তি সঙ্কর্ষণরূপী ব্রহ্ম হইতেই আসিতেছে, অতএব আমরা সকামভাবে যে কার্য্যসকল করি, সেই কার্য্য মোটেই আমার নয় ; যখন কর্ম্মকর্ত্তার মনে এই ধারণা হয়, তখন কর্ম্মসকল ব্রহ্মে অর্পিত হইয়াছে বলে ; এবং এই ভাবে কর্ম্ম অর্পণ করিলে, কর্ম্মের বন্ধনশক্তির বিনাশ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম দেহাত্মভাব এবং অহংকর্তৃভাব ও আসক্তি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া, জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, কর্ম্মের সেই বন্ধনশক্তির নাশ হয়। এই বন্ধন-শক্তি যখন দূর হয়, তখন দার্শনিকগণ বলেন 'কর্ম্ম' বিনষ্ট হইয়াছে।

এই অবস্থাপ্রাপ্তিকে কর্ম্মের 'আত্মবিনাশ' অর্থাৎ কর্ম্মের বন্ধন-শক্তিক্ষয় বলে। এইভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান জ্ঞান ব্যতীত হয় না ; এবং সেই জ্ঞান ভক্তি হইতেই জাত হয়। অতএব ফলে দাঁড়াইল এই যে, যদি আমরা বৈরাগ্যযোগেরও সাধনা করিতে যাই, তাহা হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম-অর্পণশক্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ বৈরাগ্য হয় নাই, ইহাই জানিও। ঐ শক্তি যখন হয়, তখন বৈরাগ্যের সহিত ভক্তি এবং জ্ঞান উভয় বস্তুই থাকে।

শাস্ত্রে নিহিত ভগবানের শিক্ষাবশতঃই হউক, বা চিত্তের মধ্যে ভগবানের প্রেরণাবশতঃই হউক, কার্য্য করার সময় চিত্তে কর্ম্মমিশ্র (অর্থাৎ কামনামিশ্র) ভক্তির উদয় হওয়াতে লোকে শ্রীকৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গুণ ও নাম কীর্ত্তণ করে ; এবং ভক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সমস্ত কামনার নাশ করে, এবং কর্ম্মকেও অর্পণ করায়। অতএব শ্রবণ ও কীর্ত্তন যেরূপ জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়, বৈরাগ্যযোগেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সেইরূপ সিদ্ধিই লব্ধ হয়।

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥৩৭
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্‌॥৩৮

(৩৭—৩৮) [অন্বয়] ওঁ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ধীমহি, প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ, ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিং অমূর্ত্তিকং যজ্ঞপুরুষং যঃ যজতে সঃ পুমান্‌ সম্যগ্‌দর্শনঃ [ভবতি]

ব্যাসের দীক্ষা—ঋষিগণ নারদকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, 'গুহ্যতম জ্ঞান' লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন নারদ ব্যাসকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। আমাদের দেহের স্থূল, সূক্ষ্ম উভয় অংশই ব্রহ্মময়, এবং সৃষ্টির অপর সকল বস্তুও ব্রহ্মময়, এই

অনুভূতি উৎপাদন করিয়া, সাধকের চিত্তকে ব্রহ্মের 'চিৎ' সত্তার (অর্থাৎ জ্ঞানের) প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত এবং 'আনন্দ'ময় সত্তার সুধা দ্বারা প্লাবিত করাই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। যে মহৎ-তত্ত্ব সৃষ্টির আদিতে জাত হয়, ভগবান্ বাসুদেবরূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। এইজন্য মহৎ-তত্ত্বকে 'স্বচ্ছং ভগবতঃপদং' বলে। মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহংকার-তত্ত্ব হয়, এবং স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুই অহংকারতত্ত্ব হইতে জন্মিয়াছে। সেই অহংকারতত্ত্বই সহস্রশীর্ষ সঙ্কর্ষণনামক ভগবানের রূপভেদ। বাসুদেবই অনিরুদ্ধনামে মনের রূপ, এবং প্রদ্যুম্ননামে বুদ্ধিরূপ ধারণ করিয়া আছেন। অতএব নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মেরই রূপ-ভেদমাত্র, এবং তাঁহারই শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বাসুদেব বিশ্বের জীবন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিন মূর্ত্তি বাসু-দেবের ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। রজঃপ্রধান প্রদ্যুম্ন, সত্ত্বপ্রধান অনিরুদ্ধ, ও তমঃ প্রধান সঙ্কর্ষণ দ্বারা যথাক্রমে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার হইতেছে। এই লীলায় ভগবান্ বাসুদেব দেবতা, এবং তাঁহার সহিত সঙ্কর্ষণাদি তিন রূপ একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহতত্ত্ব সৃষ্ট হইয়াছে (বিশ্বনাথ)। এই মন্ত্রটি ত্রয়স্ত্রিংশৎ (তেত্রিশ) অক্ষরাত্মক। আট হইতে পঁয়ত্রিশ শ্লোকে উক্ত উপদেশ দ্বারা ব্যাসের মন দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়ায়, নারদ ব্যাসকে এই মন্ত্র দান করিলেন।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মন্ত্রমূর্ত্তিং'—যজ্ঞপুরুষং পদের বিশেষণ। কোন বস্তুর মূর্ত্তি দর্শন করিলে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে তাহার স্বরূপের অনুভব হয়, এই মন্ত্র হইতে সেইরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি-লাভ হয়। 'যজ্ঞপুরুষ' অমূর্ত্তিক হইলেও এই মন্ত্রটি জপ করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ এরূপ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে, যেন তাঁহার মূর্ত্তি অর্থাৎ শরীর আবির্ভূত হইয়াছে বোধ হয়; (বিশ্বনাথ)। 'অমূর্ত্তিক'—মন্ত্রোক্তমূর্ত্তি ব্যতিরিক্ত অপর মূর্ত্তিশূন্য, (শ্রীধর); 'যজ্ঞপুরুষং' = যজনীয়ং পুরুষং (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ যে

পুরুষ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি যজ্ঞেশ্বররূপে সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, এবং যাঁহাকে আরাধনা করিয়া, যাঁহার আশ্রয় লওয়া উচিত। 'সম্যগ্‌দর্শনঃ'—'সম্যক্' পদের অর্থ সর্ব্বত্রগামী (সং+অন্চ্= যাওয়া) 'সম্যক্' হইয়াছে 'দর্শন' যাঁহার। বিশ্বনাথ বলেন, দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনং শাস্ত্রং, ভক্তিপ্রতিপাদকং পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রং; এবং 'সম্যক্' পদ দ্বারা আত্মপ্রসাদক হওয়াতে 'ধন্যং' (অর্থাৎ ঐ দর্শনশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ) ইহাই বুঝায়। পূর্ব্বে ৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, 'যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং'; অর্থাৎ ভক্তিরহিত শাস্ত্র 'সম্যগ্' নহে, তাহা নিকৃষ্ট। অতএব এই মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে সাধক যখন 'সম্যগ্‌দর্শনঃ' হন, তখন তিনি কৃতার্থ হন; অর্থাৎ জীবনের যাহা পরম-পুরুষার্থ, তাহাই লাভ করেন (বিশ্বনাথ)। 'নমো ধীমহি'—এই কথা দুইটিই সার-কথা; ইহার অর্থ, আমার মতিকে ভগবানের পাদমূলে স্থাপন করিয়া, তাঁহার শরণাগত হইলাম। ঐ শরণাগত সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবান্ তাঁহার মনে জ্ঞান ও ভক্তি প্রকটিত করেন; এই ভাবে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।

ব্যাখ্যা—হে ভগবন্! যে মহৎ-তত্ত্ব হইতে বিশ্বের সৃষ্টি আরম্ভ হয়, উহা আপনার বাসুদেবনামক জীবনীশক্তি। আপনি সঙ্কর্ষণরূপ ধারণ করিয়া, সৃষ্টিলীলা সাধনার্থ অহঙ্কারতত্ত্ব হইয়াছেন; এবং যে মন ও বুদ্ধি-শক্তি দ্বারা জীবের দেহ পরিচালিত হইতেছে, ঐ শক্তিদ্বয় আপনারই অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ননামক রূপভেদ। অপর অর্থ এই, আপনি বাসুদেবরূপে বিশ্বের সকল বস্তুর জীবন হইয়া রহিয়াছেন; এবং রজঃপ্রধান প্রদ্যুম্নরূপে (ইঁহার অপর নাম ব্রহ্মা) সৃষ্টি করিতেছেন; এবং সত্ত্বপ্রধান অনিরুদ্ধরূপে (ইঁহার অপর নাম বিষ্ণু) পালন করিতেছেন; এবং তমঃপ্রধান সঙ্কর্ষণরূপে (ইঁহার অপর নাম রুদ্র) বিশ্বের সংহার করিতেছেন। [ইহাই আপনার চতুর্ব্যূহতত্ত্ব]।

যদিও আপনি 'অমূর্ত্তিক' অর্থাৎ চিন্ময় এবং প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিত, তথাপি সাধক যখন সর্ব্বান্তঃকরণে জপ করেন, তখন এই মন্ত্র

আপনার মূর্ত্তিসদৃশ হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মূর্ত্তি দর্শন করিলে তাঁহার স্বরূপ যেমন সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, সর্ব্বান্তঃকরণে এই মন্ত্র জপ করিলে, সাধক অতি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে, বাসুদেবরূপে আপনি বিশ্বের জীবন হইয়া রহিয়াছেন ; এবং বাসুদেবরূপে আপনি শরণাগত সাধকের দেহেও অধিষ্ঠিত আছেন ; এবং বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তু (সাধকের দেহও) সঙ্কর্ষণরূপী আপনার মূর্ত্তি ; এবং আপনি সাধকের মন এবং বুদ্ধিকে পরিচালিত করিতেছেন। [অপর অর্থ এই,— সাধক অনুভব করেন যে, আপনিই বিশ্বের জীবন, এবং যে রজোগুণপ্রভাবে জীবের সৃষ্টি হইতেছে, উহা প্রদ্যুম্নরূপী আপনারই লীলা ; এবং যে সত্ত্বগুণ দ্বারা বিশ্বের পালন ও তমোগুণ দ্বারা সংহার হইতেছে, উহা অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণরূপী আপনারই শক্তি]। মোট কথা এই যে, সর্ব্বান্তঃকরণে এবং শরণাগতভাবে (১ম অ ১ম শ্লোকে 'নমো ধীমহি' পদের অর্থ দেখ) এই শ্লোকোক্ত মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয় ; তখন অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মময় হয়। তখন সাধকের নিজের বলিতে আর কিছুই থাকে না। কারণ যে চিৎ ও আনন্দ ভগবানের স্বরূপ, সাধক সেই প্রার্থিত বস্তুদ্বয় লাভ করেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য যুগপৎ প্রবল হয়।

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ॥৩৯

(৩৯) [**অন্বয়**] হে ব্রহ্মন্ ইমং স্বনিগমং মদনুষ্ঠিতং অবেত্য কেশবঃ মে জ্ঞানং ঐশ্বর্য্যং [তথা] স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ অদাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্বনিগমং'—ব্রহ্মদর্শনের উপায় ; 'স্বস্মিন্' অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপে 'নি' = নিশ্চিত-ভাবে 'গম্' = গমন করা

যায় যাহা দ্বারা—অর্থাৎ ৩৭ শ্লোকে উক্ত মন্ত্রসাধনা। 'মদনুষ্ঠিতং' —ময়া, আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা 'অবেত্য'—সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া, অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া, ঐ মন্ত্রের সাধনা করিতেছি, ইহা দেখিয়া। 'কেশবঃ—যে ভগবান্ ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি এবং রুদ্ররূপে সংহার করিতেছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা ও রুদ্র যাঁহার রূপভেদমাত্র; (ক + ঈশ + বা ধাতু গমনার্থ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা ও রুদ্রে অধিষ্ঠিত আছেন)। 'জ্ঞানং' = স্বানুভবং; 'ঐশ্বর্য্যং'—নিজের অনিমাদি রূপ (বিশ্বনাথ)। 'স্বস্মিন্ ভাবং'—যে 'ভাব' = প্রেম, 'স্বস্মিন্' তাঁহার নিজের সত্তায় অবস্থান করে; অর্থাৎ যে বিশ্বপ্রেম তাঁহারই স্বরূপ, সেই প্রেম দিলেন।

ব্যাখ্যা—নিশ্চিদ্‌ভাবে ব্রহ্মস্বরূপে উপগত হওয়ার উপায়ীভূত ৩৭ শ্লোকে উক্ত মন্ত্র দ্বারা আমি তাঁহার আরাধনা করিতেছি, কেশব ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়া, আমাকে তাঁহার স্বরূপের অনুভূতির জন্য জ্ঞান এবং নিজের অনিমাদি বিভূতি দিলেন; এবং ঐ সকল বস্তুতে আমার আসক্তিশূন্যতা দেখিয়া, যে বিশ্বপ্রেম তাঁহারই স্বরূপ, সেই প্রেমও দিলেন।

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা ।৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-নারদ-সংবাদে পঞ্চমোঽধ্যায় ॥ ৫ ॥

(৪০) [**অন্বয়**] হে অদভ্রশ্রুত ত্বং অপি বিভোঃ বিশ্রুতং

প্রখ্যাহি, যেন বিদাং বুভুৎসিতং সমাপ্যতে ; [বিবেকিনঃ] অন্যথা মুহুঃ দুঃখৈঃ মুহুঃ অর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণং ন উশন্তি।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
অন্বয়ে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অদভ্রশ্রুত'—'অদভ্র' = অনল্প হইয়াছে 'শ্রুত' বেদজ্ঞান যাঁহার। 'ত্বং অপি'—আপনিও, 'অপি' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ করে যে, যদিও আপনার প্রভূত বেদজ্ঞান আছে, তাহা হইলেও কেবল জ্ঞান দ্বারাই আপনার মনের অপ্রসন্নতার নিরোধ হয় নাই, অপর লোকের মনেও হইবে না। অতএব আপনার এবং লোকসাধারণের চিত্তপ্রসাদের জন্য অপর কার্য্য করা আবশ্যক। সেই অপর কার্য্য কি ? তাই বলিলেন যে 'বিভোঃ বিশ্রুতং প্রখ্যাহি' ; 'বিভোঃ'—'বি' বিবিধভাবে + ভূ (= হওয়া) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যে শ্রীহরি, তাঁহার ; 'বিশ্রুতং'—বিবিধ যশঃ, অর্থাৎ লীলাদি ; 'প্রখ্যাহি'—প্র = প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, কীর্ত্তন করুন। 'বিদাং'—বিদুষাং, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ; 'বুভুৎসিতং'—বোদ্ধুং ইচ্ছা, জ্ঞানপিপাসা. 'সমাপ্যতে' —'সম্' সর্ব্বতোভাবে 'বুভুৎসিত' বস্তুকে 'আপ্যতে' = লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহারা যে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপকে জানিতে চান, তাহা 'সং' = সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিবেন। অতএব শ্রীহরির লীলাসকল শ্রবণ করিলে ঐ সকল জ্ঞানমার্গের সাধকগণের কোন বুভুৎসাই অতৃপ্ত থাকিবে না। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? ঐ লীলাসকল শুনিয়া ভগবানের মাধুর্য্য দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও স্ফুরণ হইয়া, বুভুৎসার নিবৃত্তি হইবে। 'অন্যথা'—লীলাকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তির উৎপাদন ব্যতীত অপর কোন উপায় দ্বারা ; 'সংক্লেশনির্ব্বাণং'—'সং' = সম্পূর্ণরূপে এবং চিরদিনের জন্য 'ক্লেশনির্ব্বাণং' ত্রিতাপের যাতনার সম্পূর্ণ নাশ। অর্থাৎ ইহলোকে জীবন্মুক্ত হওয়াতে ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার এবং দেহান্তে

জীবের মুক্তি-লাভ। 'উশন্তি'—মন্যন্তে, এই ক্রিয়ার কর্ত্তা [বিবেকিনঃ] বিবেকিগণ বলেন যে, ভক্তি ভিন্ন অপর কোনউপায় দ্বারা ভোগলোকে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপের যাতনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। সেই ভক্তি উৎপাদনের জন্য শ্রীহরির লীলা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করাই বিশিষ্ট উপায়।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
শ্রী-তোষিণী টীকায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—নারদ বলিলেন, হে ব্যাস! যদিও বেদে আপনার বিশিষ্ট জ্ঞান আছে, তথাপি আপনার চিত্তের অপ্রসন্নতা হইতে দেখা যায় যে, কেবল জ্ঞান দ্বারা লোকের বিবিধ যাতনার কারণ নিবৃত্ত হয় না। অতএব আপনার নিজের চিত্তপ্রসাদের জন্য, এবং এই ভোগলোকে থাকিয়া যাঁহারা পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ যাতনা সম্পূর্ণরূপে এবং চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ করার জন্য (অর্থাৎ এই ত্রিতাপপূর্ণ সংসার হইতে মোক্ষলাভের উপায় প্রদর্শন করার জন্য), আমি আপনাকে পরামর্শ দিতেছি যে, আপনি বিভুর লীলাসকলের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, কীর্ত্তন করুন। সেই লীলাকীর্ত্তন পাঠ ও শ্রবণ করিলে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানেরও স্ফুরণ হওয়াতে জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নিরুপাধিক ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে চাহেন, তাহা সমস্তই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইবে।

ভক্তি এবং জ্ঞান প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে বৈরাগ্যও জাত হইবে, সুতরাং ভোগস্পৃহা কিছুমাত্র থাকিবে না। ভোগাসক্তি বশতঃই লোকে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপের যাতনা পায়; কিন্তু যখন জ্ঞান এবং বৈরাগ্য দ্বারা ঐ আসক্তির নিবৃত্তি হইবে, তখন সংসারে থাকার সময়েও তাঁহারা জীবন্মুক্তভাবে থাকিবেন; তখন ত্রিতাপ যাতনা দেওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের নিকটেও আসিবে না; এবং

দেহান্তে তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। মোট কথা, ত্রিতাপের যাতনা-নিবারণের জন্য শ্রীহরির কথাসকল শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করার ন্যায় সুন্দর উপায় আর কিছুই নাই। অতএব আপনি ঐ কথাসকলের উৎকর্ষ পরিস্ফুটিত করিয়া, কীর্ত্তন করুন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
ব্যাখ্যায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদের গৃহত্যাগএবং শ্রীহরির দর্শনলাভ এবং তাঁহার উপদেশশ্রবণ ও দেহান্তে চিন্ময় তনুলাভ

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশ শুনিয়া, ব্যাস নারদকে তাঁহার আত্মচরিতের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে—(ক) ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মদর্শন-লাভের জন্য সাধনমন্ত্র দান করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরে নারদ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? (খ) আয়ুঃ পূর্ণ হইলে কিরূপেই বা তিনি সেই নরদেহ ত্যাগ করিলেন? (গ) তাঁহার পূর্ব্ব জন্মসম্বন্ধীয়া স্মৃতিই বা কিরূপে কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয় নাই? (১-৪ শ্লোক)

নারদের গৃহত্যাগ—নারদ বলিলেন যে, ঋষিগণ চলিয়া যাওয়ার পরে তিনি মাতার সমীপেই রহিলেন। কারণ তখন তাঁহার বয়স পাঁচবৎসরমাত্র ছিল; এবং কোন্ সময়, কোন্ পথ-দিয়া, কোন্ দেশে গমন করিলে, তিনি শ্রীহরির দর্শন পাইবেন, নারদ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কবে তাঁহার বন্ধনমুক্তি হইবে, সেই প্রতীক্ষায় নারদ মাতার নিকটই রহিলেন। এইরূপে থাকিতে থাকিতে, একদিন রাত্রিতে সর্পাঘাতে নারদের মাতার মৃত্যু হইল। এই ভাবে বন্ধনমুক্তি শ্রীহরিরই অনুগ্রহে হইল, ইহা বিবেচনা করিয়া, নারদ সেই ব্রাহ্মণগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর মুখে গমন করিলেন। তিনি তখন পথ-ঘাট কিছুই চিনিতেন না। কিন্তু অনভিজ্ঞতা তাঁহার চিত্তের মধ্যে হরিপ্রেমের প্রেরণাকে

নিরোধ করিতে পারিল না। কোথায় শ্রীহরি, প্রভো! আমায় দেখা দাও, ইহাই বলিতে লাগিলেন। একমাত্র এই বাসনাকে হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া, সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক দেবগণের বাসস্থান এবং দেবতাত্মা হিমালয়ের দিকে একমনে চলিলেন। (৫-১০ শ্লোক)।

গৃহত্যাগের পরে উত্তর দিকে গতি—গৃহত্যাগের পরে লোকালয়ের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে নানাবিধ সমৃদ্ধিশালী স্থান নারদের চক্ষে পড়িল; কোথাও বা নগরের সমৃদ্ধি, কোথাও বা গ্রামসকলের প্রশান্ত ভাব, কোথাও বা স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতুর খনি-সকলের সম্পদ্, কোথাও বা নানাবিধ উদ্যানের শোভা দেখিলেন। কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে কোন বস্তুই নারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না; কারণ পার্থিব সুখসম্পদের উপর তাঁহার দৃষ্টি কিছুমাত্র ছিল না। ক্রমে তিনি লোকালয় অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। সে স্থানে দেখিলেন যে, স্থানে স্থানে বন্য হস্তিগণ বৃক্ষের শাখাসকল ভগ্ন করিয়াছে। ঐ ভগ্ন শাখাসকল দেখিয়াও বন্যহস্তীর পদদলিত হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কা নারদকে প্রত্যাবৃত্ত করিল না। গমন করিতে করিতে যখন সুরসেবিত পদ্মসরোবরাদিতে তিনি প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলেন, তখন সেই শোভাও নারদকে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে চলিতে চলিতে একদিন নারদ এক ভীষণ অরণ্যের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

অরণ্যটি ভয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ, তথায় দেখিলেন যে, ব্যাঘ্রসকল নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছে, এবং শৃগাল এবং পেচকসকলও রহিয়াছে। অর্থাৎ অরণ্যটি যে হিংস্রজন্তুসমাকুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রহিল না। তথায় নল-বেণু প্রভৃতির সেই সকল স্তম্ভ এবং কুশ ও সরু বাঁশের ঝোপের মধ্যে যে গহ্বর অর্থাৎ খোঁদলসকল দেখিলেন, তাহার মধ্য হইতে যে কোন সময়ে হিংস্রজন্তু বাহির হইয়া

পথিকের প্রণবধ করিতে পারিত। এই ভীষণ অরণ্য দেখিয়াও নারদের চিত্ত বিচলিত হইল না।

নারদ প্রথমে ভোগ-সম্পদের প্রতি ঔদাসীন্যবশতঃ নানা স্থান একাকীই অতিক্রম করিয়া, অগ্রসর হইয়াছিলেন; এই অরণ্যে প্রবেশের সময় নারদ নিজের দেহ এবং জীবনের প্রতিও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেন। (১১-১৪ শ্লোক)

শ্রীহরির দর্শনলাভ—এই অরণ্যের মধ্যে চলিতে চলিতে নারদ একদিন পথশ্রমে এমন কাতর হইলেন যে, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হইল, এবং মনও অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই ক্লান্তির সহিত ছিল দারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা,—তখন যেন নারদের দেহের প্রতি-রোমকূপ জলের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরে নারদ একটি নদী দেখিলেন; তথায় স্নান ও পানার্থ জল পাইলেন বটে, কিন্তু তখন ক্ষুধা নিবারণের জন্য আহার্য্য কোন বস্তুই পাইলেন না। নদীতে স্নানের পরে আচমন করিয়া জলপান দ্বারা নারদ তৃষ্ণানিবারণ করিলেন, কিন্তু আহারের অভাবে তাঁহার দেহ তখন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোন অবলম্বন আশ্রয়করা ব্যতীত সোজা হইয়া উপবেশনের সামর্থ্য ছিল না। নারদ তখন একটি অশ্বত্থবৃক্ষের মূল আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং ঋষিগণের উপদিষ্ট মন্ত্র অনুসারে শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে করিতে নারদ নিজের দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বিস্মৃত হইলেন; অর্থাৎ দেহাদির অবস্থার প্রতি তাঁহার মোটেই লক্ষ্য রহিল না। তাঁহার চিত্তের সকল বৃত্তিই বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণরূপী ব্রহ্মে স্থাপিত হওয়াতে, নারদ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলেন, এবং নারদের চিত্তে ব্রহ্মভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে বহির্মুখী বৃত্তি-সকলও 'নির্জিত' হইল। ব্রহ্মভাব প্রবল হওয়ার পরে, কখন আমি শ্রীহরির দর্শন পাইব, এই উৎকণ্ঠার আবেগে নারদের চক্ষুর্দ্বয় হইতে

দরদর-ধারায় অশ্রুকণা নিঃসৃত হইতে লাগিল। নারদের চিত্ত যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখন (অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ভাবের সম্পূর্ণ নিরোধ হইয়া, ভক্তি অতিশয় প্রবল হইবার পরে, এই অবস্থান্তরের পূর্ব্বে নয়) শ্রীহরি নিজের মধুর মূর্ত্তিকে ধীরে ধীরে নারদের চিত্তে প্রকটিত করিলেন, এবং ক্রমশঃ সেই অনুভূতি নারদের চিত্তে অধিকতর মাত্রায় স্পষ্ট হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ বলেন যে, নারদের অপর ইন্দ্রিয়সকলও শ্রীহরির মাধুর্য্য আস্বাদ করিল; অর্থাৎ নারদের চক্ষু শ্রীহরির সৌন্দর্য্য, নারদের কর্ণ শ্রীহরির নুপুর-ধ্বনির মাধুর্য্য, এবং নাসিকা শ্রীহরির অঙ্গসৌরভ আস্বাদ করিল।

এইভাবে শ্রীহরির দর্শনলাভের পরে, আনন্দপ্রবাহ, প্লাবনের বারির ন্যায় প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হওয়াতে, নারদের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং প্লাবনের বারি যেমন নদীর উভয় কূলের সকল স্থান আচ্ছন্ন করে, আনন্দও তেমনি নারদের চিত্ত হইতে 'উথলিয়া' নিখিল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিল। তখন নারদ দেখিলেন যে, সেই আনন্দসংপ্লবের মধ্যে তিনি নিজে লীন হইয়াছেন; এবং যে শ্রীহরির দর্শনলাভ করিয়া আনন্দের উদয় হইয়াছিল, তিনিও নিজের সেই 'আনন্দৈকরসঃ' মূর্ত্তির মধ্যে লীন হইয়াছেন। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে, 'তৎ' এবং 'ত্বং' উভয় বস্তুই (অর্থাৎ নারদের আত্মস্বরূপ এবং শ্রীহরির স্বরূপ) তখন তিরোহিত হইল; এবং তখন 'আনন্দময়' শ্রীহরি নিজের আনন্দপ্রবাহ দ্বারা নিখিল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, নারদ কেবল ইহাই দেখিলেন—নারদ নিজেও ছিলেন সেই আনন্দবারিধির জলবিম্বমাত্র; তিনিও আনন্দের বারিধিতে মিশিয়া গেলেন (১৫-১৮ শ্লোক)।

শ্রীহরির অন্তর্দ্ধান, দৈববাণী দ্বারা নারদের প্রতি উপদেশ—নারদ দর্শন করিতে করিতে শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও আর দর্শন না পাওয়াতে নারদ অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন দেখিয়া, গম্ভীর অথচ মধুর দৈববাণী

দ্বারা ভগবান্ নারদকে বলিলেন যে, কেবল নারদের চিত্তে ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি করার জন্যই তিনি একবারমাত্র নিজের মধুর রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাধনা দ্বারা ‘পক্বতা’ লাভের পরে চিত্তের কাম-ক্রোধাদি প্রেম-ভক্তিতে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত কুযোগিগণ ‘অবিপক্ব’ অবস্থায় এই রূপের দর্শন পায় না। কুযোগিগণকেও আশ্বস্ত করিয়া ভগবান্ বলিলেন যে, ‘মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্’। অর্থাৎ ভগবানকে কিসে পাইব, এইরূপ বাসনা করিলে, ভগবানের শক্তির প্রভাবে লোকে ধীরে ধীরে সাধু হইয়া ভোগবাসনা ত্যাগে সক্ষম হয়। অতএব আমাদের মনে কামক্রোধাদির ক্ষয় হয় নাই, আমরা কিরূপে সাধনা করিব, এই আশঙ্কা কাহারও করা উচিত নয়। স্বয়ং ভগবানের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত উপরোক্ত আশ্বাসবাণী দুর্ব্বল জীবকে উৎসাহিত করুক। এই সময় ভগবান্ নারদকে বলিলেন যে, নরদেহত্যাগের পরে তিনি পার্ষদপদবী লাভ করিবেন। এই দর্শনলাভের স্মৃতি কোন কালেই তাঁহার চিত্ত হইতে অপগত হইবে না (১৯-২৫ শ্লোক)।

নারদের পরবর্ত্তী জীবন—শ্রীহরির দর্শনলাভের পর নিজে দাসীগর্ভসম্ভূত বলিয়া, নারদের মনে আর লজ্জা বা সঙ্কোচভাব রহিল না। তিনি শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়া এবং শ্রীহরির লীলাসকলের গূঢ় রহস্য চিন্তা করিয়া, কবে দেহত্যাগের সময় আসিবে, সেই প্রতীক্ষায় রহিলেন। ভগবানের দর্শন-লাভ করিয়া তাঁহার চিত্তে গর্ব্বাদির আকারে মোহ প্রবল হয় নাই; এবং পার্ষদত্ব লাভে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, ‘মৎসর’ অর্থাৎ অসহিষ্ণু-ভাবও হয় নাই। (২৬-২৭ শ্লোক)।

নারদের দেহত্যাগ—‘কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা’। সময় পূর্ণ হওয়া মাত্র নারদের মৃত্যুকাল অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হইল। মৃত্যুকাল অনেকের নিকটই ভয়ঙ্কর-

ভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু নারদের নিকট মৃত্যুকাল মেঘের কোলে বিদ্যুতের মালার ন্যায় মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি তখন শুদ্ধা ভাগবতী তনু লাভ করিলেন, এবং চিরদিনের জন্য পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। (২৮-২৯ শ্লোক)।

নারদের ব্রত—এই পরম ভক্ত বৈকুণ্ঠে থাকিয়া শ্রীহরির পার্ষদপদবীর সুখভোগ করা অপেক্ষা সর্ব্বলোকে শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করিয়াই অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। সেই জন্য শ্রীহরির কৃপায় সকল লোকে সর্ব্বজীবের অন্তরে এবং বাহিরে ইঁহার গতি অবাধ; এবং শ্রীহরির কৃপার প্রভাবে ভোগ্যবস্তুর মধ্যে বিচরণ করিয়াও ইঁহার ভক্তিনিষ্ঠা অচল থাকে। হরিগুণগানের জন্য শ্রীহরির নিকট হইতে ইনি 'স্বরব্রহ্মবিভূষিতা' একটি বীণা লাভ করিলেন; ঐ বীণায় মূর্চ্ছনা দ্বারা হরিগুণগান করিয়া নারদ সর্ব্ব-লোকে বিচরণ করেন; 'মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানঃ চরাম্যহং'। যখন তিনি হরিগুণগান করেন, তখন শ্রীহরি যেন 'আহূত' হইয়াছেন, এইভাবে তাঁহার চিত্তে দর্শন দেন। বিষয়ভোগ-বাসনা দ্বারা চিত্ত যখন কাতর হয়, তখন শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই লোককে সংসার-মুক্তি প্রদান করে, এবং মুকুন্দের সেবা দ্বারা যত শীঘ্র কামলোভাদির নিবৃত্তি হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা তত শীঘ্র নিবৃত্তি হয় না। ব্যাসকে এই সকল উপদেশ দিয়া তাঁহার চিত্ত-তোষণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, নারদ বীণাধ্বনি করিতে করিতে ব্যাসের আশ্রম ত্যাগ করিলেন। এই দেবর্ষি ধন্য, যিনি ত্রিতাপে অর্পিত জগৎকে শ্রীহরির গুণগান দ্বারা মুগ্ধ করিয়া, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব জীবকে আনন্দ প্রদান করেন, 'গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ' (৩০—৩৯ শ্লোক)।

সূত উবাচ

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম্ম চ
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥১

ব্যাস উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্ ॥২
স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং বেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্॥৩
প্রাক্‌কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎ কাল এষ সর্ব্বনিরাকৃতিঃ ॥৪

(১—৪) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্! সত্যবতীসুতঃ ভগবান্ ব্যাসঃ এবং দেবর্ষেঃ জন্ম কর্ম্ম চ নিশম্য ভূয়ঃ তং পপ্রচ্ছ। তব বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ বিপ্রবসিতে [সতি] আদ্যে বয়সি বর্ত্তমানঃ ভবান্ ততঃ কিং অকরোৎ? হে স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা তে পরং বয়ঃ বর্ত্তিতং? কালে প্রাপ্তে কথং বা ইদং কলেবরং উদস্রাক্ষীঃ? হে মুনিসত্তমঃ! সর্ব্বনিরাকৃতিঃ এষঃ কালঃ হি প্রাক্‌কল্পবিষয়াং এতাং তে স্মৃতিং [কথং] ন ব্যবধাৎ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ'—যে ঋষিগণ নারদকে সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মদর্শন লাভের উপায় বলিয়াছিলেন 'বিপ্রবসিতে'— 'বি' = স্থায়িভাবে + 'প্রবসিতে' = চলিয়া যাওয়ার পরে; 'আদ্যে বয়সি'—শৈশবে; 'স্বায়ম্ভুব'—'স্বয়ম্ভু' = ব্রহ্মা, তাঁহার অপত্য, অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ; 'পরং বয়ঃ' বয়সের পরবর্ত্তী কাল; 'বর্ত্তিতং'—অতিবাহিত; 'উদস্রাক্ষী'—'উৎ' = ঊর্দ্ধে, দূরে + 'অস্রাক্ষীঃ' = নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন; 'সর্ব্বনিরাকৃতিঃ'—সর্ব্বধ্বংসকারী; 'প্রাক্‌কল্পবিষয়াং'—প্রাক্‌কল্প = পূর্ব্বসৃষ্টি + বিষয় = উপলক্ষ্য যাহার, অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টির ঘটনাবলীর; 'মুনিসত্তম'—মুনিশ্রেষ্ঠ; 'এষঃ কালঃ'—এই অর্থাৎ প্রতাপবান্

কাল; 'ব্যবধাৎ'=খণ্ডিতবান্, স্মৃতির অপলাপ করা (বি+অব+ধা =আচ্ছাদন করা)।

ব্যাখ্যা—সত্যবতী-তনয় ভগবান্ ব্যাস, নারদের জন্ম ও সাধনার কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নারদ, মুনিগণ আপনাকে সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশ দিয়া চলিয়া যাওয়ার পরে শৈশবাবস্থায় আপনি কি করিলেন [৫—২৩ শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর আছে]; হে ব্রহ্মার নন্দন, কিরূপ আচরণ করিয়া আপনি পরবর্ত্তী বয়ঃকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং কাল পূর্ণ হইলে কিরূপে নরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ? [এই প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর ২৬ শ্লোকে ও দ্বিতীয়াংশের উত্তর ২৭--২৮ শ্লোকে দিলেন]; কাল ত সর্ব্ব বস্তু নাশ করে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতিও লোপ করে, কিন্তু আপনার মনে পূর্ব্বকল্পে জন্ম-বিষয়ক স্মৃতির নাশ কেন হয় নাই ? [২৪ শ্লোকের ২য় চরণে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন]।

শ্রীনারদ উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্মম।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষম্॥৫
একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী।
ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্॥৬
সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী।
ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা॥৭
অহঞ্চ তদ্ব্রহ্মকুলে ঊষিবাংস্তদপেক্ষয়া।
দিগ্দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ॥৮

(৫-৮) [**অন্বয়**] মম বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ ভিক্ষুভিঃ বিপ্রবসিতে [সতি] আদ্যে বয়সি বর্ত্তমানঃ অহং ততঃ এতৎ অকারষং। যোষিৎ মূঢ়া কিঙ্করী চ একাত্মজা মে জননী অনন্যগতৌ

ময়ি স্নেহানুবন্ধনং চক্রে। অস্বতন্ত্রা সা মম যোগক্ষেমং ইচ্ছতী অপি কল্পা ন আসীৎ। যথা দারুময়ী যোষা [তথা] হি লোকঃ ঈশস্য বশে [বর্ত্ততে]; দিগ্-দেশ-কালাব্যুৎপন্নপঞ্চহায়নঃ বালকঃ অহং চ তদপেক্ষয়া তদ্ব্রহ্মকুলে উষিবান্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যোষিৎ'—নারী; 'মূঢ়া'—স্নেহের মোহে অচ্ছন্ন; 'অনন্যগতৌ'—মাতা ছাড়া অপর আশ্রয়-হীন; 'স্নেহানুবন্ধনং'—স্নেহ দ্বারা নিজের সহিত 'অনু' = অতি ঘনিষ্টভাবে বন্ধন; 'যোগক্ষেমং'—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপনকে যোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণকে ক্ষেম বলে, অর্থাৎ বিত্তাদির লাভ ও রক্ষা। 'কল্পা'—সমর্থা; 'দারুময়ী যোষা'—কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রীড়ার পুতুল। 'ঈশ'—নিয়ন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, যিনি সর্ব্ব বস্তুর পরিচালক; 'দিগ্-দেশ-কালাব্যুৎপন্নঃ'—কোন 'দিক্' = পথ দিয়া গমন করিয়া কোন 'দেশে' গমন করিলে ও কোন 'কালে' = সময়ে বাহির হইলে শ্রীহরির দর্শনলাভ হইবে সে বিষয়ে 'অব্যুৎপন্ন' = অনভিজ্ঞ; 'পঞ্চহায়নঃ' = পঞ্চবর্ষবয়স্ক; 'তদপেক্ষয়া'—তস্য = সেই স্নেহানুবন্ধনের + 'অপ' = অপগম কবে হইবে, সেই বিষয়ে + 'ঈক্ষা' = দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ কবে মায়ের এই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হইবে, সেই প্রতীক্ষায় (শ্রীধর)। 'উষিবান্'—বাস করিতেছিলাম ('বস্' = বাস করা)।

ব্যাখ্যা—ভিক্ষুগণ আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া প্রবাসে গমন করিলে আমি কি করিয়াছিলাম তাহা বলিতেছি—আমার মাতা ছিলেন নারী সুতরাং দুর্ব্বলা, এবং ব্রাহ্মণগৃহে দাসী, সুতরাং দরিদ্রা ও পরাধীনা; আমি ছিলাম তাঁহার একমাত্র সন্তান এবং তিনি ছাড়া আমার প্রতিপালনের অপর কোন উপায় ছিল না; অতএব তিনি আমাকে স্নেহের পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে আমার বিত্তাদির লাভ ও রক্ষা হয়, তাহা তিনি কামনা করিতেন; কিন্তু নিজে পরের অধীন হওয়াতে আমার উন্নতি-সাধনে

তাঁহার কোন শক্তিই ছিল না; কাষ্ঠপুত্তলিকাকে বাজীকর যেরূপ নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করে, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরও জীবকে (অর্থাৎ আমাকে ও আমার মাতাকে) সেইরূপ পরিচালিত করিতেছিলেন। আমি তখন ছিলাম পঞ্চমবর্ষীয় বালকমাত্র, এবং কোন্ পথ দিয়া কোন্ দেশে গমন করিলে ও কোন্ সময়ে বাহির হইলে শ্রীহরির দর্শনলাভ হইবে তাহা জানিতাম না, এবং কবে এই 'স্নেহানুবন্ধন' হইতে আমি মুক্তিলাভ করিব, তাহারই প্রতীক্ষায় আমি ব্রাহ্মণ-গৃহে বাস করিতেছিলাম।

একদা নির্গতাং গেহাদ্ দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎ পদা স্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥৯
তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥১০

(৯-১০) [**অন্বয়**] একদা নিশি গাং দুহন্তীং গেহাৎ নির্গতাং কৃপণাং [মম মাতরং] কালচোদিতঃ সর্পঃ পথি পদাস্পৃষ্টঃ [সন্] অদশৎ। তদা অহং তৎ [দংশনং] ভক্তানাং শং অভীপ্সতঃ ঈশস্য অনুগ্রহং মন্যমানঃ উত্তরাং দিশং প্রাতিষ্ঠং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'গাং দুহন্তীং'—গাং দোগ্ধুং (শ্রীধর); 'কৃপণাং'—দীনাং, অর্থাৎ মা—'বেচারীকে'; 'চোদিতঃ' —প্রেরিত (চোদি=প্রেরণ করা); 'পদাস্পৃষ্টঃ'—পাদ দ্বারা 'আ'=জোরে+স্পৃষ্ট=নিষ্পেষিত। নারদের মাতা পথে চলিবার সময় জোরে সর্পকে 'মাড়াইয়াছিলেন', সেইজন্য সর্প ক্রোধে বিষ উদ্গীরণ করিয়া দংশন করাতে নারদের মাতার অবিলম্বে মৃত্যু হইয়াছিল; শ্রীধর বলেন 'ঈষদাক্রান্ত'। 'শং'=মঙ্গলং; 'প্রাতিষ্ঠং'—'প্র'=প্রকৃষ্ট ভাবে+'আতিষ্ঠং'=চিরদিনের জন্য উত্তর দিকে (হিমালয়ের দিকে) প্রস্থান করিলাম।

ব্যাখ্যা—একদিন রাত্রিতে আমার মাতা গোদোহনার্থ যাওয়ার

সময় পথে একটি সর্পকে পদ দ্বারা জোরে 'মাড়াইয়া' ধরিয়াছিলেন; সেইজন্য সর্প তাঁহাকে দংশন 'করে'—স্বয়ং কালই যেন তাঁহাকে মুক্ত করিতে ঐ সর্পকে পাঠাইয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুতে নারদ ভাবিলেন যে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্, যিনি নিয়ত ভক্তগণের মঙ্গল কামনা করেন, তিনিই অনুগ্রহ করিয়াছেন; তৎপরে নারদ গৃহ ত্যাগ করিয়া দেবগণের বাসস্থান হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করিলেন।

স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্ব্বটবাটীশ্চ বনান্যুপবনানি চ॥১১
চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্ নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ॥১২
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ।
নলবেণুশরস্তম্ব-কুশকীচকগহ্বরম্॥১৩
এক এবাতিযাতোঽহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলুকশিবাজিরম্॥১৪

(১১-১৪) [**অন্বয়**] তত্র একঃ এব স্ফীতান্ পুর-গ্রাম-ব্রজাকরান্ জনপদান্, খেট-খর্ব্বট-বাটীন্ চ, বনানি উপবনানি চ, ইভভগ্নভুজদ্রুমান্, চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীন্, শিবজলান্ জলাশয়ান্, চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈঃ বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ সুরসেবিতাঃ নলিনীঃ, অতি-যাতঃ [সন্], নলবেণু-শরস্তম্ব-কুশ-কীচকগহ্বরং ঘোরং প্রতি ভয়াকারং ব্যালোলুকশিবাজিরং মহৎ বিপিনং অদ্রাক্ষম্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এই শ্লোক কয়েকটির প্রধান বাক্য—'একঃ অতিযাতঃ [সন্] বিপিনং অদ্রাক্ষম্'; অর্থাৎ নারদ একাকী কতকগুলি স্থান অতিক্রম করিয়া এক বিশাল অরণ্য দেখিলেন। কি কি স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে-ছেন; যথা—(ক) জনপদান্ (খ) খেট-খর্ব্বট বাটীন্ (গ) বনানি, উপবনানি; (ঘ) অদ্রীন্ (ঙ) জলাশয়ান্ এবং (চ) নলিনীঃ। এই ছয়টি

পদের 'অতিযাতঃ' পদের সহিত যোগ আছে। এই সকল অতিক্রম করিয়া যে 'বিপিনটি' দেখিলেন, সেই বিপিনটি কিরূপ, তাহা নলবেণু ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

'একঃ এব'—একাকীই, অর্থাৎ অপর কেহই নারদের সঙ্গে ছিল না, তথাপিও তাঁহার ভয় হয় নাই। 'স্ফীতান্' = সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং 'পুরঃ' = নগর ও 'গ্রাম' = বিপ্রপল্লী এবং 'ব্রজ' = গোচারণ-স্থান ও 'আকর' = ধাতুসকল যাহা হইতে বাহির হয়, এইরূপ খনিসকল ছিল যাহাতে, এরূপ 'জনপদান্' = লোকালয়সকল; 'খেট'—কৃষকপল্লী; 'খর্ব্বট'—গ্রাম ও নগরের সংমিশ্রণ, যাহা নদী বা গিরির নিকটে থাকে (শ্রীধর) অর্থাৎ 'গঞ্জ' সকল; 'বাটী' ফুলবাগান। 'বন'—যে স্থানে বৃক্ষসমষ্টি আপনি জন্মিয়াছে, 'উপবন'—যেখানে বৃক্ষসকল রোপিত হইয়াছে। প্রথমে পুরগ্রামাদি-যুক্ত সমৃদ্ধিশালী লোকালয়সকল অতিক্রম করিয়া উত্তর মুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পরে অল্প সমৃদ্ধি-বিশিষ্ট কৃষকপল্লী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। 'ইভভগ্ন-ভুজদ্রুমান্—এই পদ 'অদ্রীন্' পদের বিশেষণ; 'ইভ' = হস্তী দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে 'ভুজ' = শাখাসকল যাহাদের এরূপ 'দ্রুম' = বৃক্ষসকল আছে যাহাতে সেইরূপ অদ্রিসকল; 'চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীন্'—চিত্রৈঃ—বহুবিধ এবং বিস্ময়কর স্বর্ণরৌপ্যাদি 'ধাতুভিঃ'—ধাতুসকল দ্বারা 'বিচিত্র' = বিবিধ বর্ণের 'অদ্রি' = পর্ব্বতসকল।

'শিবজলান্'—জলাশয়ান্ পদের বিশেষণ, 'শিব' = হিতকর জল যাহার, এরূপ 'জলাশয়ান্'; = জলের 'আশয়' = আধার; অদ্রি-সকলের উপত্যকায় যে জল জমিয়াছিল, তাহাদের কথাই বলিতে-ছেন। এই জলাশয় সকলে পদ্ম ফুটিত না, সেইজন্য 'নলিনীঃ —(২য়ার বহুবচনে) অর্থাৎ পদ্মসরোবরসকলের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিলেন। এই নলিনীসকল কিরূপ তাহার বর্ণনায় বলিলেন যে, 'চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈঃ'—'চিত্রে' = মধুর এবং বিস্ময়কর 'স্বন' = শব্দ আছে

যাহাদের এরূপ 'পত্ররথৈঃ'—পক্ষিগণ দ্বারা, অর্থাৎ পক্ষিগণের ধ্বনি দ্বারা, 'বিভ্রমৎ'—'বি' = বিবিধ দিকে + 'ভ্রমদ্ভিঃ' + ভ্রমরৈঃ + 'শ্রীঃ' = শোভা হইয়াছিল যাহাদের, এরূপ 'নলিনীঃ' = পদ্ম-সরোবরসকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভ্রমরসকল পদ্মের মধু পান করিতেছিল, কিন্তু পক্ষিগণের নানাবিধ রব শুনিয়া, তাহারা পদ্মফুল পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিকে উড়িতেছিল, এবং গুণ গুণ রব করিতেছিল।

'ঘোর' = দুষ্প্রেক্ষ্য ; 'প্রতিভয়াকারং'—'প্রতি' পদ 'প্রথ্' ধাতু (= বিখ্যাত হওয়া) হইতে হইয়াছে, সুতরাং 'প্রতিভয়' = যাহা ভয় বলিয়া বিখ্যাত, তাহারই ন্যায় 'আকার' = রূপ যাহার এরূপ 'বিপিনং' 'অদ্রাক্ষং' = দেখিলাম। অর্থাৎ যে বিপিন = প্রান্তর দেখিলাম, তাহার মূর্ত্তি এত ভীষণ যে, বোধ হইল যেন স্বয়ং ভয় ঐ অরণ্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। 'কুশকীচকগহ্বরং'—'কুশ' এবং 'কীচক' (= সরু বাঁশ যাহা শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার করে) ঐ সকলের ঝোপ সেই বিপিনে ছিল, এবং সেই ঝোপ-সকলের মধ্যে 'গহ্বর' অর্থাৎ খোলা জায়গা ছিল ; এইরূপ 'বিপিনং' = অরণ্য দেখিলাম। 'ব্যাল' = ব্যাঘ্র, 'উলুক' = পেচক ও 'শিবা' = শৃগাল ছিল যাহাতে এরূপ 'অজির' = প্রশস্ত স্থান আছে যে বিপিনে ('বিপিনং'পদের বিশেষণ)। সেই বিপিনে নলবেণু প্রভৃতির মধ্যে গহ্বর ছিল, (যে গহ্বরে হিংস্র জন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে), এবং সেই বিপিনের খোলা মাঠে ব্যাঘ্র ও শৃগালসকল ঘুরিতেছিল এবং পেঁচক-সকলও বিকট রব করিতেছিল ; অতএব ঐ বিপিন যেন স্বয়ং ভয়েরই মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছিল।

ব্যাখ্যা—নারদ একাকী যাইতে যাইতে দেখিলেন, প্রথমে সমৃদ্ধিশালী জনপদ, অর্থাৎ লোকালয়সকল যাহাতে নগর, গ্রাম, গোচারণের স্থানএবং স্বর্ণরৌপ্যাদির খনিসকল ছিল। তিনি তাহা অতিক্রম করিলেন। পরে অল্প সমৃদ্ধিযুক্ত জনপদসকল অতিক্রম করার সময়ে কোথাও কেবল কৃষকপল্লী, কোথাও বা নদীতীরে বা গিরির

নিকৃষ্ট 'গঞ্জ' সকল, এবং কোথাও বা ফুলের বাগান অথবা বন ও উপবনসকল দেখিলেন। এইরূপে জনপদসকল অতিক্রম করিয়া, তিনি যখন পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিলেন, তখন নানাবর্ণের পাহাড়-সকল দেখিতে পাইলেন। ঐ সকল পাহাড়ে গাছের শাখাসকল ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে পরিচয় পাইলেন যে, ঐ পাহাড়ে বন্য হস্তীসকল বিচরণ করে।

আরও চলিতে চলিতে পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, কোন কোন স্থানে সুন্দর জলাশয়সকল রহিয়াছে। কোথায়ও বা সেই সকল জলাশয়ে অসংখ্য পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া থাকাতে ভ্রমরসকল পদ্মের উপর বসিয়া তাহার মধু পান করিতেছিল, কিন্তু তখন বহু পক্ষী নানা স্বরে ধ্বনি করাতে তাহারা মধুপান ত্যাগ করিয়া, গুণ গুণ রব করিতে করিতে পদ্মের উপর উড়িতে লাগিল। একেই ত ঐ সকল সরোবরের শোভায় চিত্ত সহজেই মুগ্ধ হয়, তাহার সঙ্গে পক্ষীসকলের ধ্বনি এবং ভ্রমর সকলের গুঞ্জন মিলিত হইয়া, স্থানটিকে আরো মনোহর করিয়াছিল। ঐ পদ্মসরোবরসকল এতই মনোহর হইয়াছিল যে দেবগণও তথায় আসিয়া সেই আনন্দ এবং মাধুর্য্য উপভোগ করিতেন। কিন্তু নারদের চক্ষু শ্রীহরির পাদমূল ছাড়িয়া ঐ প্রাকৃতিকশোভা দ্বারাও আকৃষ্ট হইল না।

লোকালয়ের সমৃদ্ধি অথবা পার্ব্বত্য-প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না; অথবা বন্য হস্তীর দ্বারা উৎপাতের চিহ্ন দেখিয়াও তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল না;—কোথায় শ্রীহরিকে পাইব, এই আকাঙ্ক্ষায় সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন। নারদ ক্রমে এক 'মহৎ বিপিনং', অর্থাৎ বিশাল অরণ্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। উহাতে নল-বেণু এবং শরসকলের ঝোপ ছিল, যাহার মধ্যে হিংস্রজন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারিত; এবং তথায় কুশ ও সরু বাঁশসকলের ঝোপের মধ্যেও হিংস্রজন্তুর আশ্রয়ের জন্য গহ্বরসকল ছিল। ক্রমে নারদ দেখি-

লেন যে, ঐ অরণ্যের স্থানে স্থানে খোলা জায়গায় ব্যাঘ্র ও শৃগাল-সকল নির্ভয়ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেন তাহারা তখন নারদকে জানাইতেছিল যে, তথায় হিংস্রজন্তু আছে, এবং সেই সঙ্গে পেচকসকল যেন নারদের হৃৎকম্প উৎপাদন করিবার জন্যই বিকট রব করিতেছিল। মোট কথা, ঐ অরণ্যের মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হইত যে, কালরূপী ভয়ই যেন স্বয়ং ঐ রূপ ধারণ করিয়া, নারদকে সন্ত্রাসিত করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বের শোভাময় দৃশ্যসকল নারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; এখন এই ভীষণ দৃশ্যও তাঁহার চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারিল না। নারদের চিত্ত পূর্ব্ববৎ শ্রীহরিতেই আবদ্ধ রহিল। কোথায় শ্রীহরি, এই চিন্তা করিতে করিতে নারদ সেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্‌পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ ॥১৫
তস্মিন্ নির্ম্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মস্থমাত্মানং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥১৬

(১৫—১৬) [অন্বয়] পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মা তৃট্-পরীতঃ বুভুক্ষিতঃ অহং নদ্যাঃ হ্রদে স্নাত্বা উপস্পৃষ্টঃ পীত্বা গতশ্রমঃ [আসম্]। নির্ম্মনুজে তস্মিন্ অরণ্যে পিপ্পলোপস্থে আশ্রিতঃ [সন্] আত্মনা আত্মস্থং আত্মানং যথাশ্রুতং [তথা] অচিন্তয়ম্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মা'—'পরি' = সর্ব্বতোভাবে + 'শ্রান্ত' = শ্রমে কাতর হইয়াছিল 'ইন্দ্রিয়' = দেহ ও 'আত্মা' = মন যাঁহার; 'তৃট্‌পরীতঃ'—'তৃট্' = তৃষ্ণা, তদ্দ্বারা 'পরি' = সর্ব্বত্র + ই = যাওয়া, তৃষ্ণা তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ, যেন নারদের দেহের সকল লোমকূপই শুষ্ক হইয়া; জল-কামনা করিতে-

ছিল। 'বুভুক্ষিতঃ'—তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে নারদ ক্ষুধায়ও কাতর ছিলেন। 'উপস্পৃষ্টঃ'—আচমন করিয়া; এমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময়েও নারদ আচমন করিতে ভুলিলেন না; 'নির্মনুজে'—যেখানে একটিও মানব ছিল না; 'পিপ্পল' = অশ্বত্থগাছ তাহার 'উপস্থ' = শিকড় (অশ্বত্থ গাছের ডাল হইতে যে 'বোয়া' নামে তাহাকেও বোধ হয় উপস্থ বলে); 'আশ্রিতঃ'—পথশ্রম ও ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য দুর্ব্বলতাবশতঃ নারদের সোজা হইয়া বসিবার শক্তি ছিল না; সেইজন্য তিনি একটি শিকড়কে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছিলেন। 'আত্মনা' = বুদ্ধ্যা (শ্রীধর); 'আত্মস্থং' —হৃদিস্থং (শ্রীধর); বিশ্বনাথ বলেন যে নারদের মনে প্রেমের উদয় হওয়াতে ভগবান্ যে, তাঁহার হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছেন, নারদ ঐরূপ শ্রান্ত অবস্থাতেও তাহা অনুভব করিতে-ছিলেন। 'যথাশ্রুতং'—যেরূপ ঋষিগণের নিকট শুনিয়াছিলেন, সেই ভাবে; অর্থাৎ ঋষিগণ দ্বারা উপদিষ্ট 'নমো ভগবতে তুভ্যং' ইত্যাদি মন্ত্র অনুসারে।

ব্যাখ্যা—পথ চলিতে চলিতে নারদ শ্রমে কাতর হইয়াছিলেন; এবং তখন খাদ্য বা পানীয়জল না পাওয়াতে তৃষ্ণা যেন তাঁহার সর্ব্ব শরীরকে অধিকার করিয়াছিল; অর্থাৎ জলপানের ইচ্ছা যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, স্নান দ্বারা সর্ব্বশরীরকে শীতল করার বাসনাও সেইরূপ হইয়াছিল; সেই সঙ্গে প্রবল ক্ষুধাও ছিল। তখন নারদ নদীর গর্ভে নামিয়া স্নানের পর আচমন করিয়া জলপান করিলেন, তাহাতে শ্রান্তি কমিল বটে, কিন্তু আহার্য্য-বস্তু না পাওয়াতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না; এবং নারদের দেহ তখন এত দুর্ব্বল হইয়া-ছিল যে, তাঁহার সোজা হইয়া বসিবার শক্তি ছিল না। নারদ তখন একটি অশ্বত্থ গাছের মূলকে আশ্রয় করিয়া বসিলেন, এবং ঋষিগণ-প্রদত্ত মন্ত্র অনুসারে হৃদিস্থ বাসুদেবকে ধ্যান করিলেন।

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥১৭

প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥১৮

(১৭—১৮) [**অন্বয়**] ভাবনির্জ্জিতচেতসা চরণাম্ভোজং হৃদি ধ্যায়তঃ ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য মে হৃদি হরিঃ শনৈঃ আসীৎ। হে মুনে! [তদা] প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গঃ [অতএব] অতি নির্ব্বৃতঃ অহং আনন্দসংপ্লবে লীনঃ [সন্] উভয়ং ন অপশ্যং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃত্তি—'ভাবনির্জ্জিতচেতসা'—'ভাব' = ভক্তি, তদ্দ্বারা 'নির্জ্জিত' = সম্পূর্ণ সংযত যে চিত্ত, তদ্দ্বারা। ভাব পদ ভূ ধাতু হইতে হইয়াছে, অতএব নারদের চিত্ত ব্রহ্মে অবস্থান করাতে ভক্তি হইয়াছিল; এবং ভক্তির প্রভাবে চিত্তও নির্জ্জিত হইয়াছিল; (৫মঅ, ১২ শ্লোকে 'ভাব' পদের টীকা দেখ)।

'ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য'—'ঔৎকণ্ঠ্য—'উৎকণ্ঠা' = শ্রীহরিকে দর্শনের আগ্রহ, তাহা হইতে জাত + 'অশ্রুকলাঃ' = নেত্রের বারিধারা ছিল + 'অক্ষিতে' যাঁহার, এরূপ যে নারদ, তাঁহার 'হৃদি' = চিত্তে। শনৈঃ = ধীরে ধীরে। নারদের চিত্তকে নিজের মাধুর্য্য আস্বাদের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিয়া, শ্রীহরি দর্শন দিলেন। 'প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন'—প্রেমের 'অতিভর' = আতিশয্য, তদ্দ্বারা + নির্ভিন্ন = সুস্পষ্ট-ভাবে 'ভিন্ন' = ভেদ করিয়া, বাহির হইয়াছে + 'পুলকানি' = রোমাঞ্চসকল ছিল যাহাতে, এইরূপ + 'অঙ্গ' = দেহ আছে যাঁহার। তখন নারদের সকল অঙ্গ প্রেমেরই সদৃশ হইয়াছিল (বিশ্বনাথ)। 'অতিভর'—অতি + ভৃ = পূরণ করা, প্রেম তাঁহার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিল এবং হৃদয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার স্থান না পাইয়া, যেন তাঁহার চর্ম্ম ভেদ করিয়া 'পুলক' (= রোমাঞ্চ) আকারে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

'অতি নির্ব্বৃতঃ'—'অতি = অতিশয়েন, সম্পূর্ণরূপে 'নির্বৃতি' = সুখের কামনাশূন্যতা ছিল যাঁহার (নির্ = নাই + বৃ = বরণ করা, কামনা করা); অর্থাৎ ভগবানের সহিত যে মিলনসুখ অনুভব

করিতেছিলেন, তাহা ছাড়া আর কোন সুখের কামনাই নারদের মনে ছিল না। 'সংপ্লব'—যে প্লাবন-বারি নদীগর্ভকে পূর্ণ করিয়া উভয় পার্শ্বের দেশসকলকে 'সং' = সম্যগ্রূপে প্লাবিত করে। অর্থাৎ আনন্দ নারদের চিত্তকে পূর্ণ করিয়া, সর্ব্ব অঙ্গেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ; এবং তাঁহার দেহেও আবদ্ধ না থাকিয়া, সর্ব্বজগৎকেই প্লাবিত করিয়াছিল। 'হরি তোমাতে যখন মজে আমার মন তখনই ভুবন হয় সুধাময়'। 'লীন'—নিমজ্জিত হইয়া অন্তর্হিত। নারদ স্বয়ং যেন ঐ আনন্দের মধ্যে 'তলিয়ে' গিয়াছিলেন ; অর্থাৎ নারদ সম্পূর্ণরূপেই আত্মহারা হইয়াছিলেন ; (ব্যাখ্যায় এই 'লীন'-ভাবের বর্ণনা দেখ)। 'উভয়ং ন অপশ্যং'—নিজেকে এবং শ্রীহরিকে দেখিতে পাইলাম না। নারদ কেবল আনন্দই অনুভব করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তিনি তখন নিজেকেও দেখিলেন আনন্দময়, এবং শ্রীহরিকেও দেখিলেন আনন্দস্বরূপ।

১৭ দশ শ্লোকে 'হৃদি আসীৎ' বাক্যের টীকায় বিশ্বনাথ বলেন যে, শ্রীহরি প্রথমে নারদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি নারদের হৃদয়ের তিনটি বৃত্তিতে আবির্ভূত হইলেন ; অর্থাৎ নিজ অঙ্গসৌরভ দ্বারা নারদের নাসিকার, সুমধুর স্বর দ্বারা শ্রোত্রের, এবং শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য দ্বারা চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিলেন। এই অবস্থা 'চিৎ' এবং 'আনন্দের' সংমিশ্রণ-অবস্থা, এবং ইহা ভক্তির একটি উন্নত স্তর। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে, যে অবস্থায় 'চিৎ' ভাব 'আনন্দ' দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন 'জীব' যে হ্লাদিনী-শক্তির অংশ, কেবল ঐ হ্লাদিনীশক্তিই বিশুদ্ধভাবে থাকে ; অর্থাৎ 'জীব' তখন আনন্দময় হইয়া যান ; এবং ভগবানকে কেবল আনন্দস্বরূপই দেখেন। যে 'চিৎ'-ভাব দ্বারা জীব জগৎকে পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্মময় দেখিতেন, তখন সেই ভাবকেও ব্রহ্মের আনন্দ-প্রবাহ দ্বারা প্লাবিত দেখেন। নারদ এই অবস্থায় উন্নত হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—ঋষিগণের মন্ত্র অনুসরণ করিয়া, ভগবানের পাদপদ্ম

ধ্যান করিতে করিতে ভক্তি প্রবল হইয়া নারদের চিত্তের বৃত্তি-সকলের বহির্ম্মুখ ভাবসকলকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিল, এবং ক্রমশঃ প্রগাঢ় প্রেমের স্ফুরণ হইয়া কখন শ্রীহরির দর্শন পাইব, এই আগ্রহে নারদের চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রু নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই অবস্থা প্রাপ্তির পরে শ্রীহরির মূর্ত্তি ধীরে ধীরে নারদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন।

বিশ্বনাথ বলেন যে, শ্রীহরি প্রথমে নারদের চিত্তে, পরে চিত্তের তিনটি বৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া নাসিকা, শ্রোত্র এবং চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিলেন; এই ভাব ভক্তির একটি উন্নত স্তর। কিন্তু নারদ যখন ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নত স্তরে উঠিলেন, তখন প্রেমের আতিশয্য-বশতঃ তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং তাঁহার চিত্তে অপর কোন সুখকামনাই রহিল না। প্লাবনের বারি বৃদ্ধি পাইয়া যেমন নদীর উভয়কূলকে প্লাবিত করে, নারদের চিত্তেও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত বিশ্বকে আনন্দপ্রবাহ দ্বারা প্লাবিত করিল। এই অবস্থায় উঠিয়া নারদ নিজে ত আত্মহারা হইলেনই, তখন প্রথমে তিনি যে শ্রীহরিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহাও আর দেখিতে পাইলেন না: অর্থাৎ নিজেকেও দেখিলেন আনন্দময়, এবং শ্রীহরি-কেও দেখিলেন আনন্দস্বরূপ; এবং যে জগৎকে পূর্ব্বে ব্রহ্মময় দেখিয়াছিলেন, তাহাকেও তিনি আনন্দ দ্বারা প্লাবিত দেখিলেন। এই ভাব প্রাপ্তিকেই আনন্দে 'লীন' ভাব বলে।

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্ দুর্ম্মনা ইব ॥১৯
দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি।
বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥২০

(১৮-১৯) [অন্বয়] ভগবতঃ যৎ মনঃকান্তং শুচাপহং রূপং তৎ অপশ্যন্ [সন্] বৈক্লব্যাৎ দুর্ম্মনাঃ ইব সহসা উত্তস্থে;

পুনঃ তৎ [রূপং] দিদৃক্ষুঃ অহং ভূয়ঃ মনঃ হৃদি প্রণিধায় বীক্ষমাণঃ অপি ন অপশ্যম্; [তেন] অবিতৃপ্তঃ [অহং] আতুরঃ ইব [অবভম্]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মনঃকান্তং'—মন যাঁহাকে কামনা করে (কম্=কামনা করা); 'শুচাপহং'—যাহা শোকতাপ দূর করে; 'বৈক্লব্য'—চিত্তের ব্যাকুলতা; 'দুর্ম্মনাঃ'—যাহার মন দুঃখিত, অর্থাৎ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে; সহসা—হঠাৎ, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি, 'আলু থালু' ভাবে; উত্তস্থে—আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম 'দিদৃক্ষুঃ'—দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া; 'ভূয়ঃ' বারংবার, অর্থাৎ একবারের চেষ্টাতে দেখিতে না পাইয়া, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলাম। 'প্রণিধায়'—প্র=সম্পূর্ণরূপে+নি=নিশ্চিত ভাবে+ধা=স্থাপন করা, অর্থাৎ মনের সকল বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া; 'বীক্ষমাণঃ'—শ্রীহরিকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াও; 'ন অপশ্যাম্' —দর্শন পাইলাম না। তখন 'আতুরঃ'—রোগক্লিষ্ট ইব [অভবম্] —রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ হয়, সেইরূপ কাতর হইলাম।

ব্যাখ্যা—ভগবানের যে রূপকে দেখিতে মন কামনা করে, এবং যাহার দর্শনে সকল শোকতাপ দূর হয়, সেই রূপকে দেখিতে না পাইয়া, চিত্তের ব্যাকুলতাবশতঃ আমি যেন ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ন্যায় আলু-থালুভাবে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

পুনরায় সেই রূপ দর্শনের বাসনায় আমি চিত্তের সকল বৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়া, অর্থাৎ সম্যক্ একাগ্রভাবে, দর্শন-লাভের চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইলাম না; এবং রোগক্লিষ্ট হইয়া লোকে যেরূপ কাতর হয়, তখন মনের কষ্টে আমিও সেইরূপ কাতর হইলাম।

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥২১

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মা দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥২২
সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্
সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি॥২৪
মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ॥২৫
এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্-
ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্।
অহঞ্চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ॥২৬

(২১-২৬) [**অন্বয়**] গিরাম্ অগোচরঃ বিজনে এবং যতন্তং মাং শুচঃ প্রশময়ন্ ইব গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা আহ। হন্ত! অস্মিন জন্মনি ভবান্ ইহ মা (= মাং) মা দ্রষ্টুং অর্হতি; অহং অবিপক্ক-কষায়াণং কুযোগিনাং দুর্দ্দর্শঃ। হে অনঘ ময়া যৎ রূপং সকৃৎ দর্শিতং এতৎ তে কামায়; [যতঃ] মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ [সন্] সর্ব্বান্ হৃচ্ছয়ান্ মুঞ্চতি। অদীর্ঘয়া অপি সৎসেবয়া ময়ি [তব] দৃঢ়া মতিঃ জাতা, [অতঃ] ইমং অবদ্যং লোকং হিত্বা মজ্জনতাং গন্তা অসি। ময়ি নিবদ্ধা ইয়ং মতিঃ কর্হিচিৎ ন বিপদ্যেত; [তথা] মদনুগ্রহাৎ স্মৃতিঃ চ প্রজাসর্গনিরোধে অপি ন [ন বিপদ্যেত]। তৎ মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গং অলিঙ্গং ঈশ্বরং এতাবৎ উক্ত্বা উপররাম; [তেন] অনুকম্পিতঃ অহং চ মহতাং মহীয়সে তস্মৈ শীর্ষ্ণা অবনামং বিদধে।

শব্দার্থ ও রস বিবৃতি—গিরাং অগোচরঃ—কেবল বাক্য দ্বারা যে ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা করা যায় না, বা বাক্য দ্বারা যাঁহাকে অনুভূতির বিষয়ীভূত করা যায় না। 'যতন্তং'—দর্শন-

লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম যে আমি, সেই আমাকে 'গম্ভীর-শ্লক্ষ্ণয়া বাচা'—যে বাক্য' ঐশীভাবযুক্ত হওয়াতে সম্ভ্রমের যোগ্য, অথচ 'শ্লক্ষ্ণ'=মধুর (শ্লিষ্ =আলিঙ্গন করা; ঐ বাক্য এত স্নেহপূর্ণ ছিল যে, প্রাণের সঙ্গে গাথিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়)। 'শুচঃ প্রশময়ন্ ইব'—ভগবান্ আমার মনঃপীড়া দূর করিবার জন্য কথাগুলি বলিলেন। প্রেমিকের চিত্তে বিরহযাতনা ত কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, যাহাতে এই অসম্ভবও সম্ভব হয়, সেইরূপ মধুর রস নিজ বাক্যে সন্নিবেশিত করিয়া, ভগবান্ নারদকে কথাগুলি বলিলেন, (বিশ্বনাথ)। 'হন্ত'—হে বৎস্য নারদ! 'দ্রষ্টুং ন অর্হতি'—দর্শনলাভে অধিকারী হয় না।

'অবিপক্ককষায়াণাং'—অপক্ক ফলের কষায়রস থাকে; কিন্তু ফলটি 'বিপক্ক' 'বি'=সম্পূর্ণ+পক্ক; স্বাভাবিক ভাবে, অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে নয়, পক্ক হইলে, ঐ কষায়রসই মধুররসে পরিণত হয়। অপক্কযোগী (অর্থাৎ যাঁহাদিগের যোগসিদ্ধি হয় নাই) তাঁহারাই যখন পক্কতা (অর্থাৎ যোগসিদ্ধি) লাভ করেন, তখন তাঁহাদিগের চিত্তের কামক্রোধাদি কষায়রসসকল প্রেম-ভক্তিরূপ মধুর রসে পরিণত হয়। 'কুযোগী' (ব্যাখ্যা দেখ) যোগমার্গের নিকৃষ্ট সাধক—যাহাদের মনে কামক্রোধাদি আছে। প্রেমের প্রভাবেই কামক্রোধাদি দূর হয়; অতএব নারদের মনে বিশুদ্ধ প্রেমের স্ফুরণ করিবার জন্য ভগবান্ কেবল একবারমাত্র নারদকে দর্শনদান করিয়াছিলেন, নারদ 'আবদার' করিয়াছিলেন বলিয়া যে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা নহে; 'সকৃৎ'—একবারমাত্র; 'কামায়'—অনুরাগায়, তোমার চিত্তে আমার প্রতি অনুরাগবৃদ্ধির জন্য; 'মৎকামঃ'—আমাতে অনুরক্ত; 'শনকৈঃ'—ধীরে ধীরে; 'সাধুঃ' [সন্]—বিষয়-ভোগবাসনাশূন্য হইয়া; 'হৃচ্ছয়ান্'—ভোগ-বাসনাসকল ('হৃৎ'=হৃদয়ে+শী=শয়ন করা, যাহা অন্তরে অবস্থান করে, অর্থাৎ ভোগবাসনা) 'অবদ্য' =নিন্দ্য (ন+বদ্=বলা, লোকে যাহার উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত

হয়)। কারণ এই ভোগলোক স্বভাবতঃই হেয়, এবং দাসীপুত্র হওয়াতে নারদ আরও হেয় অবস্থাতে ছিলেন। 'মজ্জনতা'—আমার পার্ষদত্ব; 'গন্তা অসি'—গমন করিবে।

'নিবদ্ধা'—'নি' = নিশ্চিত, অর্থাৎ দৃঢ়রূপে 'বদ্ধা' = আবদ্ধা; যে মতি সুখ বা দুঃখ কোন কারণেই ভগবানকে ছাড়িতে চাহে না। 'ন বিপদ্যেত'—বিনষ্ট হয় না, (বি = বিরুদ্ধ + পদ্ = যাওয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া)। কারণ তোমার এই প্রেম ভগবানের আনন্দময় স্বরূপেরই অংশ, ঐ স্বরূপ যেমন কখনও বিনষ্ট হয় না, আমার প্রতি এই মতি (অর্থাৎ প্রেম) প্রলয়েও বিনষ্ট হইবে না; ('বি' = বিরুদ্ধভাবে 'পদ্' = যাওয়া); 'প্রজাসর্গ'—সৃষ্টি; 'নিরোধ'—প্রলয়, যখন সকল সৃষ্ট বস্তু ভগবানে লীন হইয়া থাকে।

'মহদ্‌ভূতং'—ভগবানের নাম, ইহা ক্লীবলিঙ্গ (বিশ্বনাথ); যিনি 'মহৎ' অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অতএব জন্মরহিত) তিনি 'ভূতং'—সৃষ্টবস্তু ('ভূত' = যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, ভূ = জন্মান) অর্থাৎ বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন; এবং 'অলিঙ্গং'—অমূর্ত্তিক হইয়াও, 'নভোলিঙ্গং' 'নভসি' = আকাশে, 'লিঙ্গং' = শব্দরূপ মূর্ত্তি আছে যাঁহার, এবং যিনি 'ঈশ্বরং' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা; 'অবনাম'—অব = দীনভাবে + 'নাম' = প্রণাম, অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ (নম্ = প্রণাম করা)।

ব্যাখ্যা—যখন আমি সেই জনহীন অরণ্যে শ্রীহরির দর্শন-লাভের জন্য প্রয়াস করিতেছিলাম, তখন যিনি বাক্যের অগোচর (অর্থাৎ শ্রীহরি), তিনি আমার মনঃপীড়া সম্পূর্ণরূপে উপশমিত করিবার জন্যই যেন পরবর্ত্তী গম্ভীর অথচ মধুর বাক্য বলিলেন।

তিনি বলিলেন—হে বৎস! তুমি নরজন্মে ইহলোকে আমাকে দর্শন করিবার অধিকারী নও। যাঁহারা আমার সহিত মিলন-লাভের জন্য যোগমার্গে সাধনা করেন, তাঁহাদের মনে যতদিন কষায়রসতুল্য কামক্রোধাদি যোগসিদ্ধি দ্বারা প্রেমভক্তিতে পরিণত না হয়, ততদিন ঐ সাধকগণ আমার দর্শন পায় না। তোমার চিত্তে প্রেমের বৃদ্ধি

হইয়া কামক্রোধাদি দূর করার জন্যই আমি কৃপাবশতঃ একবারমাত্র তোমাকে দর্শন দিয়াছি। যিনি কেবল আমাকেই কামনা করেন; (অর্থাৎ যিনি কেবল আমাতেই অনুরক্ত) তাঁহার চিত্ত হইতে ধীরে ধীরে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়; অবশেষে তিনি সাধু হইয়া সকল বিষয়বাসনা ত্যাগ করেন। তুমি এখন পুনরায় আমার দর্শন লাভ করিলে না বটে, কিন্তু যাহাতে আমার পার্ষদত্ব লাভ করিয়া নিয়ত আমার সহিত মিলনসুখ উপভোগ করিতে পার, সেইজন্য আমি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একবারমাত্র দর্শন দিয়াছি।

হে নারদ! অদীর্ঘকালমাত্র সাধুসেবা (অথবা 'সৎ' যে আমি সেই আমার সেবা) করিয়া তোমার চিত্ত আমার প্রতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছে; এই দৃঢ়তার প্রভাবেই হেয় ভোগলোকত্রয় ত্যাগ করিয়া তুমি আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে। তোমার যে মতি দৃঢ়ভাবে আমাকে ধরিয়া আছে, ঐ মতি ভগবানের আনন্দময় সত্তারই অংশ। স্বয়ং ভগবান্ যেমন কখনও বিনষ্ট হন্ না, তোমার এই প্রেমও প্রলয়ে বিনষ্ট হইবে না; এবং আমি আদেশ দিতেছি যে, অদ্যকার এই দর্শনলাভের মধুময় স্মৃতি কখনও কালের প্রভাবে তোমার চিত্ত হইতে লুপ্ত হইবে না।

যিনি 'অলিঙ্গ' অর্থাৎ অমূর্ত্তিক হইয়াও, 'ভূতং' = বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন; এবং যে 'নভোলিঙ্গের' শব্দরূপ মূর্ত্তি অনন্ত আকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব যদিও তিনি নিয়তই সন্নিহিত আছেন, কিন্তু অলিঙ্গ হওয়াতে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না (শ্রীধর); তথাপি তাঁহার 'ঈশ্বরত্বের' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের চিহ্ন সর্ব্বদা এবং সর্ব্ব বস্তুতে দেখা যায়, এরূপ যে ভগবান্, তিনি এই বাক্য বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। অনুগৃহীত ব্যক্তি যেরূপ অনুগ্রহকারীর পদমূলে নিজের মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমিও সেই মহদ্গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে সেই ভাবে প্রণাম করিয়া, তাঁহার-আশ্রয় লইলাম।

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥২৭

(২৭) [অন্বয়] ততঃ অহং হতত্রপঃ [সন্] অনন্তস্য নামানি পঠন্, গুহ্যানি কৃতানি চ স্মরন্ তুষ্টমনাঃ, গতস্পৃহঃ, অমদঃ বিমৎসরঃ [সন্] গাং পর্য্যটন্ কালং প্রতীক্ষন্ [আসম্]।

শব্দার্থ ও রসাবিবৃতি—'হতত্রপঃ'—ত্যক্তলজ্জঃ, নিজে দাসীপুত্র ভাবিয়া নারদের মনে আর কোন লজ্জা রহিল না। 'অনন্তস্য নামানি'—এই নামসকল 'অনন্ত' শ্রীহরির অনন্ত 'যশোঙ্কিত', অর্থাৎ অনন্ত মহিমাজ্ঞাপক। 'গুহ্যানি, ভদ্রাণি, কৃতানি'—শ্রীহরির লীলাসকলে যে ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলময় ভাব 'গুহ্য' =প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাহা 'স্মরন্ =চিন্তা করিয়া, অর্থাৎ লীলা-সকলের গূঢ় মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া; 'তুষ্টমনাঃ'—পূর্ব্বে শ্রীহরির অদর্শনে যে বিষাদ হইয়াছিল, তাহা অপগত হইয়া নারদের মনে এখন সন্তোষই ছিল, এই সন্তোষ আনন্দময়েরই সত্তা। 'গতস্পৃহঃ, অমদঃ ও বিমৎসর'—নামকীর্ত্তন ও শ্রীহরির কার্য্যাবলী স্মরণ করাতে নারদের চিত্ত শ্রীহরিতে আবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে জ্ঞানের স্ফুরণ হওয়াতে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়; অতএব নারদ 'অমদঃ' =অবিদ্যার মোহশূন্য হন; এবং চিত্ত আনন্দে পূর্ণ থাকাতে 'গতস্পৃহঃ' =বিষয়-ভোগবাসনাশূন্য হইয়াছিলেন। 'বিমৎসরঃ'—'মৎসর' পদে বিদ্বেষ, বিশেষতঃ পরশ্রীকাতরতা বুঝায়। নারদের মনে কোনরূপ বিদ্বেষভাব ছিল না; সুতরাং দেহত্যাগের দেরী হওয়াতে নারদের মনে কোন প্রকার অসন্তোষ হয় নাই। 'কালং প্রতীক্ষন্'—কখন দেহত্যাগের সময় আসিবে সেই অপেক্ষায়।

ব্যাখ্যা—শ্রীহরির এই বাক্যশ্রবণের পরে, নিজে দাসীপুত্র

ইহা ভাবিয়া আর নারদের মনে লজ্জা রহিল না। তিনি অনন্ত শ্রীহরির মহিমাজ্ঞাপক নামসকল কীর্ত্তন করিয়া এবং শ্রীহরির মনোহর লীলাসকলের গূঢ় রহস্য স্মরণ করিয়া, নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং কখন্ তাঁহার দেহত্যাগের সময় আসিবে, সেই অপেক্ষায় রহিলেন। তখন তাঁহার মনে আনন্দ ছিল, কোন ভোগ্য বস্তুর প্রতিই তাঁহার স্পৃহা ছিল না; এবং দুর্লভদর্শন শ্রীহরির দর্শন লাভ করাতে গর্ব্ব বা অপর কোন আকারে অবিদ্যার মোহও তাঁহার মনে ছিল না; অথবা হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি কিছুই ছিল না।

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা ॥২৮
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥২৯

(২৭-২৮) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্ এবং কৃষ্ণমতেঃ অসক্তস্য অমলাত্মনঃ [মম] যথা সৌদামনী তড়িৎ [তথা] কালে কালঃ প্রদুরভূৎ। তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং [প্রতি ভগবতা] ময়ি প্রযুজ্যমানে [সতি] আবদ্ধকর্ম্মনির্ব্বাণঃ পাঞ্চভৌতিকঃ তনুঃ ন্যপতৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--'সৌদামনী'+'দাম'=মালা; সু=সুন্দর; সুন্দর মালার ন্যায় মনোহর+'তড়িৎ' পদ অতর্কিত-ভাবে মৃত্যুকালের আগমন প্রকাশ করে, অর্থাৎ নারদের কোন ব্যাধি হয় নাই। প্রাদুঃ=প্রকটিত; ভাগবতী—ভগবৎ-পার্ষদরূপা; 'শুদ্ধাং তনুং'—শুদ্ধসত্ত্বময় দেহকে; 'ময়ি প্রযুজ্যমান'—ভগবান্ যখন ঐ শুদ্ধা ভাগবতী তনুকে 'প্র'=প্রকৃষ্টভাবে (অর্থাৎ যেন আমা হইতে শুদ্ধা তনু বিচ্যুত না হয়, এবং আমি ঐ তনুর সকল অধিকার ভোগ করিতে পারি এইরূপ ভাবে) আমার সহিত সংযোগ করিয়া দিলেন।

আমার 'জীব'-সত্তার সহিত শুদ্ধা = শুদ্ধসত্ত্বময়ী, রজঃ বা তমোঃ বর্জ্জিত, 'ভাগবতী তনুকে প্রযুজ্যমান'—যখন যোগ করিতেছিলেন, তখনই পাঞ্চভৌতিক তনুঃ 'ন্যপতৎ'; 'শানচ্' প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ হয় যে, তনুদ্বয়ের যথাক্রমে যোগ ও পতন একই সময়ে হইয়াছিল। 'প্রারব্ধ-কর্ম্মনির্ব্বাণঃ' = প্রারব্ধ-কর্ম্মের নির্ব্বাণ হইয়াছিল যে পাঞ্চভৌতিক তনুতে; 'ন্যপতৎ'—'নি' = নিশ্চিত ভাবে + 'অপতৎ' = বিচ্যুত হইল। স্বামিপাদ বলেন যে, এই শুদ্ধা ভাগবতী তনুতে (অর্থাৎ পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত তনুতে, আরব্ধ কর্ম্ম নাই, উহা শুদ্ধ ও নিত্য। বিশ্বনাথ বলেন যে, জাত হওয়ার সঙ্গেই 'প্রারব্ধ' (অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গদেহ) বিনষ্ট হইতে থাকে। অতএব সাধক-দশাতেই নারদের প্রারব্ধের নাশ হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা—যখন আমি নিজ মতিকে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন করিয়া, বিষয়াসক্তিশূন্য এবং কাম-ক্রোধাদিবর্জ্জিত-চিত্তে দেহত্যাগের সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময়ে, আকাশে যেরূপ অতর্কিতভাবে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, সেইরূপে হঠাৎ একদিন আমার দেহত্যাগের সময় মধুরমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইল। ভগবান্ যখন আমার দেহস্থিত 'জীব'-নামক সত্তাকে শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজপার্ষদরূপা তনুতে সংযুক্ত করিতেছিলেন, সেই সময়েই আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ চিরদিনের জন্য বিচ্যুত হইয়াছিল।

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ ॥৩০
সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঞ্চ জজ্ঞিরে ॥৩১

(৩০-৩১) [অন্বয়] কল্পান্তে ইদং আদায় উদন্বতঃ অম্ভসি শয়ানে [সতি] শিশয়িষোঃ বিভোঃ অন্তঃ অহং অনুপ্রাণং বিবিশে। সহস্র যুগপর্য্যন্তে উত্থায় ইদং সিসৃক্ষতঃ [ব্রহ্মণঃ] প্রাণেভ্যঃ মরীচি-মিশ্রাঃ ঋষয়ঃ অহং চ জজ্ঞিরে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ইদং'—ভূরাদি তিন লোককে 'আদায়'—প্রত্যাহার করিয়া ; 'উদন্বতঃ'—কারণার্ণবের ; অম্ভসি= সলিলে 'শিশয়িষোঃ'—যোগনিদ্রায় শয়ন (অর্থাৎ শক্তিসকলের উপসংহার করিবার জন্য) করিতে ইচ্ছুক বিভুর, অন্তঃ—অভ্যন্তরে ; 'সহস্রযুগ=সহস্রযুগব্যাপী প্রলয়ের রাত্রির 'পর্য্যন্তে'—পরি=সম্যক্+ 'অন্তে'=অবসানে, 'উত্থায়'—যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া ; 'ইদং সিসৃক্ষতঃ'—এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মের ; 'প্রাণেভ্যঃ' প্রাণনামক ইন্দ্রিয় হইতে, অর্থাৎ ব্রহ্মের শুদ্ধসত্তার সহিত। **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা—কল্পের অবসানে শ্রীনারায়ণ ত্রিলোককে নিজদেহের মধ্যে উপসংহার করিয়া, কারণার্ণবে যোগনিদ্রায় শয়ন করিবার সময় আমিও তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সহস্রযুগব্যাপী প্রলয়ের নিশার অবসানে ভগবান্ যখন পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন আমি এবং মরীচিমিশ্র প্রভৃতি ঋষিগন নারায়ণের শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিলাম।

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥৩২
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥৩৩
প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥৩৪

(৩২—৩৪) [**অন্বয়**] মহাবিষ্ণোঃ অনুগ্রহাৎ অস্কন্দিত-ব্রতঃ [সন্] ক্বচিৎ অবিঘাতগতিঃ অহং ত্রীন্ লোকান্ পর্য্যেমি। স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং ইমাং দেবদত্তাং বীণাং মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানঃ অহং চরামি। তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ [ভগবান্] স্ববীর্য্যাণি প্রগায়তঃ মে চেতসি আহূত ইব দর্শনং যাতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মহাবিষ্ণোঃ'—শ্রীহরির ; 'অস্কন্দিতঃ' = অস্খলিত (স্কন্দ্ = গমন করা) ; + 'ব্রত' = ভক্তিনিষ্ঠা যাঁহার। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ বৈদিককর্ম্মে আসক্ত। তাঁহারা ব্রত-ভঙ্গভয়ে কর্ম্মত্যাগ করেন না। সনকাদি ঋষিগণ নিবৃত্তিমার্গে (অর্থাৎ যম-নিয়মাদি তপোমার্গে) আছেন ; তাঁহারা 'বহিঃ' অর্থাৎ উচ্চলোক চতুষ্টয়ে গমন করেন বটে, কিন্তু কর্ম্মবন্ধভয়ে জীবের অন্তরে প্রবেশ করিতে অক্ষম। এই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় মার্গাতীত হইয়াও, কেবল ভক্তির প্রভাবে নারদ জীবের অন্তরে এবং বাহিরে ভ্রমণ করেন। তথাপি তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয় না, কর্ম্মবন্ধও হয় না, ভক্তিনিষ্ঠা অচলই থাকে। 'ক্বচিৎ'—যে কোন স্থানে ; 'অবিঘাতগতিঃ'—অবাধ হইয়াছে গতি যাঁহার। 'পর্য্যেমি'—চারিদিকে বিচরণ করি (পরি + ই = যাওয়া)।

'স্বরব্রহ্ম'—ব্রহ্মাভিব্যঞ্জক সপ্ত স্বর—ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, তাহাদের দ্বারা 'বিভূষিত' = বিশেষরূপে অলঙ্কৃতা। ঐ স্বরসকল আলাপ করিলে, বক্তা এবং শ্রোতার চিত্তে ভক্তি জাত হইয়া, ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়। 'তীর্থপাদঃ'—যাঁহার পাদ তীর্থের ন্যায় সকল স্থানকে পবিত্র করে, অতএব তাঁহার লীলাকীর্ত্তনের সময় তিনি আগমন করিয়া, কীর্ত্তনের স্থানকে পবিত্র করেন ; এবং বক্তা ও শ্রোতার চিত্তে নিজের মাধুর্য্যরস সিঞ্চন করিয়া, চিত্তকেও তীর্থের ন্যায় পবিত্র করেন। 'প্রিয়শ্রবাঃ'—মধুর হইয়াছে + 'শ্রব' = যশঃ যাঁহার ; 'প্রগায়তঃ'—প্র = প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, এবং প্রাণের আবেগের সহিত যখন আমি তাঁহার লীলা গান করি। 'দর্শন'—শ্রীহরি যেন মূর্ত্তিধারণ করিয়া নারদের চিত্তে উদিত হন, এবং সেই জন্য তাঁহার প্রগাঢ় ভাবাবেশ হয়।

ব্যাখ্যা—নারদ বলিলেন, আমি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বলোকে সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করি, এবং সর্ব্বজীবের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ

করি। কিন্তু নানা সুরম্য স্থানের দর্শন এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নানা বস্তুর সংস্পর্শ দ্বারা আমার মন ভোগসুখে আসক্ত হয় না, আমার ভক্তিও অচল ভাবে থাকে। এই অখণ্ডিত ভক্তিনিষ্ঠা শ্রীহরির অনুগ্রহেরই ফল।

শ্রীহরি আমাকে এই যে বীণাটি দিয়াছেন, ইহা 'ব্রহ্মাভিব্যঞ্জক' (=ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশক) সপ্তস্বর দ্বারা বিশেষরূপে ভূষিত; অর্থাৎ এই বীণার একটি অপূর্ব্ব শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে স্বর আলাপের সময় নারদ নিজে এবং শ্রোতৃগণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন। এই বীণায় স্বরের আলাপ করিয়া, এবং সেই সঙ্গে শ্রীহরির লীলাসকল গান করিয়া, আমি ত্রিলোকে বিচরণ করি।

যে স্থানে তাঁহার যশোগান হয়, শ্রীহরি সেইস্থানেই আগমন করিয়া ঐ স্থানকে এবং শ্রোতা ও গায়ককে তীর্থের ন্যায় পবিত্র করেন। আমি যখন 'প্রাণভ'রে' শ্রীহরির শক্তির এবং তাঁহার ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও বাৎসল্যাদি গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি, তখন, আমি যেন তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি, সেইভাবেই শ্রীহরি স্বয়ং আমার চিত্তে উদিত হইয়া, আমাকে দর্শন দেন। [শ্রীহরির যশোগান করা তাঁহাকে আহ্বান করার তুল্য। নারদের এবং যে সকল ভাগ্যবান্ শ্রোতার চিত্তে যখন ভাবাবেশ হয়, ঐ ভাব শ্রীহরির আনন্দময়সত্তামাত্র। উহা শ্রীহরির আগমনেরই লক্ষণ]।

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্॥৩৫
যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥৩৬

(৩৫—৩৬) [**অন্বয়**] মুহুঃ মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া আতুরচিত্তানাং এতৎ হরির্চর্য্যানুবর্ণনং হি ভবসিন্ধুপ্লবঃ [ইতি ময়া] দৃষ্টঃ।

কামলোভহতঃ আত্মা মুহুঃ মুকুন্দসেবয়া অধ্বা যদ্বৎ শাম্যতি যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ তথা ন [শাম্যতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া'—'মাত্রা'—বিষয়, তাহাদিগের 'স্পর্শাঃ'—ভোগ, তাহার 'ইচ্ছয়া' (শ্রীধর)। বিষয়-ভোগলালসা দ্বারা যাহাদের চিত্ত 'আতুর' = ব্যাকুল হইয়াছে; তাহাদিগের পক্ষে 'হরিচর্য্যা' = শ্রীহরির লীলাসকলের 'অনুবর্ণন'—'অনু' = পুনঃ পুনঃ, এবং শ্রীহরির 'অনুসরণ' করিয়া, অর্থাৎ শরণাগতভাবে + বর্ণন = কীর্ত্তন করা, 'ভবসিন্ধুপ্লবঃ' = সংসারমুক্তির উপায়। নিজের জীবনে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইহা 'দৃষ্ট'ঃ—এই কথা কাল্পনিক নয়।

'কাম'—বিষয়ভোগেচ্ছা; 'লোভ'—পরদ্রব্য-গ্রহণে প্রবৃত্তি; তাহাদের দ্বারা চিত্ত যখন 'হতঃ' = মৃত জীবের ন্যায় অসাড় হইয়া পড়ে, তখন মানব কাম এবং লোভের প্রতিরোধ করিতে পারে না। 'মুকুন্দ' = মোক্ষদাতা শ্রীহরি, তাঁহার 'সেবা' = শরণাগত হওয়া; শ্রীহরি ইচ্ছা করিলেই আমাকে কাম ও লোভের প্রভাব হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ কর। এই বিশ্বাস বড়ই দুর্লভ; কেহ কেহ সেবার সময়েও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের সেবা খাঁটি জিনিস নয়। যথার্থ-ভাবে সেবা দ্বারা 'আত্মা' = মন; 'অধ্বা'—সাক্ষাৎ অর্থাৎ অবিলম্বে। 'যথা'—যদ্বৎ, যেরূপে; শাম্যতি = কাম ও লোভ সংযত হয়; 'যোগ'—অষ্টাঙ্গ-যোগ। মোট কথা, মুকুন্দের সেবা দ্বারা যত শীঘ্র কামলোভাদির নিবৃত্তি হয়, অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। অতএব সেবা যোগসাধনা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেয়স্কর।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগ কামনা করেন, ঐ সকল কামনা দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্ত ব্যাকুল হয়; এবং ভোগবাসনা-তৃপ্তির জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ভোগলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শরণাগতভাবে শ্রীহরির লীলাসকল পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিতে

করিতে শ্রোতার মন শ্রীহরির মাধুর্য্য ও ভক্তবাৎসল্যাদিগুণে আকৃষ্ট হয়, তখন হইতেই ভোগবাসনার প্রাবল্যও কমিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ বিষয়াসক্তি দূর হয়; তখন পুনরায় আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাই বলিলেন যে, এই ভাবে শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তনই ভবসিন্ধুপার হইবার জন্য পোতের তুল্য। নারদ বলিলেন যে, তিনি এই কথা কল্পনা হইতে বলিতেছেন না, নিজের জীবনেই ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছন। কারণ ঋষিগণ যখন কৃষ্ণকথা অনুবর্ণন করিতেছিলেন, তখন তাহা শুনিয়াই ক্রমশঃ নারদের মনে ভক্তি, এবং ভক্তি হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছিল।

যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারাও ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে আর শ্রবণকীর্ত্তনাদির প্রয়োজন কি? সেইজন্য পরের শ্লোকে বলিতেছেন যে, মুকুন্দসেবা দ্বারা যত শীঘ্র কাম, লোভ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়, যমাদির দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। বিষয়ভোগেচ্ছা এবং পরদ্রব্যগ্রহণে অভিলাষ এতই প্রবল যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি দ্বারা মন 'হত' অর্থাৎ মৃতব্যক্তির ন্যায় 'অসাড়' হয়; এবং দেহ, মন ও বুদ্ধি সম্পূর্নরূপে ঐ কামলোভাদির আয়ত্ত হয়। শ্রীহরি 'মুকুন্দ', অর্থাৎ শ্রীহরি আমাকে কাম ও লোভের প্রভাব হইতে মুক্তি দান করিতে সমর্থ, এই বিশ্বাসে তাঁহার 'সেবা' (=আশ্রয়গ্রহণ) করিলে কাম ও লোভ শ্রীহরির শক্তিপ্রভাবে অতি শীঘ্র উপশান্ত হয়।

সর্ব্বং তদিদমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
জন্মকর্ম্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্॥৩৭

(৩৭) [**অন্বয়**] হে অনঘ অহং ত্বয়া যৎ পৃষ্টঃ তৎ মে জন্মকর্ম্মরহস্যং [তথা] ভবতঃ আত্মতোষণং চ ইদং সর্ব্বং আখ্যাতং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কর্ম্ম' = নারদের সাধনা এবং প্রারব্ধ; 'রহস্য' = সাধনার গূঢ় তত্ত্ব, যদ্দারা নারদের কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া-

ছিল ; 'আত্মতোষণং'—আত্মনঃ = ব্যাসের চিত্তের তুষ্টি যাহা দ্বারা হয় ; অর্থাৎ যে হরিচর্য্যানুবর্ণন দ্বারা নারদের অপ্রসন্নতা দূর হইয়া চিত্তে আনন্দের উদয় হইয়াছিল তাহাও বলিলাম।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস! আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি নিজের জন্মের বিবরণ ও কিরূপ সাধনা দ্বারা আমার প্রারব্ধকর্ম্ম নষ্ট হইয়াছিল, এবং দেহত্যাগের সময় আমি কিরূপে চিন্ময় তনু লাভ করিয়াছিলাম, এবং কিরূপে চিত্তের আধুনিক অপ্রসন্নতা দূর হইয়া আপনার সন্তোষ হইবে তাহাও বলিলাম।

সূত উবাচ

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্ নারদো বাসবীসুতম্।
আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ।৩৮

(৩৮) [অন্বয়] ভগবান্ যাদৃচ্ছিকঃ মুনিঃ বাসবীসুতং এবং সম্ভাষ্য আমন্ত্র্য চ বীণাং রণয়ন্ যযৌ।

ব্যাখ্যা—দেবর্ষি নারদ (যাঁহার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন স্থানে যাওয়ারই আবশ্যক ছিল না, অথচ নিজের ইচ্ছা অনুসারে যাঁহার সর্ব্বত্র অবাধগতি ছিল) বাসবী-তনয় ব্যাসকে এইরূপে সম্ভাষণ করার পর তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, আনন্দে বীণাধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ তিনি যে সকল স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন ও বীণাধ্বনি দ্বারা সেই সকল স্থানবাসী লোকদিগকে মুগ্ধ করিতে করিতে গমন করিলেন।

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎ কীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ॥৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-নারদ-সংবাদো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

(৩৯) [**অন্বয়**] অহো অয়ং দেবর্ষিঃ ধন্যঃ যঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ কীর্ত্তিং গায়ন্ তন্ত্র্যা মাদ্যন্ ইদং আতুরং জগৎ রময়তি।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
অন্বয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—শার্ঙ্গধন্বনঃ'—শ্রীহরির; 'শার্ঙ্গ' নামক ধনু আছে যাঁহার; শ্রীহরির ধনুকে 'সার্ঙ্গ' বলে; 'তন্ত্র্যা'—বীণা দ্বারা; অর্থাৎ স্বরব্রহ্মবিভূষিতা বীণা বাদন করিয়া। 'লোকং'—লোকত্রয়ের অধিবাসিগণকে; 'মাদ্যন্'—মুগ্ধ করিয়া, 'মাতোয়ারা' করিয়া; 'রময়তি'—আনন্দিত করেন। আতুরং = ত্রিতাপক্লিষ্ট।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—অহো, এই দেবর্ষি ধন্য! যিনি শ্রীহরির লীলগান করিয়া এবং বীণাধ্বনি দ্বারা লোকত্রয় মুগ্ধ করিয়া, এই ত্রিতাপে তাপিত জগৎকে আনন্দিত করেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
ব্যাখ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যাস কর্ত্তৃক পূর্ণব্রহ্ম এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দর্শন, অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার এবং অশ্বত্থার দণ্ড

তাৎপর্য্য—নারদ চলিয়া গেলে ব্যাস সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে নিজের সম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে স্নানাদি সম্পাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং আচমনের পর নারদের নিকট লব্ধ মন্ত্রের অনুসরণ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। (১-৩ শ্লোক)।

পূর্ণপুরুষ-দর্শন—নারদোক্ত মন্ত্র অনুসারে ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে ব্যাসের চিত্তে ভক্তির উদয় হইল, তদ্দ্বারা চিত্ত হইতে কামক্রোধাদির মালিন্য দূর হইয়া চিত্ত যখন নির্ম্মল হইল, তখন তাঁহার চিত্তে 'পূর্ণ-ব্রহ্ম'-স্বরূপ প্রতিভাত হইলেন। 'পূর্ণ-ব্রহ্ম'-দর্শন হইলে কি কি বিষয় অনুভূত হয়, তাহা ৪র্থ শ্লোকের টীকায় বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে ব্যাস মায়াশক্তির স্বরূপও অনুভব করিলেন; এবং যে শক্তিতে ব্রহ্মের 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'-নামক সত্তাদ্বয়ের মধুর সমাবেশ আছে, যাহাকে নারদ 'গুহ্যতম জ্ঞান' বলিয়াছেন, এবং যাহা 'ভগবতঃ অপি বশয়িত্রী' সেই ভক্তির শক্তি তখন যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অতি সুস্পষ্টরূপে ব্যাসের চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহার ব্রহ্মদর্শনে পূর্ণতা প্রদান করিলেন। পূর্ণপুরুষের দর্শন-লাভের সময় সেই পুরুষের অংশাবতার ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-লীলার তত্ত্ব, তাঁহার 'অংশাংশাবতার' ও 'গুণাবতার'-সকল এবং সেই লীলাসকলের গভীর রহস্যও ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইল। ঐ লীলাসকল এইপ্রকারে অবগত হওয়ার সময়, ব্যাস তাহাদিগকে কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্যও লাভ করিলেন। এইজন্যই ১ম অধ্যায়ের

২য় শ্লোকে বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুতঃ ভগবানের দ্বারাই রচিত; অর্থাৎ এই শাস্ত্রের ভাব এবং ভাষা উভয়ই ব্যাস, স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতেই লাভ (inspired) করিয়াছিলেন। (৪-৬ শ্লোক)

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা এবং শুকদেবের অধ্যয়ন—এইভাবে সামর্থ্য লাভ করিয়া ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। তখন কালের প্রভাবে ক্রমশঃ লোকের অধোগতি হইয়াছিল। অতএব এই সংহিতা যাহাতে হীনতর-অবস্থা-প্রাপ্ত মানবগণেরও দোষসমূহ সংশোধন করিয়া, তাহাদিগের মঙ্গলসাধন করিতে সক্ষম হয়, সেই অভিপ্রায়ে ব্যাস তাৎকালিক লোকের অবস্থার অবনতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় রচনাকে 'অনুক্রম্য' = অতি সাবধানে সংশোধন করিয়া, (মানবগণের যথার্থ মঙ্গলসাধনের উপযোগী করিয়া) স্বীয় পুত্র শুক-দেবকে পাঠ করাইলেন। নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তায় নিরত শুকদেব শ্রীহরির মাধুর্য্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়া এই সংহিতা অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন, এবং বিষ্ণুভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াও আনন্দ লাভ করিতেন। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় নিরত মহাত্মা-দিগের নিকটও শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহার পরিচয় শুকদেবের আচরণ হইতেই পাওয়া যায় (৭-১১ শ্লোক)।

অশ্বত্থামার বন্ধন—নিদ্রিত অবস্থায় দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের শিরশ্ছেদন করাতে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার মস্তক ছেদনার্থ গুরুপুত্রের অনুধাবন করিলেন। যদিও কিরূপে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিসংহার করিতে হয়, অশ্বত্থামা তাহা জানিতেন না, তাহা হইলেও নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি অর্জ্জুনের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ হইতে ভীত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুন তখন নিজের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে নিজেও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষীয় অস্ত্রের

গতিরোধ করিলেন ; এবং উভয় অস্ত্রের প্রতিসংহার করিয়া, অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে পশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন (১২-১৪ শ্লোক)।

অর্জ্জুনের ধর্ম্ম-পরীক্ষা—অশ্বত্থামার মস্তক দ্রৌপদীকে উপহার দিবেন, অর্জ্জুন কুপিত হইয়া পূর্ব্বে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এখন বাস্তবিকই তিনি ব্রাহ্মণ এবং গুরুপুত্রকে বধ করিয়া অধর্ম্মাচরণ করেন কি না, এই বিষয় পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অশ্বত্থামার বধার্থ উত্তেজিত করিবার জন্য নানাবিধ যুক্তিতর্কাদি প্রয়োগ করিলেন। এই নাট্যলীলা সম্পাদন করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ কখনও নিজ বাক্য দ্বারা অর্জ্জুনের পুত্রশোকাগ্নিকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন, কখনও বা শাস্ত্রের যুক্তি দেখাইয়া অশ্বত্থামা যে বধার্হ, অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন। পাছে ইহাতেও অর্জ্জুন গুরুপুত্রকে বধ না করেন, এই জন্য দ্রৌপদীর নিকট অশ্বত্থামার মস্তক আনয়নের প্রতিজ্ঞার বিষয়ও তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া, এবং প্রতিজ্ঞাপালন ক্ষত্রধর্ম্মে অবশ্যকরণীয় ইহাও ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহার পুত্রঘাতী হইলেও, গুরুপুত্র, এই কথা স্মরণ করিয়া, মহামনা অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না (১৫-৪০ শ্লোক)।

দ্রৌপদীর মহত্ত্ব প্রকটন—অর্জ্জুন যখন অশ্বত্থামাকে পশুর ন্যায় বদ্ধভাবে লইয়া দ্রৌপদীর সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন গুরুপুত্রকে এই হীন-অবস্থাপন্ন দেখিয়া দ্রৌপদী নিজের দারুণ পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন। তখন গুরুভক্তি এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। এই মহীয়সী বৃত্তিদ্বয় 'বিদ্যারই' অঙ্গ, এবং যে তামসিক অবিদ্যা লোভকে উৎপাদন করে, বিদ্যার প্রভাবে তাহাও তিরোহিত হইল। দ্রৌপদী ব্যগ্রতার সহিত উঠিয়া স্নেহাকুল চিত্তে গুরুপুত্রকে প্রণাম করিলেন। কি প্রকারে অশ্বত্থামার মোচন হয়, কি উপায়ে অর্জ্জুন ক্রোধের বশে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত না হন, কি উপায়ে স্বামীর বংশ ব্রহ্মকোপানল দ্বারা দগ্ধ না

হয়, এই সকল চিন্তাতে দ্রৌপদী তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই সকল উচ্চভাবের সহিত তখন দ্রৌপদীর মনে ছিল মহান্ মাতৃভাব, এবং অশ্বত্থামার মাতার প্রতি সমবেদনা। মোট কথা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, গুরুভক্তি, পাণ্ডববংশের মঙ্গলকামনা, এবং তাহার সঙ্গে ছিল (মাতৃভাব হইতে জাত) অশ্বত্থামার প্রতি স্নেহ। দ্রৌপদীর বাক্য হইতে এই সকল বৃত্তিরই অমৃতধারা ক্ষরিত হইয়া, তখন যে কেবল তাঁহার নিজের শোকের এবং ক্রোধের অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে লাগিল তাহা নহে, যুধিষ্ঠিরাদি শ্রোতৃবর্গও দ্রৌপদীর বাক্যে মুগ্ধ হইলেন।

মোট কথা, তখন দ্রৌপদী আর প্রাকৃতা মানবী ছিলেন না, তিনি দেবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বিভূতিসম্পন্নারূপে প্রতীয়মান হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণা দ্রৌপদীকে বজ্রাঘাত অপেক্ষাও কঠিনতর পুত্রশোক প্রদান করা শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা; এবং সেই শোক উপলক্ষ করিয়া ঐ ভক্তের জয়ধ্বজা উত্তোলন করাও সেই চক্রীরই লীলা। 'কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীঃ ভবতস্ত্রিলোক্যাং ক্বাহো কতি বা কথং বা কদাচিৎ বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্' (৪১-৪৮ শ্লোক)

অর্জ্জুনের পুনরায় পরীক্ষা এবং ভক্তের জয়— এখনও অর্জ্জুনের পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি লাভ হয় নাই। দ্রৌপদী বলিলেন, অশ্বত্থামাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা গুরুবধ-জনিত অধর্ম্মে এবং ব্রহ্মকোপে আমাদের বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ভীম বলিলেন অশ্বত্থামাকে বধ করিতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রাকৃত মানবরূপ ত্যাগ করিয়া নিজের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া, অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

(ক) ধর্ম্ম পালন কর (খ) দ্রৌপদীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহার পূরণ কর (গ) এবং সেই সঙ্গে দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য (অর্থাৎ গুরুপুত্রের মুক্তি) ও ভীমের প্রিয় কার্য্য (অশ্বত্থামার

বধ) এবং (ঘ) আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয় কার্য্যও (অর্থাৎ ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য) কর ; অর্থাৎ সকলেরই প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর।

সখা অর্জ্জুনকে এই বিষম সমস্যায় ফেলিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখে একটু মধুর হাস্য-রেখা দেখা গেল। অর্জ্জুন তখন মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়াতে, সেই ভক্তবৎসলেরই কৃপায় ঐ বিষম সমস্যায় পড়িয়াও নিজ কর্ত্তব্য অবধারণে তাঁহার বিলম্ব হইল না। শ্রীকৃষ্ণই নিজের অলক্ষ্য শক্তির প্রেরণা দ্বারা 'সহসা', অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ, অর্জ্জুনকে নিজের অভিপ্রায় অবধারণ করার সামর্থ্য প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার মস্তকের কেশকর্ত্তন দ্বারা তাঁহার মস্তকের মণি গ্রহণ করিলেন ; এবং তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া শিবির হইতে বিতাড়িত করিলেন। তাহার পরে সকলে মিলিত হইয়া মৃত পুত্রগণের সংকারাদি সম্পাদন করিলেন (৪৯-৫৮ শ্লোক)।

শ্রীশৌনক উবাচ

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ ॥১

(১) [অন্বয়] হে সূত ! নারদে নির্গতে [সতি] তদভিপ্রেতং শ্রুতবান্ বিভুঃ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ততঃ কিং অকরোৎ।

ব্যাখ্যা—নারদ চলিয়া যাওয়ার পরে মহাযোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যাস তাঁহার অভিপ্রেত বাক্য শুনিয়া কি করিয়াছিলেন।

সূত উবাচ

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ ॥২
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥৩

(১-৩) [অন্বয়] ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যাং পশ্চিমে তটে ঋষিণাং সত্রবর্দ্ধনঃ শম্যাপ্রাসঃ ইতি প্রোক্তঃ আশ্রমঃ [আস্তে] তস্মিন্ বদরীষণ্ডমণ্ডিতে স্বে আশ্রমে আসীনঃ ব্যাসঃ অপ্ উপস্পৃশ্য স্বয়ং মনঃ প্রণিদধ্যৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ব্রহ্মনদী'—সরস্বতী নদীর তীরে বহু যাগযজ্ঞে ব্রহ্মের উপাসনা হওয়াতে এবং অনেক ব্রাহ্মণের বাস থাকাতে তাহাকে ব্রহ্মনদী বলে। 'সত্রবর্দ্ধনঃ'—'সত্রের' = যজ্ঞের + 'বৃদ্ধি' = অনুষ্ঠানের সুবিধা যে স্থানে আছে। 'প্রোক্তঃ'—পূর্ব্বে কথিত ; বদরীবৃক্ষের 'ষণ্ড' = সমূহ, তদ্দ্বারা মণ্ডিত = শোভিত ; 'অপ্ উপস্পৃশ্য'—জলে আচমন করিয়া ; 'আসীনঃ' = যোগের 'আসন' রচনা করিবার পরে সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া ; 'স্বয়ং প্রণিদধ্যৌ'—'স্বয়ং' = একাকী, অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে, যেন কেহ ধ্যানভঙ্গ না করে ; 'প্রণিদধ্যৌ' = নিশ্চলভাবে ব্রহ্ম ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে ব্যাসের সম্যাপ্রাশ-নামক আশ্রম আছে ; ঐ আশ্রম যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উপযোগী, এবং বদরীবৃক্ষের শ্রেণী দ্বারা শোভিত। একদিন ব্যাস সরস্বতীর জলে স্নান ও আচমনের পরে সেই আশ্রমে যোগের উপযোগী আসন রচনা করিয়া, 'সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতং', নারদের এই বাক্য অনুসারে সমাধিস্থ হইয়া নারদোক্ত মন্ত্র অনুসারে ব্রহ্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥৪
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥৫
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥৬ক

(৪-৬ক) [অন্বয়] সম্যক্ প্রণিহিতে অমলে মনসি ভক্তি-যোগেন পূর্ণং পুরুষং তদপাশ্রয়াং মায়াং চ অপশ্যৎ ; যয়া [মায়য়া] সম্মোহিতঃ জীবঃ পরঃ অপি আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং মনুতে, তৎকৃতং অনর্থং চ অভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগং চ [অপশ্যৎ]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সম্যক্ প্রণিহিতে অমলে মনসি'—ব্যাসের চিত্ত 'সম্যক্' = সম্পূর্ণরূপে 'প্রণিহিত'—'প্র' = প্রকৃষ্ট বস্তু ভগবান্ তাঁহাতে + 'নি' = নিশ্চলভাবে + ধা = স্থাপিত হওয়াতে, যুগপৎ জ্ঞান এবংভক্তির স্ফুরণ হইল ; তখন 'ভক্তিযোগেন অমলে মনসি' = ভক্তি দ্বারা চিত্ত হইতে কামক্রোধাদির মালিন্য দূর হইয়া, চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইল, তখন সেই চিত্তে ব্যাস 'পূর্ণপুরুষং' এবং 'তদপাশ্রয়াং মায়াং অপশ্যৎ'—'তৎ' = তস্য অর্থাৎ সেই পুরুষের 'অপাশ্রয়া'—'অপ' = পশ্চাদ্ভাগে + 'আশ্রয়' = অবস্থান আছে যাঁহার, সেই মায়াশক্তিকে দেখিলেন ; 'ত্রিগুণাত্মকং'—দেহং, ত্রিগুণ = প্রকৃতির গুণত্রয় হইয়াছে 'আত্মা' = সৃষ্টির কারণ যাহার, অর্থাৎ দেহাদি। 'আত্মানং মনুতে'—এই স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহকে 'আমি' এই ধারণা করে, 'মনুতে' = বিবেচনা করে (= মনে ধারণ করা) অর্থাৎ এই মায়া দ্বারা মোহিত হওয়াতেই জীবের মনে দেহাত্মভাব জাত হয়। দেহের উপর এই 'অহং'ভাব হইতে আশক্তি প্রভৃতি জন্মায় (তৃতীয় অধ্যায় ৩০—৩৩ শ্লোক দেখ)।

'পরঃ'—দেহাতিরিক্ত ; অর্থাৎ 'জীব' স্বয়ং যদিও দেহ হইতে পৃথক্, তথাপি 'তৎকৃতং'—মায়া দ্বারা সৃষ্ট ; 'অনর্থং'—নাই 'অর্থ' = বাস্তবতা যাহার, মায়া দ্বারা যে দেহাত্মভাব 'অহংকর্ত্তা'-ভাব এবং দেহ-গেহাদির প্রতি আশক্তি জাত হয়, উহা অলীক, এইজন্য উহাকে অনর্থ বলিলেন, (১ অঃ ২শ্লোঃ 'বাস্তব' পদের অর্থ দেখ)। 'অভিপদ্যতে' —অভি' = অভিমুখী কৃতা, অর্থাৎ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া 'পদ্যতে'

=গম্যতে ; ঐ 'অনর্থ'-সকলকে লক্ষ্য করিয়া, তাহা লাভের জন্য অগ্রসর হয়। 'অনর্থোপশমং'—'অনর্থ' অর্থাৎ দেহাত্মভাব প্রভৃতি অবাস্তব বস্তুসকলের 'উপশম'=নিবৃত্তি হয় যাহা দ্বারা, এইরূপ যে 'অধোক্ষজে ভক্তিযোগং'—ভগবান্ 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও ভক্তি দ্বারা তাঁহার সহিত চিত্তের+'যোগ'=মিলনের নাম 'ভক্তিযোগ', সেই ভক্তিযোগকে 'সাক্ষাৎ অপশ্যৎ'—ভক্তিযোগ যেন স্বয়ং মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ সুস্পষ্টভাবে তাহার স্বরূপ অনুভব করিলেন।

'পূর্ণং পুরুষং'—'পূর্ণ' পদ দ্বারা অংশসকলের সমষ্টি বুঝায়। পূর্ণচন্দ্র বলিলে চন্দ্রের ষোড়শ-কলার একত্র সমাবেশ বুঝায়। ব্যাস এত কাল নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মে রত ছিলেন, এবং ব্রহ্মদর্শনও করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম অনন্ত, সুতরাং কেহই বলিতে পারেন না যে, আমি ব্রহ্মসম্বন্ধে সবই জানিয়াছি। যাঁহার চিত্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আরাধনায় নিরত তিনি যখন ব্রহ্মের কার্য্যও মাধুর্য্যাদি সগুণস্বরূপের অনুভব করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সম্প্রসারণ হয়। এখন নির্গুণ-ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ব্রহ্মের সগুণ-স্বরূপের একত্র সমাবেশ অনুভব করাতে ব্যাসের ব্রহ্মদর্শন পূর্ণতা লাভ করিল। এইজন্য 'পূর্ণ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। এই পদ দ্বারা 'পূর্ণ সমষ্টি' 'অংশ' এবং 'অংশাংশ' সকল বস্তুই বুঝায়।

'পুরুষাবতারে' সগুণ ব্রহ্মের পূর্ণত্ব প্রকটিত হইয়াছে (৩ অ ১ শ্লো)। ব্যাস এখন সেই পুরুষরূপ দেখিলেন, ব্রহ্মা ও রুদ্র ঐ পুরুষের 'অংশ', তাঁহাদিগকেও দেখিলেন। অর্থাৎ, সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-লীলার গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করিলেন। এই পালনলীলা উপলক্ষে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার হইয়াছে। সেই সকল অবতারে প্রকটিত 'অংশাংশ' এবং গুণাবতারসকল দ্বারা ভগবান অনেক কার্য্য

করিতেছেন, ঐ কার্য্যসকলকে 'লীলা' বলে। ঐ অবতার-সকল ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইল, সেই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অবতারে ভগবান্ যে সকল লীলা সম্পাদন করিয়াছেন, সেই লীলাসকলের গূঢ় রহস্যও ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইল। অতএব 'সমাধিনানুস্মর-তদ্বিচেষ্টিতং' এই বাক্য দ্বারা নারদ ব্যাসকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল; এবং ব্যাস শ্রীভগবানের লীলাকীর্ত্তনের জন্য সামর্থ্যও লাভ করিলেন।

পূর্ণব্রহ্মদর্শন কাহাকে বলে—'পূর্ণ পুরুষ' বা পূর্ণব্রহ্ম দর্শন দ্বারা বিবিধ বস্তুকে অনুভব করা বুঝায়। প্রথমতঃ (ক) যে কান্তিভূতা 'চিৎ'-শক্তি ব্রহ্মের অংশ, সেই শক্তি এবং তাহার উৎকর্ষ অনুভূত হয়। (খ) তাহার পর, যে মায়াশক্তি চিৎ-শক্তির বহিরঙ্গা ভাবমাত্র (অর্থাৎ যাহা 'চিৎ' শক্তি হইতে স্বতন্ত্র নহে, ঐ শক্তিরই রূপভেদ) সেই শক্তিকেও ঐ সময়ে অনুভব করা যায়। (গ) ভক্তি-শক্তি 'ভগবতঃ অপি বশয়িত্রী'; এই শক্তি ব্রহ্মের 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'-নামক যুগলস্বরূপের মধুর ফল। এই ভক্তি-শক্তির অনুভূতিলাভও সেই একই সময়ে হয়। এই ভক্তি-শক্তি 'চিৎ'-শক্তির মুখ্য অংশ, এবং ইহাকে মোহনিবর্ত্তিকা 'অনুগ্রহা শক্তি' বলে; ইহারই অপর নাম 'গুহ্যতম জ্ঞান'। (ঘ) মায়াশক্তিকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মায়ামুগ্ধ জীবের স্বরূপের অনুভবও হয়। (ঙ) সেই সঙ্গে জ্ঞান এবং ভক্তি-শক্তির কার্য্যও অনুভূত হয়; অর্থাৎ কিরূপে ঐ শক্তিদ্বয় দ্বারা অবিদ্যা দূর হয়, এবং জীবের অবস্থা উন্নত হয়, তাহাও অনুভূত হয়।

মোট কথা এই যে, পূর্ণব্রহ্ম-দর্শন হওয়ার সময়ে সমগ্র সংসাররহস্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা, অবিদ্যা, ভক্তি, এবং আসক্তি প্রভৃতির গূঢ়তম তত্ত্বসকলও অনুভূত হয়। তখন ব্যাসও এই সকল বিষয়েরই অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাস পূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পূর্ণপুরুষ-দর্শনের সময় তাহা অপেক্ষাও

অনেক উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিলেন। এই জ্ঞান ভক্তি দ্বারা ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল, এবং উহা ভক্তিরই রূপভেদমাত্র। নারদ ৫ম অধ্যায়ে ৩০শ শ্লোকে যাহাকে 'গুহ্যতম জ্ঞান' বলিয়াছিলেন, তাহাও এই জ্ঞান এবং ভক্তির রূপভেদের নামমাত্র।

ব্যাখ্যা—এই সমাধির অবস্থায় ব্যাসের চিত্তে ভক্তির স্ফুরণ হইয়া, যখন সেই ভক্তি দ্বারা তাঁহার চিত্ত সম্যগ্‌ভাবে ভগবানে আবদ্ধ হইল, তখন তাঁহার চিত্ত হইতে কামক্রোধাদির মালিন্য অপগত হইয়া, তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইল। তখন তিনি পূর্ণপুরুষকে এবং পুরুষের পশ্চাদ্‌ভাগে আশ্রিতা মায়াশক্তিকেও দর্শন করিলেন। জীবের আত্মস্বরূপ যদিও দেহ হইতে ভিন্ন, তথাপি মায়া দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, লোকে গুণত্রয়সৃষ্ট স্থূল, সূক্ষ্ম উভয় দেহকেই নিজের স্বরূপ বলিয়া বোধ করে। এই দেহাত্মভাব-নামক মোহ হইতে জীবের মনে 'অহংকর্ত্তা'-ভাব এবং দেহ-গেহাদির প্রতি আসক্তি প্রভৃতি জন্মে। এই ভ্রমাত্মক ধারণাসকলকে 'অনর্থ', অর্থাৎ অবাস্তব বস্তু বলে। উহারা অবাস্তব হইলেও, মায়ার মোহবশতঃ জীব আগ্রহের সহিত ঐ 'অনর্থ'-সকলকে আশ্রয় করে। চিত্ত যখন ভক্তি দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হয়, তখন অবিদ্যার উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অনর্থসকলও নিবৃত্ত হয়। যে ভক্তিযোগ দ্বারা অবিদ্যাসৃষ্ট কুহকসকল নষ্ট হয়, সেই ভক্তিযোগই যেন মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া (অর্থাৎ, অতি সুস্পষ্টভাবে) ব্যাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের স্বরূপ অনুভব করাইলেন।

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্‌।৬
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥৭
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্‌।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্‌॥৮

(৬—৮) [অন্বয়] অজানতঃ লোকস্য [হিতায়] বিদ্বান্ সাত্বত-সংহিতাং চক্রে, যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং [সত্যাং] পরমপুরুষে কৃষ্ণে শোকমোহভয়াপহা ভক্তিঃ উৎপদ্যতে। সঃ ভাগবতীং সংহিতাং কৃত্বা অনুক্রম্য চ নিবৃত্তিনিরতং আত্মজং মুনিং শুকং অধ্যাপয়ামাস।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অজানতঃ'—যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহার জন্য, (ভাগবত কেবল ভক্তি-শাস্ত্র নয়, ইহা জ্ঞানশাস্ত্রও বটে); 'সাত্বতসংহিতা'—'সৎ' = ব্রহ্ম,সঃ উপাস্যতয়া বিদ্যতে যেষাং তে সত্বন্তঃ, অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসকগণ (তাঁহারা জ্ঞানী এবং ভক্ত); তেষাং সংহিতা = শাস্ত্র। যে শাস্ত্র হইতে নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের সগুণ ও ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ এবং তাঁহার কার্য্য উপলব্ধ হয়।

বিশ্বনাথ বলেন যে, 'সাত্বতসংহিতা' পদের অর্থ 'সর্ব্বতত্ত্ব-প্রকাশিকা'। কারণ এই শাস্ত্রে মায়াশক্তি এবং তাঁহার নিয়ন্তা বিদ্যা-শক্তি এবং ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং মায়ার মোহ দ্বারা কিরূপে জীবের চিত্ত হইতে ঈশ্বরস্বরূপ তিরোহিত হয়, এবং ভক্তি দ্বারা জ্ঞানের স্ফুরণ হওয়ার পর যখন মায়ার তিরোভাব হয়, তখন কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, এই সকল তত্ত্ব (অর্থাৎ 'সর্ব্বতত্ত্ব') শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। অতএব ইহা কেবল ভক্তিশাস্ত্র নহে, ইহা হইতে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এবং যাহাকে 'গুহ্যতম জ্ঞান' বলা হইয়াছে (৫ম অ ৩০ শ্লো) তাহাও সঞ্জাত হইয়া পরম-পদ-লাভ হয়। 'শ্রূয়-মাণায়াং'—শুনিতে 'শুনিতে অর্থাৎ শ্রবণ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেও; 'পরমপুরুষে'—পরমব্রহ্ম বাসুদেবের প্রতি; যিনি 'কৃষ্ণ' = যাঁহার আকর্ষণী শক্তি আছে (কৃষ্ = আকর্ষণ করা)। 'ভক্তিঃ উৎপদ্যতে' —বাসুদেবের মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া,লোকের মনে ভক্তি 'উৎ' = প্রবলভাবে জাত হইয়া + 'পদ্যতে'—ব্রহ্মে গমন করে; অর্থাৎ চিত্তকে ব্রহ্ম-পদবীতে উন্নীত করে (পদ্ = গমন করা)। 'অনুক্রম্য'

—সংশোধন করিয়া ; 'নিবৃত্তিঃ' = নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্ম (নাই 'বৃত্তি' = ক্রিয়া যাঁহার)। 'নিরত'—নি = নিশ্চিতভাবে + রত = আবদ্ধ ও আনন্দিত (রম্ = আনন্দিত করা) ; যে মুনি শুকদেব নির্গুণ-ব্রহ্ম-চিন্তায় সতত আনন্দ লাভ করিতেন। 'আত্মজং মুনিং' নিজের পুত্র মনস্বী শুক-দেবকে 'অধ্যাপয়ামাস'—পাঠ করাইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—ব্যাস মানবগণের হিতের জন্য সর্ব্বতত্ত্ব-প্রকাশক এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। এই শাস্ত্র শুনিতে শুনিতে (অর্থাৎ ইহার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করার পূর্ব্বেই), যে পরমব্রহ্ম বাসুদেবরূপে সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন, শ্রোতার চিত্ত সেই বাসুদেবের মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহার প্রতি প্রবলভাবে আসক্তি জাত হওয়াতে, শ্রোতার চিত্তকে তাঁহার সমীপে অর্থাৎ ব্রহ্ম-পদবীতে লইয়া যায়, [এই ভক্তি ক্রমশঃ দৃঢ় হয়, এবং চিত্তকে বাসুদেবে আবদ্ধ রাখে]। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও প্রবল হইয়া অবিদ্যাসৃষ্ট শোক, মোহ ও ভয়কে দূর করে। এই শাস্ত্র রচনা করার পর লোকের চিত্তবৃত্তির আরও অবনতি হওয়াতে, যে ভাবে সংশোধন করিলে শাস্ত্রখানি লোকের তদানীন্তন অবস্থায় হিতকর হইবে সেইভাবে সংশোধন করিয়া (এইরূপ সংশোধনকে 'অনুক্রম' বলে) ব্যাস নিজ পুত্র মনস্বী শুকদেবকে পাঠ করান। শুকদেব যদিও নির্গুণ-ব্রহ্মচিন্তায় সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন, তথাপি 'হরেগুণাক্ষিপ্তমতিঃ'—হইয়া, এই শাস্ত্র পাঠ করিলেন।

শৌনক উবাচ

স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥৯

(৯) [**অন্বয়**] নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকঃ আত্মারাম সঃ বৈ মুনিঃ কস্য বা [হেতোঃ] এতাং বৃহতীং [সংহিতাং] সমভ্যসৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বৃহতী'—বিস্তীর্ণ শাস্ত্র ; 'সমভ্যসৎ'—'সং' = যত্ন করিয়া ও সম্পূর্ণরূপে + 'অভ্যসৎ' = পাঠ এবং আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; 'উপেক্ষকঃ'—উদাসীনঃ।

ব্যাখ্যা—প্রসিদ্ধ মুনি শুকদেব নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্ম-চিন্তাতেই নিরত থাকিতেন, এবং ব্রহ্মধ্যানেই আনন্দলাভ করিতেন, এবং অপর সকল বিষয়েই উদাসীন ছিলেন। এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্র পাঠ করিতে অনেক সময় লাগে, তথাপি শুকদেব কেন যত্ন করিয়া সমগ্র ভাগবতশাস্ত্র পাঠ এবং আয়ত্ত করিলেন ?

সূত উবাচ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১০
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥১১

(১০—১১) [**অন্বয়**] আত্মারামাঃ নির্গ্রন্থাঃ অপি মুনয়ঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ। নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ভগবান্ বাদরায়ণিঃ হরের্গুণাক্ষিপ্তমতিঃ [সন্] মহদাখ্যানং অধ্যগাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নির্গ্রন্থাঃ'—যাঁহাদের মনে আসক্তিরূপ গ্রন্থি নাই, অথবা যাঁহারা 'গ্রন্থিশূন্য' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধের অতীত ; 'উরুক্রমে'—সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের প্রতি (উরু = বিশাল + ক্রম = গতি) ; 'অহৈতুকী'—নিষ্কাম। 'ইত্থম্ভূতগুণঃ' — 'ইত্থং' = এইরূপ + ভূত = হইয়াছে + গুণ = মাধুর্য্যাদি যাঁহার ; শ্রীহরির এমনই মাধুর্য্য আছে যে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি করে। 'বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ'—বিষ্ণুজনাঃ = বিষ্ণু ভক্তগণ + প্রিয়াঃ যস্য। শুকদেব এই ভাগবত-ব্যাখ্যাদির প্রসঙ্গে বিষ্ণু-ভক্তগণের সঙ্গ 'নিত্যং' = নিয়ত কামনা করিতেন ; 'মহদা-

খ্যানং'—'মহৎ' = শ্রীভগবান্, তাঁহার বিষয়ে 'আখ্যান' = বর্ণনা আছে যে শাস্ত্রে; 'অধ্যগাৎ'—অধি = অধিকৃত্য + অগাৎ = গমন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা আত্মারাম অর্থাৎ কেবল নির্গুণ-ব্রহ্ম-চিন্তাতেই আনন্দলাভ করেন, এবং বিষয়ভোগসুখ অথবা অপর সকল বিষয়ে উদাসীন হওয়াতে যাঁহাদের চিত্তে আসক্তির বন্ধন নাই, এবং যাঁহারা নিজে কোন শাস্ত্রের বিধি বা নিষেধের অধীন নহেন, এইরূপ নির্গুণ-ব্রহ্মরত মুনিগণও সর্ব্বব্যাপী ও অনন্তশক্তি ভগবানের প্রতি নিষ্কামভাবে ভক্তি করেন। শ্রীহরির এমনই গুণ আছে যে, নিজের মাধুর্য্যের দ্বারা চিত্তকে 'হরণ' করিয়া, তিনি নির্গুণ এবং নিরুপাধিক-ব্রহ্মোপাসকগণকেও মুগ্ধ করেন। অতএব ব্যাসনন্দন শুকদেব (ব্যাস প্রেরিত মুনিকুমারগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া) যখন শ্রীহরির মাধুর্য্য আস্বাদ করিলেন, তখন তাঁহার মনে এই আক্ষেপ উপস্থিত হইল যে, হায়! আমি কেন এতকাল এই মধুর রস আস্বাদ করি নাই! কেবল নির্গুণ, নিরুপাধিক ব্রহ্মের চিন্তাতেই সময় কাটাইয়াছি। তখন শুকদেব শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধিনী এই আখ্যায়িকা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং ব্যাখ্যাদি প্রসঙ্গে নিয়ত ভক্তগণের সঙ্গ-কামনা করিতেন।

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জ্জন্ম কর্ম্ম বিলাপনম্।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্॥১২

যদা মৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং
বীরেষ্বথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্শ-
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে॥১৩

ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্ম পশ্যন্
কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাং শিরাংসি।
উপাহরদ্বিপ্রিয়মেব তস্য
জুগুপ্সিতং কর্ম্ম বিগর্হয়ন্তি ॥১৪
মাতা সুতানাং নিধনং শিশূনাং
নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা।
তদারুদদ্বাষ্পকলাকুলাক্ষী
তাং সান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী ॥১৫

(১২—১৫) [অন্বয়] অথ রাজর্ষেঃ পরীক্ষিতঃ কৃষ্ণকথোদয়ং জন্মকর্ম্ম বিলাপনং তথা পাণ্ডুপুত্রাণাং সংস্থাং চ অহং বক্ষ্যে। যদা কৌরবসৃঞ্জয়ানাং মৃধে বীরেষু বীরগতিং গতেষু [সৎসু] [তদা] ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্ষভগ্নোরুদণ্ডে [সতি] ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং স্ম ইতি পশ্যন্; দ্রৌণিঃ স্বপতাং কৃষ্ণাসুতানাং শিরাংসি উপাহরৎ, [তৎ কর্ম্ম] তস্য বিপ্রিয়ং এব ; [যতঃ সর্ব্বে তৎ] জুগুপ্সিতং কর্ম্ম বিগর্হয়ন্তি। তদা শিশূনাং সুতানাং নিধনং নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা মাতা [কৃষ্ণা] বাস্পকলাকুলাক্ষী [সতি] অরুদৎ ; কিরীটমালী তাং সান্ত্বয়ন্ আহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কৃষ্ণকথোদয়ং'—'কৃষ্ণকথার' অর্থাৎ শ্রীহরির আখ্যায়িকার 'উদয়' = উৎপত্তি এবং প্রকটন যাহাতে আছে, অর্থাৎ যে 'বিলাপন' উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন হইয়াছিল। 'বিলাপনং'—মোক্ষ ; 'সংস্থাং'—মৃত্যু ; 'মৃধে'—যুদ্ধে ; 'বীরগতি'—যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ; 'বৃকোদরাবিদ্ধঃ'—ভীম দ্বারা + আবিদ্ধ = নিক্ষিপ্ত। 'অভিমর্ষ'—আঘাত ; তদ্দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে 'উরুদণ্ড' = উরুদ্বয়ের হাড় ('দণ্ড' = যাহা যষ্টির তুল্য, কারণ এই হাড় উরুদ্বয়কে 'সোজা' রাখে)। 'ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং স্ম'—'স্ম' পদ বিতর্ক জ্ঞাপক। অশ্বত্থামা বিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন যে,

পাণ্ডবশিশুগণকে বধ করা স্বামী দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য হইবে; 'প্রিয়ং'—প্রিয়ং, যথা স্যাৎ তথা; 'পশ্যন্'—স্থির ধারণা করিয়া; দৃশ্ ধাতুর দ্বারা স্পষ্ট দেখা বুঝায়, সুতরাং ভাবার্থ এই যে, বিতর্ক করিয়া অশ্বত্থামা স্থির ধারণা করিলেন যে, শিশুবধ দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য হইবে। 'বিগর্হয়ন্তি'—'বি' = বিশেষরূপে + 'গর্হয়ন্তি' = নিন্দা করেন (গর্হ্ = নিন্দা করা); 'বাষ্পকলাকুলাক্ষী—অশ্রুধারা দ্বারা আকুল হইয়াছে অক্ষিদ্বয় যাঁহার; 'কিরীটমালী' = মালার ন্যায় মুকুটধারী; অর্জ্জুনের মুকুটে বহু চূড়া থাকাতে বোধ হইত যে, তিনি যেন মস্তকে মালা পরিয়াছেন। কিরীট প্রভু-শক্তির চিহ্ন, সেইজন্যই ইহার বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—শৌনক সূতকে প্রশ্ন করার সময় মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মাদির কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাই সূত বলিলেন যে, রাজগণের মধ্যে যিনি ঋষিতুল্য (অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে অনাকৃষ্ট) ছিলেন, সেই মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম এবং মুক্তির কথা এখন বলিব—যাঁহার প্রায়োপবেশন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হয় এবং পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের কথাও বলিব।

যখন কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধে বীরগণ রণক্ষেত্রে হত হইয়াছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনের উরুদ্বয়ের অস্থি ভীম-নিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা ভগ্ন হইয়াছিল, তখন দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা নানা বিতর্কের পরে স্থির করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বধ করিলে দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য করা হইবে; ইহার পর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নিদ্রিত অবস্থায় থাকার সময় অশ্বত্থামা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া মস্তকসকল দুর্য্যোধনের নিকট আনিয়াছিলেন। এই কার্য্য দুর্য্যোধনের অপ্রীতিকর হইয়াছিল, কারণ এই নিন্দনীয় কার্য্যকে সকলেই অত্যন্ত গর্হিত বিবেচনা করিতেন। সন্তানগণের মৃত্যুতে দারুণ শোকসন্তপ্তা দ্রৌপদী যখন অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে

করিতে বিলাপ করিতেছিলেন, তখন কিরীটমালী অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিলেন—

তদা শুচস্তে প্রমৃজামি ভদ্রে
যদ্ ব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈরুপাহরে
ত্বাক্রম্য যৎ স্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা ॥১৬
ইতি প্রিয়াং বল্গুবিচিত্রজল্পৈঃ
স সান্ত্বয়িত্বাচ্যুতমিত্রসূতঃ।
অন্বাদ্রবদ্ দংশিত উগ্রধন্বা
কপিধ্বজো গুরুপুত্রং রথেন ॥১৭
তমাপতন্তং স বিলোক্য দূরাৎ
কুমারহোদ্বিগ্নমনা রথেন।
পরাদ্রবৎ প্রাণপরীপ্সুরুর্ব্ব্যাং
যাবদ্‌গমং রুদ্রভয়াদ্ যথা কঃ ॥১৮

(১৬-১৮) [অন্বয়] যৎ (= যদা) ব্রহ্মবন্ধোঃ আততায়িনঃ শিরঃ গাণ্ডিবমুক্তৈঃ বিশিখৈঃ উপাহরে, দগ্ধপুত্রা [ত্বং] [তৎ] আক্রম্য যৎ (= যদা) স্নাস্যসি, হে ভদ্রে তদা তে শুচঃ প্রমৃজামি। সঃ অচ্যুতমিত্রসূতঃ কপিধ্বজঃ ইতি বল্গুবিচিত্রজল্পৈঃ প্রিয়াং সান্ত্বয়িত্বা উগ্রধন্বা দংশিতঃ [সন্] গুরুপুত্রং অনু (= অনুসৃত্য) রথেন আদ্রবৎ। সঃ কুমারহা রথেন আপতন্তং তং দূরাৎ বিলোক্য উদ্বিগ্নমনাঃ [সন্] প্রাণপরীপ্সুঃ উর্ব্ব্যাং যাবদ্‌গমং পরাদ্রবৎ, কঃ (অথবা, অর্কঃ) যথা রুদ্রভয়াৎ [পলায়িতবান্]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'আততায়ী'—অগ্নিদ, গরদ, শস্ত্রপাণি, ধনাপহঃ এবং ক্ষেত্রদারাপহারী এই ছয় প্রকার লোককে আততায়ী বলে। 'বিশিখ'—যাহা হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়, এরূপ তীক্ষ্ণ শর ; 'উপাহরে'—তোমার 'উপ' = সমীপে + 'আহরে' = আনয়ন

করিব; 'দগ্ধপুত্রা'—যাঁহার (দ্রৌপদীর) মৃত পুত্রগণ দগ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ তাহাদের সৎকার শেষ হইয়াছে। পুত্রগণের সৎকারের শেষে অশ্বত্থামার মস্তকের উপরে বসিয়া তুমি স্নান করিবে। 'বল্গু'—মনোহর, অর্থাৎ যাহা প্রতিহিংসাপর লোকের নিকট হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দপ্রদ; 'বিচিত্র'—শত্রুর কাটা মস্তকের উপর বসিয়া স্নানের কথা বিচিত্র, অর্থাৎ নূতন রকমের। "কুমারহা'—শিশুঘাতী; 'আপতন্তং'—আ = সমীপে + পত্ = যাওয়া, অশ্বত্থামার নিজের দিকে ধাবমান্; 'প্রাণ-পরীপ্সুঃ'—প্রাণরক্ষার্থ ব্যাকুল (পরি = সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ দেহকেও অক্ষত রাখিয়া) প্রাণকে + ইপ্সুঃ = আপ্ (= পাওয়া) ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয়, প্রাণরক্ষার্থ ইচ্ছুক; 'যথা কঃ'—স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে ভোগ করিবার জন্য কামনার অপরাধে ব্রহ্মা রুদ্রের ভয়ে পলায়নকরেন; 'যথা অর্কঃ'—অর্কঃ = সূর্য্য; সূর্য্য রুদ্রের ভক্ত বিদ্যুন্মালীর বিমান দগ্ধ করাতে কুপিত রুদ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুন তখন দ্রৌপদীকে বলিলেন যে, যখন আমার গাণ্ডীব-ধনু হইতে মুক্ত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা ছেদন করিয়া, সেই শস্ত্রপাণি ব্রাহ্মণাধমের মস্তক তোমার নিকট আনয়ন করিব, এবং মৃত পুত্রগণের সৎকারশেষে তুমি অশ্বত্থামার মস্তকের উপর উপবেশন করিয়া স্নান করিবে, তখন আমি তোমার চক্ষের অশ্রু মুছাইব। অর্থাৎ অগ্রে আমি পুত্রঘাতীর প্রাণবধ করিব, তাহার পরে তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব।

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সখা এবং সারথি ছিলেন, সেই অর্জ্জুন উপরোক্ত মনোহর এবং বিচিত্র বাক্য দ্বারা প্রিয়া মহিষীকে সান্ত্বনা করিয়া নিজের রথে রণচিহ্ন কপিকেতন তুলিলেন। তখন তিনি হস্তে উগ্রপ্রভাব গাণ্ডীব-ধনু লইয়া এবং নিজের দেহকে বর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়া, রথে আরোহণপূর্ব্বক গুরুপুত্র অশ্বত্থামার অনুসরণ করিয়া প্রবলবেগে রথ চালাইলেন।

সেই শিশুঘাতী যখন দূর হইতে দেখিল যে, অর্জ্জুন রথ চালনা

করিয়া প্রবলবেগে তাহার দিকে ধাবমান হইতেছেন, তখন ব্রহ্মা নিজ কন্যা সরস্বতীকে কামনা করাতে মহাদেবের নিকট শাস্তির ভয়ে যেরূপ পলায়ন করিয়াছিলেন, অশ্বত্থামাও সেইরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য পূর্ণ বেগে নিজের অশ্বচালনা করিল। [অশ্বত্থামার রথ ছিল না, তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিতেছিলেন]।

যদাশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনম্।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ ॥১৯
অথোপস্পৃশ্য সলিলং সন্দধে তৎসমাহিতঃ।
অজানন্নপি সংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে ॥২০
ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্ব্বতোদিশম্।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচহ ॥২১

(১৯-২১) [অন্বয়] দ্বিজাত্মজঃ আত্মানং শ্রান্তবাজিনং [অতঃ] অশরণং যদা ঐক্ষত তদা ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রং এব আত্মত্রাণং মেনে। অথ প্রাণকৃচ্ছ্রে উপস্থিতে [সতি] সলিলং উপস্পৃশ্য সমাহিতঃ [সন] সংহারং অজানন্ অপি তং সন্দধে। ততঃ সর্ব্বতোদিশং প্রাদুষ্কৃতং প্রচণ্ডং তেজঃ [তথা] প্রাণাপদং অভিপ্রেক্ষ্য জিষ্ণুঃ বিষ্ণুং উবাচহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি -'শ্রান্তবাজিনং'—শ্রান্ত হইয়াছে 'বাজী' = বহনকারী অশ্ব যাহার; 'অশরণং'—অসহায়; 'আত্মত্রাণং' —'আত্মানং' - নিজেকে + 'ত্রাণ' = বিপদ্ হইতে রক্ষা করে যাহা, অর্থাৎ বিপদ হইতে রক্ষার উপায়। 'প্রাণকৃচ্ছ্রে'—(ভাবে সপ্তমী) প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা; 'উপস্থিতে'—আসন্ন হইলে; 'উপস্পৃশ্য'— আচমন করিয়া; 'সমাহিতঃ'—কৃতধ্যানঃ (বিশ্বনাথঃ)। অস্ত্র-ত্যাগের পূর্ব্বে অস্ত্রকে আরাধনা করিতে হয়: 'সংহারং অজানন্ অপি'—উপসংহার করার উপায় না জানিয়াও; যদিও উপসংহার করিবার উপায় না জানিলে অস্ত্র নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি

প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিত। 'সন্দধে'— সন্ধান, অর্থাৎ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন ; 'সর্ব্বতোদিশং'—দিক্‌সকলের সর্ব্বত্র ; 'প্রাদুষ্কৃতং'—'প্রাদুঃ' = প্রকাশ + 'কৃতং' = যাহা করা হইয়াছে, প্রকটীকৃত। 'প্রাণাপদং অভিপ্রেক্ষ্য'—অর্জ্জুন সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিলেন যে, নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণকুমার অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, তাঁহার বাহক অশ্ব শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই ; কেবল ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা নিজের প্রাণ-রক্ষা হইতে পারে। এই জীবনসঙ্কটের সময় অশ্বত্থামা জল লইয়া আচমন করার পরে সমাধিস্থ অবস্থায় একাগ্রভাবে ব্রহ্মশির অস্ত্রকে ধ্যান করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনি অস্ত্রের উপসংহারবিধি অবগত না হইয়াও কেবল নিজের প্রাণরক্ষার্থ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন তখন দেখিলেন যে, অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজ সকল দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং নিজের জীবনসঙ্কট উপস্থিত। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরবর্ত্তী বাক্যসকল বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ ॥২২
ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥২৩
স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্ ॥২৪
তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥২৫

কিমিদং স্বিৎ কুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহম্।
সর্ব্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্॥২৬

(২২-২৬) [**অন্বয়**] হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তানাং অভয়ঙ্কর! সংসৃতেঃ দহ্যমানানাং ত্বং একঃ এব অপবর্গঃ অসি। আদ্যঃ পুরুষঃ, প্রকৃতেঃ পরঃ, সাক্ষাৎ ঈশ্বরঃ, ত্বং মায়াং ব্যুদস্য চিৎশক্ত্যা কৈবল্যে আত্মনি স্থিতঃ। সঃ এব ত্বং স্বেন বীর্য্যেণ মায়ামোহিতচেতসঃ জীবলোকস্য ধর্ম্মাদিলক্ষণং শ্রেয়ঃ বিধৎসে। অয়ং তে অবতারঃ ভুবঃ ভারজিহীর্ষয়া, তথা অনন্যভাবানাং স্বানাং অনুধ্যানায় [স্বীকৃতং]। হে দেবদেব! ইদং কিং স্বিৎ, কুতঃ বা [আয়াতি] ইতি অহং ন বেদ্মি; এতৎ পরমদারুণম্ তেজঃ সর্ব্বতো-মুখং [যথা স্যাৎ তথা] আয়াতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ'—ব্যাকুলতা-বশতঃ অর্জ্জুন দুইবার শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন; 'মহাবাহো' এবং 'ভক্তানাং অভয়ঙ্করঃ'—এই দুই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অপার শক্তি ও ভক্তবাৎসল্য উপলক্ষিত হইয়াছে, অর্জ্জুন ঐ শক্তির এবং বাৎসল্যের শরণাগত হইলেন। 'আদ্যঃ পুরুষঃ'—যিনি সৃষ্টির আদিতে 'পুরুষঃ'-পুরুষরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; 'প্রকৃতেঃ পরঃ'—প্রকৃতিরও নিয়ন্তা অর্থাৎ পরিচালক। 'সাক্ষাৎ ঈশ্বরঃ'—আপনি সাক্ষাৎ=স্বয়ং-সর্ব্বনিয়ন্তা; সুতরাং আপনি ইচ্ছামাত্র এই অস্ত্রের প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। 'ব্যুদস্য'—দূরে নিক্ষেপ করিয়া (বি+উৎ+অস্=ক্ষেপণ করা) অর্থাৎ মায়ার সহিত, সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট হইয়া; 'চিৎ শক্ত্যা' —আপনার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 'চিৎ' সত্তা দ্বারা; 'কৈবল্যে আত্মনি' —আনন্দময় স্ব-স্বরূপে; যে স্বরূপ নিয়ত জীবের চিত্তে শান্তিবারি সিঞ্চন করে (কেব-সিঞ্চন করা), 'স্বেন বীর্য্যেণ'--নিজের শক্তি দ্বারা। 'ধর্ম্মাদিলক্ষণং শ্রেয়ঃ বিধৎসে'—ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ সাধনার সময়ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ আপনার শক্তি দ্বারাই হয়। ত্রিবর্গ সাধনায় তখন সিদ্ধিদাতা দেবগণ বা পিতৃগণ আপনার শক্তিরই রূপভেদ।

ব্যাখ্যা—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! আপনার করুণায় জীবগণ আকৃষ্ট হয় বলিয়া, লোকে আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলে; সেইজন্য এই বিপদে আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছি; আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। আপনার শক্তি অপার, তাই আপনাকে 'মহাবাহো' বলে। আপনিই ভক্তগণের ভয়ত্রাতা, এবং যে ত্রিতাপের যাতনা এই সংসারে লোককে দগ্ধ করে, তাহা হইতে কেবল আপনিই উদ্ধার করিয়া 'অপবর্গ' (= মুক্তি) দান করেন। যদিও আমার সম্মুখে আপনি কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, তথাপি আপনিই সৃষ্টির আদি হইতে পুরুষরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনি বিশ্বের জীবন ও আশ্রয়, আপনিই নিয়ন্তৃভাবে প্রকৃতির ও সর্ব্বজীবের পরিচালনা করিতেছেন, এবং যদিও এখন আপনি মায়াসৃষ্ট তনু, অর্থাৎ স্থূলরূপ, ধারণ করিয়া আছেন, তথাপি এখনও আপনি মায়ার প্রভুরূপেই রহিয়াছেন; এবং আপনার চিৎশক্তির প্রভাবে নিজের মঙ্গলময় চিদানন্দস্বরূপ আপনার এই স্থূলরূপের মধ্যে বিরাজমান আছে। মায়ামুগ্ধ লোকগণ যে 'ধর্ম্ম' 'অর্থ' ও 'কাম'-নামক ত্রিবর্গলাভকে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে, সেই শ্রেয়ঃ যে দেবগণ বা পিতৃগণ দান করেন, তাঁহারা আপনার শক্তির প্রভাবেই কার্য্য করেন, অতএব ত্রিবর্গ-সাধনায় সিদ্ধিদানও আপনার কার্য্য।

পৃথিবীর ভারভূত দুরাচার রাজগণকে বিনাশ করিয়া, পৃথিবীর ভার হরণ করা, এবং যে ভক্তগণ আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই কামনা করেন না, তাঁহাদের নিকট মধুরমূর্ত্তি প্রকটন করিয়া, যাহাতে ঐ মূর্ত্তি তাঁহারা নিয়ত ধ্যান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করিবার জন্য, আপনি এই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। হে দেবদেব! ঐ ভয়ঙ্কর সর্ব্বব্যাপী তেজ, যাহা এই দিকে আসিতেছে, উহা কি এবং কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা আমি জানি না।

বিপদই সম্পদ—(ক) এই ঘোর বিপদের সময় অর্জ্জুনের

চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভক্তির স্ফুরণ হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্ম, অর্জ্জুন তাহা অনুভব করিলেন। কিন্তু বিপদের অবসানে এই জ্ঞান আবার নিষ্প্রভ হইয়াছিল। সেই জন্য পুনরায় যখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় না লইয়া নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন (৮ অ ১১ শ্লোক)। অনেক লোকের সারাজীবনেই এইরূপ বিদ্যা এবং অবিদ্যার আলোক এবং অন্ধকারের খেলা চলিতেছে।

(খ) যে বিপদ্ দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়, অথবা যে বিপদ্ দ্বারা মতি ভোগমার্গ ছাড়িয়া সাধনমার্গে যায়, তাহা বিপদ নহে, উহা সম্পদ্ ; এবং যে সম্পদ্ লাভ দ্বারা মতি সাধনমার্গ ছাড়িয়া ভোগসুখে মুগ্ধ হয় এবং তখন লোকে নিজেকে 'ঈশ্বরোহং, অহং ভোগী, সিদ্ধোহং, বলবান্ সুখী' ভাবে, সেই সম্পদ্ বস্তুতঃ ভীষণ বিপদেরই প্রচ্ছন্ন বেশ।

শ্রীভগবানুবাচ

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণবাধ উপস্থিতে ॥২৭
ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্ষণম্।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞোহ্যস্ত্রতেজসা ॥২৮

(২৭-২৮) [অন্বয়] প্রাণবাধে উপস্থিতে প্রদর্শিতং ইদং দ্রোণ-পুত্রস্য ব্রাহ্মং অস্ত্রং ইতি [ত্বং] বেত্থ ; অসৌ ন এব সংহারং বেদ। [ব্রাহ্মাৎ] অন্যতমং কিঞ্চিৎ অস্ত্রং হি অস্য প্রত্যব-কর্ষণং ন [ভবতি] [ত্বং] অস্ত্রজ্ঞঃ অসি, অস্ত্রতেজসা উন্নদ্ধং অস্ত্রতেজঃ জহি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রদর্শিতং'—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ পূর্ণ তেজের সহিত + 'দর্শিত' = প্রকাশিত ; 'ব্রাহ্মং অস্ত্রং' = ব্রহ্মাস্ত্র। 'অন্যতমং কিঞ্চিৎ'—অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া অপর কোন অস্ত্রই।

'প্রত্যবকর্ষণং'—নিবর্ত্তক (প্রতি+অব+কৃষ্ = টানা, জোর করিয়া রোধ করা) 'উন্নদ্ধং'—প্রবল।

ব্যাখ্যা—নিজের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজের ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবকে প্রকটিত করিয়া তোমার সম্মুখে ঐ অস্ত্রকে উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাই জানিও। দ্রোণপুত্র এই অস্ত্র উপসংহারের উপায় জানেন না। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যতীত অপর কোন অস্ত্র দ্বারা এই অস্ত্রের তেজকে নিবর্ত্তন করিতে পারে না। তুমি অস্ত্রবিদ্যা অবগত আছ, অতএব নিজের ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ দ্বারা এই প্রবল অস্ত্রতেজকে বিনষ্ট কর।

সূত উবাচ

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
স্পৃষ্ট্বাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সন্দধে ॥২৯
সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসংবৃতে।
আবৃত্য রোদসী খঞ্চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ ॥৩০
দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীল্লোঁকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সাম্বর্ত্তকমমংসত ॥৩১
প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তম্।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য সঞ্জহারার্জ্জুনো দ্বয়ম্॥৩২
তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতম্।
ববন্ধামর্ষতাম্রাক্ষঃ পশুং রশনয়া যথা ॥৩৩
শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বা বধ্বা রিপুং বলাৎ।
প্রাহার্জ্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ॥৩৪

(২৯—৩৪) [অন্বয়] পরবীরহা ফাল্গুনঃ ভগবতা প্রোক্তং শ্রুত্বা, আপঃ স্পৃষ্ট্বা তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মায় ব্রাহ্মং সন্দধে। উভয়োঃ শরসংবৃতে তেজসী অন্যোন্যং সংহত্য রোদসী-খঞ্চ আবৃত্য অর্কবহ্নিবৎ

ববৃধাতে। ত্রীন্ লোকান্ প্রদহৎ তয়োঃ [দ্রোণ্যর্জ্জুনয়োঃ] মহৎ অস্ত্রতেজঃ তু দৃষ্ট্বা দহ্যমানাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সাম্বর্ত্তকং অমংসত। প্রজোপদ্রবং, তৎ লৌকব্যতিকরং চ, [তথা] বাসুদেবস্য মতং চ আলক্ষ্য অর্জ্জুনঃ দ্বয়ং [ব্রহ্মাস্ত্রং] সংজহার। অমর্ষতাম্রাক্ষঃ অর্জ্জুনঃ দারুণং গৌতমীসুতং তরসা আসাদ্য পশুং যথা রশনয়া [বধ্নাতি] তথা ববন্ধ; রজ্জ্বা রিপুং বধ্বা শিবিরায় বলাৎ নিনীষন্তং অর্জ্জুনং অম্বুজেক্ষণঃ ভগবান্ প্রকুপিতঃ [ইব] প্রাহ।

শব্দার্থ ও রস বিবৃতি—'পরবীরহা'—শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে যিনি হনন (হন্ = বধ করা) করেন। 'প্রোক্তঃ'—পূর্ব্বে উক্ত বাক্য। 'আপঃ স্পৃষ্ট্বা'—জলকে স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ আচমন করিয়া; 'তং পরিক্রম্য'—শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া; 'ব্রাহ্মায়'—অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া। 'ব্রাহ্মং'—অর্জ্জুনের নিজের ব্রহ্মাস্ত্রকে; 'সন্দধে'—সন্ধান করিলেন, অর্থাৎ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া নিজের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; 'উভয়োঃ'—উভয় অস্ত্রের। 'শরসম্বৃতে'—শর দ্বারা সম্যগ্ বেষ্টিত (সং + বৃ = আবরণ করা); এক এক ব্রহ্মাস্ত্র হইতে শত সহস্র তেজোময় শর নির্গত হইতেছিল। 'তেজসী' = উভয় অস্ত্রের তেজোদ্বয়; 'অন্যোন্যং সংহত্য'—পরস্পরকে ঘাত প্রতিঘাত করিয়া (সং + হন্ = আঘাত করা)। 'রোদসী'—স্বর্গ এবং অন্তরীক্ষ উভয় স্থানকে; 'অর্কঃ' = প্রলয়ের সূর্য্য, 'বহ্নিঃ' = প্রলয়ের সময় সঙ্কর্ষণের মুখ হইতে নির্গত অগ্নি। 'সাম্বর্ত্তক'—প্রলয়; 'ব্যতিকর'—বিপদ্; 'আলক্ষ্য'—স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া; 'বাসুদেবস্য মতং'—শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রায় যে, অস্ত্র প্রত্যাহার করা উচিত। 'সংজহার'—সম্পূর্ণরূপে উপসংহার করিলেন; 'অমর্ষতাম্রাক্ষঃ'—ক্রোধে যাঁহার নেত্রদ্বয় তাম্রের ন্যায় আরক্ত হইয়াছিল। 'দারুণং'—হিংস্র(দৃ = বিদারণ করা); 'তরসা আসাদ্য'—বেগে অশ্বত্থামার সমীপে গমন করিয়া। 'রশনয়া'—রজ্জু দ্বারা; 'নিনীষন্তং'—লইয়া যাইতে ইচ্ছুক (নি = লওয়া,

ইচ্ছার্থে সন্)। 'প্রকুপিতঃ'—সাতিশয় কুপিত। শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জ্জুনের পরীক্ষার জন্য ক্রোধের অভিনয়মাত্র করিতেছিলেন। এই জন্য 'ভগবান্' পদপ্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তখনও কাম ক্রোধের অতীত নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য্যে বিরাজমান ছিলেন; সুতরাং যে অবিদ্যা ক্রোধের সৃষ্টি করে তাহার প্রভাব শ্রীকৃষ্ণের উপর ছিল না, অতএব তাঁহার চিত্তে ক্রোধেরও উদয় হয় নাই।

ব্যাখ্যা—যিনি শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করেন, সেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শুনিয়া, আচমন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নিরোধের জন্য নিজের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের অস্ত্র হইতে অসংখ্য তেজোময় শর নির্গত হইয়া, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়কে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। উভয় অস্ত্রের তেজ মিলিত হইয়া পৃথিবী, স্বর্গ এবং অন্তরীক্ষকে আচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল, যেন সূর্য্য এবং প্রলয়ের সময় সঙ্কর্ষণের মুখ হইতে যে বহ্নি নির্গত হয়, সেই উভয় তেজ মিলিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ভূরাদি তিন লোকের অধিবাসিগণ অস্ত্রদ্বয়ের সেই ভীষণ তেজ দেখিয়া প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই আশঙ্কা করিল। প্রজাগণের পীড়া এবং লোকক্ষয় হইতেছে দেখিয়া, এবং অস্ত্রদ্বয়ের প্রতিসংহার করা বাসুদেবেরও অভিমত, ইহাও অবধারণ করিয়া, অর্জ্জুন উভয় অস্ত্রকেই সম্যগ্‌ভাবে নিরোধ করিলেন। তখন ক্রোধে আরক্তচক্ষু অর্জ্জুন বেগে ক্রূরপ্রকৃতি অশ্বত্থামার নিকট গমন করিয়া পশুকে যেরূপ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে, অশ্বত্থামাকেও সেইরূপে বন্ধন করিলেন। অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে ঐ ভাবে শিবিরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া কমললোচন ভগবান্ যেন অশ্বত্থামার প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়াছেন, এই ভাব দেখাইয়া অর্জ্জুনকে পরবর্ত্তী বাক্যসকল বলিলেন।

মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহি।
যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ॥৩৫

মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ ॥৩৬
স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ
তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদ্ যাত্যধঃ পুমান্ ॥৩৭
প্রতিশ্রুতঞ্চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম।
আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা ॥৩৮
তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা।
ভর্ত্তুশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংশনঃ ॥৩৯

সূত উবাচ

এবং পরীক্ষতা ধর্ম্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥৪০

(৩৫-৪০) [অন্বয়] হে পার্থ, এনং মা মোক্তুং অর্হসি, ইমং ব্রহ্মবন্ধুং জহি, যঃ অসৌ নিশি অনাগসঃ সুপ্তান্ বালকান্ অবধীৎ। মত্তং, প্রমত্তং, উন্মত্তং, সুপ্তং, বালং বা স্ত্রিয়ং, জড়ং, প্রপন্নং, বিরথং ভীতং রিপুং ধর্ম্মবিৎ ন হন্তি। যঃ অঘৃণঃ খলঃ পরপ্রাণৈঃ স্বপ্রাণান্ প্রপুষ্ণাতি তদ্বধঃ হি তস্য [খলস্য] শ্রেয়ঃ, যদ্দোষাৎ পুমান্ অধঃ যাতি। 'হে মানিনি! যঃ তে পুত্রহা তস্য শিরঃ [অহং] আহরিষ্যে' [ইতি] শৃণ্বতঃ মম [পুরতঃ] ভবতা পাঞ্চাল্যৈঃ চ প্রতিশ্রুতং। তৎ অসৌ আততায়ী আত্মবন্ধুহা বধ্যতাং; হে বীর, কুলপাংশনঃ ভর্ত্তুঃ চ বিপ্রিয়ং কৃতবান্। এবং ধর্ম্মং পরীক্ষতা কৃষ্ণেণ যদ্যপি চোদিতঃ [তথাপি] মহান্ পার্থঃ আত্মহনং গুরুসুতং হন্তুং ন ঐচ্ছৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ব্রহ্মবন্ধুঃ'—ব্রাহ্মণাধম; 'অনাগসঃ' —নিরপরাধ; অঘৃণঃ = নির্দ্দয়; 'মত্ত' = মদ্যাদি পানে জ্ঞানশূন্য; 'প্রমত্ত' = অনবহিত (শ্রীধর)। 'উন্মত্ত'—বায়ুর প্রাবল্য জন্য বা গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ উন্মাদরোগগ্রস্ত (শ্রীধর)। 'জড়' = অনুদ্যম (শ্রীধর)।

'প্রপন্নঃ—শরণাগত ; 'বিরথ'—ভগ্নরথ (শ্রীধর)। 'পরপ্রাণৈঃ'—অপর লোকের প্রাণ দ্বারা, অর্থাৎ অপরের প্রাণবধ করিয়া ; 'স্বপ্রাণান্ প্রপুষ্ণাতি'—নিজের প্রাণকে প্র=উত্তমরূপে পুষ্ণাতি পোষণ করে ; অর্থাৎ নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরের প্রাণবধ করে। 'তদ্বধঃ হি তস্য [খলস্য] শ্রেয়ঃ'—ঐ খল ব্যক্তিকে বধ করিলে তাহার অনিষ্ট করা হয় না, বরং মঙ্গলই করা হয়। কারণ 'যদ্দোষাৎ পুমান্ অধঃ যাতি'—এই পরহিংসারূপ পাপ হইতে ঐ লোকের আরও অধোগতি হয়। অর্থাৎ সে পুনঃ পুনঃ যত দুষ্কর্ম্ম করিতে থাকে, ততই তাহার চিত্তবৃত্তি হীন হইতে হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; অতএব জীবন-নাশ দ্বারা তাহার দুষ্কার্য্য বন্ধ করা তাহার পক্ষে হিতকর।

'আহরিষ্যে'—'আ' = তোমার সমীপে + হরিষ্যে = আনয়ন করিব। 'শৃণ্বতঃ মম'—আমার কর্ণগোচরে, আমি যখন শুনিতেছিলাম, সেই সময়ে। 'আততায়ী আত্মবন্ধুহা'—যে ব্যক্তি শস্ত্রপাণি ছিল, এবং যে পুত্রঘাতী ; 'কুলপাংশনঃ'—কুলাঙ্গার ; 'বিপ্রিয়'—অপ্রীতিকর কার্য্য ; 'ধর্ম্মং পরীক্ষতা'—যিনি অর্জ্জুনের 'ধর্ম্মং' = ধর্ম্মনিষ্ঠাকে + পরি= পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে + 'ঈক্ষণ' = দর্শন করিতেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা। অর্থাৎ অর্জ্জুনের গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা কিরূপ তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইভাবে 'চোদিতঃ'—উত্তেজিত করিলেও (চোদি=প্রেরণ করা)।

'মহান্'—উন্নতমনা, অর্থাৎ ধর্ম্মনিষ্ঠ। বিশ্বনাথ বলেন মহান্ পদের অর্থ 'স্বভাবাভিজ্ঞ'। 'আত্মহনং'—পুত্র আত্মস্বরূপ, অতএব পুত্রহন্তাকে 'আত্মহন্' বলে। এইরূপ উত্তেজিত হইয়াও অর্জ্জুন সেই পুত্রঘাতীকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন ? 'যতঃ মহান্'—যেহেতু অর্জ্জুন উন্নতমনা, অর্থাৎ ধর্ম্মনিরত ছিলেন। অথবা, যেহেতু অর্জ্জুন জানিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই যে, ভক্তগণকে উচ্চতর পদবীতে উন্নত করার জন্য এবং ভক্তের প্রকর্ষ খ্যাপন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ভক্তগণকে নানা প্রকার সঙ্কটে

ফেলিয়া, কখনও তাঁহাদিগের বহির্মুখ চিত্তকে অন্তর্মুখ করেন, কখনও বা তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠতাকে সর্ব্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত করেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট ক্রোধের অভিনয় করিলেন; এবং বীর ও রৌদ্ররস এবং ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহার পরে ৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,যে অশ্বত্থামার প্রাণবধ তাঁহার নিজের পক্ষেও মঙ্গলকর হইবে। যদি এই সকল কথাতেও অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে বধ না করেন, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের প্রতিজ্ঞাও (অর্থাৎ অশ্বত্থামার মস্তক আনয়ন করিব, এই প্রতিজ্ঞা) স্মরণ করাইলেন। এইভাবে উত্তেজনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের গুরুভক্তি এবং ধর্ম্মনিষ্টার পরীক্ষা করিতেছিলেন। অর্থাৎ তিনি দেখিতেছিলেন যে, অর্জ্জুন ক্রোধের মোহে গুরুপুত্রকে বধ করেন কি না। বিশ্বনাথ বলেন যে, 'তদীয় সিদ্ধভক্তাঃ অপি তথা পরীক্ষন্তে' অর্থাৎ সাধনদশায় ত লোকের পরীক্ষা হয়ই, সিদ্ধিলাভের পরেও এইরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, হে পার্থ, এই অশ্বত্থামাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিও না, এই ব্রাহ্মণাধমকে বধ কর, কারণ অশ্বত্থামা নিরপরাধ বালকগণকে রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় বধ করিয়াছে। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে, যাহারা মদ্যাদি পানে উন্মত্ত, অনবহিত, উন্মাদরোগগ্রস্ত, নিদ্রিত, এবং যাহারা বালক, স্ত্রী, অথবা জড় অর্থাৎ কোন চিত্তবিকারবশতঃ উদ্যমহীন, এবং যাহারা আশ্রিত, কিম্বা ভগ্নরথ, অথবা যে রিপুগণ ভয়ে আকুল হইয়াছে, তাহাদিগকে বধ করা উচিত নহে। অশ্বত্থামা এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিয়াছে, সুতরাং শাস্তির যোগ্য। ইহাকে বধ করিলে ইহার নিজের মঙ্গলই করা হইবে, কারণ সে আর অপর জীবগণকে হিংসা করিয়া নিজের প্রাণের পুষ্টি সাধন করিতে পারিবে না। এইরূপ দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকগণকে বধ না করিলে, তাহারা পুনঃ পুনঃ দুষ্কার্য্য করিবে, এবং তাহাদিগের চিত্তবৃত্তির আরও অধোগতি হইবে। হে অর্জ্জুন, আমি নিজের কর্ণে শুনিয়াছি যে, তুমি অশ্বত্থামার মস্তক

দ্রৌপদীর নিকট লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, অতএব এখন যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না কর, তাহা হইলে তোমার ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইবে। অশ্বত্থামা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এবং তোমার পুত্রগণকে বধ করিয়াছে, অতএব এই ব্যক্তি আততায়িপদবাচ্য। যে আততায়ী, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও বধের যোগ্য। যদি বল যে, অশ্বত্থামা পরাধীন, সে স্বামীর কার্য্য সাধন করিয়াছে মাত্র। এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, অশ্বত্থামা স্বামীর আদেশে এই ঘৃণিত কার্য্য করে নাই ; বরঞ্চ স্বামীর অপ্রিয় কার্য্যই করিয়াছে ; এবং ঐ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণকুলের এবং গুরুকুলের অঙ্গার-স্বরূপ। অতএব এই পাপাত্মাকে বধ করাই উচিত। যদিও শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিলেন, তথাপি নিজের পুত্রঘাতী হইলেও সেই গুরুপুত্রকে বধ করিতে অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলেন না। অর্জ্জুনের এই অনিচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উপর শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ করে না। অর্জ্জুন জানিতেন যে, ভক্তগণের ধর্ম্ম পরীক্ষা করাই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব ; অতএব এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন, ইহাই মনে করিয়া অর্জ্জুন ঐ উত্তেজনা সত্ত্বেও আত্মসংযম করিলেন।

ব্রহ্মাস্ত্র অপেক্ষাও ঘোরতর অস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণ এই ভীষণ সমস্যারূপ যে অস্ত্র অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অপেক্ষাও ঘোরতর। কারণ ব্রহ্মাস্ত্র কেবল অর্জ্জুনের জীবনটাই নষ্ট করিত, কিন্তু অধর্ম্মাচরণ মানবের ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। তখন অর্জ্জুন দেখিলেন, একদিকে রহিয়াছে গুরুপুত্রবধ-আকারে অধর্ম্মের সর্ব্বসংহারক রূপ, অপর দিকে রহিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-লঙ্ঘন-আকারে অধর্ম্মের আর একটি ভীষণ মূর্ত্তি। এই বিষম পরীক্ষার সময়ে অর্জ্জুন ধর্ম্মের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রয় লইলেন। সখা এবং ভক্ত অর্জ্জুনের উপর প্রথমে অশ্বত্থামা দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করান, এবং তৎপরে নিজের মুখ হইতে এই উভয়-সঙ্কটরূপ সমস্যা-অস্ত্রের ক্ষেপণ, এই উভয় কার্য্যই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের

কার্য্য। আমাদিগের অনেকের জীবনেই নানাবিধ সঙ্কট উৎপাদন করিয়া প্রভু আমাদিগের সহন-শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া, অল্লাধিক-পরিমাণে এই রকম লীলা করিতেছেন। অর্জ্জুনের ন্যায় আমাদিগেরও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করাই এই সকল সঙ্কট উৎপাদনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু আমরা অনেক সময়েই অন্ধ হইয়া থাকি, সেইজন্য ঔ সকল সঙ্কটের মধ্যেই শ্রীহরির মূর্ত্তি দেখিতে পাই না, অথবা অর্জ্জুনের ন্যায় আমরা তাঁহার আশ্রয় লই না। আমরা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, ঐ সকল সঙ্কটের সমাধান করিতে চেষ্টা করি, তাইতে অনেক সময়ই পথ-হারা হই, এবং কষ্ট পাই। যখন রজঃ এবং তমোগুণের প্রলোভন উপস্থিত হয়, তখন যদি আমরা ঐ গুণদ্বয়ের মধ্যেও শ্রীহরির ক্রিয়া দর্শন করিয়া, 'কৃষ্ণার্পণমস্তু'-ভাবে ঐ প্রলোভনকেও শ্রীহরিতে অর্পণ করিয়া, তাঁহার আশ্রয় লই, তাহা হইলে তাঁহার প্রলোভক শক্তিদ্বয়ের, অর্থাৎ রজঃ এবং তমোগুণের তৎক্ষণাৎ অপগম হয়, কারণ চিত্ত তখন অন্তর্মুখ হইয়াছে। আমরা প্রায়ই শ্রীহরিকে ছাড়িয়া বহির্মুখ চিত্তে 'অহং কর্ত্তা'-ভাবের আশ্রয় লই; সেইজন্যই অবিদ্যা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, এবং ত্রিতাপ আমাদিগকে যাতনা দেয়। মোট কথা, বিপদের সময় আমরা শ্রীহরিকে ছাড়িয়া আত্মশক্তির এবং আত্মবুদ্ধির আশ্রয় লই, সেই জন্যই কেবল পুনঃ পুনঃ কষ্ট পাইয়া থাকি।

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ।
ন্যবেদয়ৎ তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যা আত্মজান্ হতান্॥৪১

তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ-
মবাঙ্মুখং কর্ম্মজুগুপ্সিতেন।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং
বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ॥৪২

(৪১-৪২) [অন্বয়] অথ গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ স্বশিবিরং

উপেত্য হতান্ আত্মজান্ শোচন্ত্যৈ প্রিয়ায়ৈ তং [দ্রৌণীং] ন্যবেদয়ৎ। পাশবদ্ধং, তথা পশুবৎ আহৃতং, কর্ম্মযুগুপ্সিতেন অবাঙ্মুখং গুরোঃ সুতং নিরীক্ষ্য বামস্বভাবা কৃষ্ণা কৃপয়া ননাম চ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'গোবিন্দঃ'—গো = সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে + বিন্দতি = গ্রহণ (অর্থাৎ পরিচালন) করেন + যঃ = যিনি, অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা পরিচালিত করেন, তাঁহাকে 'গোবিন্দ বলে। এই পদটিকে এই স্থলে ব্যবহারের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যাঁহার পরিচালকশক্তি দ্বারা বিশ্বের সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহাকে 'গোবিন্দ' বলে ; তিনি 'প্রিয়' = অর্জ্জুনের সখা ছিলেন, এবং নিজে অর্জ্জুনের সারথিও হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছাতে এবং তাঁহারই শক্তি দ্বারা অশ্বত্থামা মায়ামুগ্ধ হইয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অর্জ্জুনও গুরুপুত্রকে বন্ধন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে পুত্রশোক উপশান্ত হইয়া দ্রৌপদীর চিত্তে জ্ঞান এবং ভক্তির উদয় হইয়াছিল এবং দ্রৌপদী গুরুপুত্রের অবমাননায় কাতর হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। 'গোবিন্দ' পদ দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, এই সকল লীলাই ঐ নামধারী শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যমাত্র।

ব্যাখ্যা—যিনি সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করিতে-ছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের সখা (প্রিয় = সখা) ও সারথি ছিলেন, সেই অর্জ্জুন আপনার শিবিরে উপস্থিত হইয়া, পুত্রশোকে পরিতপ্যমানা দ্রৌপদীর নিকট অশ্বত্থামাকে অর্পণ করিলেন। রজ্জুবদ্ধ হইয়া পশুর ন্যায় তথায় আনীত এবং নিজের গর্হিত কার্য্যের জন্য যাঁহার মুখ হইতে বাক্য বাহির হইতেছিল না, গুরুপুত্রকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া মধুরস্বভাবা দ্রৌপদীর চিত্তে যুগপৎ সহানুভূতি এবং সম্ভ্রমের উদয় হওয়াতে তিনি গুরুপুত্রকে প্রণাম করিলেন।

উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ॥৪৩

সরহস্যো ধনুর্ব্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ।
অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ ॥৪৪
স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে।
তস্যাত্মনোঽর্দ্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী ॥৪৫
তদ্ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলম্।
বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ ॥৪৬
মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্ত্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ ॥৪৭
যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
তৎ কুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতম্ ॥৪৮

(৪৩—৪৮) [অন্বয়] অস্য বন্ধনানয়নং অসহন্তী সতী দ্রৌপদী উবাচ, নিতরাং গুরুঃ এষঃ ব্রাহ্মণঃ মুচ্যতাং মুচ্যতাং। যদনুগ্রহাৎ সরহস্যঃ সবিসর্গঃ উপসংযমঃ ধনুর্ব্বেদঃ অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতঃ, সঃ এষঃ ভগবান দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে ; তস্য আত্মনঃ অর্দ্ধং পত্নী আস্তে ; বীরসূঃ কৃপী ন অন্বগাৎ। তৎ হে ধর্ম্মজ্ঞঃ মহাভাগ ! ভবদ্ভিঃ পূজ্যং অভীক্ষ্ণশঃ বন্দ্যং গৌরবং কুলং বৃজিনং প্রাপ্তুং ন অর্হতি। যথা মৃতবৎসা আর্ত্তা অহং অশ্রুমুখী [সতি] মুহুঃ [রোদিমি] [তথা] অস্য জননী পতিদেবতা গৌতমী মা অরোদীৎ। যৈঃ অকৃতাত্মভিঃ রাজন্যৈঃ কোপিতং, ব্রহ্মকুলং তৎ সানুবন্ধং কুলং (=রাজকুলং) শুচার্পিতং [কৃত্বা], আশু প্রদহতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সতী'—'সৎ' = ব্রহ্ম, তাঁহাতে রতা অর্থাৎ ভক্তিমতী ; 'বন্ধনানয়নং'—গুরুপুত্রকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া আনয়ন ; 'অসহন্তী'—সহ্য করিতে না পারিয়া ; 'নিতরাং' —সর্ব্বদা অর্থাৎ প্রিয় কার্য্য করুন, বা অপ্রিয় কার্য্য করুন, (নি= নিয়ত + চতরাং প্রত্যয়) ; 'মুচ্যতাং, মুচ্যতাং'—আগ্রহাতিশয্য প্রকাশের

জন্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ; 'স-রহস্য'—'রহস্য' = গোপ্য মন্ত্র + স = সহিত ; অর্থাৎ দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে ঐ সকল বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে গোপ্য মন্ত্রও দান করিয়াছিলেন। এই সকল মন্ত্রের লাভ কেবল যোগ্যতাসাপেক্ষ নয়, গুরুর অনুগ্রহও আবশ্যক। দ্রৌপদীর বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, যে গুরুর নিকট অর্জ্জুন অসীম অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের উপর যদি তিনি বলপ্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ঘোর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইবে। 'বিসর্গ' —অস্ত্রত্যাগ ; 'উপসংযম'—অস্ত্র-প্রত্যাহার ; 'অস্ত্রগ্রাম'—শর,তরবারী প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রবিদ্যা ; 'ন অন্বগাৎ'—'অনু' = স্বামীর অনুশরণ করিয়া + অগাৎ = স্বামীর সহিত সহমরণে যান নাই (গম ধাতু = গমন করা) ; কারণ তিনি 'বীরসূঃ = বীরপ্রসবিনী ছিলেন ; বীরপ্রসবিনীর পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ ছিল। 'গৌরবং'—গুরোঃ ইদং, গুরুসম্বন্ধীয় ; 'বৃজিন'—দুঃখ ; 'অকৃতাত্মা—অসংযতচিত্ত ; 'কোপিতঃ'—কোপং প্রাপিতঃ (ণিজন্ত)। 'সানুবন্ধং'—অপর অপর যাহারা ঐ দুষ্ক্রিয়াসক্ত রাজকুলের সহিত 'অনু' = নিকটভাবে + বন্ধ = আবদ্ধ আছেন, তাঁহারাও বিনষ্ট হন। ব্রাহ্মণকুলকে কুপিত করিলে যে, কেবল দুরাচারী রাজকুলই নষ্ট হয় তাহা নয়, ঐ রাজকুলের নিকটাত্মীয়-স্বজনও বিনষ্ট হয়। 'শুচার্পিতং'- শোকের বশে স্থাপিত ; 'অর্পিত' পদ শোকের প্রভুত্ব প্রকাশ করে ; 'প্রদহতি'—প্র = সম্পূর্ণরূপে + দহতি = দগ্ধ করে, একজনও রক্ষা পায় না।

ব্যাখ্যা—গুরুপুত্রকে পশুর ন্যায় আবদ্ধভাবে আনয়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, ভক্তিমতী দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মণ হওয়াতে সকল অবস্থাতেই আমাদের সম্মানার্হ এবং পূজ্য, অর্থাৎ সৎ কার্য্যই করুন, বা দুষ্কার্য্যই করুন, বা কিছুই না করুন, ইনি সর্ব্বথা সম্মানার্হ এবং পূজ্য ; অতএব এখনই ইঁহাকে বন্ধনমুক্ত করুন। একেত ব্রাহ্মণ হওয়াতে অশ্বত্থামা স্বভাবতঃই পূজ্য, তাহার উপর গুরুপুত্র হওয়াতে তিনি আরও

অধিকতর সম্মানার্হ। এই ভাব প্রকাশের জন্য দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যে দ্রোণাচার্য্যের স্নেহে ও অনুগ্রহে আপনি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহা হইতে ঐ বিদ্যার ও অপর অস্ত্রবিদ্যার গোপ্য মন্ত্রসকলও অবগত হইয়াছিলেন, এবং অস্ত্রত্যাগ ও উপসংহারের রহস্যসকল শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দ্রোণাচার্য্য স্বয়ংই অশ্বত্থামারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কৃপী, যিনি বীরপ্রসবিনী হওয়াতে স্বামীর অনুগমন করেন নাই, তিনি আপনার গুরুর দেহের অর্দ্ধভাগতুল্যা হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছেন। অতএব আপনি যদি অশ্বত্থামার পীড়ন করেন, তাহা হইলে, প্রথমতঃ স্বয়ং গুরুকেই পীড়ন করার ন্যায় গর্হিত কার্য্য হইবে, এবং পুত্রের পীড়ন করিয়া গুরুর অর্দ্ধাঙ্গী কৃপীর মনস্তাপ উৎপাদন করিলে, স্বয়ং গুরুর মনে সন্তাপ প্রদানের ন্যায়ই পাপাচরণ করা হইবে। আপনি ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন ; অতএব গুরুকুল সর্ব্বদা (অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন বা নিগ্রহ করুন, সকল সময়েই) সম্মানার্হ, তাহাও জানেন। সেই গুরুকুলকে দুঃখ প্রদান করা আপনাদিগের কখনই উচিত নহে। আমি এখন পুত্রশোকে কাতর হইয়া যেরূপ অশ্রুপাত করিতেছি, এই অশ্বত্থামার জন্য পতিদেবতা গৌতমীর যেন সেইরূপ রোদন করিতে না হয় ; অর্থাৎ যিনি আপনাদিগের গুরুকে দেবতার ন্যায় পূজা করেন, তাঁহাকে পুত্রশোকে কাতর করিবেন না। যে অজিতেন্দ্রিয় রাজগণ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা ব্রাহ্মণকুলকে কুপিত করে, সেই রাজগণের নিজের বংশ এবং তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যাহাদিগের সম্বন্ধ আছে, তাহারাও, কুপিত ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধে নানাবিধ শোক পায়, এবং সেই ক্রোধের অগ্নিতে বিনষ্ট হয়। অতএব সাবধান হউন, ক্রোধের বশীভূত হইয়া বংশনাশ করিবেন না।

ধর্ম্ম্যং ন্যায্যং সকরুণং নির্ব্ব্যলীকং সমং মহৎ।
রাজা ধর্ম্মসুতো রাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দদ্বচো দ্বিজাঃ ॥৪৯

নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রো যে চান্যে যাশ্চ যোষিতঃ ॥৫০
তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ।
ন ভর্ত্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তাঞ্ছিশূন্ বৃথা ॥৫১

(৪৯—৫১) [**অন্বয়**] হে দ্বিজাঃ রাজা ধর্ম্মসুতঃ রাজ্ঞ্যাঃ ধর্ম্ম্যং ন্যায্যং সকরুণং নির্ব্ব্যলীকং সমং মহৎ বচঃ প্রত্যনন্দৎ। নকুলঃ সহদেবঃ চ, যুযুধানঃ, ধনঞ্জয়ঃ, ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ যে চ অন্যে [পুরুষাঃ] যাঃ চ যোষিতঃ তত্র [আসন্] [তে] অপি প্রত্যনন্দন্। অমর্ষিতঃ ভীমঃ আহ, সঃ ন ভর্ত্তুঃ, ন আত্মনঃ চ অর্থে [অপি তু] বৃথা [এব] সুপ্তান্ শিশূন্ অহন্, তস্য বধঃ [এব] শ্রেয়ান্ স্মৃতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নির্ব্ব্যলীকং'—যাহাতে অলীক ভাবের অর্থাৎ কাপট্যের লেষমাত্র ছিল না; অর্থাৎ যে বাক্যে দ্রৌপদীর আন্তরিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ধর্ম্ম্যং'—ধর্ম্মসঙ্গত; 'ন্যায্যং'—নীতিঅনুযায়ী; 'সকরুণং'—স্নেহপূর্ণ; 'সমং' ভেদ-ভাবহীন, অর্থাৎ বৈরিভাব রহিত; 'মহৎ'—উদার। 'প্রত্যনন্দৎ'—'প্রতি' = দ্রৌপদীর বাক্যের প্রতি + অনন্দৎ = সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। 'যুযুধানঃ'—সাত্যকী; 'ন ভর্ত্তুঃ, ন আত্মনঃ চ অর্থে' = স্বামীর বা নিজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধি যে কার্য্য দ্বারা হয় নাই; 'শ্রেয়ান্'—হিতকর; 'স্মৃতঃ'—বিবেচিত হয়।

ব্যাখ্যা হে দ্বিজগণ! রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্ঞীর ধর্ম্ম ও ন্যায়-সঙ্গত, স্নেহ ও সহানুভূতিযুক্ত, কাপট্যশূন্য এবং সেই সঙ্গে সমতাযুক্ত ও উদারতাপূর্ণ বাক্যের প্রশংসা করিলেন। নকুল ও সহদেব, সাত্যকি, ধনঞ্জয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অপর যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীগণ সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও দ্রৌপদীর বাক্যের প্রশংসা করিলেন।

কিন্তু ভীম ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রভুর

অথবা নিজের কোন উপকারের জন্য নহে, কিন্তু 'বৃথা' অর্থাৎ কেবল নিজের ক্রূর স্বভাববশতঃ, শিশুগণকে বধ করিয়াছে, তাহার প্রাণবধ তাহার পক্ষেও মঙ্গলকর। কারণ তাহাকে বধ না করিলে সে পুনরায় দুষ্কার্য্য করিবে, এবং তাহার অধিকতর অধঃপতন হইবে (৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব॥৫২

(৫২) [**অন্বয়**] ভীমগদিতং [তথা] দ্রৌপদ্যাঃ চ [গদিতং] নিশম্য চতুর্ভুজঃ সখ্যুঃ বদনং আলোক্য হসন্ ইব ইদং আহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'হসন্ ইব'—পরবর্ত্তী বাক্য বলিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখে একটু মৃদু হাস্য প্রকাশ পাইয়াছিল; অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করাই বোধ হয় ঐ হাস্যের উদ্দেশ্য ছিল। 'চতুর্ভুজঃ'—ঐ সময়ে নিজের ঐশীভাবের (divine authority) পরিচয় দিয়া, সকলের মন হইতে সর্ব্ববিধ সন্দেহ দূর করিয়া সকলকে আশ্বস্ত এবং সকলকেই তাঁহার নিজের মীমাংসায় সন্তুষ্ট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত নররূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজের ঐশীভাবজ্ঞাপক চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন, ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া আর যেন কাহারও মনে কোন প্রকার মালিন্য না থাকে।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্॥৫৩
কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎ সান্ত্বয়তা প্রিয়াম্।
প্রিয়ঞ্চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহ্যমেব চ॥৫৪

(৫৩—৫৪) [**অন্বয়**] ব্রহ্মবন্ধুঃ ন হন্তব্যঃ, আততায়ী বধার্হণঃ, [ইতি] ময়া আম্নাতং উভয়ং অনুশাসনং এব পরিপাহি। প্রিয়াং সান্ত্বয়তা [ত্বয়া] যৎ প্রতিশ্রুতং তৎ সত্যং কুরু, ভীমসেনস্য চ প্রিয়ং, পাঞ্চাল্যাঃ মহ্যং এব চ [প্রিয়ং] কুরু।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ব্রহ্মবন্ধুঃ'—ব্রাহ্মণাধম ; ব্রাহ্মণ যতই হীনকার্য্য করুন না কেন, তাঁহাকে বধ করা উচিত নয়। 'আততায়ী' ইত্যাদি—কিন্তু যদি কেহ অগ্নিদ, গরদ, সস্ত্রপাণি, ধনাপহ অথবা পুত্র বা দারা-অপহারী হয়, তাহাকে আততায়ী বলে ; এবং ঐ আততায়ী ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউক বা অপর বর্ণই হউক, সে বধের যোগ্য। 'ময়া আম্নাতং'—আমি এই যে বাক্য বলিয়াছি, তাহা 'আম্নায়' = অভ্রান্ত, বেদবাক্যের ন্যায় গৌরবযুক্ত। 'উভয়ং অনুশাসনং পরিপাহি'—এই দুই ব্যবস্থাই 'পরি' = সম্যগ্‌ভাবে (অর্থাৎ যেন একটুও ব্যতিক্রম না হয়, এইরূপ ভাবে) + পাহি = পালন কর। এই দুই ব্যবস্থা প্রথম দৃষ্টিতে বিশম্বাদী বোধ হইলেও, বস্তুতঃ বিশম্বাদী নহে। অর্জ্জুনের কার্য্য দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইল।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে 'ব্রহ্মবন্ধুং ইমং জহি' এই যে বাক্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা কেবল অর্জ্জুনের ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ দুষ্কার্য্য করিলেও বধার্হ নয়। কিন্তু কেহ যদি অস্ত্র ধারণ করিয়া বধার্থ আগমন করে, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা অপর বর্ণই হউন, তাঁহাকে বধ করা উচিত ; 'জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ'। আমার এই দুই ব্যবস্থা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বধার্হ নয়, কিন্তু শস্ত্রপাণি বধার্হ, এই দুই ব্যবস্থা) 'আম্নায়' অর্থাৎ বেদবাক্যের তুল্য সম্ভ্রমের যোগ্য। এই উভয় ব্যবস্থাই প্রতিপালন কর। অর্থাৎ কেবল দুষ্ক্রিয়াকারী বলিয়া ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামাকে যদি বধ কর, তবে অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করার পাতক হইবে ; এবং আততায়ীকে যদি বধ না কর, তাহা হইলেও 'আততায়ী বধার্হণঃ', আমার এই ব্যবস্থা-লঙ্ঘনজনিত পাপ-

ভাগী হইবে। দ্রৌপদীকে যদি অশ্বত্থামার মস্তক উপহার না দেও, তবে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে ক্ষত্রিয়ের যে পাপ হয়, তোমারও সেই পাপ হইবে; অথচ এই সঙ্গে ভীমসেনের, দ্রৌপদীর এবং আমার প্রিয়কার্য্যও করিতে হইবে—ভীমসেন চান অশ্বত্থামার বধ, দ্রৌপদী চান অশ্বত্থামার মুক্তি এবং আমি চাই আমার প্রদত্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের প্রতিপালন। অতএব হে অর্জ্জুন! এখন এমন ভাবে কার্য্য কর, যাহাতে এই সকল বিষয়েই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

সূত উবাচ।

অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরেহার্দ্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্দ্ধণ্যং দ্বিজস্য সহমূর্দ্ধজম্॥৫৫
বিমুচ্য রশনাবদ্ধং বালহত্যাহতপ্রভম্।
তেজসা মণিনা হীনং শিবিরান্নিরযাপয়ৎ॥৫৬

(৫৫—৫৬) [**অন্বয়**] অর্জ্জুনঃ সহসা হরেঃ হার্দ্দং আজ্ঞায় অথ অসিনা সহ-মূর্দ্ধজং দ্বিজস্য মূর্দ্ধণ্যং মণিং জহার। বালহত্যা-হতপ্রভং তেজসা মণিনা চ হীনং রশনাবদ্ধং [অশ্বত্থামানং] বিমুচ্য শিবিরাৎ নিরযাপয়ৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সহসা'—তৎক্ষণাৎ, কোন চিন্তা না করিয়া, যেন ঐশীশক্তি (inspiration) প্রভাবে; 'হার্দ্দং'—হৃদয়ে স্থিত অভিপ্রায়; 'আজ্ঞায়'— আ=স্পষ্টভাবে+জ্ঞায়= অনুভব করিয়া; 'রশনাবদ্ধং'—রশনা' = রজ্জু, তদ্দ্বারা 'আ' = দৃঢ়রূপে +বদ্ধ; 'বিমুচ্য'—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ যেন ঐশীশক্তির প্রভাবে শ্রীহরির আন্তরিক অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া, খড়গ দ্বারা ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামার কেশ ছেদন করিয়া, ঐ কেশের সহিত তাঁহার মস্তকস্থিত মণি গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই শিশুবধ-জনিত পাপে অশ্বত্থামা ব্রহ্মতেজোহীন হইয়াছিলেন; এখন তাঁহার মস্তকে মণির যে তেজ

ছিল, তাহাও দূর হইল। অর্জ্জুন মণি-হরণের পর অশ্বত্থামাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধনমুক্ত করিয়া, শিবির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥৫৭

(৫৭) [**অন্বয়**] বপনং দ্রবিণাদানং তথা স্থানাৎ নির্যাপনং, এষঃ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধঃ; অন্যঃ দৈহিকঃ বধঃ ন অস্তি।

ব্যাখ্যা—কোন ব্রাহ্মণাধম অপরাধ করিলে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং তাঁহার ধনসম্পত্তি রাজকোষে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই প্রাণদণ্ডের তুল্য, দৈহিক প্রাণদণ্ড তাঁহার নাই।

পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
স্বানাং মৃতানাং যৎ কৃত্যং চক্রুর্নির্হরণাদিকম্ ॥৫৮

(৫৮) [**অন্বয়**] কৃষ্ণয়া সহ পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ মৃতানাং স্বানাং নির্হরণাদিকং যৎ কৃত্যং [তৎ] চক্রুঃ।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
অন্বয়ে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নির্হরণ'—'নির্' = নিঃশেষভাবে + হরণ = বিনাশ, অর্থাৎ দাহ দ্বারা দেহকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—দ্রৌপদী এবং তাঁহার সঙ্গে পুত্রশোকে কাতর পাণ্ডবগণ, মৃত পুত্রগণের সম্বন্ধে শবদাহ প্রভৃতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য ছিল, সেই সমস্ত সম্পাদন করিলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
ব্যাখ্যায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিতের রক্ষা ; কুন্তীর স্তব এবং যুধিষ্ঠিরের চিত্তে বিষাদ

তাৎপর্য্য—অশ্বত্থামাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করার পর পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রীগণের সহিত গঙ্গায় তর্পণ করিতে গেলেন। তর্পণাদির পরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের নিকট কালশক্তির অনিবার্য্য গতির বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির যাহাতে পাশক্রীড়ায় অপহৃত নিজের রাজ্য পুনরায় লাভ করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন ; এবং তাঁহার দ্বারা মহাসমারোহে তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবগণের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমনের জন্য রথে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় দেখিলেন যে,ভয়বিহ্বলা উত্তরা তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছেন (১-৮ শ্লোক)।

গর্ভস্থ পরীক্ষিতের রক্ষা—উত্তরা ব্যাকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, জগতে সকলেই পরস্পরের মৃত্যুর কারণ, অর্থাৎ কেহ শত্রুভাবে অন্যকে বধ করে, কেহ বা মিত্রভাবে আত্মীয়স্বজনকে আসক্তির বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে জন্ম-মৃত্যুময় সংসারে ঘোরায়। কেবল আপনিই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই) সর্ব্ববিধ ভয়নিবারণ করিতে পারেন। অতএব হে প্রভো ! আমার দিকে আগম্যমান ঐ জ্বলন্ত অগ্নিময় শর হইতে আপনি কেবল আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে রক্ষা করুন, উহা দ্বারা আমি দগ্ধ হই, তাহাতে ক্ষতি নাই। সেই সময়ে দেখা গেল যে, অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত এক

ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার দিকে, এবং আর পাঁচটি ব্রহ্মাস্ত্র জ্বলন্ত অগ্নিসম প্রভা বিস্তার করিয়া পাণ্ডবভ্রাতৃগণের দিকে দ্রুতবেগে আসিতেছে। নিজের মণিহরণ এবং অপমানের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি-বশতঃ দ্রোণপুত্র পৃথিবীকে অপাণ্ডব করিবার জন্য ঐ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও নিজের ভক্তকে রক্ষা করা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; (এবং এই ব্রহ্মাস্ত্র যুদ্ধসময়েও প্রযুক্ত হয় নাই)। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুদর্শন-অস্ত্র দ্বারা পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করিলেন, এবং নিজের মায়ানাম্নী শক্তি দ্বারা উত্তরার গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখিলেন। তখন ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ, স্বয়ং ব্রহ্মের তেজের সহিত মিশ্রিত হইয়া, উপশান্ত হওয়াতে, উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষা হইল। [৯-১৬ শ্লোক]

কুন্তীর স্তব—কুন্তীর স্তব এত মধুর যে, তাহার তাৎপর্য্য দিলে উহার মাধুর্য্যহানি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ঐ স্তবের তাৎপর্য্য দিতে চেষ্টা করা হইল না। কুন্তী যখন স্তব আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যরসেরই প্রাবল্য ছিল। কিন্তু স্তব করিতে করিতে, শ্রীভগবানের কৃপার প্রভাবে ঐ বাৎসল্যরসের সম্প্রসারণ হইয়া, কুন্তীর চিত্তে বিমলা ভক্তি এবং জ্ঞানের স্ফুরণ হওয়াতে, কুন্তী অনুভব করিলেন যে, যাঁহাকে এতকাল তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রভাবে স্নেহ করিতেন, তিনিই 'বিশ্বেশ' 'বিশ্বাত্মা' এবং 'বিশ্বমূর্ত্তি' ; তিনিই 'গো, দ্বিজ এবং সুরগণের 'আর্ত্তি' হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তিনিই 'অখিলগুরু' ; এবং তিনিই অনন্ত-ঐশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবান্। এই জন্য স্তব করিতে করিতে চিত্তমধ্যে যুগপৎ ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের বিকাশ হওয়াতে, যাহাতে পাণ্ডব এবং যাদবগণের প্রতি স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হইয়া, চিত্ত হইতে প্রেমের প্রবাহ নিয়ত অপ্রতিহতবেগে শ্রীভগবানের পাদমূলে ধাবিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া, কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের

শরণাপন্না হইলেন—'ভগবন্নমস্তে'। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর প্রার্থনাপূরণে স্বীকৃত হইয়া; পাণ্ডবগণের সহিত হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন [১৭-৪৫ শ্লোক]।

যুধিষ্ঠিরের বিষাদ—শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন প্রথমে মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুমতি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মনে সেইভাবের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, এবং মহারাজ প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিলেন—এই সময় মহারাজের মনে অকস্মাৎ প্রবল বিষাদের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন যে, যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনাদি অসংখ্য মানবকে বধ করিয়া তিনি যে পাপ-কার্য্য করিয়াছেন, অযুত অযুত বর্ষ নরকভোগ করিলেও তাঁহার ঐ পাপ হইতে মুক্তি হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত ঋষিগণ ইতিহাসাদি হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মহারাজকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধিত হইলেন না। [৪৬-৫২ শ্লোক]

বিষাদের গূঢ়তত্ত্ব—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেও যখন মহারাজ প্রবোধিত হইলেন না, তখন স্থির হইল যে, শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া, এই বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করা যাউক (৯ম অধ্যায়)। ভীষ্ম পরম ভক্ত ছিলেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন। ভীষ্ম স্বয়ং যে চতুর্ভুজরূপকে ধ্যান করিতেন, মৃত্যুকালে যাহাতে সেই ধ্যানসম্পদ্ চতুর্ভুজরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লাভ হয়, ভীষ্ম তাহাই কামনা করিয়াছিলেন। ভক্তের এই বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করাও আবশ্যক হইয়াছিল। সেই সুযোগ-সৃষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ মহারাজের মনে প্রেমের সঞ্চার করিয়া মহারাজের দ্বারা নিজের দ্বারকায় প্রত্যাগমন নিবারণ করাইলেন; তাহার পরে যুধিষ্ঠিরের মনে বিষাদেরও সঞ্চার তিনিই করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্যের দ্বারাও যে মহারাজের চিত্তের বিষাদ দূর

হইল না, ইহাও শ্রীকৃষ্ণেরই লীলামাত্র ; উহাতে যদি বিষাদ দূর হইত, তাহা হইলে আর ভীষ্মের নিকট গমনের সুযোগ লাভ হইত না। পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের নিকট গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভক্তকে দর্শন দান করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। ভীষ্মের মুখ হইতে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ-দানের ছলে যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই তত্ত্ব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেও বাহির হয় নাই। ভীষ্মের মুখ হইতে এই গভীর তত্ত্ব বাহির করানও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যেরই কার্য্য। এই কার্য্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে নিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিলেন।

ভীষ্মের দেহত্যাগে এবং স্তবেও অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। সখ্যভাব হইতে কিরূপে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের স্ফুরণ হইয়া, অবশেষে অতি বিশুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মে তাহারই পরিচয় ভীষ্মের স্তব এবং দেহত্যাগ হইতে পাওয়া যায়। অতএব মোট কথা এই যে, আমাদের মঙ্গলার্থ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে এই বিষাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সূত উবাচ

অথ তে সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাম্
দাতুং সকৃষ্ণা গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১
তে নিনীয়োদকং সর্ব্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ।
আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূতসরিজ্জলে ॥২

(১-২) [**অন্বয়**] অথ সম্পরেতানাং উদকং ইচ্ছতাং স্বানাং [উদকং] দাতুং স্ত্রিয়ঃ পুরস্কৃত্য সকৃষ্ণাঃ তে পাণ্ডবাঃ গঙ্গায়াং যযুঃ। তে সর্ব্বে উদকং নিনীয়, পুনঃ ভৃশং বিলপ্য চ হরিপাদাব্জরজঃ-পূতসরিৎজ্জলে আপ্লুতাঃ [অবতস্থিরে]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সম্পরেতানাং'—মৃত পিতৃপুরুষ-গণের (সং + পর + ই = যাওয়া, যাঁহারা পরলোকে গমনকরিয়াছেন)।

'উদকং ইচ্ছতাং'—মরণাশৌচ হইলে বা গ্রহণাদির সময় মৃত পিতৃ-পুরুষগণ উদক কামনা করেন, এই জন্য তাঁহাদিগের উদ্দেশে তর্পণ করার বিধি আছে। 'স্বানাং'—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, মৃত আত্মীয়গণকে উপলক্ষ্য করিয়া; 'উদকং দাতুং'—তর্পণের জল দিতে; 'স্ত্রিয়ঃ পুরস্কৃত্য'—এই কার্য্যের সময় স্ত্রীগণকে অগ্রে লইয়া যাওয়া বোধ হয় দেশাচার ছিল। সম্ভবতঃ মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে স্ত্রীগণ আগে আগে যাইতেন, এবং পুরুষগণ তাঁহাদিগের পিছু পিছু যাইতেন। 'সকৃষ্ণাঃ'—শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া; আপ্লুতাঃ—অবগাহন স্নান করিয়া; [অবতস্থিরে]=তথায় অবস্থান করিলেন।

ব্যাখ্যা—দ্রৌপদীর মৃত পুত্রগণের সৎকারের পর পাণ্ডবগণ পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ঐ সময় স্ত্রীগণ পুরুষদিগের অগ্রে অগ্রে বিলাপ করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। তর্পণ সমাপনের পর মৃতগণের উদ্দেশে পুনরায় বিলাপ করিয়া, যে নদীর জল শ্রীহরির পদরজ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিল, তাহাতে (অর্থাৎ গঙ্গার জলে) সকলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া, তথায় অবস্থান করিলেন।

তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজম্।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্ত্তাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ মাধবঃ॥৩
সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূন্ শুচার্পিতান্।
ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্নপ্রতিক্রিয়াম্॥৪

(৩-৪) [**অন্বয়**] মাধবঃ মুনিভিঃ [সহ] ভূতেষু কালস্য অপ্রতিক্রিয়াং গতিং দর্শয়ন্ তত্র আসীনং সহানুজং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং, গান্ধারীং, পৃথাং, পুত্রশোকার্ত্তাং কৃষ্ণাং, হতবন্ধূন্ [অন্যান্] চ সান্ত্বয়ামাস।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মাধব'—'মা'—লক্ষ্মী, তাঁহার 'ধব'—পতি, এই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশীভাব সূচিত হইয়াছে।

দ্রৌপদীর পুত্রবধ এবং পাণ্ডবগণের শোক উৎপাদন সেই মাধবেরই লীলা, এবং শোকাতুর ব্যক্তিগণকে সান্ত্বনা প্রদানও তাঁহার লীলারই অংশ। 'ভূতেষু'=সৃষ্ট বস্তুসকলের মধ্যে; 'কালস্য'= ব্রহ্মের কালশক্তির; 'অপ্রতিক্রিয়াং গতিং দর্শয়ন্'—অপ্রতিহত প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রদান করিয়া; যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর পতি, যিনি প্রাকৃত মানব নহেন সেই 'মাধব' তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। 'গতি'—কার্য্য।

ব্যাখ্যা—মুনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরাদিকে বুঝাইলেন যে, ভগবানের 'কাল'-নামক শক্তি দ্বারাই তাঁহাদের স্বজনবিনাশ সম্পাদিত হইয়াছে; কাহারও সাধ্য নাই যে, ঐ শক্তির প্রতিরোধ করিতে পারে; অতএব 'আমাদিগের এই সকল ত্রুটী হওয়াতেই এই লোকক্ষয় হইয়াছে' ইহা ভাবিয়া আত্মগ্লানি বা শোক করিবার কোন কারণ নাই।

সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং কিতবৈর্হৃতম্।
ঘাতয়িত্বাঽসতো রাজ্ঞঃ কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ ॥৫
যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তমকল্পকৈঃ।
তদ্‌যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ ॥৬

(৫-৬) [অন্বয়]—কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ অসতঃ রাজ্ঞঃ ঘাতয়িত্বা, অজাতশত্রোঃ কিতবৈঃ হৃতং স্বরাজ্যং সাধয়িত্বা, তং ত্রিভিঃ উত্তমকল্পকৈঃ অশ্বমেধৈঃ যাজয়িত্বা, তৎ (=তস্য) পাবনং যশঃ শতমন্যোঃ [যশঃ ইব] দিক্ষু অতনোৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কচ'—কেশ, তাহাকে 'স্পর্শ' দ্বারা 'ক্ষত'=ক্ষয়প্রাপ্ত (ক্ষি=ক্ষয় করা) হইয়াছে আয়ুঃ যাহা-দিগের; 'অসতঃ'—অসাধু (যাহারা 'সৎ'=ব্রহ্ম, তাঁহাতে রত নয়, অর্থাৎ ভোগাসক্ত); 'ঘাতয়িত্বা'—বধ করাইয়া; 'কিতবৈঃ'—পাশক্রীড়াসক্ত লোকগণ দ্বারা; 'হৃতং' শঠতাপূর্ব্বক অপহৃত। (কিতব=পণ, কিং+তব=তোমার কি পণ আছে); 'স্বরাজ্যং'—যে

রাজ্য 'স্ব' = যুধিষ্ঠিরের নিজের ছিল, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের পৈতৃক রাজ্য। 'সাধয়িত্বা'—'সাধ্' = নিষ্পাদন করা, (ণিজন্ত) নিষ্পাদন করাইয়া ; অর্থাৎ রাজ্যের উদ্ধারার্থ যাহা যাহা আবশ্যক ছিল, তাহা করাইয়া। 'উত্তমকল্পকৈঃ'—'উত্তম' = শ্রেষ্ঠ + 'কল্পক' - আয়োজন যাহার ; যে অশ্বমেধযজ্ঞে ইন্দ্রের যজ্ঞের ন্যায় সমৃদ্ধিযুক্ত আয়োজন ছিল। 'পাবনং'—চিত্তের পবিত্রতাসাধক যশঃ = কীর্ত্তি ; 'পাবন' পদ ইঙ্গিত করে যে, ইন্দ্রের ন্যায় যশঃ লাভ করিয়াও যুধিষ্ঠিরের মনে গর্ব্ব হয় নাই। 'শতমন্যোঃ'—ইন্দ্রের।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোক দুইটিতে সকল ক্রিয়াই ণিজন্ত। শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময়-ব্রহ্মের অবতার, অতএব তিনি স্বয়ং কিছুই করেন নাই ; কেবল তাঁহার ইচ্ছাতেই এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। তিনি দুরাচার রাজগণের মতিভ্রম উৎপাদন করাইয়া তাহাদিগের দ্বারা দ্রৌপদীর কেশস্পর্শ করাইলেন ; এইরূপে প্রথমে তাহাদিগের আয়ুক্ষয় করাইয়া, তৎপরে ভীম ও অর্জ্জুনাদি দ্বারা ঐ রাজগণকে বধ করাইলেন। যে যুধিষ্ঠিরের কোন শত্রু জন্ম গ্রহণ করে নাই, (অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে কাহারও প্রতি বৈরভাব ছিল না) তাঁহার রাজ্যকে পাশক্রীড়ায় ধূর্ত্তগণ দ্বারা অপহরণ করানও শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য ; অর্থাৎ তাঁহার মায়াশক্তিই ধূর্ত্তগণকে সেই অপহরণে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কিছু না করিয়াও সেই রাজ্য উদ্ধারের জন্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা সমস্তই অর্জ্জুনাদির দ্বারা করাইলেন ; এবং যুধিষ্ঠিরের দ্বারা তিনি পর পর তিন বার এত সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন যে, যেন স্বয়ং ইন্দ্রই ঐ সকল যজ্ঞ করিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের এইরূপ যশ বিস্তৃত হইল। এইরূপ বিশাল যশ লাভ করিয়াও যুধিষ্ঠিরের মনে গর্ব্বের উদয় হয় নাই ; এবং এই যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শ্রবণ করিলে শ্রোতার চিত্ত পবিত্র হয়।

আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ।
দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ॥৭

গন্তুং কৃতমতি র্ব্রহ্মন্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ।
উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিহ্বলাম্॥৮

(৭-৮) [**অন্বয়**] হে ব্রহ্মন্ দ্বারকাং গন্তুং কৃতমতিঃ [সঃ] পাণ্ডুপুত্রান্ আমন্ত্র্য পূজিতৈঃ দ্বৈপায়নাদিভিঃ প্রতিপূজিতঃ [সন্] শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ [ভূত্বা] যদা রথং আস্থিতঃ তদা অভিধাবন্তীং ভয়বিহ্বলাং উত্তরাং [দৃষ্ট্বা] [তাং] উপলেভে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—কৃতমতিঃ—সঙ্কল্প করিয়া; 'আমন্ত্র্য'—আ = সমীপে গমন করিয়া + মন্ত্র্য = বাক্যালাপাদি করিয়া, অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট গিয়া বিদায়গ্রহণ করার পরে (মন্ত্র্ = বাক্যলাপাদি করা) 'শৈনেয়ঃ'—শিনীর পুত্র সাত্যকি; 'রথং আস্থিতঃ' —'আস্থিত' পদে 'আ' উপসর্গ দ্বারা রথে আরোহণ করার পরে উপবিষ্ট হওয়া বুঝায়। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, উত্তরা ভয়-বিহ্বলা অবস্থায় 'অভিধাবন্তী', 'অভি' = অভিমুখীকৃত্য অর্থাৎ তাঁহারই দিকে + ধাবন্তী = দৌড়িয়া আসিতেছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ তখন রথে উপবিষ্ট ছিলেন, তথাপি উত্তরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, তিনি নিজেই রথ হইতে নামিলেন, এবং উত্তরাকে 'উপলেভে'—'উপ' = উত্তরার সমীপস্থ হইয়া + লেভে = তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

সার কথা—যখন কোন বিপন্ন ব্যক্তির মতি উত্তরার ন্যায় ব্যাকুলভাবে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, ভগবান্ তখন উদাসীন-ভাবে থাকেন না, তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া ভক্তের সহিত মিলিত হন।

ব্যাখ্যা—যখন দ্বারকায় গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্বৈপা-নাদি ঋষিগণের পূজা করিলেন, তখন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে সাত্যকি এবং উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়া যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন

দেখিলেন যে উত্তরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রথ হইতে নামিয়া উত্তরার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্॥৯
অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্॥১০

(৯-১০) [অন্বয়] [হে] মহাযোগিন্, [হে] দেব দেব, [হে] জগৎপতে, পাহি পাহি; যত্র পরস্পরং মৃত্যুঃ [তত্র] ত্বৎ অন্যৎ অভয়ং ন পশ্যে। হে ঈশ, হে বিভো, তপ্তায়সঃ শরঃ মাং অভি (=অভিমুখীকৃত্য) দ্রবতি; হে নাথ [সঃ] কামং মাং দহতু, মে গর্ভঃ মা নিপাত্যতাং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—উত্তরার উক্তিতে বাগ্‌বাহুল্য না থাকিলেও সার বস্তু আছে। "মহাযোগিন্" বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা প্রকাশ হয় যে, তখন উত্তরার মনে ধারণা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণই "যোগমায়ার" অধীশ, অতএব তিনিই দ্রষ্টৃরূপে সর্ব্বকার্য্যই করিতেছেন। জগৎপতে, এই সম্বোধন দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বনিয়ন্তা; এবং 'দেবদেব' পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বদা পূজ্য এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সম্বোধনের তিনটি শব্দ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব এবং নিয়ত-পূজ্যত্ব সূচিত হইয়াছে। এই প্রার্থনাটি যদিও প্রথম দৃষ্টিতে সকাম বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ উহা নিষ্কাম। কিসে কুরুবংশের রক্ষা হয়, উত্তরা কেবল তাহাই চান; এবং সেই জন্য যদি তাঁহার নিজদেহ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হয়, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। নিজ দেহের উপর এই মমতা-ত্যাগ করিয়া তখন উত্তরা বিশুদ্ধ নিষ্কামভাবেই শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-

নিবেদন করিয়াছিলেন। এইরূপ নারীর গর্ভেই পরীক্ষিত মহারাজের ন্যায় মহাত্মার জন্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

মহাযোগিন্—যাঁহার যোগমায়ানাম্নী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগতের সর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। 'পাহি পাহি' কাতরতায় দ্বিরুক্তি। ত্বৎ অন্যৎ—'ত্বৎ' = ত্বত্তঃ + অন্যৎ, আপনা ছাড়া অপর কেহ বা অপর কোন বিষয়, 'অভয়ং'—ভয়নিবারক নহে। 'যত্র পরস্পরং মৃত্যুঃ'—যে স্থানে, অর্থাৎ সংসারে এক জীব অপর জীবের মৃত্যুর কারণ হয়। এই মৃত্যু দুই প্রকারে হয়,—(ক) কখন বৈরভাবে একজন অপরকে বধ করে; উহাদিগকে আমরা শত্রু বলি; (খ) আর এক সম্প্রদায় মিত্রভাবে আসক্তি সৃষ্টি করিয়া, লোককে জন্ম-মৃত্যুময় সংসারে আবদ্ধ করে। স্ত্রীপুত্রাদি যাহাদিগকে আমরা 'আপনার লোক' বলি, তাহারাও এই মিত্রভাবে আমাদিগের এবং পরস্পরের মৃত্যুর কারণ হয়। 'অভিদ্রবতি'—অভি = আমাকে অভিমুখীকৃত্য অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া + 'দ্রবতি' = বেগে আসিতেছে। তপ্তায়সঃ—'তপ্ত' = তাপযুক্ত, জ্বলন্ত + 'আয়স' = লৌহ আছে যাহাতে। 'মহান্'—প্রচণ্ড; 'কামং'—যত ইচ্ছা।

ব্যাখ্যা—উত্তরা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন প্রভো! আপনার ইচ্ছাতেই জগতের সর্ব্বকার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে, আপনি দেবগণেরও পূজ্য, এবং জগতের রক্ষক, অতএব আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এই সংসারে আপনি ভিন্ন কেহই মৃত্যুভয় নিবারণ করিতে পারে না। কারণ জীবগণ কখন বৈরভাবে পরস্পরকে বধ করে, এবং কখন বা মৈত্রভাবে সংসারবন্ধন সৃষ্টি করিয়া, পরস্পরের মৃত্যুর কারণ হয়। অপরাপর বিষয়সকলও কখন বা প্রত্যক্ষভাবে প্রাণনাশ করে, কখন বা ভোগাসক্তি সৃষ্টি করিয়া, পরোক্ষভাবে পুনঃ পুনঃ আমাদিগের জন্মমৃত্যুর কারণ হয়—কেবল আপনি ভিন্ন অপর কেহ, বা কোন বস্তুই মৃত্যুর ভয় নিবারণ করিতে পারে না। হে সর্ব্বনিয়ন্ত্রিন্! হে বিভো! ঐ দেখুন, জ্বলন্ত লৌহময় শর

প্রবলবেগে আমার দিকে আসিতেছে। হে নাথ! ঐ শর যত ইচ্ছা আমাকে দগ্ধ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট না হয়।

সারার্থ—(ক) বিপদের সময় যদি এইভাবে প্রার্থনা করিবার শক্তি সামান্য পরিমাণেও পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিপদ মহা আশীষ। অশ্বত্থামার অস্ত্রে একবার মৃত্যু হইবে, কিন্তু মায়ার অস্ত্রে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হয়। মায়ার অস্ত্র নিয়তই আমাদের উপর পড়িতেছে; কিন্তু আমরা বিষয়মোহে অন্ধ, তাই সেই সকল অস্ত্র দেখিতে পাই না—'কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবৎ মন্যতে গৃহী'। কোন শত্রুর অস্ত্র, কিম্বা মায়ার অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য যিনি উত্তরার ন্যায় শ্রীহরির শরণাপন্ন হইতে পারেন, শ্রীহরি নিজে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই বিষয়ে লোকের চক্ষুরুন্মীলন করাইবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারণা।—'কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ'।

সূত উবাচ

উপধার্য্য বচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
অপাণ্ডবমিদং কর্ত্তুং দ্রৌণেরস্ত্রমবুধ্যত ॥১১
তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ সায়কান্।
আত্মনোঽভিমুখান্ দীপ্তানালক্ষ্যাস্ত্রাণ্যুপাদদুঃ ॥১২

(১১—১২) [**অন্বয়**] ভক্তবৎসলঃ ভগবান্ তস্যাঃ বচঃ উপধার্য্য ইদং [লোকং] অপাণ্ডবং কর্ত্তুং [প্রবৃত্তস্য] দ্রৌণেঃ অস্ত্রং [এব অয়ং ইতি] অবুধ্যত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অথ তর্হি এব পাণ্ডবাঃ আত্মনোভিমুখান্ দীপ্তান্ পঞ্চসায়কান্ আলক্ষ্য অস্ত্রাণি উপাদদুঃ।

শব্দার্থ ও রূপবিবৃতি—উপধার্য্য—সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া (উপ = সমীপে, চিত্তের অভ্যন্তরে + ধার্য্য = অবধারণ করিয়া) তর্হি = তখন ; 'এব' পদ দ্বারা ঠিক 'একই সময়' (অর্থাৎ উত্তরার কাতরোক্তির সময়) বুঝায়। 'আত্মনোভিমুখান্'—'আত্মনঃ' = পাণ্ডবদিগের নিজের প্রতি + 'অভি' = অভিমুখীকৃত্য + 'মুখ' = অগ্রভাগ ছিল যাহাদিগের। যে সকল শরের লক্ষ্য পাণ্ডবগণ ছিলেন। 'অস্ত্রাণি উপাদদুঃ'—সামীপ্যবাচক উপশব্দ প্রকাশ করে যে,পাণ্ডবগণ নিজ নিজ তূণীর হইতেই 'অস্ত্রাণি' = শরসকল, আদদুঃ = আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে (৭ম অ, ২২-২৩ শ্লোক) অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়াছিলেন ; কিন্তু এখন পাণ্ডবগণ 'অহং-কর্ত্তা' ভাবের প্রেরণায় আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিলেন। স্ত্রীলোক হইয়াও দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে উত্তরা নিজের মহাশক্তিমান্ শ্বশুর অর্জ্জুনাদি নিকটে থাকিলেও, তাঁহাদিগের আশ্রয় না লইয়া, শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু জ্ঞানী এবং ভক্ত হইয়াও পাণ্ডবগণ অবিদ্যার মোহে আছন্ন হইয়া, কেবল আত্মশক্তির আশ্রয় লইলেন। আমাদের সাধ্য কি যে, নিজের শক্তিবলে অবিদ্যার প্রভাব নিরোধ করিব ; কেবল শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণই আমাদিগের একমাত্র সহায়।

ভগবানের ইচ্ছায় কিরূপে প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বল হয়, এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিও প্রবল হয় সেই দৃষ্টান্ত পাণ্ডবগণের এবং উত্তরার আচরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই।

ব্যাখ্যা—ভক্তের প্রতি অসীম স্নেহবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার বাক্য দ্বারা তাঁহার চিত্তের প্রকৃত অবস্থা অবধারণ করিলেন, এবং দ্রোণ-পুত্র যে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিবার জন্য অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছেন এবং সেই অস্ত্র উত্তরার দিকে আসিতেছে তাহাও অবধারণ করিলেন। ঠিক সেই সময়েই পঞ্চপাণ্ডব দেখিলেন যে, সেইরূপ আর পাঁচটি শর তাঁহাদিগের দিকেও দ্রুতবেগে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা

ঐ সকল শর নিবারণের জন্য নিজ নিজ তূণীর হইতে অস্ত্র বাহির করিলেন।

ব্যসনং বীক্ষ্য তত্তেষামনন্যবিষয়াত্মনাম্।
সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভুঃ ॥১৩
অন্তঃস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ।
স্বমায়য়াবৃণোদ্গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে ॥১৪
যদ্যপ্যস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘঞ্চাপ্রতিক্রিয়ম্।
বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্ভৃগূদ্বহ ॥১৫

(১৩-১৫) [**অন্বয়**] তেষাং অনন্যবিষয়াত্মনাং তৎ ব্যসনং বীক্ষ্য স্বাস্ত্রেণ সুদর্শনেন বিভুঃ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাৎ। সর্ব্বভূতানাং আত্মা যোগেশ্বরঃ হরিঃ অন্তঃস্থঃ [সন্] কুরুতন্তবে স্বমায়য়া বৈরাট্যাঃ গর্ভং আবৃণোৎ। হে ভৃগূদ্বহ! ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রং তু যদি অমোঘং চ অপ্রতিক্রিয়ং [তৎ] অপি বৈষ্ণবং তেজঃ আসাদ্য সং অশাম্যৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অনন্যবিষয়াত্মনাং'—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন (শ্রীধর)। 'অনন্যবিষয়ে' = শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন বস্তুতেই নাই, + 'আত্মা' = চিত্ত যাঁহাদিগের। 'স্বানাং'—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের 'আপন' লোক ছিলেন, অর্থাৎ ভক্তগণের 'ব্যসনং'—বিপদ্; বীক্ষ্য = সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া। বিশ্বনাথ বলেন যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শন-অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা নিজের ভক্তবাৎসল্য নামক অসাধারণ ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কিন্তু এই অস্ত্র যুদ্ধ-সময়ে বা যুদ্ধ-উপলক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয় নাই, অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা উঠিতে পারে না। 'সর্ব্বভূতানাং আত্মা'—যে শ্রীহরি সর্ব্বভূত = সকল সৃষ্ট বস্তুতে (ভূ = হওয়া, সৃষ্ট হওয়া) জীবন-

স্বরূপ হইয়া আছেন। অতএব তিনি উত্তরার দেহেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'যোগেশ্বরঃ'—যোগ = যোগমায়া-নাম্নী শক্তি, যাহা দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাহার + 'ঈশ্বর' = নিয়ন্তা, অর্থাৎ পরিচালক ; অতএব ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। 'কুরুতন্তবে'—কুরু = কুরুকুল + 'তন্তবে' = সন্তানায় (শ্রীধর) ['তন্' = বিস্তার করা, সন্তান বংশ বিস্তার করে]। 'বৈরাট্যাঃ'—বিরাট্-রাজদুহিতা উত্তরার। 'আবৃণোৎ'—আ = সম্যক্, সর্ব্ব অংশ + অবৃণোৎ = আচ্ছাদন করিয়াছিলেন ; যেন কোন অংশই অরক্ষিত না থাকে। 'ভৃগূদ্বহ'—ভৃগুবংশের গৌরববৃদ্ধিকারক শৌনক ; ভৃগুকুলকে + 'উৎ' = ঊর্দ্ধে + 'বহ্' = বহন করেন যিনি। 'যদি' = নিশ্চয় (যৎ + ই = গমন করা) ; 'সং'—সম্পূর্ণরূপে ; 'অশাম্যৎ'—শমতা, অর্থাৎ বিক্ষোভ-শূন্যতা প্রাপ্ত হইল।

ব্যাখ্যা—যে পাণ্ডবগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হইত না, তাঁহাদিগের এই বিপদ্ দেখিয়া, অপারমহিমাশালী শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুদর্শননামক অস্ত্র দ্বারা সেই ভক্তগণকে রক্ষা করিলেন। শ্রীহরি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, সুতরাং উত্তরার দেহের মধ্যেও ছিলেন ; এবং যে 'যোগমায়া' শক্তি দ্বারা বিশ্বের সকল কার্য্য হইতেছে, উহা তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিমাত্র এবং তিনিই উহার পরিচালক। কুরুবংশের সন্তান রক্ষিত হউক, এই বাসনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ নিজের মায়া-শক্তি দ্বারা উত্তরার গর্ভকে আবৃত করিলেন। হে ভৃগুকুলের গৌরববর্দ্ধক শৌনক ! অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ, এবং কিছুতেই প্রতিরোধিত হয় না, এই কথা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু ঐ অস্ত্রের তেজ সুদর্শন-অস্ত্রে স্থিত বিষ্ণুতেজের অংশমাত্র। কোন প্রবল স্রোতস্বিনী নদী যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় তখন তাহার বেগ সম্পূর্ণ উপশমিত হয়, এবং সেই নদীর জলের এবং সমুদ্রের জলের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না, সেইরূপ অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের ব্রহ্মতেজ যখন শ্রীহরির সুদর্শনের তেজের

সহিত মিলিত হইল, তখন ঐ ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ সুদর্শনের তেজে নিমজ্জিত হইল। তখন আর অশ্বত্থামার অস্ত্রের বৈরভাবও রহিল না, উহা মৈত্রভাবযুক্ত বিষ্ণুতেজের সহিত মিলিত হওয়াতে, পূর্ব্বের বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রভাবাপন্ন হইল।

মা মংস্থা হ্যেতদাশ্চর্য্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়েঽচ্যুতে।
য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥১৬

(১৬) [অন্বয়] যঃ অজঃ মায়য়া দেব্যা ইদং সৃজতি, অবতি, হন্তি [তস্মিন্] সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ে অচ্যুতে হি এতৎ আশ্চর্য্যং মা অমংস্থাঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অজঃ'—জন্মরহিত পরমব্রহ্ম; 'মায়য়া দেব্যা'—যে ত্রিগুণময়ী শক্তিকে মায়া বলে, তাহা 'দেবী', অর্থাৎ দ্যোতনাত্মিকা 'বিদ্যা' নাম্নী শক্তির বহিরঙ্গ ভাবমাত্র। 'যঃ মায়য়া দেব্যা সৃজতি'—ব্রহ্ম নিজে সৃষ্টি প্রভৃতি না করিয়া নিজের ঈক্ষার প্রেরণায় মায়াশক্তির দ্বারা ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করান। 'ইদং'—দৃশ্যমান বিশ্বকে; 'সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ে'—বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন যে, সকল বিস্ময়কর ঘটনাই অচ্যুতের স্বরূপ; অর্থাৎ একটি বিস্ময়কর ঘটনাও তাঁহা ছাড়া নহে। 'অচ্যুত'—চতুর্থ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের টীকা দেখ। যিনি একাধারে চিন্ময় এবং অনন্তঐশ্বর্য্যময়; 'মা অমংস্থাঃ'—মনে করিও না। যিনি সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্যময় ঘটনার স্বরূপ তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অচ্যুত নামটির ব্যবহার দ্বারা বলিতেছেন যে, যিনি একাধারে চিন্ময় এবং অনন্ত-ঐশ্বর্য্যময়। অতএব যিনি নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইয়াও নিজের মায়ানাম্নী দৈবী শক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারলীলা করিতেছেন; এবং নিজে চিন্ময় হইয়াও আবার আপনার অনন্তঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি

প্রকটন করিয়া, বিরাজমান আছেন। সর্ব্ববিধ বিস্ময়কর ঘটনা যাঁহার শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিরোধ কোনপ্রকারে আশ্চর্য্যকর নয়—কারণ ব্রহ্মাস্ত্রে যে শক্তি আছে, উহা তাঁহারই শক্তি, এবং উহার প্রতিরোধকার্য্যও কেবল নিজের শক্তিরই প্রত্যাহার।

ব্রহ্মতেজোবিনির্ম্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া।
প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী ॥১৭

(১৭) [অন্বয়]—সতী পৃথা ব্রহ্মতেজোবিনির্ম্মুক্তৈঃ আত্মজৈঃ [তথা] কৃষ্ণয়া সহ [মিলিত্বা] প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণং ইদং আহ।

ব্যাখ্যা—'সতী' অর্থাৎ যিনি 'সৎ'=পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত ছিলেন, সেই কুন্তী, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে সুরক্ষিত পুত্রগণ এবং দ্রৌপদীর সহিত মিলিতা হইয়া, দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে পরবর্ত্তী বাক্যসকল বলিলেন।

শ্রীকুন্ত্যুবাচ

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্ ॥১৮

(১৮) [অন্বয়]—আদ্যং প্রকৃতেঃ পরং পুরুষং ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং অন্তর্ব্বহিঃ অবস্থিতং অপি অলক্ষ্যং ত্বা নমস্যে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--'আদ্যং পুরুষং'—আপনি সৃষ্টির আদিতে পুরুষরূপ ধারণ করিয়া, সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 'ঈশ্বরং প্রকৃতেঃ পরং'—আপনি সর্ব্ব বস্তুর নিয়ন্তা এবং প্রকৃতিরও পরং= প্রভু অর্থাৎ পরিচালক ; 'ত্বা' = ত্বাং।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র, অতএব স্নেহার্হ হইলেও কুন্তী কেন তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, তাহার কারণ দেখাইয়া

বলিলেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আদি পুরুষ, এবং সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান ,করিয়া, তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, তথাপি আপনি কিরূপে কার্য্য করিতেছেন, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। আমি আপনার তত্ত্ব অবগত নহি, কিন্তু ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি, অর্থাৎ আপনার আশ্রয় লইলাম।

মায়াযবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥১৯

(১৯) [অন্বয়]—নাট্যধরঃ নটঃ [যথা মূঢ়-দৃশা ন লক্ষ্যতে] [তথা] ত্বম্ [দেহাভিমানিনা] মূঢ়দৃশা [পুংসা] ন. লক্ষ্যসে। অজ্ঞা [অহং] মায়াযবনিকাচ্ছন্নং অধোক্ষজম্ অব্যয়ং [ত্বাং কেবলং নমস্করোমি]।

শব্দার্থ ও রস বিবৃতি—এই শ্লোকে কুন্তী বলিতেছেন যে, তাঁহার জ্ঞান নাই। 'নাট্যধরঃ'—অভিনয়ের জন্য ছদ্মবেশ (অর্থাৎ কখনও রাজার বেশ, কখনও বা মন্ত্রীর বেশ ইত্যাদি) ধারণ করিয়াছেন যে অভিনেতা ; 'নটঃ'—অভিনয়কারী, 'মূঢ়দৃশা'—যে দর্শকের 'দৃক্'=চক্ষু অভিনয়কারীর বেশ এবং অভিনয়-চাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং কোন্ ব্যক্তি যে সেই বেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহা চিনিতে পারেন না। সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীব যখন কোন নারী দ্বারা মুগ্ধ হন, তখন ভগবান্ যে ঐ নারীর রূপ ধারণ করিয়া সংসারলীলা করিতেছেন, তাহা ঐ মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। লোকে যখন বিপদ্ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন বিপদও যে ভগবানের একটি প্রচ্ছন্ন বেশমাত্র তাহাও সাধারণ মানব বুঝিতে পারে না। মানবের দেহাত্মভাব হইতেই ঐ মোহ উৎপন্ন হয়। সেই মোহ যতদিন জ্ঞানের স্ফুরণ দ্বারা দূর না হয়, ততদিন দেহাত্মভাবও দূর হয় না ; কোন না কোন আকারে মোহ বর্ত্তমান থাকে ; এবং ঐ সময়ে

ভগবান্ তাঁহার আত্মস্বরূপকে মায়ারূপ যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন।

'মায়াযবনিকাচ্ছন্ন'—ভগবান্ যোগমায়ারূপ যবনিকা দ্বারা আত্মস্বরূপকে সমাবৃত করিয়াছেন। যেরূপ নাট্যলীলায় যবনিকার অপর পার্শ্বে অবস্থিত নাট্যকারকে দেখা যায় না, সেইরূপ মায়াচ্ছন্ন অবস্থায় ভগবানের স্বরূপকেও অনুভব করা যায় না, বিদ্যা যখন অবিদ্যাকে নাশ করে, তখনই ঐ মায়ার যবনিকা অপগত হয়, এবং সংসারের সকল কার্য্যে ভগবানের স্বরূপও অনুভূত হয়। 'অধোক্ষজঃ'—'অধঃ অক্ষজং (= ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান) যস্মাৎ'; যিনি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন। 'অব্যয়ং'—জন্ম-মৃত্যু-রহিত। 'অজ্ঞা'—জ্ঞান-হীনা স্ত্রী। 'ত্বং [দেহাভিমানিনা] মূঢ়দৃশা [পুংসা] ন লক্ষ্যসে'—কেবল যে আমিই অজ্ঞা তাহা নয়, যাহাদেরই দেহের উপর 'অভিমান' = আত্মভাব আছে, তাহারা কেহই আপনার স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না, তাহারা সকলেই আমার ন্যায় মোহান্ধ।

ব্যাখ্যা—কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আপনি 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন, এবং আপনি অব্যয় অর্থাৎ সনাতন। কিন্তু আপনি এই ভোগলোকে যে বিরাট্ মায়াশক্তিকে বিস্তার করিয়াছেন, সেই মায়ার মোহ যেন একখানি পর্দ্দার ন্যায় হইয়া, আমার দৃষ্টিশক্তি নিরোধ করিয়াছে। আপনি সংসারলীলা করিবার সময় যোগমায়া দ্বারা আত্মস্বরূপকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন নাটকাভি-নয়ের সময় নাট্যকারের লীলাচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া দর্শক যেরূপ জানিতে পারেন না যে, কে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, ঐ নাটক অভিনয় করিতেছে, আমরাও আপনার এই সংসার-নাট্য-লীলায় মুগ্ধ হইয়া, আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি অজ্ঞ, সুতরাং আপনার স্বরূপ অনুভব করিবার সাধ্য আমার নাই, অতএব আমি শরণাগতভাবে আপনার আশ্রয় লইলাম।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রহস্য—(ক) কুন্তীর অভিপ্রায় এই যে, প্রভো! আমি দেখিতেছি আপনি নিজের ভক্ত পাণ্ডবগণকে পালন করিতেছেন, এবং সেই সময়ে আবার সর্ব্বান্তর্যামিভাবে অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রভৃতিকে পাণ্ডববধার্থ বারংবার অস্ত্র ধারণ করাইতেছেন। আপনি নিজে শিষ্টের পালক হইয়াও ভীষ্মাদিকে সংহার করাইলেন; দ্রৌপদী এবং সুভদ্রার প্রতি স্নেহবান্ হইয়াও তাঁহাদিগের পুত্রগণকে বধ করাইলেন। প্রভো! আপনার এই লীলারহস্য আপনিই জানেন (বিশ্বনাথ) অপর কাহারও জানিবার সামর্থ্য নাই।

(খ) জ্ঞানের অভিমান, ভক্তির অভিমান, অথবা 'আমি বড় কর্ম্মঠ' এই অভিমান আমাদিগকে ভগবানের পাদমূলে আশ্রয় লইতে দেয় না। অবিদ্যাই এই অভিমানের সৃষ্টি করে, এবং ভগবান্ ভিন্ন অপর কেহই এই অবিদ্যার উপশম করিতে পারেন না। অতএব কুন্তীর মত শরণাগত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। ভগবান্ আশ্রিতবৎসল, তিনিই শরণাগত ব্যক্তির চিত্তে অবিদ্যার উপশম করেন।

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥২০

(২০) [**অন্বয়**] পরমহংসানাং তথা অমলাত্মনাং মুনীনাং [অপি] ভক্তিযোগবিধানার্থং [ত্বাং] কথং হি স্ত্রিয়ঃ [বয়ং] পশ্যেম।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পরমহংসানাং'—যাঁহারা অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়া, আত্ম এবং অনাত্ম বস্তু যে কি, সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। (হংস—হন্ = বধকরা, অবিদ্যাকে নাশ করা)। 'অমলাত্মনাং মুনীনাং'—যে মননশীল সাধকগণের চিত্ত হইতে কামক্রোধাদির মালিন্য দূর হইয়াছে। পরমহংসগণ জ্ঞানী, এবং অমলাত্মগণ বিরাগী, অতএব 'পরমহংসানাং' এবং

'অমলাত্মনাং মুনীনাং' এই বাক্যদ্বয় দ্বারা যাঁহারা জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝায়। সেইরূপ 'মুনীনাং—মননশীল; জীবন্মুক্ত সাধুগণের চিত্তে 'ভক্তিযোগবিধানার্থং'—ভক্তি দ্বারা + 'যোগ' = ভগবানের সহিত মিলন, তাহার + বিধান' = ব্যবস্থা হইয়াছে + 'অর্থ' = প্রয়োজন যাঁহার ; এই পদ '[ত্বাং]' পদের বিশেষণ। জ্ঞানী এবং বিরাগিগণের চিত্তকে ভক্তি দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া, নিজের সহিত মিলিত রাখাই আপনার (অর্থাৎ এই কৃষ্ণাবতার এবং অপর অবতারের) উদ্দেশ্য। অবশেষে কুন্তী বলিলেন যে, আমি সামান্যা (অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যহীনা) স্ত্রীমাত্র ; যে আপনাকে জ্ঞানিগণ এবং বিরাগিগণও অনুভব করিতে অক্ষম, তাঁহাকে আমি কিরূপে 'পশ্যেম' = আপনার স্বরূপ অনুভব করিব।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে কুন্তী বলিতেছেন যে, তাঁহার জ্ঞান বা বৈরাগ্য কিছুই নাই ; তিনি ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যহীনা সামান্যা স্ত্রীমাত্র, অতএব তাঁহার সাধ্য নাই যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য অনুভব করেন। যে জ্ঞানিগণের আত্ম এবং অনাত্মবোধ আছে, অথবা যাঁহাদিগের চিত্ত হইতে কামক্রোধাদির মালিন্য দূর হইয়া, বৈরাগ্য জাত হইয়াছে, তাঁহারাও আপনার মহিমা অনুভব করিতে পারেন না। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সহিত ভক্তির সঞ্চার না হইলে, কেহ আপনার স্বরূপের উৎকর্ষ সুচারুরূপে অনুভব করিতে পারে না। জ্ঞানী এবং বিরাগী মানবগণের চিত্তকে নিজের অচিন্ত্য গুণ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের মনে ভক্তির সঞ্চার হয়, এবং ভক্তি দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের চিত্ত আপনাতে আবদ্ধ হয়, সেই ব্যবস্থা করাই আপনার লীলাসকলের 'অর্থ' (=প্রয়োজন) অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য। অতএব ভক্তির সঞ্চার করিবার জন্যই আপনি লীলাসকল প্রকাশ করিয়াছেন ; আমি সামান্যা স্ত্রী, আমার সাধ্য নাই যে, জ্ঞান দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিব (বিশ্বনাথ ।

সারার্থ—১৯ শ্লোকে কুন্তী বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞান নাই, এই শ্লোকে বলিলেন যে, তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য বা ভক্তি কিছুই নাই ; অতএব শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়গ্রহণই তাঁহার একমাত্র উপায়। সেই জন্য ২১—২২ শ্লোকে প্রকাশিত বাক্য দ্বারা কুন্তী পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥২১
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥২২

(২১-২২) [**অন্বয়**] কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ, নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে, নমঃ পঙ্কজনেত্রায়, তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে নমঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কৃষ্ণ'—যিনি সকলের চিত্তকে নিজের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করেন (কৃষ্ = আকর্ষণ করা)। 'বাসুদেব'—যিনি বাসুদেবরূপে সর্ব্ব জীবে এবং সর্ব্ববস্তুতেই অধিষ্ঠিত আছেন ; 'বাসুদেব' পদের অপর অর্থ যিনি কুন্তীর ভ্রাতা বসুদেবের পুত্র। 'দেবকীনন্দন'—যিনি কুন্তীর ভ্রাতৃজায়া দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। 'নন্দগোপ-কুমারায়'—এই পদদ্বয় দ্বারা বৃন্দাবনবাসী নন্দগোপের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার ও কৈশোরলীলা, এবং নন্দ ও যশোদার প্রতি কৃপা উপলক্ষিত হইতেছে। 'গোবিন্দায়'—গাঃ = সর্ব্বেষাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি + বিন্দষি = আকৃষ্য প্রাপ্নোষি (বিশ্বনাথ)। যিনি সর্ব্ব জীবের সকল ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত করান, তাঁহাকেই গোবিন্দ বলে। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সের প্রারম্ভে নন্দগৃহে অভিষেকের পর 'গোবিন্দ' নামটি লাভ করেন ; অতএব এই নাম দ্বারা তাঁহার কৈশোর-লীলার মাধুর্য্য উপলক্ষিত হইয়াছে।

'পঙ্কজনাভায়'—যাঁহার নাভিতে কারণ-পদ্ম আছে; এই পদ দ্বারা ব্রহ্মের পুরুষরূপ উপলক্ষিত হইতেছে; কারণ সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জাত হইয়া, সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই সেই পরমপুরুষ, এই ভাব প্রকাশ করাই কুন্তীর উদ্দেশ্য। 'পঙ্কজমালিনে'—এখানে পঙ্কজপদ দ্বারা শ্রীহরির বিভূতির চিহ্ন বৈজয়ন্তীমালাকে বুঝায়। 'নিবীতমাম্নায় মধুব্রতশ্রিয়া স্বকীর্ত্তিময্যা বনমালয়া হরিং'। অতএব, 'পঙ্কজনাভ' পদ দ্বারা ব্রহ্মের 'চিৎ' সত্তার অনন্ত শক্তি বুঝায়, এবং 'পঙ্কজমালী' পদ দ্বারা ব্রহ্মের 'আনন্দ'ময় সত্তার অপার মাধুর্য্য এবং ভগবৎস্বরূপের অনন্ত বিভূতি সূচিত হইয়াছে। 'পঙ্কজনেত্রায়' —পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন নেত্র আছে যাঁহার; উহা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য এবং আকর্ষণী শক্তির চিহ্ন। 'পঙ্কজাঙ্ঘ্রী'—যাঁহার পাদপদ্মে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, যব ও পদ্ম এই পঞ্চচিহ্ন রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা—আপনার গুণসকলের প্রবল আকর্ষণী শক্তি আছে। সেইজন্য আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলে (কৃষ্ = আকর্ষণ করা); এবং আপনি বাসুদেবরূপে সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। আমি আপনার গুণসকলের উৎকর্ষ অনুভব করিতে অক্ষম, কারণ আমার ভক্তি নাই, এবং আমি জ্ঞানহীন; সুতরাং সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত বাসুদেব-রূপী আপনার মাহাত্ম্য আমি অনুভব করিতে পারি না। তথাপি আমি আপনাকে আমার ভ্রাতা বসুদেব এবং ভ্রাতৃজায়া দেবকীর পুত্রভাবে দেখিয়াও, আমার সম্মুখে উপস্থিত আপনার এই কৃষ্ণরূপের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা মুগ্ধা হইয়াছি, এবং উহা হইতেই আপনার কৃষ্ণনামের সার্থকতা অনুভব করিতেছি, এবং সেই জন্যই আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি সর্ব্বজীবের ইন্দ্রিয়সকল পরিচালন করেন বলিয়া, আপনাকে 'গোবিন্দ' বলে। আপনার শক্তির প্রভাবেই লোকে আপনার স্বরূপ অনুভব এবং মাধুর্য্য আস্বাদ (অর্থাৎ, জ্ঞান ও ভক্তিলাভ) করিতে পারে। আপনি যখন আমার

প্রতি কৃপা করিয়া, আমাকে আপনার স্বরূপ অনুভব এবং মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার শক্তি প্রদান করিবেন, তখন আমিও জ্ঞান এবং ভক্তি লাভ করিব।

কিন্তু আমি যখন আপনাকে 'গোবিন্দ' বলিয়া ডাকি, তখন আপনার 'কৈশোর'-লীলার মাধুর্য্য আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়; কারণ কৈশোরের প্রারম্ভেই আপনার 'গোবিন্দ' নাম হইয়াছিল। সেই কৈশোর-মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া, আমি আপনার আশ্রয় লইলাম। প্রভো! আপনি নন্দগোপের কুমার ছিলেন। আমি এখন সেই কৌমার-লীলার মনোমুগ্ধকর ঘটনাবলী স্মরণ করিতেছি; এবং সেই সঙ্গে নন্দগোপ এবং প্রেমবতী যশোদার প্রতি আপনার অপার কৃপার কথা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছি। আমার জ্ঞান এবং ভক্তি না থাকিলেও আপনার কৃষ্ণাবতারের কৌমার ও কৈশোরলীলাদির মাধুর্য্য এবং বসুদেব, দেবকী ও নন্দের প্রতি কৃপার কথা স্মরণ করিয়া, আমি আপনার আশ্রয় লইলাম।

আপনি বাসুদেবরূপে আমার দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং গোবিন্দরূপে আমার মন, বুদ্ধি এবং সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করিতেছেন, অতএব আপনি কৃপা করিলেই আমার চিত্তে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে। বোধ হয় কুন্তীর চিত্তে ক্রমশঃ এই ভাবের স্ফুরণ করিবার সময়েই শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে তাঁহার মুখ হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ঐ কথাগুলি নিঃসৃত হইয়াছিল।

হে শ্রীকৃষ্ণ, যে পুরুষরূপী ব্রহ্মের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল, আপনি সেই পরমব্রহ্ম। অপনিই শ্রীহরিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নিজের অনন্ত বিভূতির চিহ্নস্বরূপ বৈজয়ন্তী-মালা ধারণ করেন। আপনি নিজের শোভাময়ী মূর্ত্তি এবং পঙ্কজবৎ প্রসন্ন নেত্র দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করিতেছেন; অতএব আমি আপনার পঙ্কজচিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত বিভূতিময় শ্রীচরণদ্বয়ে আশ্রয় লইলাম।

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ ॥২৩
বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা
দসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥২৪

(২৩-২৪) [অন্বয়] হে হৃষীকেশ! খলেন কংসেন অতিচিরং রুদ্ধা শুচার্পিতা দেবকী যথা ত্বয়া বিমোচিতা, সহাত্মজা অহং ত্বয়া এব নাথেন মুহুঃ বিপদ্গণাৎ বিমোচিতা। হে হরে! বিষাৎ, মহাগ্নেঃ, পুরুষাদদর্শনাৎ, অসৎসভায়াঃ, বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ, মৃধে মৃধে অনেকমহারথাস্ত্রতঃ [তথা] দ্রৌণ্যস্ত্রতঃ [বয়ং ত্বয়া এব] অভিরক্ষিতাঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'হৃষীকেশ'—'হৃষীক' = ইন্দ্রিয় তাহার + ঈশ = নিয়ন্তা অর্থাৎ পরিচালক; সুতরাং জীবের মতিকে বিপথগামী করিয়া তাহার বিপদ্ সৃষ্টি করা, এবং সেই বিপদ্ হইতে জীবকে মুক্ত করা, এই উভয় কার্য্যই আপনার ইচ্ছাধীন। এই পদটি দ্বারা কুন্তীর চিত্তে ভক্তির সহিত জ্ঞানেরও স্ফুরণ প্রকাশ করে। 'অতিচিরং' = দীর্ঘকাল; 'রুদ্ধা' = কারাগারে আবদ্ধা; 'শুচার্পিতা' শোক দ্বারা সন্তাপিতা; দেবকীকে আপনি যেরূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ সহাত্মজা = পুত্রগণের সহিত আমিও; 'ত্বয়া এব'—অপর কাহারও দ্বারা নহে, আপনার দ্বারাই; 'নাথেন'—আপনারই প্রভুশক্তি দ্বারা; 'পুরুষাদ' = রাক্ষস, (পুরুষ + অদ্ = ভক্ষণ করা), 'দর্শন'—আক্রমণ, অর্থাৎ হিড়িম্ব প্রভৃতির উপদ্রব হইতে; 'মৃধে'—যুদ্ধে; 'অভিরক্ষিতা'—অভি = সর্ব্বতোভাবে + রক্ষিতা।

ব্যাখ্যা—আপনি সর্ব্বজীবের সকল ইন্দ্রিয়কে পরিচালন করেন, সেই জন্য আপনাকে হৃষীকেশ বলে; অতএব আমার মনের ভাব আপনার নিকট সুবিদিত আছে। সুতরাং আমার প্রতি নিজের মাতা অপেক্ষাও অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করাতে আমি যে কত মুগ্ধা হইয়াছি, তাহাও আপনার অবিদিত নাই। খল কংস আপনার মাতা দেবকীকে দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার সময়, যখন তাঁহার ছয়টি সন্তানকে বধ করিয়া তাঁহাকে শোকাতুরা করিয়াছিল, তখন আপনি ঐ সন্তানগণকে রক্ষা করেন নাই; কেবল কিছুকাল যাতনা ভোগের পর নিজের পিতামাতাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হে প্রভো! আপনি আমার প্রতি নিজের পিতামাতা অপেক্ষাও অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কারণ আমাকে এবং আমার পুত্রগণকে বহু বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন;—অর্থাৎ ভীমকে যে বিষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে ভীমের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এবং জতুগৃহদাহ ও হিড়িম্বাদি রাক্ষসগণের আক্রমণ হইতে আপনিই আমার পুত্রগণকে বাল্যাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে দুরাচার কৌরবগণের সভায় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ আপনার কৃপাতেই হইয়াছিল; এবং বনবাসের সময় দুর্ব্বাসার শাপনিবারণ এবং অপরাপর বিবিধ কষ্ট হইতে আপনিই আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরে কৌরবগণের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে আপনার দ্বারাই আমার পুত্রগণ দ্রোণাদি মহারথগণের ভীষণ অস্ত্র হইতে সুরক্ষিত হইয়াছে। হে বিপদ্‌হারিন্! পুনরায় এখনও আপনি তাহাদিগকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিলেন।

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥২৫

(২৫) [**অন্বয়**] হে জগদ্‌গুরো! যৎ অপুনর্ভবদর্শনং ভবতঃ দর্শনং স্যাৎ, তাঃ বিপদঃ তত্র তত্র শশ্বৎ সন্তু।

শব্দার্থ ও রূপবিবৃতি—যৎ = যস্মাৎ অর্থাৎ যে বিপদ্ দ্বারা, যে বিপদ্ হওয়াতে আপনার দর্শনলাভ হয়। সেই 'দর্শন' কিরূপ তাই বলিলেন, 'অপুনর্ভবদর্শনং—মোক্ষপ্রদ, ন + 'পুনঃ' = পুনরায় + 'ভবদর্শনং' = ভোগলোকে জন্ম যাহা হইতে, এই পদ 'দর্শনং' পদের বিশেষণ। যেরূপ বিপদ্ হইলে, আপনার দর্শনলাভ হয়, এবং সেই দর্শন দ্বারা জীবের সংসারমুক্তি হয়। এইরূপ 'অপুনর্ভবদর্শনং' = মোক্ষপ্রদ 'ভবতঃ দর্শনং স্যাৎ' = ব্রহ্মদর্শনলাভ যেরূপ বিপদ্ হইতে হয়, সেইরূপ বিপদঃ = বহুবিপদ্ পুনঃ পুনঃ হউক। 'তত্র তত্র'—সেই সেই অবস্থায়, অর্থাৎ যে যে অবস্থায় বিপদ্ দ্বারা মতি অন্তর্মুখী হইয়া ভগবানের দর্শনলাভ এবং তদ্দ্বারা সংসারমুক্তি হয়। 'তত্র' 'বিপদঃ সন্তু:', এই পদে বহুবচন দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, কুন্তী একবার নয়, বহুবারই বিপদ্ হউক, এই কামনা করিতেছেন। ঐ পদত্রয় দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন যে, যে অবস্থাতে বিপদ্ হইয়া লোকের চিত্তকে ভগবন্মুখ করিবে, তখনই বিপদ্ হউক ; [মনে রাখা আবশ্যক যে, কুন্তী কেবল সেইরূপ বিপদ্‌কেই কামনা করিতেছেন, যদ্দ্বারা ভগবানের মোক্ষপ্রদ 'দর্শন'-লাভ হয়। যাহাতে ভগবানের দর্শনলাভ হয় না, সেরূপ বিপদ্‌কে তিনি কামনা করিতেছেন না। 'ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ' এই কথাচারিটি ছাড়িয়া দিয়া অনেকের অর্থভ্রম উপস্থিত হয়।] শশ্বৎ সন্তু = ঐরূপ বিপদ্ পুনঃ পুনঃ হউক, কারণ এক্ষণে উহা বিপদ্ বলিয়া গণিত হইলেও ভবিষ্যতে মঙ্গলকর।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে কখন্ বিপদ্ 'সম্পদ্' বলিয়া গণিত হয়, তাহাই বলিতেছেন। আপনি জগতের গুরু, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের এবং সকল বস্তুর হিতকারী ; সুতরাং অমঙ্গল-সাধনের দ্বারা আপনি কাহাকেও বিপন্ন করেন না। যে বিপদ্ ঘটিলে লোকের মতি আপনার দিকে এরূপ ভাবে যায় যে, তাহারা সেই বিপদের মধ্যেও আপনার মঙ্গলময় রূপই দর্শন করে, তখন আর তাহাদের মন আপনাকে ছাড়িতে চাহে না, ঐরূপ বিপদ্ মানবের নিয়তই হউক। কারণ যে

ব্যক্তি বিপদের মধ্যেও আপনার রূপ দেখিতে পান, তাঁহার মনে ঐ বিপদ্ দ্বারা ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়া মোক্ষলাভ হয়, এবং পুনরায় আর 'ভবদর্শন' = তাঁহার ভোগলোকে জন্ম হয় না। [সকল বিপদই যে বাঞ্ছনীয়, কুন্তী তাহা বলিতেছেন না, অথবা সর্ব্ববিধ বিপদ্‌কেই কামনা করিতেছেন না। যে বিপদ্ দ্বারা মতি ভগবন্মুখী হইয়া ব্রহ্মদর্শনলাভ হওয়াতে সংসারমুক্তি হয়, কুন্তী কেবল সেই প্রকার বিপদ্‌কেই নিয়ত কামনা করিতেছেন। যে বিপদ্ ঘটিলে লোকে কেবল যাতনায় অধীর হয়, এই শ্লোকে সেপ্রকার বিপদের কথা বলিতেছেন না]।

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥২৬

(২৬) [অন্বয়] জন্ম ঐশ্বর্য্য শ্রুত শ্রীভিঃ এধমানমদঃ বৈ পুমান্ অকিঞ্চনগোচরং ত্বাং অভিধাতুং ন এব অর্হতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'জন্ম'—কুলগৌরব; 'ঐশ্বর্য্য'—ঈশ্বরত্ব ভাব, প্রভুশক্তি; 'শ্রুত'—পাণ্ডিত্য; 'শ্রী'—রূপ, সম্পদ্, রাজসম্মান প্রভৃতি; 'মদ'—মোহ; 'এধমান'—শানচ্ প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করে যে, 'মদ' ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে; 'অভিধাতুং'—নাম উচ্চারণ করিতে; 'অভি' = মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া + ধাতুং = নাম উচ্চারণ করিতে। অনেকে মুখে হরি হরি বলেন বটে, কিন্তু তখন শ্রীহরির মাহাত্ম্য তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। 'অভিধা' পদ দ্বারা ঐরূপ নামকীর্ত্তন বুঝায় না। জন্ম এবং ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির মোহে মুগ্ধ লোক ভগবানের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন নাম-কীর্ত্তন করেন, তখন উহা ভক্তিহীন, নীরস এবং বাহ্যিক কীর্ত্তনমাত্র। [বোধ হয় এইরূপ নামকীর্ত্তন দ্বারা আদিতে উপকার বড় কমই হয়, কিন্তু সুদীর্ঘকাল ঐরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতেও মনে ভক্তির সঞ্চার হয়] 'অকিঞ্চনগোচরং'—'অকিঞ্চন'

=যাঁহারা শ্রীহরি ছাড়া অপর কোন বস্তুকে (কিং+চন=কোন বস্তুকেই) কামনা করেন না ; যাঁহারা কেবল আপনার পূর্ণ চিদানন্দস্বরূপকে কামনা করেন ; অর্থাৎ যাঁহারা একান্ত ভক্ত, আপনি তাঁহাদিগেরই+'গোচর'=ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন। কেবল একান্ত ভক্তগণই আপনার স্বরূপভূত মাধুর্য্য এবং মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারেন। 'গোচর' পদ দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, যদিও আপনি চিন্ময়, তথাপি একান্ত ভক্তগণ আপনাকে এত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে, যেন আপনি তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহারা যেন চক্ষু দ্বারা আপনার রূপ দর্শন, কর্ণ দ্বারা আপনার মধুর স্বর শ্রবণ, কর দ্বারা আপনার পাদস্পর্শ করিয়াছেন এই প্রকার ভাব তাঁহাদিগের মনে উদিত হয়।

ব্যাখ্যা—বিপদ্ কখন সম্পদ্‌তুল্য হয়, তাহা ২৪ শ্লোকে বলিবার পরে, সম্পদ্ কখন বিপদ্‌তুল্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। কুলগৌরবাদি লাভ করিয়া লোকে যখন তাহাতে আসক্ত হয়, তখন সেই আসক্তি হইতে যে মোহ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। ঐ সকল লোক ভগবানকে দর্শন করা ত দূরের কথা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরি, গোবিন্দ প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, ঐ সকল নাম অন্তরের সহিত উচ্চারণ করিতেও পারেন না, কেবল একান্ত ভক্তগণই আপনার স্বরূপভূত মাধুর্য্য এবং মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ।

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥২৭

(২৭) [**অন্বয়**] অকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে [তুভ্যং] নমঃ, আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে [তুভ্যং] নমঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অকিঞ্চনবিত্তায়'—'অকিঞ্চন'—যাঁহারা ভগবান্‌কে ভিন্ন আর কিছুই কামনা করেন না, অর্থাৎ

একান্ত-ভক্তগণ, যাঁহার 'বিত্ত' = ধন ; অর্থাৎ সর্ব্বসম্পদের আধার হইয়াও যিনি ভক্তগণকে নিজের অপর সম্পদ্ জ্ঞান করিয়া বক্ষে ধারণ করেন। 'নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে'—'নিবৃত্ত' = নিরুদ্ধ হইয়াছে গুণত্রয়ের 'বৃত্তি' = কার্য্য যাঁহাতে, ভগবান্ 'আত্মারাম'—অতএব কেবল নিজের আনন্দময় স্বরূপেই প্রীত হন, এবং প্রাকৃত লোকের ন্যায় অপর কোন প্রকার ভোগ্য বস্তুই কামনা করেন না। যখন আমাদিগের দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাসুদেব 'জীবকে' বিষয়ভোগের সুখ উপভোগ করান, তখনও তিনি জীবের ইন্দ্রিয়সকল এবং ভোগের উপকরণ হইতে অসংসৃষ্টভাবে থাকিয়া জীবের ভোগানন্দে নিজেও আনন্দ অনুভব করেন। তখন জীব নিজের ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শে যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখ বাসুদেবের আনন্দ-স্বরূপের অংশ, অতএব 'আত্মারাম' বাসুদেব জীবের ভোগানন্দে নিজের আনন্দস্বরূপই দর্শন করেন। 'শান্ত'—যিনি শমগুণের আধার, অতএব যিনি চিত্তের বিক্ষোভ-নিবারক। কৈবল্যপতয়ে—যিনি সংসার হইতে মুক্তি দান করিয়া চিত্তে শান্তিসুধা সিঞ্চন করেন (কেব্ = সিঞ্চন করা)।

ব্যাখ্যা—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার এতই ভক্তবাৎসল্য যে, আপনি জগতের পতি হইয়াও একান্ত ভক্তগণকে আপনি নিজের সম্পদতুল্য জ্ঞান করেন। অর্থাৎ প্রাকৃত মানব সম্পদ্‌লাভে যেরূপ প্রীত হয় এবং সম্পদ্‌কে নিয়ত রক্ষা করে, আপনি ভক্তকে লাভ করিলে, সেইরূপই প্রীত হন, এবং ভক্তগণকে নিয়ত সযত্নে রক্ষা করেন। আপনি নিজে আত্মারাম হইয়াও এই 'অকিঞ্চন'গণকে নিজের প্রেমাস্পদ করিয়াছেন, এবং নিজের শক্তির প্রভাবে ঐ ভক্তগণের উপর গুণত্রয়ের প্রাবল্য নিরোধ করিয়াছেন। আপনি শমগুণের আধার, অতএব আপনার আশ্রয় লইলে চিত্ত-বিক্ষোভকর ভাবসকল নিবৃত্ত হয় ; এবং আপনি 'কৈবল্যপতি', অতএব আপনার আশ্রয় লইলে সংসারমুক্তি হইয়া মন শান্তিসুধা দ্বারা সিঞ্চিত হয়।

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥২৮

(২৮) [**অন্বয়**] যৎ ভূতানাং মিথঃ কলিঃ [ভবতি] [তেষু] সর্ব্বত্র সমং চরন্তং ত্বাং কালং ঈশানং অনাদিনিধনং বিভুং মন্যে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যৎ'—যে যে বিষয়ে, অর্থাৎ আপনার যে যে কার্য্য উপলক্ষ্যে; 'ভূতানাং মিথঃ কলিঃ'—'ভূতানাং' জীবগণের 'মিথঃ' = পরস্পরের মধ্যে 'কলিঃ' = কলহ, অর্থাৎ মতভেদ হয়। আপনার কার্য্যাবলী দেখিয়া, লোকের মতভেদ হয়। অর্থাৎ যখন আপনি কাহাকেও বিষয়সুখ দেন, তখন তিনি বলেন যে, ভগবান্ দয়াময়, এবং তাঁহার প্রতি আসক্ত; যখন কাহাকেও দুঃখ দেন, তিনি বলেন যে, ভগবান্ বড় নির্দ্দয়। বস্তুতঃ আপনি নির্দ্দয় নন, এবং কাহারও প্রতি আসক্তও নহেন। 'তেষু সর্ব্বত্র'—সেই সকল বিষয়ে এবং ব্যক্তিগণের প্রতি; 'সমং'—নিরপেক্ষভাবে, 'চরন্তং'—কার্য্যকারী (চর্ = আচরণ বা ব্যবহার করা); আপনি সকলের প্রতিই সমদৃষ্টি (অর্থাৎ সমান স্নেহময় দৃষ্টি) রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করেন। কালঃ—সর্ব্বসংহারক কালশক্তি; 'ঈশানং'—'ঈশ' = নিয়ন্তা, অর্থাৎ পরিচালক (২য়া ১ বচন); 'বিভুঃ'—বিবিধ রূপধারী (বি = বিবিধ + ভূ = হওয়া) অথবা প্রভু (শ্রীধর)।

ব্যাখ্যা—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার আচরণ দেখিয়া লোকগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। কেহ বলেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া দুঃখ দিতেছেন, আবার কেহ বলেন যে, ভগবান্ তাঁহার প্রতি আসক্ত হওয়াতে তাঁহাকে সুখ দিতেছেন। [কুন্তী ইঙ্গিত করিলেন যে, লোকে বলে, আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি আসক্তিবশতঃ অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন]। কিন্তু 'যৎ' = আপনার যে যে কার্য্য উপলক্ষ্যে

এইরূপ মতভেদবশতঃ লোকে আপনার প্রতি 'দ্বেষ্য' বা 'দয়িত'-ভাব আরোপ করে. ঐ সকল বিষয়েই আপনি নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করেন। (অর্থাৎ, যাঁহাকে যাতনা দেন, তাঁহাকেও আপনি স্নেহের চক্ষে দেখেন, এবং তাঁহার চরমে মঙ্গল সাধনার্থই ঐ যাতনা দেন)। আপনাকে এখন আর আমি আমার ভ্রাতৃজায়া দেবকীর পুত্রভাবে দেখিতেছি না, সর্ব্বসংহারক 'কাল' এবং 'ঈশ' সর্ব্বনিয়ন্তৃভাবেই আপনাকে দেখিতেছি। আমি অনুভব করিতেছি যে, আপনার 'আদি' অর্থাৎ জন্ম নাই, এবং 'নিধন' অর্থাৎ নাশ নাই; আপনি সনাতন, পরমব্রহ্ম এবং আপনি 'বিভু', অর্থাৎ আপনার চিন্ময় স্বরূপকে বিবিধভাবে প্রকটন করিয়া, আপনি বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। [স্তব করিতে করিতে কুন্তীর জ্ঞাননেত্র যে ক্রমশঃ উন্মীলিত হইতেছিল, তাহার পরিচয় এই শ্লোক দ্বারা পাওয়া যায়]।

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্-
দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্ ॥২৯
জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।
তির্য্যঙ্নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥৩০

(২৯-৩০) [**অন্বয়**] হে ভগবন্! নৃণাং বিড়ম্বনং ঈহমানস্য তব চিকীর্ষিতং কশ্চিৎ ন বেদ; যস্য [তব] কশ্চিৎ দয়িতঃ কর্হিচিৎ দ্বেষ্যঃ ন অস্তি, যস্মিন্ [ত্বয়ি] নৃণাং বিষমা মতিঃ [ভবতি]। হে বিশ্বাত্মন্! তির্য্যক্-নৃ-ঋষিষু, যাদঃসু, আত্মনঃ অজস্য [তব] তৎ জন্ম অকর্ত্তুঃ [তব] [তৎ] কর্ম্ম, অত্যন্তং বিড়ম্বনং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নৃণাং বিড়ম্বনং'—নররূপ ধারণ করিয়া নিজের ন্যূনতা স্বীকার করা; 'বিড়ম্বনং'—'বি' = বিশেষরূপে + 'ডম্বি' = ন্যূন হওয়া; 'ঈহমানস্য'—কামামানস্য (ঈহা = ইচ্ছা);

'দয়িত'—প্রিয়। 'চিকীর্ষিত'—অভিপ্রায় (কৃ+ইচ্ছার্থে সন্) কি কার্য্য সাধনের অভিপ্রায়ে আপনি নরাদিরূপে অবতীর্ণ হন; 'বিষমা মতিঃ' —আপনার সমদৃষ্টি নাই, এই ধারণা; তির্য্যক্ = পশুযোনি; যাদঃ = জলচর, (এই পদ দ্বারা মৎস্যাবতার উপলক্ষিত হইয়াছে); 'আত্মনঃ' = বিশ্বের আত্মা, বিশ্বের আত্মা যে আপনি সেই আপনার।

ব্যাখ্যা—হে ভগবন্! আপনি যখন নিজের ইচ্ছায় নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন কি কার্য্য সাধনের অভিপ্রায়ে আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা কেহই জানে না। ঐ সকল অবতারে আপনি কাহাকেও বিষয়বিভব এবং অপর ভোগসুখ প্রদান করিয়া সুখী করেন, কাহারও বা বিত্তাদি হরণ এবং তাঁহাকে ত্রিতাপের যাতনা দ্বারা পুনঃ পুনঃ এবং দীর্ঘকাল নিষ্পেষিত করিয়া দুঃখী করিতেছেন। আপনার এই আচরণ দেখিয়া, লোকে ধারণা করে যে, সর্ব্ব জীবের প্রতি আপনার সমদৃষ্টি নাই; অর্থাৎ আপনি কোন কোন জীবের প্রতি অত্যাসক্ত; এবং কোন কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। এইজন্য লোকে ভাবে যে, এই পক্ষপাতিত্ববশতঃ আপনি কতক লোককে অনুগ্রহ এবং কতক লোককে নিগ্রহ করেন। লোকের মনে এই ধারণা ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ আপনি নিরপেক্ষ, আপনার প্রিয় বা অপ্রিয় এই ভেদভাব নাই, সর্ব্বজীবের প্রতিই আপনার অগাধ স্নেহ আছে। আপনি বিশ্বের আত্মা = অর্থাৎ বিশ্ব আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে। আপনি অজ = জন্মরহিত, এবং অকর্ত্তা অর্থাৎ 'নিষ্ক্রিয়' হইলেও, আপনার ইচ্ছামাত্র সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়। আপনি যখন পশু কিম্বা নরযোনিতে বা ঋষিকুলে অথবা জলচর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলার্থ বিচিত্র কার্য্য করেন, তখন দেখা যায় যে, 'অকর্ত্তা' এবং 'অজঃ' হইয়াও এই ভাবে জন্ম গ্রহণ এবং কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি নিজেকে ন্যূন করিয়াছেন; লোকে জানে না যে, তখনও আপনার ঐশ্বর্য্য অখণ্ডিতভাবে থাকে; (সুতরাং জন্ম বা কর্ম্ম দ্বারা আপনার কোন ন্যূনতা হয় না); এবং কেবল

যোগমায়া (অর্থাৎ আপনার ইচ্ছাশক্তি) প্রভাবে এই জন্ম এবং লীলাসকল সম্পাদিত হওয়াতে, ঐ সকল অবতারের সময়েও আপনার অজত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ভাবেই থাকে ; এই বিষয়ও লোকে ধারণা করিতে পারে না, কারণ ইহা অতি দুর্ব্বোধ।

সারকথা—অতএব নিজের বুদ্ধিবলে অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের লীলাসকলের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, কুন্তী কেবল তাঁহার লীলা-মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। এই ভাবে লীলামাধুর্য্য আস্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ তদ্দ্বারা চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে ভক্তির সঞ্চার হয়। ভক্তি সঞ্জাত হইলে ভগবানের শক্তি দ্বারাই তাঁহার লীলাসকলের তত্ত্ব (=গূঢ়রহস্য) আমাদের চিত্তে স্ফুরিত হয়, এবং তখন আমরা ঐ সকল তত্ত্ব যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারি। ভক্তি হওয়ার পূর্ব্বে, অর্থাৎ সাধনার আরম্ভ হইতেই তত্ত্বগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, লোকের মধ্যে 'অহংকার'-ভাব প্রবল হইয়া মতিভ্রম উৎপাদন করে। এই কারণেই, অর্থাৎ অহঙ্কারের প্রাবল্য-বশতঃ তার্কিক (Rationalist) সম্প্রদায়ের ধীশক্তিসম্পন্ন লোকেরও অনেক সময় মতিভ্রম হয় ; তাঁহারা নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া পথহারা হন।

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্-
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥৩১

(৩১) [**অন্বয়**] যৎ ভীঃ অপি বিভেতি [তাদৃশি] ত্বয়ি কৃতাগসি [সতি] গোপী [যাবৎ] দাম আদদে তাবৎ অশ্রুকলি-লাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য তে যা দশা সা মাং বিমোহয়তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যৎ'—'যতঃ' = যাঁহা হইতে,

'ভীঃ অপি'—স্বয়ং মহাকালও ; 'বিভেতি' = ভীত হন। 'কৃতাগসি'—কৃত হইয়াছে 'আগঃ' = অপরাধ (দধিভাণ্ড স্ফোটনরূপদোষ) যাঁহা দ্বারা, ভাবে সপ্তমী ; 'দাম'—বন্ধন-রজ্জু ; 'আদদে'—গ্রহণ করিয়াছিলেন ; [যাবৎ]—যখন ; তাবৎ—তখন ; 'অশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং'—অশ্রু দ্বারা 'কলিল' = ব্যামিশ্র, অর্থাৎ অশ্রুমিশ্রিত হওয়াতে সিক্ত হইয়াছে 'অঞ্জন' = কজ্জল যাহাতে এবং 'সম্ভ্রম' = ব্যাকুল ভাব আছে যে চক্ষুতে এরূপ 'অক্ষিণী' = চক্ষুর্দ্বয় আছে যে বক্ত্রে, সেই বক্ত্রকে 'নিনীয়' = নীচ করিয়া ; তখন শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর্দ্বয় ভয়বিহ্বল হইয়াছিল ; এবং অশ্রুধারা চক্ষের কজ্জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিঃসৃত হইতেছিল যে চক্ষু হইতে, এমন নয়নদ্বয়যুক্ত মুখখানি নীচ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন মা যশোদার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন। 'ভয়ভাবনয়া'—ভয়স্য ভাবনয়া (শ্রীধর) ; অর্থাৎ ভয়ব্যাকুলভাব প্রকাশ করিয়া ; 'বিমোহয়তি'—বিশেষরূপে মুগ্ধ করে ; যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দে আমি আত্মহারা হই।

ব্যাখ্যা—মা যশোদার প্রেমের নিকট শ্রীহরি কিরূপ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এই শ্লোকে সেই চিত্র দিতেছেন। আপনার এতই ঐশ্বর্য্য যে, স্বয়ং মহাকালও আপনার ভয়ে ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন ; সেই আপনিই কিনা মা যশোদার তৃপ্তির জন্য তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন ! অহো ! আপনার কি অসাধারণ ভক্তবাৎসল্য ! মা যশোদার স্নেহ ভক্তিরই রূপভেদ ; এই প্রেমের প্রভাবে তিনি আপনাকেও বন্ধন করিলেন ! অনন্তশক্তি ও অপার ঐশ্বর্য্যময় আপনার এই দীনভাব ও ভক্তবাৎসল্য এবং সেই সময়ে ভক্তের নিকট আপনার বশ্যতা স্বীকারের মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে আত্মহারা হই।

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্ ॥৩২

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ॥৩৩
ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥৩৪
ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥৩৫

(৩২-৩৫) [অন্বয়] মলয়স্য [কীর্ত্তয়ে] চন্দনং [ইব] পুণ্যশ্লোকস্য [যুধিষ্ঠিরস্য] কীর্ত্তয়ে প্রিয়স্য যদোঃ অন্ববায়ে অজং ত্বাং জাতং কেচিৎ আহুঃ। [সুতপঃ পৃশ্নিভ্যাম্] যাচিতঃ [সন্] অজঃ ত্বং অস্য বিশ্বস্য ক্ষেমায়, সুরদ্বিষাং বধায় চ, বসুদেবস্য [ভার্য্যায়াং] দেবক্যাং [পুত্রত্বং] অভ্যগাৎ, [ইতি কেচিৎ আহুঃ]। উদধৌ নাবঃ ইব ভূরিভারেণ সীদন্ত্যাঃ ভুবঃ ভারাবতরণায় আত্মভুবা অর্থিতঃ [সন্] হি জাতঃ [ইতি অন্যে আহুঃ]। অস্মিন্ ভবে অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ ক্লিশ্যমানানাং [জনানাং] [অবিদ্যানিবৃত্তয়ে] শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্ জাতঃ ইতি [কেচিৎ আহুঃ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মলয়স্য কীর্ত্তয়ে'—মলয়পর্ব্বত স্বভাবতঃই মনোরম, তথাপি উহাতে চন্দনবৃক্ষ উৎপন্ন হওয়াতে উহা অধিকতর মনোরম হইয়াছে, এবং উহার গৌরবও বর্দ্ধিত হইয়াছে। 'অন্ববায়'—বংশ ; 'ক্ষেমায়'—সংরক্ষণের জন্য ; 'উদধৌ নাবঃ ইব'—নৌকা সমুদ্র পার হওয়ার উপায়স্বরূপ হয়। ধরায় দস্যুতুল্য রাজগণের অত্যাচারও সাগরের ন্যায় বিশাল, এবং বিবিধ বিপ্লবপূর্ণ। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই সেই অত্যাচাররূপ সাগরকে 'অবতরণ' = অতিক্রম (তৄ = পার হওয়া) করার উপায়স্বরূপ হইয়াছিলেন। 'অবিদ্যাকাম কর্ম্মভিঃ'—অবিদ্যা দ্বারা যে 'কাম' = ভোগবাসনা এবং 'কর্ম্ম' = প্রারব্ধ অর্থাৎ জন্মান্তর হইতে আগত আসক্তি এবং সংস্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, সেই কাম এবং কর্ম্ম দ্বারা 'ক্লিশ্যমানঃ'—নিয়ত

কষ্ট পাইতেছে যে সকল লোক, (শানচ্ প্রত্যয় ব্যাপ্তিভাব প্রকাশ করে) তাহাদিগের জন্য 'শ্রবণস্মরণার্হাণি'—যে সকল লীলার কথা শ্রবণ এবং স্মরণ করার যোগ্য, অর্থাৎ যাহা শুনিলে চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে, এইরূপ লীলা করার জন্য আপনি বিবিধ অবতার স্বীকার করিয়াছেন। আপনার অবতার-সকলের অভিপ্রায় প্রদর্শনার্থ কেহ কেহ এই কথাও বলেন।

ব্যাখ্যা—কুন্তী বলিতেছেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার এই অবতারের উদ্দেশ্য কি, সেই বিষয়ে বিবিধ মতভেদ আছে। মলয়-পর্ব্বত স্বভাবতঃ মনোরম হইলেও তাহাতে চন্দন-তরু উৎপন্ন হওয়াতে যেরূপ তাহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি স্বভাবতঃ 'পুণ্য' অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকর হইলেও তাঁহার কীর্ত্তিসকলের মাহাত্ম্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য, এবং যদুবংশ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ হইলেও, আপনার প্রিয় সেই যদুবংশকে অধিকতর বিশুদ্ধ করিবার জন্য, আপনি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা কেহ কেহ বলেন। অপর কেহ কেহ বলেন যে, সুতপা এবং পৃশ্নি পূর্ব্বজন্মে কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনাকে প্রীত করিয়া, আপনাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে কামনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইলেও, অধুনা বসুদেব এবং দেবকীরূপে জাত সেই ভক্তযুগলের বাসনাপূরণার্থ আপনি তাঁহাদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং দেবদ্বেষিগণের বিনাশ দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলসাধনও আপনার এই অবতারের উদ্দেশ্য। সমুদ্রপার হইবার জন্য যেরূপ নৌকা আবশ্যক হয়, পৃথিবীর দুরাচার রাজগণের অত্যাচারও যখন ভয়সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় প্রবল হইয়াছিল, তখন সেই অত্যাচার-সাগর পার করিবার তরণী-স্বরূপ হইয়া অত্যাচারক্লিষ্টা পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় আপনি এই কৃষ্ণাবতার স্বীকার করিয়াছেন, এই কথাও কেহ কেহ বলেন। এই ভূ-লোকে জীবগণ অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট

'কাম' (=বাসনা) এবং 'কর্ম্ম'(=প্রারব্ধ) দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্লেশ পাইতেছে। যে সকল লীলা শ্রবণ এবং স্মরণ করিলে তাহাদিগের মতি ভগবন্মুখী হইয়া অবিদ্যা এবং তৎসঙ্গে ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, সেইরূপ লীলাসকল প্রকটন করাই আপনার এই কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য, এই কথাও কেহ কেহ বলেন।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥৩৬

(৩৬) [**অন্বয়**] (যে) জনাঃ ভব ঈহিতং অভীক্ষ্ণশঃ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি স্মরন্তি নন্দন্তি [চ] তে অচিরেণ এব ভবপ্রবাহোপরমং তাবকং পদাম্বুজম্ পশ্যন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ঈহিত=চরিত; অভীক্ষ্ণশঃ=নিয়ত (অভি+ক্ষ্ণু=তীক্ষ্ণ করা আগ্রহ তীক্ষ্ণতার পরিচায়ক) গৃণন্তি=আলাপ করেন; নন্দন্তি=শ্রবণ করিয়া সুখী হন; ভবপ্রবাহোপরমং=মোক্ষপ্রদ; ভোগলোকে পুনঃ পুনঃ 'ভব'=জন্ম নদীর প্রবাহের ন্যায় অবিরত গতিতে হইতেছে বলিয়াই শ্লোকে 'প্রবাহ' পদের ব্যবহার হইয়াছে। উপরম=নিবৃত্তি (উপ=সমীপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সমীপে চিত্ত গমন করাতে+রম=আনন্দিত হওয়াতে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষলাভ হয়)। ভবপ্রবাহের উপরম হয় যাহা হইতে এইরূপ যে 'তাবকং'=আপনার (তব ইদং=তাবকং) পদাম্বুজ=পাদপদ্ম, সেই পাদপদ্মকে 'অচিরেণ'=অবিলম্বে; পশ্যন্তি=দর্শন করেন।

ব্যাখ্যা—যে মানবগণ নিয়ত আপনার লীলাদি শ্রবণ, ঐ লীলাসকল গান, চিন্তন ও স্মরণ করেন এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহারা অবিলম্বে আপনার পাদপদ্ম দর্শন

করেন—যে দর্শন-লাভ হইলে, পুনঃ পুনঃ অবিরতগতিতে ভোগলোকে জন্মের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সংসার-মুক্তি হইয়া মোক্ষলাভ হয়। অতএব শ্রবণকীর্ত্তনাদি বিশেষ শ্রেয়স্কর।

অপাদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্॥৩৭

(৩৭) [অন্বয়] হে স্বকৃতেহিত! হে প্রভো! রাজসু যোজিতাংহসাং যেষাং [অস্মাকং] ভবতঃ পদাম্বুজাৎ অন্যৎ পরায়ণং ন [অস্তি] [তাদৃশান্] সুহৃদঃ নঃ অপিস্বিৎ অদ্য ত্বং জিহাসসি?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—স্বকৃতেহিত=স্বেন এব কৃতং নিষ্পাদিতং ঈহিতং যেন (বিশ্বনাথ) যিনি কোন বিষয় সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিবামাত্র তাহা নিষ্পাদিত হয়; অথবা স্বানাং কৃতং ঈহিতং যেন (শ্রীধর); স্বানাং='আপনার লোক' অর্থাৎ ভক্তগণের মঙ্গলসাধনার্থ যিনি নিজের অভীষ্টসাধন করেন। '~~রাজসু~~ যোজিতাংহসাং'—রাজসু=অপর অপর রাজগণের সহিত 'যোজিত' হইয়াছে+'অংহ'=দুঃখ যাঁহাদিগের দ্বারা, অর্থাৎ যাঁহারা অপর অপর রাজাদিগকে দুঃখ প্রদান করিয়াছেন; এরূপ 'যেষাং অস্মাকং'=যে আমাদিগের। যে আমরা অপর অপর রাজগণকে দুঃখ প্রদান করিয়াছি, সেই আমাদিগের, আপনার পাদপদ্ম ব্যতীত অপর 'পরায়ণং'=প্রকৃষ্ট আশ্রয় নাই। এই প্রকার 'সুহৃদঃ'=যাঁহারা আপনার হিত কামনা করেন এবং 'অনুজীবিনঃ'=যাঁহারা আপনার অনুসরণ করিয়া জীবন ধারণ করেন, এইরূপ নঃ=আমাদিগকে অপিস্বিৎ=কিং; জিহাসসি=পরিত্যাগ করিবেন কি? বিশ্বনাথ বলেন যে,

কুন্তীর বাক্যে 'অনুজীবী' পদ প্রয়োগ দ্বারা বলিতেছেন যে, 'হে শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিয়া, আপনি এই স্থানেই থাকুন'।

ব্যাখ্যা—হে প্রভো আশ্রিত ভক্তগণের মঙ্গলসাধন করাই আপনি নিয়ত বাঞ্ছা করেন। আমরা অপর রাজ-গণের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগের মনে দুঃখ প্রদান করিয়াছি, আমরা আপনার মঙ্গলকামনা করি, এবং আপনার পাদপদ্ম ব্যতীত আমাদিগের অপর আশ্রয় নাই, আপনি কি এই আশ্রিতগণকে অদ্য পরিত্যাগ করিবেন ?

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥৩৮

(৩৮) [অন্বয়] হৃষীকাণাং ঈশিতুঃ [অদর্শনং] ইব যর্হি ভবতঃ অদর্শনং [ভবেৎ] [তর্হি] যদুভিঃ সহ নাম-রূপাভ্যাং [সমন্বিতাঃ] পাণ্ডবাঃ বয়ং কে ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'হৃষীকাণাং'—ইন্দ্রিয়গণের ; 'ঈশিতুঃ'—পরিচালক যে জীবন, সেই জীবনের অদর্শন-তুল্য 'ভবতঃ অদর্শনং'—আপনার অদর্শন। জীবনের অভাবে দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল যেরূপ অকিঞ্চিৎকর হয়, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে 'যদুভিঃ সহ'—যাদবগণের সাহায্য পাইয়াও এবং 'নাম=খ্যাতি, 'রূপ'=সমৃদ্ধি প্রভৃতি সমন্বিত হইয়াও 'পাণ্ডবাঃ কে'—পাণ্ডবগণ অতি তুচ্ছ।

ব্যাখ্যা—কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, যদি আপনি বলেন যে, কেন ? মহাবল যাদবগণ তোমাদিগের সহায় আছেন, ভীম ও অর্জ্জুনের ন্যায় অসাধারণ যোদ্ধাও রহিয়াছেন, এবং রাজকোষে সম্পত্তিরও অভাব নাই, অতএব বিপক্ষীয় রাজগণের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছ কেন ? সেইজন্য কুন্তী বলিলেন যে, প্রাণের অভাবে যেরূপ দেহ অকর্ম্মণ্য হয়, তখন আর দেহধারীর পূর্ব্ব সঞ্চিত

যশ ও সমৃদ্ধি দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ পাণ্ডবগণের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভাবে পাণ্ডবগণও জীবনহীন দেহের ন্যায় অতি তুচ্ছ এবং অকর্ম্মণ্য হইবেন। তখন পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপ্রদর্শিত শৌর্য্যাদি স্মরণ করিয়া, অথবা যাদবাদি প্রবল সহায় দেখিয়াও কেহই পাণ্ডবগণকে ভয় করিবে না।

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥৩৯
ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ।
বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥৪০

(৩৯-৪০) [**অন্বয়**]—হে গদাধর স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ত্বৎপদৈঃ অঙ্কিতা ইয়ং [ভূঃ] যথা ইদানীং ভাতি, তত্র (=তদা) [তথা] ন শোভিষ্যতে। স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তঃ ইমে জনপদাঃ তব বীক্ষিতাঃ [সন্তঃ] হি এধন্তে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'গদাধর'—গদা শ্রীহরির শাসনদণ্ড অতএব দুষ্টের দমনকারক; স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ 'স্বস্ব'=শ্রীহরির নিজের+'লক্ষণ'=ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন, তদ্দ্বারা 'বি'=বিশেষরূপে অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে+'লক্ষিত'=চিহ্নিত, এরূপ 'ত্বৎপদৈঃ'=আপনার পদচিহ্নসকলের দ্বারা 'অঙ্কিতা'=অলঙ্কৃতা; এই দেশের ভূমিতে আপনার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিশোভিত পদচিহ্ন সকল অতি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। অতএব আপনার পদচিহ্ন ভূমিতে পতিত হওয়ায়, 'ভূ'=আমাদিগের রাজ্য 'যথা ইদানীং ভাতি'—এখন যেরূপ শোভাযুক্ত হইয়াছে।

তত্র=তদা, আপনি চলিয়া যাইবার পরে 'তত্র [তথা] ন শোভিষ্যতে'—'তত্র'=তখন, সেই রূপ শোভা থাকিবে না, অর্থাৎ রাজ্যের আর শ্রীসম্পদ্ থাকিবে না। আপনার পাদস্পর্শেই আমাদিগের

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং সেই পাদস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইলে, ঐ শ্রীবৃদ্ধি আর থাকিবে না। 'স্বৃদ্ধাঃ'—সু= সুন্দর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ+'ঋদ্ধি'=সম্পদ্‌যুক্ত। এইপদ 'জনপদাঃ' পদের বিশেষণ। 'সুপক্ক'=সুন্দররূপে পক্ক-ফলযুক্ত 'ওষধি'=ব্রীহি, যবাদি, এবং 'বীরুধঃ'=বৃক্ষসকল আছে যাহাতে, এইপদও 'জনপদাঃ' পদের বিশেষণ। যে জনপদাঃ=লোকালয়সকল, অর্থাৎ গ্রামাদিতে ধান্য, ব্রীহি, যবাদি সুপক্ক শস্য জন্মায়, এবং বৃক্ষসকল সুপক্ক ফল দান করে; বন+অদ্রি=পর্ব্বত (যে পর্ব্বতে খনিসকল এবং বড় বড় ও বহুমূল্য বৃক্ষসকল আছে)+উদন্বান্‌=সমুদ্র আছে, (যাহা হইতে প্রজাগণ রত্নাদি সংগ্রহ করে) এরূপ 'জনপদাঃ'= জনপদসকল 'তব বীক্ষিতাঃ'=আপনার কৃপাদৃষ্টি ঐ সকল স্থানে পতিত হওয়াতে তাহারা 'এধন্তে'=সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের মধ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি করা হইল না।

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥৪১
ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥৪২
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যর্ষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে ॥৪৩

(৪১-৪৩) [অন্বয়] অথ হে বিশ্বেশ! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! মে স্বকেষু পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু দৃঢ়ং ইমং স্নেহপাশং ছিন্ধি। হে মধুপতে! গঙ্গা উদন্বতি ওঘং ইব মে অনন্যবিষয়া মতিঃ ত্বয়ি রতিং অদ্ধা অসকৃৎ উদ্বহতাৎ। হে শ্রীকৃষ্ণ! হে

কৃষ্ণসখ! হে বৃষ্ণ্যর্ষভ! হে অবনিধ্রুক্ রাজন্যবংশদহন-অনপবর্গবীর্য্য! হে গোবিন্দ! হে গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার! হে যোগেশ্বর! হে অখিলগুরো! হে ভগবন্! তে নমঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে শ্রীহরির যে 'যশোঙ্কিত নামের' উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ নামের অনেক আদর্শ এই শ্লোক তিনটিতে পাওয়া যায়। বিশ্বেশ = 'বিশ্বের' + ঈশ = নিয়ন্তা অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে পরিচালন করিতেছেন; 'বিশ্বাত্মন্'—যিনি বিশ্বের আত্মা = জীবন, অতএব বিশ্ব যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে; এবং যিনি 'বিশ্বমূর্ত্তে'—বিশ্ব যাঁহার রূপমাত্র। 'স্বকেষু পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু'—'স্বকেষু' = যে পাণ্ডব এবং 'বৃষ্ণি' অর্থাৎ যাদবগণ 'স্ব', অর্থাৎ আপনারই নিজের বস্তু। 'স্ব'পদ দ্বারা প্রকাশ করে যে, আপনার অনুবর্ত্তী পাণ্ডব ও যাদবগণ আপনা হইতে ভিন্ন নয়, আপনিই ঐ সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু আমি মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগের উপর মমত্ব-বুদ্ধি করিয়া স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। 'বিশ্বেশ'—আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সুতরাং এই স্নেহের বন্ধনকে অনায়াসে ছিন্ন করিতে সমর্থ।

কুন্তীর প্রার্থনার গূঢ়তত্ত্ব- শ্রীধর বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের গমনে পাণ্ডবদিগের অকুশল, গমন না করিলে যাদবগণের অকুশল। কুন্তী পাণ্ডব এবং যাদব উভয় সম্প্রদায়ের সহিতই স্নেহে আবদ্ধ হওয়াতে ব্যাকুলচিত্তা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে এই স্নেহের বন্ধনচ্ছেদ করিতে প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, তিনি নিজের অনুবর্ত্তী পাণ্ডব এবং যাদবদিগের মঙ্গলসাধন করিবেন, আমি কেন এই মমত্ববুদ্ধিবশতঃ স্নেহ করিয়া তাহাদিগের অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাতর হই? তাই কুন্তী স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্তি-কামনা করিলেন। নিজের শক্তির প্রভাবে কেহ এই স্নেহের বন্ধন খুলিতে পারে না, অতএব এই স্নেহের বন্ধন 'ছেদন' (খোলা নয়, চিরদিনের জন্য ঐ বন্ধন রজ্জুকে ছিন্ন করা) করার জন্য শ্রীহরির শরণাপন্ন হওয়াই

কর্ত্তব্য। এই প্রার্থনা দ্বারা প্রকাশ হয় যে, কুন্তীর জ্ঞানচক্ষু তখন উন্মীলিত হইয়াছিল।

'মধুপতে'—হে মথুরার অধিপতি! অথবা 'মধু=বসন্তকাল, তাহার 'পতি'; অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে,এবং মানবের চিত্তেও, বসন্তের আনন্দ উৎপাদন করেন। যখন কোন লোকের হৃদয়ে ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন তাঁহার চিত্তে যেন চির-বসন্ত বিরাজমান হয়। কেবল শ্রীকৃষ্ণই এই চির-বসন্ত উৎপাদন করিতে সমর্থ। 'গঙ্গা উদন্বতি ওঘং ইব'—গঙ্গা যেরূপ 'ওঘং' নিজের পবিত্র বারিধারাকে অপ্রতিহতভাবে 'উদন্বতি'=সমুদ্রে বহন করেন, সেইরূপ 'মে অনন্যবিষয়া মতিঃ'—আমার মতি অপর কোন 'বিষয়কে আশ্রয় না করিয়া, 'ত্বয়ি'=আপনার প্রতি; 'রতিং,—প্রেমকে; 'অদ্ধা'—যথার্থভাবে ('অৎ=সতত গমন করা+ধা=ধারণ করা); 'অসকৃৎ'= নিয়ত; 'উদ্বহতাৎ'—উৎ=উৎকর্ষেণ, অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে+'বহতাৎ'= বহন করুক। কৃষ্ণসখ=অর্জ্জুনের সখা; বৃষ্ণি+ঋষভ='বৃষ্ণি'-নামক যাদব-সম্প্রদায়ের ঋষভ=নেতা। 'অবনিধ্রুক-রাজন্যবর্গদহন'—'অবনির'=পৃথিবীর+'ধ্রুক্'=পীড়াদায়ী (দ্রু=হিংসা করা) যে+ 'রাজন্যবর্গ'=বলীয়ান্ রাজাসকল ছিলেন, তাঁহাদিগকে+'দহন'বিনাশ, তদ্দ্বারা+'অনপবর্গ'=অক্ষীণ (ন+অপ+বৃজ্=গমন করা) হইয়াছে 'বীর্য্য'=শক্তি যাঁহার; 'গোবিন্দ'—যিনি সর্ব্ব জীবের পরিচালক; 'যোগেশ্বর'—অমোঘশক্তিময়ী যোগমায়ারও পরিচালক। 'অখিলগুরো' —যিনি কেবল যে মানবগণের গুরু, তাহা নহেন, 'অখিল'=স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের এবং স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুরও পূজ্য যিনি, এবং যিনি 'ভগবান্'=অনন্ত-ঐশ্বর্য্যশালী। 'নমস্তে'—ঐ বাক্য দ্বারা শরণাগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, কুন্তী সাধনায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কুন্তী বলিলেন, আপনি বিশ্বকে নিয়ন্তৃভাবে পরিচালিত করিতেছেন, বিশ্ব আপনাকে আশ্রয়

করিয়া আছে। বিশ্ব আপনার মূর্ত্তি, সুতরাং অনুরক্ত পাণ্ডব এবং বৃষ্ণিগণ আপনারই রূপভেদমাত্র। কিন্তু মোহবশতঃ তাহাদিগের উপর মমত্ববুদ্ধি করিয়া আমি স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। সেই জন্যই আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দ্বারকায় গমন করিলে পাণ্ডবদিগের অমঙ্গল হইবে, এবং গমন না করিলে যাদবদিগের অমঙ্গল হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুলচিত্তা হইয়াছি, কারণ পাণ্ডবগণ এবং যাদবগণ উভয়েই আমার স্নেহের পাত্র। অতএব এখন আমি আপনার আশ্রয় লইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমার চিত্তের মধ্যে এই স্নেহের বন্ধন ছেদন করুন। আপনি কৃপাসিন্ধু, অতএব আপনি নিজের অনুবর্ত্তী পাণ্ডব এবং যাদবদিগের মঙ্গল সাধন করিবেন, আমি সে জন্য কেন চিন্তাকুল হইব! যে স্নেহ এই আশঙ্কার উদয় করিতেছে, তাহা বিনষ্ট হউক, আমি এখন কেবল এই প্রার্থনা করিতেছি। হে মধুপতে! গঙ্গা যেরূপ অপ্রতিহতবেগে তাঁহার পূতবারিধারা সমুদ্রে লইয়া যান, আমার মতিও যেন ভগবদ্প্রেমের পূতধারাকে সেইরূপ অপ্রতিহতবেগে আপনার পাদমূলে লইয়া যায়, এবং আমার মতি যেন আপনাকে ছাড়িয়া অপর কোন বিষয়কেই আশ্রয় না করে। ইহার পরে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের যশোঙ্কিত নামজ্ঞাপক বাক্যসকল বলিয়া, 'অখিলগুরো ভগবন্নমস্তে' এই সার এবং শ্রেষ্ঠতম বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন।

সর্ব্ববিধ সাধনার সারবস্তু ও চরমলক্ষ্য— কেবল মুখের কথায় নয়, আন্তরিকভাবে শ্রীহরির শরণাগত হওয়ার সামর্থ্যলাভই সর্ব্ববিধ আরাধনার পরাকাষ্ঠা। এই ভাব প্রাপ্ত হইলে, সাধকের মনে মদগর্ব্ব প্রভৃতি দোষসকল আর থাকে না। আশ্রিতবৎসল শ্রীহরি ঐ সাধককে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি সকল বিভূতিই দেন, এবং অবশেষে নিজেকেও দেন, 'আত্মানমপি যচ্ছতি'। তখন পূজাও আবশ্যক হয় না, অষ্টাঙ্গযোগও আবশ্যক হয় না। মানবগণকে শ্রীহরির মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া, শ্রীহরির

শরণাগত হইতে প্রবৃত্ত করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়া, তাহাতে শ্রীহরির লীলাসকলের মাধুর্য্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সূত উবাচ।

পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ।
মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠো মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥৪৪
তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়ম্।
স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্ণা রাজ্ঞা নিবারিতঃ ॥৪৫

(৪৪-৪৫) [**অন্বয়**] পৃথয়া ইত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ বৈকুণ্ঠঃ মায়য়া মোহয়ন্ ইব মন্দং জহাস। তাং বাঢ়ং ইতি [অঙ্গীকৃত্য] গজসাহ্বয়ং প্রবিশ্য স্ত্রিয়ঃ চ উপামন্ত্র্য, স্বপুরং যাস্যন্ [সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] রাজ্ঞা প্রেম্ণা নিবারিতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কলপদ'—মধুর বাক্য ; 'পরিণূতাখিলোদয়ঃ'—'পরি' = প্রকৃষ্টভাবে + 'নুত' = স্তুত হইয়াছে (নু = স্তব করা) + 'অখিল' = বিবিধ + 'উদয়' = মাহাত্ম্য, যাঁহার ('উদয়' —উৎ = উচ্চে + ই = গমন করা, উন্নতি) ; 'বৈকুণ্ঠঃ' বি = বিগত হইয়াছে 'কুণ্ঠা' = ঐশ্বর্য্যের হ্রাস যাঁহার ; অর্থাৎ মায়াশক্তি বা কালশক্তি যাঁহার ঐশ্বর্য্যকে হ্রাস করিতে পারে না, কারণ তিনি এই শক্তিদ্বয়ের প্রভু। 'মায়য়া মোহয়ন্ ইব'—মায়াকে ভগবানের হাস্য বলে, 'হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া'। বিষয়াসক্ত লোক মায়ার (অর্থাৎ ভোগসুখের আকারে আগত মায়ার) মোহিনী মূর্ত্তি এবং মৃদু হাস্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, উন্মত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়। 'মোহয়ন্ ইব', এখানে 'ইব' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, ভগবান্ যখন লোককে মায়া দ্বারা মুগ্ধ করেন, তখন যেরূপ মনোমুগ্ধকর হাস্য করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ হাস্য করিলেন ; কিন্তু বস্তুতঃ এই হাস্য মায়ার নয়, ইহা প্রেমের হাস্য, এবং কুন্তী সেই প্রেমে মুগ্ধা হইলেন। বাঢ়ং = তাহাই হউক, অর্থাৎ তোমার স্নেহপাশ ছিন্ন হউক, এবং তোমার মতিতে

ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় রতি হউক, ইহাই অঙ্গীকার করিয়া ; 'উপামন্ত্র্য'—সুভদ্রা প্রভৃতি স্ত্রীগণের নিকট গমন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ; 'যাস্যন্'—যখন গমন করিতে উদ্যত হইলেন ; 'রাজ্ঞা' —যুধিষ্ঠির দ্বারা।

ব্যাখ্যা—কুন্তী এই সকল সুমধুর বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করার পরে, শ্রীকৃষ্ণ যে মনোমুগ্ধকর হাস্য দ্বারা কুন্তীকে পরিতৃপ্ত করিলেন, সেই হাস্য প্রেমব্যঞ্জক ; এবং কুন্তীর প্রার্থনার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' এই বাক্য বলিলেন। তদনন্তর হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইয়া সুভদ্রা প্রভৃতি স্ত্রীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজের রাজধানী দ্বারকায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রেমবশতঃ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহাজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
প্রবোধিতোঽপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥৪৬

(৪৬) [**অন্বয়**] ঈশ্বরেহাজ্ঞৈঃ ব্যাসাদ্যৈঃ [তথা] অদ্ভুত-কর্ম্মণা কৃষ্ণেণ ইতিহাসৈঃ প্রবোধিতঃ অপি, শুচার্পিতঃ [সঃ] ন অবুধ্যত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি- 'ঈশ্বরেহাজ্ঞৈঃ'—'ঈশ্বর' = সর্ব্ব-নিয়ন্তা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) + ঈহা = অভিপ্রায় কি, সেই বিষয়ে 'অজ্ঞ', অর্থাৎ কি অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের ঐশী শক্তির প্রভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে বিষাদ এবং বৈরাগ্য সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায় ব্যাসাদি জানিতেন না। ভক্ত ভীষ্ম মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনা করিয়াছিলেন, ভক্তের সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করার সময়ে তাঁহার মুখ হইতে অতি গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া, ভক্তকে নিজের অপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষ প্রদান করাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই উপলক্ষে ভীষ্মের নিকট গমন করা শ্রীকৃষ্ণের আবশ্যক ছিল, অতএব গমনের

সুযোগ সৃষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের মায়াশক্তির প্রভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে বিষাদ এবং বৈরাগ্যভাবের উদ্ভব করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাসাদি ঋষিগণ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ভীষ্মের মুখ হইতে নির্গত যে গুহ্যতম ধর্ম্মতত্ত্ব দ্বারা মহারাজের বিষাদ অপগত হইল, সেই তত্ত্ব (৯ম অ ১৬-২১ শ্লোক) ব্যাসাদির মনে উদয় না হওয়াও শ্রীকৃষ্ণের মায়ারই লীলা; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই তত্ত্ব বলিলেন না। 'অদ্ভুতকর্ম্মণা'—যাঁহার কর্ম্মের ন্যায় কর্ম্ম হয় নাই, অর্থাৎ কেহ করে নাই, এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং মহারাজকে 'ইতিহাসৈঃ', —ইতিহাস হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধিত করিলেন বটে, কিন্তু যে গূঢ়তম তত্ত্ব প্রকাশ করিলে মহারাজের মনে প্রবোধ হইবে, সেই তত্ত্ব-প্রকাশক বাক্যগুলি (৯ম অ ১৬-২১ শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিলেন না। ভক্ত ভীষ্মকে জ্ঞানে সকল ঋষি অপেক্ষা এবং নিজ অপেক্ষাও উচ্চ স্থান দেওয়ার অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণই ভীষ্মের মুখ হইতে ঐ সকল গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব স্বয়ং বাহির করাইলেন। এই লীলা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচায়ক, ভক্তকে তিনি আপনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠপদবী প্রদান করেন। 'শুচার্পিতঃ'—শোককাতর।

'অদ্ভুতকর্ম্মা' পদের গূঢ়তত্ত্ব—'অদ্ভুতকর্ম্মণা' পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত শক্তি ছাড়া তাঁহার অপর অপর অনেক অলৌকিক কার্য্যও বুঝায়। তিনি যখন মহারাজকে প্রবোধ দিতেছেন, তখন নিজেরই শক্তি দ্বারা মহারাজের চিত্তে বিষাদকেও দৃঢ়ীভূত করিতেছেন, এই কার্য্য কি অদ্ভুত নয়? পাণ্ডবদিগের বন্ধু হইয়া যখন সাহায্য করিতেছেন, সেই একই সময়ে 'ঈশ্বর'-ভাবে তাঁহাদিগের নির্য্যাতন করাও ঐ অদ্ভুত কর্ম্মেরই দৃষ্টান্ত।

আমরা যদি আপন আপন এবং বন্ধুবান্ধবদিগের জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, শ্রীকৃষ্ণ এখনও ঐ অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন! নির্য্যাতনের সময় তিনিই

শক্তিসঞ্চার করিয়া সাধককে দৃঢ়চিত্ত করান, এবং তিনিই নিজের প্রিয় সাধককে ঘোর নির্য্যাতনও করেন ! যাতনা রূপ হলাহল হইতে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ অমৃত জন্মায় ! এই সকল কার্য্যও কি কম অদ্ভুত ? ভক্তগণকে (crucify) নির্য্যাতন করার লীলা এই সংসারে নিয়তই হইতেছে, ইহাই চরমে পরম আশীষ হয়। যে সাধক তাঁহাকে কামনা করে, তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন করা, এবং পরে তাঁহাকেই মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রদান, তাঁহারই কার্য্য।

আমরা দেখি যে, একবারও তাঁহার নাম না করিয়া, এবং নানা দুরাচার করিয়াও কেহ কেহ সংসারে অনন্ত ভোগসুখ লাভ করে। ঐ সুখ সম্পদ্-প্রদানও এই শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা। কি অভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিচিত্র ব্যবহার করেন, কেন তিনি সাধনার সময়েও ভক্তগণকে নিগ্রহ, অথচ ভগবদ্দ্বেষী দুষ্টগণকে অনুগ্রহ করেন, এই লীলারহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া, যে কেবল ভারতক্ষেত্রেই সুধীগণ বিফলচেষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, 'যদ্বিজিজ্ঞাসয়াযুক্তাঃ মুহ্যন্তি কবয়োঽপিহি'। পাশ্চাত্য প্রদেশেও সুধীগণ এই রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। বাইবেলের Book of Job গ্রন্থে এই প্রশ্ন উপলক্ষে বহু তর্কবিতর্কের পরেও এই রহস্যভেদ হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ঐ শাস্ত্রও ঠিক সেই ব্যবস্থাই প্রদান করিয়াছেন।

যথার্থ ভগবদ্প্রেমিকের মনে এই রহস্যভেদ করার প্রবৃত্তির উদয় হয় না। 'আমি বড় সমজদার' অতএব আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা শ্রীভগবানের অভিপ্রায় নির্দ্ধারণ করিব, এই অহংকর্তৃ-ভাবের প্রেরণা হইতেই এই রহস্য-ভেদ করার প্রবৃত্তি জন্মায়।

ব্যাখ্যা—ব্যাসাদি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত ছিলেন না, তাঁহারা এবং স্বয়ং অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস হইতে অপর অপর রাজগণের কার্য্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু শোকাতুর মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন না।

আহ রাজা ধর্ম্মসুতশ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধম্
প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং গতঃ ॥৪৭
অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদি রূঢ়ং দুরাত্মনঃ।
পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্ব্যো মেঽক্ষৌহিণীর্হতাঃ ॥৪৮
বালদ্বিজসুহৃন্মিত্র-পিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ।
ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ ॥৪৯
নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্ত্তুর্ধর্ম্মযুদ্ধে বধো দ্বিষাম্।
ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥৫০
স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহো যোঽসাবিহোত্থিতঃ।
কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো ব্যপোহিতুম্ ॥৫১
যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মাষ্টুর্মর্হতি ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কুন্তীস্তবো
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

(৪৭-৫২) [অন্বয়] হে বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং, গতঃ ধর্ম্মসুতঃ রাজা প্রাকৃতেন আত্মনা সুহৃদাং বধং চিন্তয়ন্ আহ। অহো দুরাত্মনঃ মে হৃদিরূঢ়ং অজ্ঞানং পশ্যত ; পারক্যস্য এব দেহস্য [অর্থে] বহ্ব্যঃ অক্ষৌহিণীঃ মে (=ময়া) হতাঃ। বালদ্বিজসুহৃন্মিত্র-পিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রহঃ মে বর্ষ-অযুতাযুতৈঃ অপি হি নিরয়াৎ মোক্ষঃ ন স্যাৎ। ধর্ম্মযুদ্ধে দ্বিষাং বধঃ প্রজাভর্ত্তুঃ রাজ্ঞঃ এনঃ ন, ইতি শাসনং বচঃ তু মে বোধায় ন কল্পতে। মদ্ধতবন্ধূনাং স্ত্রীণাং যঃ অসৌ দ্রোহঃ ইহ উত্থিতঃ [তৎ অহং] গৃহমেধীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ ব্যাপোহিতুং ন কল্পঃ। যথা পঙ্কাম্ভঃ পঙ্কেন [ন মৃজ্যতে] বা সুরাকৃতং [অপ্যাবিত্র্যং] সুরয়া

[ন মৃজ্যতে] তথা এব একাং ভূতহত্যাং যজ্ঞৈঃ মার্ষ্টুং ন [অর্হতি]।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
অন্বয়ে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রাকৃতেন আত্মনা' যে 'আত্মা' = চিত্ত প্রকৃতির গুণত্রয়ের অধীন ছিল, অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, অবিবেকব্যাপ্তেন (শ্রীধর); 'স্নেহমোহবশংগতঃ'—এই স্নেহ দেহাত্মভাব হইতে, অর্থাৎ 'আমার জ্ঞাতি', 'আমার বন্ধু' এই ভাব হইতে জাত হইয়াছিল; সুতরাং ইহার মূলে 'অস্মিতা'-নামক তামসিক অবিদ্যা ছিল, এবং তাহার সঙ্গে পরদুঃখ-কাতরতা-রূপ সাত্ত্বিক ভাবের সংমিশ্রণও ছিল। ঐ যুদ্ধকার্য্য যেন মহারাজের নিজেরই ইচ্ছাধীন; অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে তিনি যুদ্ধ না করিতেও পারিতেন, এই ধারণা হওয়াতেও মহারাজের মনে লোকক্ষয় হইতে সঞ্জাত গ্লানির অধিকতর প্রাবল্য হইয়াছিল। এইরূপ ধারণা তামসিক এবং রাজসিক-গুণদ্বয়ের সংমিশ্রণে জাত 'অহংকর্ত্তা'-ভাবেরই ফল। অতএব তখন রজঃ এবং তমো-গুণদ্বয় দ্বারা মহারাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'দুরাত্মনঃ'—যাঁহার 'আত্মা' = চিত্ত + দুর্ = দূষিত অর্থাৎ রাজ্যলোভ দ্বারা কলুষিত ছিল। মহারাজ ভাবিলেন যে, তিনি ত কেবল রাজ্যলুব্ধ হইয়াই ঐ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি 'দুরাত্মা'। 'হৃদিরূঢ়ং'—হৃদয়ে + রূঢ় = প্রবল ('রুহ' = আরোহণ করা)। যেরূপ লোকে অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া অশ্বকে ইচ্ছামত পরিচালিত করে, 'অজ্ঞান' অর্থাৎ অবিদ্যা যেন সেই ভাবে মহারাজের চিত্তের উপর আরোহণ করিয়া, তাঁহার চিত্তকে নিজের ইচ্ছামত চালাইয়াছিল। অশ্ব যেরূপ আরোহীর আজ্ঞাধীন হয়, মহারাজের হৃদয়ও সেইরূপ অবিদ্যার অধীন হইয়াছিল। 'পারক্যস্য এব দেহস্য'—যে দেহ 'পারক্য' = পরের বস্তু, অর্থাৎ যাহা আমার আত্মস্বরূপ হইতে

পৃথক, সেই দেহের '[অর্থে]' = প্রয়োজনের জন্য, অর্থাৎ সেই দেহ-স্থিত মন এবং অপর ইন্দ্রিয়গণকে রাজ্যভোগ-সুখের দ্বারা পরিতৃপ্ত করার জন্য।

অক্ষৌহিণী'—বহুসংখ্যক অশ্ব, গজ, পদাতি প্রভৃতি লইয়া গঠিত সৈন্যদল, 'হতাঃ' = আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

বালদ্বিজসুহৃন্মিত্রপিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ—'দ্রুহঃ' = হিংসাকারীর (দ্রু = হিংসা করা)। যে. বাল = বালক + দ্বিজ = ব্রাহ্মণ + 'সুহৃৎ' = যাঁহারা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া উপকার করেন + 'মিত্র' = হিতাকাঙ্ক্ষিগণকে, ভীষ্মাদি 'পিতৃ'গণকে, দুর্য্যোধনাদি 'ভ্রাতৃ'-গণকে, এবং দ্রোণাদি 'গুরুর' হিংসা করিয়াছে, এরূপ যে আমি, সেই আমার 'বর্ষ-অযুতাযুতৈঃ'—অযুতের উপর অযুত বৎসরেও নরক হইতে মোক্ষ হইবে না। মদ্ধতবন্ধূনাং—'ময়া' আমা দ্বারা হত হইয়াছে বন্ধু = স্বামী যাহাদের, এরূপ 'স্ত্রীণাং' = স্ত্রীগণের 'য অসৌ দ্রোহঃ' —যে অনিষ্ট ; অসৌ = আমি চক্ষের সম্মুখে যে দ্রোহকে দেখিতেছি, তাহা 'ইহ উত্থিতঃ' এই যুদ্ধেই হইয়াছে ; 'তৎ' = সেই দ্রোহকে অর্থাৎ তাহা হইতে সঞ্জাত পাপকে 'গৃহমেধীয়ৈঃ'—গৃহে মেধা যেষাং, অর্থাৎ যাঁহারা সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত, তাঁহারা 'গৃহমেধী' ; তাঁহাদিগের জন্য যে অশ্বমেধাদি 'কর্ম্ম' = যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে 'গৃহমেধীয়' কর্ম্ম বলে। সেইরূপ কোন কর্ম্ম দ্বারা এই পাপকে 'ব্যপোহিতুং' – 'অপাকর্ত্তুং' অর্থাৎ দূর করিতে, 'অহং ন কল্পঃ'—আমি সমর্থ হইব না। 'পঙ্কাম্ভঃ'—পঙ্কমিশ্রিত জল ; '[ন মৃজ্যতে]' —পরিষ্কৃত হয় না ; 'একাং'—অদ্বিতীয়; অর্থাৎ এইরূপ অসংখ্য প্রাণিবধ আর কখনও হয় নাই, সেইরূপ 'ভূতহত্যাং'—প্রাণিবধ।

মহারাজের মনে আলো-আঁধারে পথহারা ভাব ·
এই 'পারক্যস্য দেহস্য' কথাটি জ্ঞানের কথা বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে 'মে হতাঃ' এই কথাটিতে অবিদ্যাস্পৃষ্ট 'অহংকর্ত্তা'-ভাব অতি প্রবল আকারে রহিয়াছে। দেহাত্মভাব থাকাতেই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার

দেহের কার্য্যকে নিজের কার্য্য ভাবিয়া 'মে' পদ ব্যবহার করিলেন; অর্থাৎ তিনি মুখে দেহকে 'পারক্য' বস্তু বলিলেও অজ্ঞানতাবশতঃ ঐ দেহের কার্য্যকে নিজের কার্য্যই ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন। আরও দেখা যায় যে, দেহ যদি বাস্তবিকই 'পারক্য' (=পরস্য ইদং) অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথগ্ বস্তু, তাহা হইলে নষ্ট দেহসকলের জন্য তিনি এত শোকই বা কেন করিতেছিলেন? জড়দেহ-নাশে ত কাহারও আত্মার নাশ হয় নাই, তাহা হইলে শোকই বা করেন কেন? 'অচ্ছেদ্যোঽয়ং' ইত্যাদি গীতার শ্লোক দ্রষ্টব্য—এই শোকেও অজ্ঞানের প্রাবল্যই দেখা যায়। মহারাজের মনে এই জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, আলোকের সহিত আঁধারের সংমিশ্রণের ন্যায়; এবং এই আলো-আঁধারের ভাব লোককে কেবল পথহারাই করায়।

আমাদের অনেকের মনেই এই রকম জ্ঞান ও অজ্ঞানের সংমিশ্রণ আছে, এবং তাহাতেই আমরা জ্ঞানাভিমানবশতঃ নূতন নূতন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, কেবল কষ্টই পাইয়া থাকি। জ্ঞানমার্গে সাধনা উত্তম বস্তু, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত মানব ঐ সাধনা করিতে গিয়া, এইরূপ জ্ঞানের আলোক এবং অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া পথহারা হয়, এবং 'সংসারদুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মা' হয় বলিয়াই মানবের মঙ্গলার্থ শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা এবং অবতারণা হইয়াছে। আমাদের মত আলো-আঁধারে পথহারা লোকদিগের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বিদুর বলিয়াছিলেন যে, যাহারা 'অকাট মূর্খ', অর্থাৎ যাহাদিগের মনে জ্ঞানের লেশমাত্র নাই, তাহারা সুখী, কিম্বা যাহারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সুখী। কিন্তু যাঁহারা এই উভয় শ্রেণীর মাঝামাঝি আছেন, তাঁহারা কেবল কষ্টই পাইয়া থাকেন; 'যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ' (শ্রীমদ্ভাগবত ৩ স্ক ৫ম অ ১৭ শ্লোক)।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—সূত ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রাকৃত (= মায়াসৃষ্ট ও মায়ার অধীন) লোকের ন্যায় সুহৃদ্‌গণের বিনাশ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অহো রাজ্যলুব্ধ হওয়াতে দুরাত্মা আমার হৃদয়ে ভোগসুখ-লালসার আকারে অবিদ্যা কত প্রবল ছিল তাহা দেখ। যে দেহ আমার পর, অর্থাৎ যাহা আমার আত্মস্বরূপ হইতে পৃথক, তাহারই সুখের জন্য বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, মিত্র, পিতৃ-ভ্রাতৃ এবং গুরুগণকে আমি বধ করিয়াছি, এবং অসংখ্য সৈন্য এবং অপর জীবগণকে হত্যা করিয়াছি। অযুত অযুত বৎসর নরকে বাস করিলেও এই পাপজনিত নরক হইতে আমার উদ্ধার হইবে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে যে, প্রজারক্ষার্থ ধর্ম্মযুদ্ধে এবং শত্রুবধে দোষ নাই, কিন্তু এই শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা আমার মন প্রবোধিত হইতেছে না ; কারণ যুদ্ধের সময় আমি ত 'প্রজাভর্ত্তা' অর্থাৎ প্রজাপালক রাজা ছিলাম না ; অতএব আমি যে এই যুদ্ধ প্রজার মঙ্গলের জন্য করিয়াছি, তাহা বলা যাইতে পারে না। আমার দ্বারা স্ত্রীগণের—স্বামী বিনষ্ট হওয়াতে আমার ঘোর পাপ উৎপাদিত হইয়াছে। সাংসারিক ভোগ-সুখে আসক্ত লোকদিগের জন্য অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ কোন যজ্ঞ দ্বারা ঐ পাপের বিনাশ হইতে পারে না। পঙ্কমিশ্রিত জলের মলিনতা পঙ্ক দ্বারা বিনষ্ট হয় না, মদ্যপানে যে অপবিত্রতা উৎপন্ন হয়, পুনরায় মদ্যপান দ্বারা তাহা দূর হয় না। অতএব যুদ্ধে জীবহিংসা করাতে যে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে, কোন যজ্ঞে আবার বহুসংখ্যক জীবহিংসা দ্বারা ঐ পাপ দূর হইবে না।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
ব্যাখ্যায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরাদিকে উপদেশ প্রদান এবং সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণ; ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি এবং ভক্তিযোগ হইতে মোক্ষলাভ

তাৎপর্য্য—যখন শ্রীকৃষ্ণের এবং অপর ঋষিগণের উপদেশেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চিত্ত হইতে বহু-জীবহত্যাজনিত বিষাদ দূর হইল না, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণকে ও ঋষিগণকে সঙ্গে লইয়া, শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট উপদেশ লাভের জন্য গমন করিলেন। ভীষ্ম যথাবিধি ঋষিগণের সম্মান করিলেন; এবং লৌকিক আচারের অনুসরণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে প্রণাম করিলেও ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে 'হৃদিস্থ জগদীশ্বর' ভাবেই জানিতেন, অতএব তিনিও শ্রীকৃষ্ণের যথাবিহিত পূজা করিলেন [১-১০ শ্লোক]

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের বাক্য—তখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা 'প্রশ্রয়-প্রেমসঙ্গত'-ভাবে শরণাগত ব্যক্তির ন্যায় ভীষ্মের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি অনুরাগবশতঃ তখন ভীষ্মের চক্ষু অশ্রুতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। ভীষ্ম সেই অশ্রুপূরিত চক্ষুদ্বয় পাণ্ডবভ্রাতৃগণের দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, হে পাণ্ডুনন্দনগণ! তোমরা এখন জীবন ধারণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছ! এই অভিপ্রায় ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং তোমাদিগের মনের এই ভাব দেখিয়া আমি মৃত্যুশয্যাতেও যাতনা বোধ করিতেছি। তোমাদিগের ন্যায় যাঁহারা বিপ্রগণকে, ধর্ম্মকে, এবং অচ্যুতকে আশ্রয়-ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি এইরূপ গর্হিত অভিপ্রায় করা কর্ত্তব্য? তোমাদের মাতা, তোমাদিগের শৈশব-কাল হইতেই বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছেন, তোমরা আবার তাঁহার মনে নূতন যাতনা দিতে কেন উদ্যত হইয়াছ? দুর্য্যোধন এই সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন,

তোমরা তাঁহাকে বধ করাতে এখন প্রজাগণ 'অনাথ' হইয়াছে। এখন যদি তোমরা সেই রাজ্য পালন না কর, তাহা হইলে রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া সেই 'অনাথ' প্রজাগণকে যে কত কষ্ট দান করিবে, তাহা তোমরা দেখিতেছ না !

আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, প্রণিধান করিয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদিগের এই বিপদের কোন গূঢ় রহস্য আছে। সংসারে লোকের অধর্ম্মাচরণবশতঃ বিপদ উপস্থিত হয়, কিন্তু তোমাদিগের ধর্ম্মাচরণে কোন ত্রুটিই হয় নাই ; কাহারও বা ভাল যোদ্ধা কিম্বা অস্ত্রাদি অথবা সু-মন্ত্রী না থাকাতে বিপদ্ ঘটে, কিন্তু তোমাদিগের যোদ্ধার বা অস্ত্রের অভাব ছিল না, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মন্ত্রী হইয়াছিলেন, অতএব তোমাদিগের মন্ত্রীর অভাবও ছিল না, তথাপি তোমাদিগের বিপদ ঘটিয়াছে। অতএব নিজেদের অবস্থা হইতেই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছ যে, বিপদকে রোধ করা মানবের সাধ্যাতীত। হয়ত বলিবে যে, কেন বিপদ হইয়াছে ? এই প্রশ্ন উপলক্ষে আমি বলিতেছি যে, কি অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তোমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন, তাহা বলার সাধ্য কাহারও নাই। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কেবল ঈশ্বরই জানেন। আমাদের পুরোবর্ত্তী এই শ্রীকৃষ্ণই সেই ঈশ্বর। ইঁহার 'বিধিৎসিত' (=অভিপ্রায়) কি, তাহা কেহই জানে না, বা কাহারও জানিবার সামর্থ্যও নাই ; যদি কেহ জানিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ঐ মোহ আরও গাঢ়তর হয়। তাঁহার অভিপ্রায় জানা ত দূরের কথা, বহু সাধনা করিয়াও কেহ আমাদিগের পুরোবর্ত্তী এই শ্রীকৃষ্ণের লীলাসকলের গভীরতম রহস্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারেন না। যথাক্রমে যোগমার্গে, ভক্তিমার্গে এবং জ্ঞানমার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করাতে কেবল যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব, ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদ, এবং যিনি জ্ঞানে ভগবৎসদৃশ সেই কপিল এই রহস্যসকল অবগত আছেন। কিন্তু কখন্ কি লীলা সাধন করা শ্রীকৃষ্ণের 'বিধিৎসিত' (=অভিপ্রেত) তাহা কপিলাদিও অবগত নহেন।

এই বাক্য বলিবার পরে ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিজের সম্রাট-ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভো! ভগবানের মঙ্গলসাধক ইচ্ছাতেই আপনাদিগের এই সকল বিপদ হইয়াছে, এই স্থির ধারণাকে আশ্রয় করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত এবং তাঁহার আজ্ঞার অধীন হইয়া, আপনারা অনাথ প্রজাগণকে পালন করুন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভীষ্ম বলিলেন যে, ইনিই প্রলয়ে নারায়ণরূপে কারণার্ণবে শয়ান থাকেন, ইনিই পরমপুরুষ বাসুদেব, সুতরাং ইঁহার শরণাগত হইলে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবেন [১১-১৯ শ্লোক]।

পাণ্ডবগণকে আশ্বাস প্রদান—শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশী ভাবের কথা শুনিয়া যদি যুধিষ্ঠিরাদি মনে আশঙ্কা করেন যে, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহাকে সচিব, দূত এবং সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করাতে হয়ত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিরাগভাজন হইয়াছেন, সেই জন্য ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সমদৃক্ এবং অহঙ্কারাদি দোষহীন, অতএব পাণ্ডবদিগের দ্বারা দৌত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ 'মতিবৈষম্য' হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমদর্শী, তাহা হইলেও একান্ত-ভক্তগণের প্রতি তাঁহার কত অনুকম্পা, তাহার নিদর্শন দেখাইয়া, একান্তভক্ত যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করার জন্য সম্বোধন করিয়া ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের কত অনুকম্পা তাহার পরিচয় এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইতেই দেখিতে পাইবেন—আমি মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনা করিয়াছিলাম, সেইজন্য তিনি স্বয়ং আমার সম্মুখে আগমন করিয়া আমার বাসনা পূরণ করিতেছেন। অতএব হে বৎসগণ! তোমরা তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া থাক, কখনও তাঁহার অনুকম্পা হইতে বঞ্চিত হইবে না। [২০-২৩ শ্লোক]।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভীষ্মের প্রার্থনা—ঐ বাক্য দ্বারা পাণ্ডবগণের প্রতি নিজের উপদেশের উপসংহার করিয়া, ভীষ্ম

শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, এত কাল যে চতুর্ভুজমূর্ত্তি তিনি (ভীষ্ম) কেবল ধ্যানে উপলব্ধি করিয়াছেন, এখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বহু-প্রার্থিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে ভীষ্মের নেত্রদ্বয়ের অগ্রে প্রকটিত করুন; এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার 'প্রসন্নহাসারুণ' নেত্রদ্বয় দ্বারা ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, এরূপ ভাবে অবস্থান করুন যে, ভীষ্ম যেন চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই ধ্যানাস্পদ রূপ দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন [২০-২৪ শ্লোক]।

সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণ—ইহার পরে যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় ভীষ্ম পাণ্ডবভ্রাতৃগণের এবং ঋষিগণ প্রভৃতি অপর শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সর্ব্ববিধ বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম, সকাম ও নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং স্ত্রীধর্ম্ম প্রভৃতির বর্ণনা করিলেন; এবং ঐ সকল ধর্ম্ম কি প্রকার প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাও কীর্ত্তন করিলেন। [২৪-২৮ শ্লোক]।

ভীষ্মের দেহত্যাগের উদ্যোগ—উত্তরায়ণ যখন উপস্থিত হইল, তখন ভীষ্ম অপর বিষয়ে আলাপ বন্ধ করিয়া, দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি তখন নেত্রদ্বয়কে বিস্ফারিত করিয়া স্বায় দৃষ্টিকে সম্মুখে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ করিলেন; (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ যে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে দর্শন করিতে লাগিলেন)। তৎপরে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তব আরম্ভ করিলেন [২৯-৩১ শ্লোক]।

ভীষ্মের স্তব—স্তবের প্রারম্ভে ভীষ্ম প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি এই কৃপা করুন, যেন আমার মন হইতে সকল ভোগ-বাসনা দূর হয়। মনের এই অবস্থার নাম 'বিতৃষ্ণা মতি'। কেবল বাসনার উপশম দ্বারাই ভীষ্ম পরিতৃপ্ত হইলেন না, সেইজন্য তিনি চাহিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে তাঁহার 'বিতৃষ্ণা মতি' সাত্বতপুঙ্গব শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতেই স্থাপিত হউক; অর্থাৎ তাঁহার মন কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই কামনা করুক। মানবের সাধ্য নাই

যে, ভগবানের শক্তি ব্যতীত কেহ নিজের শক্তিবলে আপন মতিকে শ্রীভগবানে আবদ্ধ রাখিতে পারে। সেইজন্য এই আজন্ম-ব্রহ্মচর্য্যরত, সংযতচেতাঃ এবং মহাতেজস্বী যোদ্ধাও তাঁহার চিত্তের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হউক, স্তবের প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন। চিত্তের এই অবস্থাকেই বলে শরণাগত-ভাব। কেবল শ্রীভগবানে 'মতি' স্থাপিতা হইলেই সুখের পূর্ণতা হয় না, সুখের পূর্ণতার জন্য ভক্তিও অত্যাবশ্যক। সেই কারণে ভীষ্ম বলিলেন, অর্জ্জুনের সখা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে যে সখ্য-লীলা করিয়াছিলেন, ঐ রূপের প্রতি তাঁহার 'রতি' হউক। নরলোকে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে যিনি শ্রীহরির নিত্যপার্ষদরূপে সখ্যরসের মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম যে এই সারথ্য-লীলা দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

পরবর্ত্তী পাঁচটি শ্লোকে ভীষ্ম ঐ সারথিরূপেরই উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, সেই রূপের নব নব মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিলেন। নরলোকে জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীহরির নিত্য-পার্ষদ থাকিবার সময় ভীষ্ম সখ্য-ভাবের যে সকল উৎকর্ষ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই সকল উৎকর্ষ অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় তাঁহার চিত্তে ঐ সখ্যভাবাত্মক প্রেমের স্ফুরণ করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সেই প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান এবং আনন্দময় স্বরূপে নিমজ্জিত হওয়ায়, শ্রীহরির অপর অপর উৎকর্ষসকলও তাঁহার চিত্তে প্রতিভাত হইল। অনুভূতির এইরূপ সম্প্রসারণ হওয়ার পর, স্তবের ৪০-৪১ শ্লোকে শ্রীভগবৎ স্বরূপের অপর অপর মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য্যও ভীষ্মের মুখ হইতে কীর্ত্তিত হইল।

সখ্য-ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের স্ফুরণ হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে; কারণ জ্ঞান এবং ভক্তি ভিন্ন বস্তু নয়, তাহারা একই বস্তুর দুইটি রূপমাত্র। অতএব ভক্তি-মার্গ বা যোগ-মার্গ দ্বারা সাধকের মতি যখন জ্ঞান, ভক্তি

এবং বৈরাগ্যের স্বরূপভূত বস্তুতে (অর্থাৎ ধর্ম্মে বা ভগবানে) উপনীত হয়, তখন সেই বস্তুর অপর অপর বিভূতিসকল সাধকের চিত্তে প্রতিভাত হওয়াতে, সাধক ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করেন। এই নিমিত্ত তখন ভীষ্মের চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হওয়াতে তিনি অনুভব করিলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মময়। এই জ্ঞান প্রবল হওয়ার পর ভীষ্ম 'বিধূতভেদমোহ'-ভাব প্রাপ্ত হইয়া 'ইমং একং' অর্থাৎ তাঁহার সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণকেই 'এক' (= অদ্বিতীয়) ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে সেই শ্রীকৃষ্ণেই 'সমধিগত' হইলেন; অর্থাৎ কেহ যেরূপ নিজস্ব বস্তুকে নিঃসঙ্কোচে এবং সর্ব্বতোভাবে অধিকার করে, ভীষ্মও শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপ 'সম্যগ্'-ভাবে 'অধি' = অধিকার করিয়া, তাঁহার স্বরূপে-'গত' অর্থাৎ তাঁহাতে লীন হইলেন, এবং তাঁহার চিরপার্ষদত্ব-লাভে অধিকারী হইলেন [৩২-৪২ শ্লোক]।

ভীষ্মের দেহত্যাগ এবং পার্ষদত্ব-লাভ—এই প্রকার স্তব করিতে করিতে যখন ভীষ্মের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে স্থাপিত হইল, তখন তিনি অন্তঃশ্বাস-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার বহির্বৃত্তিসকলের কার্য্য অবরুদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে মনের কার্য্যও রুদ্ধ হইল। তখন তথায় উপস্থিত যুধিষ্ঠিরাদি জনগণ অনুভব করিলেন যে, ভীষ্ম পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই লীন হইয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় শ্রীহরির পার্ষদভাবাপন্ন হইয়াছেন, এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মোক্ষ-লাভ হইয়াছে। সেই সময় দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, মানবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত রাজগণ ভীষ্মের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন [৪৩-৪৫ শ্লোক]।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভার-গ্রহণ—ভীষ্মের সৎকারাদি সমাপনানন্তর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন লাভের পর পৈতৃক রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন [৪৬-৪৮ শ্লোক]।

সূত উবাচ

ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া।
ততো বিনশনং প্রাগাদ্‌ যত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥১

(১) [অন্বয়] ইতি প্রজাদ্রোহাৎ ভীতঃ [যুধিষ্ঠিরঃ] ততঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া বিনশনং প্রাগাৎ যত্র দেবব্রতঃ অপতৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া'—'বিবিৎসা' = বেদিতুং ইচ্ছা, সকল ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া; 'ততঃ'—হস্তিনাপুর হইতে, 'বিনশনং'—কুরুক্ষেত্র (বি = বহুপরিমাণে + 'নশন = জীবনাশ যেখানে হইয়াছিল, তথায়); 'প্রাগাৎ' = আগ্রহের সহিত গিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—প্রজাহিংসায় ভীত হইয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট হইতে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা করিয়া, কুরুক্ষেত্রের যে স্থানে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত ছিলেন, সেই স্থানে আগ্রহের সহিত গমন করিলেন।

তদা তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ।
অন্বগচ্ছন্ রথৈর্বিপ্রা ব্যাসধৌম্যাদয়স্তথা ॥২
ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনঞ্জয়ঃ।
স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ ॥৩
দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্।
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥৪

(২-৪) [অন্বয়] তে সর্ব্বে ভ্রাতরঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ সদশ্বৈঃ, তথা ব্যাসধৌম্যাদয়ঃ বিপ্রাঃ রথৈঃ অন্বগচ্ছন্। হে বিপ্রর্ষে! সধনঞ্জয়ঃ ভগবান্ অপি রথেন [অন্বগচ্ছৎ]; সঃ [নৃপঃ] তৈঃ [পরিবেষ্টিতঃ সন্] গুহ্যকৈঃ [পরিবেষ্টিতঃ] কুবেরঃ ইব ব্যরোচত। দিবশ্চ্যুতং অমরং ইব ভূমৌ নিপতিতং ভীষ্মং দৃষ্ট্বা সানুগাঃ পাণ্ডবাঃ চক্রিণা সহ [তং] প্রণেমুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সদশ্ব'—ভাল ঘোড়া, 'অন্বগচ্ছন্'—অনু = পাণ্ডব ভ্রাতৃগণকে অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ + অগচ্ছন্ = গমন করিয়াছিলেন; 'সঃ [নৃপঃ]'—মহারাজ যুধিষ্ঠির; 'গুহ্যকঃ'—যক্ষ; 'চক্রিণা', শ্রীকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই পদ প্রয়োগ দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, তাঁহারই যোগমায়া বা সংসার-চক্রের লীলায় এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সঙ্গত দেশাচারের লৌকিকতাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নমস্য ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া লোকাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। 'দিবশ্চ্যুতং অমরং'—স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ রণশ্রমে এবং মৃত্যুশয্যায় ভীষ্মের জ্যোতি নিষ্প্রভ হওয়া দূরে থাকুক, বরং বর্দ্ধিত-প্রভাবই হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডব-ভ্রাতৃগণ সুবর্ণের অলঙ্কার দ্বারা শোভিত ভাল ভাল ঘোড়ায় চড়িয়া ভীষ্মের নিকট চলিলেন, তাঁহাদিগের পশ্চাতে একখানি রথে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। ব্যাস এবং ধৌম্যাদি ঋষি এবং ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি জনগণ রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। এই সকল অনুচর দ্বারা পরিবৃত যুধিষ্ঠিরকে সেই অবস্থায় যক্ষগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত কুবেরের ন্যায় শোভমান দেখাইতেছিল। রণশ্রান্তিতে এবং মৃত্যুশয্যায় ভীষ্মের দেহের জ্যোতি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তখন তিনি যেন কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডব-ভ্রাতৃগণ এবং তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণের মায়াচক্রে সমগ্র সংসার পরিচালিত হইতেছে, তিনিও লৌকিক আচার সংরক্ষণার্থ (কারণ ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের পিতৃশ্বসা কুন্তীরও পূজ্য ছিলেন) ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন।

তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়শ্চ সত্তম।
রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবম্॥৫

পর্ব্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ ॥৬
বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদস্ত্রিতো গৃৎসমদোঽসিতঃ।
কাক্ষীবান্ গৌতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোঽথ সুদর্শনঃ ॥৭
অন্যে চ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ।
শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥৮

(৫-৮) [অন্বয়] হে সত্তম! সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবর্ষয়ঃ চ ভরতপুঙ্গবং দ্রষ্টুং তত্র আসন্। পর্ব্বতঃ নারদঃ ধৌম্যঃ ভগবান্ বাদরায়ণঃ বৃহদশ্বঃ ভরদ্বাজঃ সশিষ্যঃ রেণুকাসুতঃ বশিষ্ঠঃ ইন্দ্রপ্রমদঃ ত্রিতঃ গৃৎসমদঃ, অসিতঃ, কাক্ষীবান্ গৌতমঃ চ অত্রিঃ, কৌশিকঃ অথ সুদর্শনঃ [আসন্]। হে ব্রহ্মন্! অন্যে চ ব্রহ্মরাতাদয়ঃ অমলাঃ মুনয়ঃ [তথা] কশ্যপঃ অঙ্গিরসাদয়ঃ শিষ্যৈঃ উপেতাঃ [সন্তঃ] আজগ্মুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভরতপুঙ্গবং'—কুরুকুলের পূর্ব্বপুরুষ ভরত, তাঁহার বংশের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ কৌরবশ্রেষ্ঠ; 'রেণুকাসুতঃ'—পরশুরাম; 'ব্রহ্মরাত'—শুকদেব; 'অঙ্গিরস'—বৃহস্পতি।

ব্যাখ্যা—শ্লোক অতি সরল, অতএব স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

তান্ সমেতান্ মহাভাগানুপলভ্য বসূত্তমঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ ॥৯
কৃষ্ণঞ্চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরম্।
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ ॥১০

(৯-১০) [অন্বয়] ধর্ম্মজ্ঞঃ দেশকালবিভাগবিদ্ বসূত্তমঃ [ভীষ্মঃ] সমেতান্ তান্ মহাভাগান্ উপলভ্য পূজয়ামাস। মায়য়া উপাত্তবিগ্রহং হৃদিস্থং জগদীশ্বরং আসীনং কৃষ্ণং চ তৎপ্রভাবজ্ঞঃ [ভীষ্মঃ] পূজয়ামাস।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দেশকালবিভাগবিৎ'—কোন্ দেশে

এবং কোন্ সময়ে (অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে) কি কি কর্ত্তব্য তাহা ভীষ্ম জানিতেন; 'বসূত্তমঃ'—ভূলোকে জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ভীষ্ম বসুশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 'তান্ মহাভাগান্'—মহান্ 'ভগ' অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যযুক্ত ঋষিগণকে; উপলভ্য—উপ = সমীপে + লভ্য = প্রাপ্ত হইয়া; 'উপাত্তবিগ্রহং'—যে শ্রীকৃষ্ণ 'মায়া' = নিজের যোগমায়া-নাম্নী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা (অর্থাৎ প্রারব্ধবশে নয়); 'বিগ্রহ' = স্থূলমূর্ত্তিকে 'উপাত্ত' = গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ যিনি 'হৃদিস্থ' = সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বাসুদেব, এবং তিনি 'জগদীশ্বর' - নিখিল বিশ্বের 'ঈশ্বর' = নিয়ন্তা, অর্থাৎ পরিচালক ছিলেন; এইরূপ যে 'আসীনং কৃষ্ণং'—ভীষ্মের নিকট প্রাকৃত মানবের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিলেও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ভীষ্ম জানিতেন, তাঁহাকে, 'তৎ-প্রভাবজ্ঞ'—'তৎ' = তস্য সেই শ্রীকৃষ্ণের 'প্রভাব' = প্রকৃষ্ট + ভাব = ঐশী স্বরূপ যে ভীষ্ম জানিতেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের মধ্যে বিশদ করা হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্।
অভ্যাচষ্টানুরাগাস্রৈরন্ধীভূতেন চক্ষুষা ॥১১

(১১) [অন্বয়] অনুরাগাস্রৈঃ অন্ধীভূতেন চক্ষুষা [উপলক্ষিতঃ ভীষ্মঃ] উপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্ পাণ্ডু-পুত্রান্ অভ্যাচষ্ট।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অনুরাগাস্রৈঃ—পাণ্ডবগণের প্রতি ভীষ্মের যে 'অনুরাগ' = স্নেহ ছিল, তাহা হইতে জাত· 'অস্রৈঃ' = অশ্রুকণাসকল দ্বারা 'অন্ধীভূতঃ'—অনন্ধঃ অন্ধঃ ভূতঃ; ভীষ্মের চক্ষু পূর্ব্বে অশ্রু দ্বারা আকুল ছিল না, এখন অশ্রু তাঁহার দৃষ্টি নিরোধ করিয়াছিল। উপাসীনান্—উপ = সমীপে + আসীন = উপবিষ্ট; পাণ্ডু-পুত্রগণ কাতরভাবে ভীষ্মের শরশয্যার সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। 'প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্' - 'প্রশ্রয়' = বিনয় এবং 'প্রেম' = পিতামহ-জ্ঞানে

ভক্তি ; এই দুই ভাব+সঙ্গত=সম্মিলিত ছিল, যে পাণ্ডুপুত্রগণের চিত্তে ; ভীষ্ম তাঁহাদিগকে 'অভ্যাচষ্ট' অভি=অভিমুখীকৃত্য, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির দিকে মুখ ফিরাইয়া+'আচষ্ট'=বলিলেন।

ব্যাখ্যা—তখন পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি স্নেহবশতঃ ভীষ্মের চক্ষুর্দ্বয় এত বাষ্পাকুল হইয়াছিল যে, তিনি স্বয়ং অন্ধবৎ হইয়াছিলেন। বিনয় এবং পিতামহের প্রতি প্রেমবশতঃ পাণ্ডুনন্দনগণও শোকে অভিভূত অবস্থায় ভীষ্মের শরশয্যার সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ যখন উভয়পক্ষই সমভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন [পূর্ব্বে তাঁহার মুখ ঋষিগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছিল]।

অহো কষ্টমহোঽন্যায্যং যদ্‌ যূয়ং ধর্ম্মনন্দনাঃ।
জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥১২
সংস্থিতেঽতিরথে পাণ্ডৌ পৃথা বালপ্রজা বধূঃ।
যুষ্মৎকৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ॥১৩

(১২-১৩) [অন্বয়] যৎ ধর্ম্মনন্দনাঃ যূয়ং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ [অপি] ক্লিষ্টং [যথা ভবতি তথা] জীবিতুং ন অর্হথ [ইতি] অহো কষ্টং ! অহো অন্যায্যং ! অতিরথে পাণ্ডৌ সংস্থিতে [সতি] তোকবতী বালপ্রজা বধূঃ পৃথা যুষ্মৎকৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি-'ধর্ম্মনন্দনাঃ'—এই পদ কেবল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নয়, পঞ্চপাণ্ডবকেই লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইজন্যই বহুবচনের ব্যবহার। এই পদের অর্থ 'ধর্ম্মের আনন্দবর্দ্ধক', অর্থাৎ ধর্ম্মনিষ্ঠ। 'বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ'—তোমরা ব্রাহ্মণগণকে, ধর্ম্মকে এবং যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'অচ্যুত' অর্থাৎ একাধারে নির্গুণ ব্রহ্ম, এবং ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্, তাঁহাকেও আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ। তথাপি এখন 'ক্লিষ্টং'=এত কাতর

হইয়াছ যে, 'জীবিতুং ন অর্হথ'—আপনাদিগকে জীবন ধারণ করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিতেছ, অর্থাৎ আর প্রাণ ধারণ করিতে তোমাদিগের বাসনা নাই।

'অহো কষ্টং, অহো অন্যাষ্যং'—ভীষ্ম দুইবার কাতরতা-জ্ঞাপক 'অহো' পদ উচ্চারণ করিয়া নিজের প্রবল মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করিলেন। 'অন্যাষ্যং' = ধর্ম্ম এবং নীতিবিরুদ্ধ। অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়াও তোমরা তাঁহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ! এই কি তোমাদিগের অচ্যুতপ্রেম! এই অভিপ্রায়কে ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলার কারণ এই যে, পাণ্ডবগণ এখন নিজের দৈহিক ও মানসিক সুখকে এতই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেছিলেন যে, তখন ঐ সুখ নাই বলিয়াই প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মুখে জীবহত্যা দ্বারা অধর্ম্ম করিয়াছি বলার সময়েও, তাঁহাদিগের মনের মধ্যে 'অহং' 'মম' ভাব অত্যন্ত প্রবলভাবেই ছিল, এইজন্য তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ; এবং তাঁহাদিগের এই মনোবৃত্তি নীতিবিরুদ্ধ। কারণ তাঁহারা নিজের সুখে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, দেহত্যাগ করিলে রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের কত অনিষ্ট হইবে, তাঁহাদিগের মাতার মনে কত কষ্ট হইবে, তাহাও লক্ষ্য করিলেন না; তাঁহারা কেবল আপন আপন কষ্টকেই দেখিতেছিলেন। ইহাই কি, 'বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ' মানবগণের কার্য্য!! পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্ম বলিলেন, তোমাদিগের এই মনের ভাব দেখিয়া আমি মৃত্যুশয্যাতেও সাতিশয় কষ্ট পাইতেছি।

এই ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য ভীষ্ম বলিলেন যে, 'অতিরথে'—রথিশ্রেষ্ঠ (অতি = অতিশয়েন + 'রথ = রথী) 'পাণ্ডৌ সংস্থিতে'—মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, 'তোকবতী' = তোকানি অপত্যানি, তদ্বতী (শ্রীধর); কুন্তী কেবল বিধবা হন নাই; বৈধব্যের সহিত অপত্যগণের লালন-পালনের ভার তাঁহার উপরই পড়িয়াছিল; এবং ঐ অপত্যগণ তখন শিশু ছিল, সুতরাং কুন্তীর উপর অতি গুরুভার

স্থাপিত হইয়াছিল। 'বালপ্রজাঃ' = বালাঃ প্রজাঃ যস্যা, ছোট সন্তান-সকল লইয়া, 'বধূঃ' = তোমাদিগের মাতা, এবং আমার পুত্রবধূ 'পৃথা' = কুন্তীদেবী; 'যুষ্মৎকৃতে' — তোমাদিগের জন্য; 'বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা' — অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। তোমরা এখন তাহা বিস্মৃত হইয়া মাতাকে পুত্রশোক প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছ। এই কার্য্য অতি 'অন্যায্য'। তোমাদিগের এই ধর্ম্ম এবং নীতিবিরুদ্ধ অভিপ্রায় দেখিয়া মৃত্যুশয্যাতেও আমার মনে সাতিশয় কষ্ট হইতেছে। কষ্টের আধিক্য প্রকাশের জন্য ভীষ্ম দুইবার 'অহো' পদ উচ্চারণ করিলেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের মধ্যে বিশদ করা হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ম্।
সপালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥১৪
যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো
বিপৎ ॥১৫

(১৪-১৫) [অন্বয়] ভবতাং চ যৎ অপ্রিয়ং [তৎ] সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে, বায়োঃ [বশে] ঘনাবলিঃ [ইব] সপালঃ লোকঃ যদ্বশে [বর্ত্ততে]। যত্র ধর্ম্মসুতঃ রাজা, বৃকোদরঃ গদাপাণিঃ, কৃষ্ণঃ অস্ত্রী, গাণ্ডিবং চাপং, কৃষ্ণঃ সুহৃৎ, ততঃ বিপৎ!!

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভবতাং চ যৎ অপ্রিয়ং'—তোমাদিগের ক্লেশকর যে কিছু ঘটনা হইয়াছে—অর্থাৎ বাল্যকালে জতুগৃহদাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনাদির বধ, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-বিনাশ প্রভৃতি যে সকল ক্লেশকর ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে '[তৎ] সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে'—ঐ সকল ঘটনাই শ্রীভগবানের 'কাল' নামক শক্তি

দ্বারাই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ঐ সকল ঘটনার কোনটিই তোমাদিগের আয়ত্তে ছিল না; এবং তোমরা কোনটিকেই নিবারণ করিতে পারিতে না। 'ঘনাবলিঃ'—মেঘপুঞ্জ; 'বায়োঃ [ইব]'—মেঘ যেরূপ বায়ুর বশেই থাকে, এবং বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, সেইরূপ 'সপালঃ লোকঃ যদ্বশে [বর্ত্ততে]'—সপালঃ = ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত + 'লোকঃ' = সংসারের স্থাবর, জঙ্গম এবং স্থূল, সূক্ষ্ম, সকল বস্তু ও জীব। অর্থাৎ কেবল লোকত্রয়ের অধিবাসিগণই যে সেই কালনাম্নী শক্তির অধীন তাহা নয়; ইন্দ্রাদি যে লোকপালসকল মহাশক্তিমান্ এবং দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত, তাঁহারাও ঐ কালশক্তির অধীন; অতএব তোমরা দুঃখ করিতেছ কেন! অবশিষ্টাংশ ব্যাখ্যায় দেখ।

ব্যাখ্যা—হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের অপ্রীতিকর যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই তোমাদিগের স্বাধীন শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। ভগবানের যে 'কাল'নাম্নী শক্তি জগৎকে পরিচালিত করিতেছে, ঐ শক্তি তোমাদিগের এবং তোমাদিগের প্রতিপক্ষগণের মন এবং বুদ্ধি প্রভৃতিকে পরিচালিত করিয়া এই মহাসমরাদি সকল ব্যাপারই সঙ্ঘটন করিয়াছে। ঐ শক্তিকে প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তোমাদিগের ছিল না। কেবল তোমরা কেন, মেঘসকল যেরূপ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়, এই ভোগলোকত্রয়ের স্থাবর, জঙ্গম, স্থূল, সূক্ষ্ম, সকল জীব ও সকল বস্তুই এবং লোকপালসকলও সেই শক্তির অধীন। তাঁহাদিগের কাহারও সাধ্য নাই যে, ঐ শক্তির প্রতিরোধ করেন। তোমাদিগের রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্ম্মের নন্দন, অতএব অধর্ম্মাচরণ দ্বারা যে এই বিপদ্ হইয়াছে তাহাও নয়। যে ভীমের ন্যায় বলীয়ান্ অতি বিরল, সেই ভীম স্বয়ং গদাপাণি হইয়া তোমাদিগের পক্ষে ছিলেন; এবং যে অর্জ্জুন অস্ত্রনৈপুণ্যে বিখ্যাত, তিনিও অস্ত্রধারণ করিয়া তোমাদের পক্ষে ছিলেন, এবং অর্জ্জুনের হস্তস্থিত যে গাণ্ডীব-ধনুর প্রতিপত্তি জগতে বিখ্যাত, সেই ধনুও অর্জ্জুনের হস্তে ছিল। অতএব তোমাদিগের যোদ্ধার বা

অস্ত্রের কোন অভাবই ছিল না, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মন্ত্রী ছিলেন, অতএব সুমন্ত্রীরও অভাব ঘটে নাই। তথাপি যে তোমাদিগের এই বিপদ্ হইয়াছে, তাহার কারণ এই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঈক্ষা দ্বারা প্রেরিতা হইয়া যে কাল শক্তি সকল কার্য্যই করেন, তিনিই তোমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন; অতএব ঐ বিপদ্ অপরিহার্য্য ছিল। তাই বলিতেছি যে, তোমরা কেন নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছ! অতএব আপনাদিগের মতিকে স্থির কর।

নহ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥১৬
তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্ষভ।
তস্যানুবিহিতোঽনাথা নাথ পাহি প্রজাঃ প্রভো ॥১৭

(১৬-১৭) [অন্বয়] হে রাজন্ কর্হিচিৎ পুমান্ হি অস্য বিধিৎসিতং ন বেদ, যুক্তাঃ [অপি] কবয়ঃ যদ্বিজিজ্ঞাসয়া মুহ্যন্তি। হে ভরতর্ষভ! হে নাথ! হে প্রভো! তস্মাৎ ইদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য তস্য অনুবিহিতঃ [সন্] অনাথাঃ প্রজাঃ পাহি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কর্হিচিৎ পুমান্'—কোন মানবই, 'চিৎ' পদ দ্বারা ইঙ্গিত করে যে, অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি যতই জ্ঞানী বা যোগী হউন না কেন; 'অস্য'—এই শ্রীকৃষ্ণের। এই সময় ভীষ্ম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইলেন (শ্রীধর); 'বিধিৎসিতং'—কি বিধান করিতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে (বি+ধা+ইচ্ছার্থে সন্) তাহা 'ন বেদ'—জানেন না; অর্থাৎ জানিতে সমর্থ হন না। [কেবল ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ কি করিবেন তাহাই যে কেহ জানিতে পারে না তাহা নয়, এখন যে সকল ঘটনা হইতেছে এবং অতীতকালে যাহা যাহা হইয়াছে, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের কি অভিপ্রায় আছে বা ছিল, তাহাও কেহ জানিতে পারেন না] 'যৎ বিজি-

জ্ঞাসয়া'—যে বিধিৎসিতকে 'বি' = সুস্পষ্টরূপে + 'জিজ্ঞাসয়া'—জানিতে ইচ্ছা করিয়া, 'যুক্তাঃ কবয়ঃ অপি মুহ্যন্তি'—'যুক্তাঃ' = বিবেকিনঃ (বিশ্বনাথ); অথবা 'যোগি'গণ এবং 'কবয়ঃ' = সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞগণ (বিশ্বনাথ); অর্থাৎ 'জ্ঞানি'গণও 'মুহ্যন্তি'—অবিদ্যার মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হন। অর্থাৎ লোকের যতই জ্ঞান বা যোগৈশ্বর্য্য থাকুক না কেন, কেহ নিজের ক্ষমতাবলে শ্রীহরির কার্য্যাবলীর অভিপ্রায় জানিতে পারেন না; যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া কাহাকেও নিজের অভিপ্রায় অবগত করান, তখনই কেবল তিনি জানিতে পারেন। অতএব মনে করিও না যে, 'কাল'-শক্তি তোমাদিগের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়কে অতিক্রম করিয়া তোমাদিগকে এই সকল দুঃখ দান করিয়াছে। অথবা ইহাও ভাবিও না যে, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেও কেবল 'প্রারব্ধ'বশেই তোমরা এই কষ্ট ভোগ করিয়াছ। অতএব কেন তোমাদিগের এই সকল বিপদ হইয়াছে, সে বিষয়ে আর নিরর্থক জল্পনা কল্পনা করিও না (শ্রীধর)।

'ইদং'—তোমাদিগের এই দুঃখাদি। 'দৈবতন্ত্রং'—ঈশ্বরাধীন; অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হইয়াছে; ইহা 'ব্যবস্য'—নিশ্চিত ধারণা করিয়া; নিজের ভক্তগণকেও এই দুঃখদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কোন দুর্জ্ঞেয় প্রয়োজন ছিল, ইহাই স্থির ধারণা করিয়া (বিশ্বনাথ)। 'অনাথাঃ প্রজাঃ পাহি'—আপনাদিগের রাজ্যের প্রজাগণের এখন কেহ 'নাথ' অর্থাৎ অধিপতি নাই, অতএব তাহাদিগকে পালন করুন, যেন রাজার অভাবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হইয়া প্রজাবর্গের কষ্ট না হয়। 'ভরতর্ষভ' এই পদ দ্বারা সম্বোধন করিয়া, ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে 'ভরত' নামক রাজার কুলগৌরব রক্ষা করার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, এবং 'নাথ' পদ দ্বারা ভীষ্ম আপনাকে মহারাজের প্রজাস্থানীয় করিয়া, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। 'প্রভো' পদ দ্বারা ভীষ্ম মহারাজকে আত্মসংযমাদি প্রভুশক্তি স্মরণ করাইয়া, শোকসম্বরণ এবং কর্ত্তব্যপালনে উৎসাহিত করিলেন।

ব্যাখ্যা—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কখন কি অভিপ্রায়ে কার্য্য করেন, তাহা কোন মানবই জানিতে পারেন না। মহাজ্ঞানী মনীষিগণ এবং যোগিগণও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে চেষ্টা করিয়া কেবল মোহ দ্বারাই আচ্ছন্ন হন। অতএব আপনি মনে করিবেন না যে, 'কাল'শক্তি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে অতিক্রম করাতে, অথবা 'প্রারব্ধ'বশে আপনারা এই সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের সখা এবং মন্ত্রী হইলেও, আপনাদের এই দুঃখ তাঁহারই ইচ্ছাতে হইয়াছে। তাঁহার ভক্তগণকে দুঃখ দেওয়ার কোন দুর্জ্ঞেয় প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, আপনি মনের মধ্যে এই ধারণা স্থির করুন। ঐ 'দুর্জ্ঞেয় প্রয়োজন'টি কি, এবং কি গূঢ় অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভক্তগণকেও বিবিধ প্রকার কষ্ট দিয়া থাকেন, ঐ সকল বিষয় তিনিই জানেন, অপর কেহ তাহা জানে না, তাহাদের জানার সামর্থ্যও নাই। এখন আপনি ভরতবংশের কুলগৌরব স্মরণ করিয়া, নিজের প্রভুশক্তির প্রভাবে আত্মসংযম (অর্থাৎ শোকসম্বরণ) করিয়া এই অনাথ প্রজাগণকে প্রতিপালন করুন। যাহাতে রাজার অভাবে দেশে বিশৃঙ্খলতা হইয়া প্রজাগণের কষ্ট না হয় তাহাই করুন। আমি আপনার প্রজা এবং আপনি আমার 'নাথ' (=প্রভু)। হে! প্রভো সেইজন্য প্রজাভাবে আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।

কয়েকটি সার কথা—আমাদিগের জন্মজন্মান্তর হইতে আগত 'কর্ম্মকে' (অর্থাৎ 'প্রারব্ধ' নামক আসক্তি এবং সংস্কার সকলের সমষ্টিকে) উপলক্ষ্য করিয়া কালরূপী ভগবান্ ইহলোকে আমাদিগের সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করেন। কাহার কি 'কর্ম্ম' অন্তর্নিহিত আছে, তাহা কেহই জানেন না, তবুও লোকে ভগবানের ব্যবস্থা ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সেই বিষয়ের সমালোচনা করেন। কোন রোগীর কি রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা না জানিয়াও চিকিৎসকের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করা যেরূপ বাতুলতার কার্য্য, আমাদিগের নিজের 'কর্ম্ম'-রূপ রোগের অবস্থা কিছুই না

জানিয়া ভগবানের চিকিৎসার (অর্থাৎ তাঁহার বিহিত রোগ-শোকাদির) সমালোচনা করাও সেইরূপ বাতুলতা। ভগবানের চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি, সেই সম্বন্ধে আমাদিগের নানারূপ জল্পনাও বাতুলতা। ভগবান্ পাকা চিকিৎসক, তাঁহার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার শরণাগত হওয়াই শ্রেয়স্কর।

(ক) 'অহংকর্ত্তা'-রূপ অবিদ্যা হইতে 'আমি বড় বুদ্ধিমান্' এই ধারণা প্রবল হয় ; এবং সেই অবিদ্যার মোহে লোকে ভগবানের প্রদত্ত সুখ-দুঃখাদি-ব্যবস্থার গূঢ় উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে এবং সেই সকল ব্যবস্থার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন অবিদ্যা আমাদিগকে এতই মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে, আমরা একবারও ভাবি না যে, যে 'কর্ম্ম'-নামক রোগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সুখ-দুঃখ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই রোগটিই যখন আমাদের অবিদিত, তখন ভগবানের ব্যবস্থা ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে তাহা বলা কি অসম্ভব নয় ? অবিদ্যা লোকের মনে 'সবজান্তা'-ভাবের সৃষ্টি করিয়া এই মতিভ্রম করায় ; ঐ ভ্রান্তি দেখিয়া অপর লোকেরও মতিভ্রম হয়।

'অস্মিতা'-নাম্নী অবিদ্যার এই বিরাট রূপ ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমাদের সকল দুঃখ এই 'অস্মিতা' হইতেই উদ্ভূত হয়। আবার যখন, 'ভবান্ প্রভু, অহং দাসঃ' অথবা তুমি 'কান্ত' আমি 'কান্তা' এই ভাব আমাদের মনে প্রবল হয়, তখন এই 'অস্মিতা'ই বিমলরূপ ধারণ করিয়া, সকল সুখেরই কারণ হয়।

(খ) কোন একটা বিপদ্ হইলেই আমরা অনেকেই তাহার কারণ এবং ভগবানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনাদি করিয়া নানাবিধ মীমাংসা করিয়া বলিয়া থাকি যে, ভগবান্ এই অভিপ্রায়ে এই কার্য্য করিয়াছেন। এই কারণ-নির্দ্ধারণ-প্রবৃত্তি কোন কোন লোকের মনে তথ্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তি হইতে জন্মায়। এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা ঘটনাবলীর কারণ না জানিলে

ভগবানের উপরও আস্থাবান হন না, তাঁহারা কারণ অনুসন্ধান দ্বারা ভ্রমেই পড়েন। তবুও তাঁহাদের কারণ জানা চাই।

(গ) যিনি যথার্থ ভক্ত তিনি শোকেও ব্যাকুল হন না, এবং ভগবানের অভিপ্রায় জানিতেও ব্যাকুল হন না। মোট কথা, ভগবানের অভিপ্রায় জানার জন্য প্রবৃত্তি সঞ্জাত হওয়াই ভক্তি এবং ভগবানে আস্থার ন্যূনতা প্রকাশ করে।

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু॥১৮

(১৮) [অন্বয়] এষঃ বৈ সাক্ষাৎ ভগবান্ আদ্যঃ পুমান্ স্বয়ং নারায়ণঃ, [যঃ] মায়য়া লোকং মোহয়ন্ গূঢ়ঃ [সন্] বৃষ্ণিষু চরতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'এষঃ বৈ সাক্ষাৎ ভগবান্'—ভীষ্ম পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন যে, ইনি 'বৈ' = সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্। 'সাক্ষাৎ = স্বয়ং, অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অংশ বা বিভূতি নহেন, ইনি পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের স্বরূপ। ইনিই 'আদ্যঃ পুমান্' = ইনিই সৃষ্টির আদিতে পুরুষরূপে বিশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এবং ইনিই 'নারায়ণঃ' = ইনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে 'নারা' অর্থাৎ কারণার্ণবসলিলে শয়ান ছিলেন। (নারা = জল + অয়ন = মার্গ, আধার) এখন 'মায়য়া লোকং মোহয়ন্' = নিজের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা ইনি জীবসকলকে মুগ্ধ করাতে ইঁহার ঐশী স্বরূপ তাঁহারা অবগত হইতে পারেন না। অতএব ইনি 'গূঢ়ঃ' = প্রচ্ছন্নভাবে প্রাকৃত মানবের ন্যায় 'বৃষ্ণিষু চরতি' = যদুবংশে বিচরণ (= লীলা) করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থে বিশদ করা হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

যস্যানুভাবং ভগবান্ বেদগুহ্যতমং শিবঃ।
দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো নৃপ॥১৯

(১৯) [অন্বয়] হে নৃপ ! অস্য গুহ্যতমং অনুভাবং ভগবান্ শিবঃ, দেবর্ষিঃ নারদঃ, সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলঃ বেদ ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—গুহ্যতম = প্রচ্ছন্ন হওয়াতে যে সকল বিষয় দুর্ব্বোধ তাহাদিগের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে 'অনুভাব' অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। 'অনুভাব'—প্রভাব (শ্রীধর)। ভাববোধক চেষ্টাবিশেষ (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ যাহা শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞাপক কিন্তু যাহা, 'অনু' = লীলাদির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকাতে অলক্ষ্য, এরূপ + 'ভাব' = স্বরূপ অর্থাৎ লীলাসকলের গভীর রহস্য। 'ভগবান্ শিবঃ'—যে মহাদেব যোগৈশ্বর্য্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করাতে 'ভগবান্' তুল্য হইয়াছেন ; 'দেবর্ষিঃ নারদঃ'—যে ভক্তচূড়ামণি নারদ দেবগণের মধ্যেও পরম জ্ঞানী হওয়াতে তাঁহাকে 'দেবর্ষি' বলে ; এবং 'ভগবান্ কপিলঃ' জ্ঞানমার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া কপিলদেব যেন 'সাক্ষাৎ ভগবান্'-তুল্য হইয়াছিলেন। যোগ, ভক্তি, এবং জ্ঞানমার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া এই তিনজন কেবল শ্রীভগবানের লীলা-রহস্য-মাত্র অবগত আছেন, কিন্তু ইঁহারাও তাঁহার 'বিধিৎসিত' অবগত নহেন (১৬ শ্লোক)। বিশ্বনাথ বলেন যে, প্রেম সঞ্জাত হওয়ার প্রারম্ভে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি 'অনুভাব'-সকল হওয়ার পরে স্থায়িভাব অর্থাৎ প্রকৃত প্রেম জাত হয় ; এবং 'অনুভাব' প্রবল হইলে স্থায়িভাবও প্রবল হয়, এবং ইহা স্বল্প মাত্রায় হইলে স্থায়িভাবও স্বল্প মাত্রায় হয়। ভগবান্ মা যশোদার নিকট বন্ধনপ্রাপ্তি, অর্জ্জুনাদির নিকট সখ্য, উগ্রসেনের নিকট অধীনতাস্বীকাররূপে যে যে লীলা করিয়াছিলেন সেই লীলাসকল কেবল তাঁহাদিগের মনে প্রেম সঞ্চারের পূর্ব্বাভাষ মাত্র। কিয়ৎ পরিমাণে প্রেমসঞ্চার হওয়ার পরে শ্রীভগবান্ সিদ্ধ ভক্তগণকে এবং সাধকগণকে কষ্ট দান করিয়া, সেই প্রেমকে দৃঢ় করেন।

[প্রহ্লাদ, নারদ, বলিরাজ প্রভৃতির নির্য্যাতন শ্রীভগবানের এই ভক্তনির্য্যাতন-লীলারই পরিচায়ক। গোপীগণও বাদ যান নাই। প্রভু রামাবতারে নিজের উপরও নির্য্যাতনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন]

ব্যাখ্যা—ভীষ্ম বলিলেন, হে রাজন্! ভগবানের লীলারহস্য অতি দুর্ব্বোধ, কেবল মহাদেব যোগমার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া, নারদ ভক্তচূড়ামণিপদবী লাভ করিয়া, এবং কপিল জ্ঞানমার্গে স্বয়ং ভগবানের তুল্য পদবী প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীভগবান্ কিরূপে প্রচ্ছন্ন-ভাবে লীলা করিতেছেন, সেই রহস্য বিদিত আছেন। অতএব আপনারা শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াও কেন এত কষ্ট পাইলেন, তাহা ভাবিয়া কাতর হওয়া উচিত নহে, কারণ তাঁহার লীলারহস্যসকল আমাদিগের বোধগম্য নহে। অতএব তাঁহার অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করুন (১৭ শ্লোক)।

যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্।
অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিম্ ॥২০
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ।
তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ ॥২১

(২০-২১) [**অন্বয়**] যং মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমং মন্যসে, অথ সৌহৃদাৎ সচিবং দূতং সারথিং অকরোঃ, নিরবদ্যস্য অনহঙ্কৃতেঃ অদ্বয়স্য সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ [তস্য] তৎকৃতং মতিবৈষম্যং ক্বচিৎ ন [অস্তি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মাতুলেয়ং'—মামাতো ভাই; প্রিয়ং ;—প্রীতির বস্তু; সুহৃত্তমং—প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না রাখিয়া উপকারক ব্যক্তিকে 'সুহৃৎ' বলে, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি পরম সুহৃৎ (শ্রীধর); 'সৌহৃদাৎ' = বিশ্বাসাৎ। বিশ্বনাথ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের 'অনুভাব' অর্থাৎ অলক্ষ্য শক্তির প্রভাব-বশতঃই পাণ্ডবদিগের মনের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার করিবার জন্য (প্রেম জাত হওয়ার পূর্ব্বে যেরূপ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চাদি হয় সেইরূপে) তাঁহাদিগের মনে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের 'প্রিয় মিত্র ও সুহৃত্তম' এই ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই 'অনুভাব' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষ্য শক্তিই

পাণ্ডবদিগের মনে প্রেমকে বর্দ্ধিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সচিব, দূত এবং সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করার প্রবৃত্তিও উৎপাদন করিয়াছিল; অর্থাৎ পাণ্ডবগণকে প্রেমের 'বশীকারত্ব'-রসের আস্বাদ দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষ্য শক্তি ঐভাবে কার্য্য করিয়া প্রেমকে প্রগাঢ় করিতেছিল, এবং সেই সময়েই নির্য্যাতন ও সারথ্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সখ্যতার আস্বাদ প্রদান করিয়া ঐ শক্তি প্রেমকে প্রগাঢ়ও করিতেছিল। অতএব ভগবান্‌কে আমরা কেন এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম ইহা ভাবিয়া যুধিষ্ঠিরাদির আত্মগ্লানি করা উচিত নয়।

সর্ব্বাত্মনঃ—যিনি সকলের আত্মা তাঁহার; এবং 'সর্ব্বাত্মা' হওয়াতে যিনি 'সমদৃক্' = সকলে তাঁহার নিজেরই রূপভেদমাত্র, এই ভাবে যিনি সকলকে দেখেন, অতএব রথী অর্জ্জুন এবং সারথি শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই অভেদ এই ভাবে দেখেন; সুতরাং 'অদ্বয়'—বিশ্বে তিনি-ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই, ইহাই ভাবেন। 'অনহঙ্কৃতেঃ'—গর্ব্বশূন্যস্য (বিশ্বনাথ); অর্থাৎ তখনও তিনি আত্মারাম-ভাবে ছিলেন। যে কালশক্তি ও মায়াশক্তির প্রভাবে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে এই সারথ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজের যোগমায়ারই কার্য্য; এবং সেই কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ তিনিই করিতেছিলেন। তখনও তাঁহার প্রকৃত-স্বরূপ ঐ সারথি-রূপ হইতে পৃথক্ এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে ছিল। 'নিরবদ্যস্য'—রাগাদিশূন্যস্য, যিনি প্রেমময়, অতএব প্রাকৃত রাগদ্বেষাদি যাঁহার নাই। 'তৎকৃতং'—'তৎ' = সেই সারথ্যাদি কার্য্যে নিয়োগ হইতে + 'কৃতং' = জাতং; 'মতিবৈষম্যং'—চিত্তের বিকারভাব, অর্থাৎ আমাকে হীন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া ক্রোধ বা প্রেমের হ্রাস; 'কর্হিচিৎ'—কখনও।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণকে মামাতো ভাই মনে করিয়া, তোমরা স্নেহ করিতে এবং তিনিও তোমাদিগের মনে প্রীতি উৎপাদন করিতেন, এবং তাঁহাকে নিস্বার্থ উপকারী জ্ঞানে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমরা তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিতে, এবং তাঁহাকে ত ওদৃ

সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলে ঐ সকল বিষয়ই তাঁহার 'অনুভাবের' অর্থাৎ অলক্ষ্য শক্তির কার্য্য; অর্থাৎ তাঁহার শক্তি অলক্ষ্যভাবে কার্য্য করিয়া তোমাদিগের মনে প্রেমের সঞ্চার করিয়াছিল; এবং তোমাদিগকে প্রেমের বশীকারত্ব প্রদর্শন করাইবার জন্য তাঁহার শক্তিই তোমাদিগের মনে শ্রীকৃষ্ণকে সচিব, দূত এবং সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্তি প্রদানও করিয়াছিল। জগৎপতিকে তোমরা এই সকল নীচ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলে বলিয়া, তাঁহার মনে তোমাদিগের প্রতি কোনরূপ ভাবান্তর হইয়াছে, এই আশঙ্কা করিও না, কারণ তিনি সর্ব্বাত্মা ও সমদৃক, এবং তিনি ভিন্ন অপর বস্তু বিশ্বে নাই, এই ভাবেই তিনি বিশ্বের সকল জীবের কার্য্য দেখেন, এবং তাঁহার মনে কামক্রোধাদিও নাই, তিনি নিয়ত আত্মারাম হওয়াতে তাঁহার মনে আত্মাভিমান ও গর্ব্ব প্রভৃতি নাই। অতএব তোমরা তাঁহাকে নীচ কার্য্যে নিযুক্ত করাতে তাঁহার চিত্তবিকার হইতে পারে না।

তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্।
যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥২২
ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ ॥২৩

(২২-২৩) [অন্বয়] হে ভূপ তথাপি একান্তভক্তেষু অনুকম্পিতং পশ্য; যৎ সাক্ষাৎ [কৃষ্ণঃ] অসূন্ ত্যজতঃ মে দর্শনং আগতঃ। ভক্ত্যা যস্মিন্ মনঃ আবেশ্য বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্ যোগী কলেবরং ত্যজন্ কামকর্ম্মভিঃ মুচ্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তথাপি'—যদিও শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি; 'একান্তভক্তেষু'—যাহাদিগের ভক্তি 'এক' = কেবল শ্রীকৃষ্ণেই + 'অন্ত' = পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি, অর্থাৎ যাহাদিগের মতি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অপর কিছুই চাহে না, তাহাদিগের

প্রতি ; 'অনুকম্পিতং' = বাঞ্ছাপূরণে আগ্রহ (অনু = অনুস্থত্য অর্থাৎ ভক্তের মনের গতিকে অনুসরণ করিয়া + কম্প = কাঁপা, ভক্তের মনে যে বাসনা হয়, শ্রীকৃষ্ণের মনেও তদনুযায়ী কম্পন অর্থাৎ responsive movement) হয়, এবং সেই বাসনা পূরণার্থ তিনি কার্য্য করেন। অতএব এই পদের ভাবার্থ 'কৃপা' ; 'সাক্ষাৎ [কৃষ্ণঃ] মে দর্শনং আগতঃ'—'সাক্ষাৎ' = পূর্ণৈশ্বর্য্য সহিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার চর্ম্ম চক্ষুর সম্মুখে আসিয়াছেন কেন? কারণ যখন আমার মনে বাসনা হইয়াছিল যে, মৃত্যুকালে আমি যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই, সেই বাসনার স্পন্দন (যাহার নাম 'অনুকম্পা') শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্তেও সেই সময়ে হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। [এই অনুকম্পা পূর্ব্বের শ্লোকে উক্ত শ্রীকৃষ্ণের 'সর্ব্বাত্মা'-ভাবের পরিচায়ক]। 'অসূন্, ত্যজতঃ'—প্রাণান্ ত্যজতঃ 'আবেশ্য'—'আ' = সর্ব্বতোভাবে স্থাপন করিয়া। 'যোগী'—যিনি চিত্তে ভগবান্‌কে ধ্যান ধারণাদি করেন তিনি, অর্থাৎ ভগবান্‌কে ধ্যান ধারণা করিতে করিতে দেহত্যাগকারী ব্যক্তি ; 'কামকর্ম্মভিঃ'—কাম = আসক্তি + কর্ম্ম = প্রারব্ধ ; মুচ্যতে = তখন সকল আসক্তি এবং প্রারব্ধ নষ্ট হইয়া সংসার-মুক্তি হয়।

ব্যাখ্যা—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, কিন্তু তাহা হইলেও যাঁহারা একান্ত ভক্ত তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কত 'অনুকম্পা' অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাঞ্ছা পূরণের জন্য তাঁহার কত আগ্রহ তাহাই দেখুন, আমি মৃত্যুকালে তাঁহার দর্শন কামনা করিয়াছিলাম সেইজন্য অনুকম্পা করিয়া তিনি স্বয়ং আমার দৃষ্টিপথে বিরাজমান হইয়াছেন। ভক্তি দ্বারা নিজের মনকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ তাঁহাকে ছাড়া অপর কিছুই চিন্তা না করিয়া, এবং চিত্তে তাঁহাকেই ধ্যান ধারণা করিতে করিতে ও মুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, যিনি দেহত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার সকল ভোগবাসনাময় 'কর্ম্ম' ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সংসার-মুক্তি হয়।

স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং
কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্।
প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লস-
ন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ ॥২৪

(২৪) [অন্বয়] প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লসন্মুখাম্বুজঃ ধ্যানপথঃ চতুর্ভুজঃ সঃ দেবদেবঃ ভগবান্ [তাবৎ] প্রতীক্ষতাং যাবৎ [অহং] ইদং কলেবরং হিনোমি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লসন্মুখাম্বুজঃ' —'প্রসন্ন'=প্রসাদ অর্থাৎ ভগবান্ অনুগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই ভাব জ্ঞাপিত হয় যাহা দ্বারা এইরূপ+'হাস'=প্রফুল্লতা আছে যাহাতে এরূপ যে+'অরুণলোচন=ঈষৎ রক্তিমাভাযুক্ত নেত্রদ্বয় তদ্দারা 'উল্লসৎ'—'উৎ'=অতিশয়+'লসৎ'=শোভমান+ 'মুখাম্বুজ'—মুখপদ্ম আছে যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের (অর্থাৎ ভীষ্মের ধ্যেয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তির) মুখকমলে যে অরুণ নেত্রদ্বয় আছে, তাহার প্রফুল্লতার দ্বারা প্রকাশ পায় যে, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিতে উৎসুক। 'ধ্যানপথঃ'—যিনি ধ্যানের পন্থা, অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ভীষ্মের ধ্যানের বিষয়ীভূত ছিল (বিশ্বনাথ)। 'দেবদেবঃ ভগবান্'—যে শ্রীকৃষ্ণ দেবগণেরও আরাধ্য এবং যিনি স্বয়ং ভগবান্। 'প্রতীক্ষতাং'—মাং প্রতি ঈক্ষতাং (শ্রীধর); 'প্রতি'=মাং প্রতি, অর্থাৎ আমার দিকে+'ঈক্ষতাং'=নিজের প্রসন্নহাসারুণলোচনের দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। যে মূর্ত্তিকে আমি এতকাল ধ্যানে দেখিয়াছি, সেই মূর্ত্তির কৃপাবলোকন আমি চর্ম্মচক্ষে দেখিতে দেখিতে যেন দেহত্যাগ করিতে পারি। যাবৎ—যতক্ষণ; ইদং কলেবরং হিনোমি— আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করি (হিনোমি—হা=ত্যাগ করা)।

ব্যাখ্যা—এই সময়ে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ভীষ্মের তৃপ্তির জন্য

নিজের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন। ভীষ্ম প্রার্থনা করিলেন যে, এতকাল যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির প্রসন্নহাস্য দ্বারা প্রফুল্ল নয়নযুক্ত মুখপদ্ম কেবল ধ্যানে দর্শন করিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির নেত্রদ্বয় হইতে কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া যতক্ষণ আমার দেহত্যাগ না হয়, ততক্ষণ আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, যেন আমি চর্ম্মচক্ষু দ্বারা ঐ মধুর রূপ দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিতে পারি।

সূত উবাচ

যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।
অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মানৃষীণামনুশৃণ্বতাম্ ॥২৫

(২৫) [**অন্বয়**] যুধিষ্ঠিরঃ তৎ আকর্ণ্য অনুশৃণ্বতাং ঋষীণাং [পুরতঃ] শরপঞ্জরে শয়ানং [ভীষ্মং] বিবিধান্ ধর্ম্মান্ অপৃচ্ছৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অনুশৃণ্বতাং'—'অনু' - অনুসৃত্য + শৃণ্বতাং, যাঁহারা মনোযোগ এবং সম্ভ্রমের সহিত ভীষ্মের কথা শুনিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা—ভীষ্মের বাক্য শেষ হইলে যে সমবেত ঋষিগণ মনোযোগ এবং সম্ভ্রমের সহিত ভীষ্মের কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমম্।
বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামাম্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥২৬
দানধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মান্ মোক্ষধর্ম্মান্ বিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্ম্মান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥২৭
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে।
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥২৮

(২৬-২৮) [**অন্বয়**] তত্ত্ববিৎ [সঃ] নানাখ্যানেতিহাসেষু

যথা [সন্তি তথা] পুরুষস্বভাববিহিতান্ [ধর্ম্মান্] বর্ণয়ামাস; [ততঃ] যথাবর্ণং যথাশ্রমং [ধর্ম্মান্ বর্ণয়ামাস্]; [ততঃ] বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যাং আম্নাতোভয়লক্ষণান্ [ধর্ম্মান্ বর্ণয়ামাস]; [ততঃ] দানধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মান্ স্ত্রী-ধর্ম্মান্ বিভাগশঃ [বর্ণয়ামাস] [ততঃ] ধর্ম্মার্থকামমোক্ষান্ মোক্ষধর্ম্মান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ সহোপায়ান্ সমাসব্যাসযোগতঃ [বর্ণয়ামাস]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তত্ত্ববিৎ'—যে ভীষ্ম সকল সারতত্ত্ব জানিতেন। 'ধর্ম্ম'—এই পদ দ্বারা ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল সাধনের ব্যবস্থাসকল বুঝায়। 'নানাখ্যানেতিহাসেষু'—পুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতিতে; 'আখ্যান' = যে যে শাস্ত্রে ধর্ম্মতত্ত্বসকল 'আ' = সম্যগ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে, (খ্যা = বলা) তদনুসারে; 'পুরুষস্বভাববিহিতান্'—পুরুষস্য স্বভাবেন বিহিতান্, অর্থাৎ জীবসাধারণের 'স্বভাব' = চিত্তবৃত্তির অবস্থাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে যে ধর্ম্মের আচরণের ব্যবস্থা হইয়াছে; এই ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমভেদ নাই, এই গুলিকে মূলতত্ত্ব বা basic principle বলে। যে যে ব্যবস্থা দ্বারা জীবসাধারণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসকলের প্রাবল্য বশতঃ ব্যক্তিগত বা সামাজিক অনিষ্ট হয় না, ভীষ্ম প্রথমে সেই সকল ব্যবস্থার বর্ণনা করিলেন। এই সকল ব্যবস্থাকে 'ধর্ম্ম' বলে। তাহার পরে 'যথাবর্ণং যথাশ্রমং'—চতুর্ব্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের জন্য যে যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহাও বলিলেন।

'বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যাং'—'বৈরাগ্য' আসক্তিশূন্যতা, + 'রাগ' = আসক্তি এই দুই 'উপাধি' = লক্ষণভেদে 'আম্নাত' = সাধিত হয়, (ম্না = অভ্যাস করা)। যে সাধনামার্গে আসক্তিশূন্যতা আছে, তাহাকে 'নিবৃত্তিমার্গ' বলে, এবং যে সাধনামার্গে আসক্তি আছে, তাহাকে সকাম সাধন বা 'প্রবৃত্তিমার্গ' বলে; এই সাধনায় লোকে স্বর্গসুখ বা ঐহিক ধনধান্যাদি কামনা করে।

রাবণাদি এই মার্গের সাধক ছিলেন। সকাম যাগযজ্ঞাদি প্রবৃত্তি-মার্গের সাধনা। 'বৈরাগ্য' এবং 'রাগ' দ্বারা 'আম্নাত'=সংসাধিত 'উভয়লক্ষণান্'=নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি এই দুই লক্ষণযুক্ত 'ধর্ম্মান্ বর্ণয়ামাস'—ধর্ম্মাচরণ-বিষয়ে উপদেশ দান করিলেন। তাহার পরে 'দানধর্ম্মান্'—কাহাকে এবং, কোন সময়ে কি বস্তু দান করিতে হয়; এবং 'রাজধর্ম্মান্'—রাজার কর্ত্তব্য, এবং 'স্ত্রীধর্ম্মান্'—স্ত্রীগণের ধর্ম্ম; 'বিভাগশঃ'—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, 'মোক্ষধর্ম্মান্'—শমদমাদীন্ (শ্রীধর); 'ভগবদ্ধর্ম্মান্'—হরিতোষক দ্বাদশীয় নিয়ম-সকল (শ্রীধর); অথবা ভক্তির অঙ্গসকল (বিশ্বনাথ)। 'সমাস-ব্যাসযোগতঃ'—কতক সংক্ষেপে কতক, বিস্তৃতভাবে।

ব্যাখ্যা—ভীষ্ম প্রথমে লোকসাধারণের ধর্ম্ম, তাহার পরে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের এবং গার্হস্থ্যাদি চতুরাশ্রমের ধর্ম্ম' 'বর্ণনা করিলেন; এবং তাহার পরে ত্যাগ এবং ভোগমার্গে যে সকল সাধনা হয়, যাহাকে নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি-লক্ষণা সাধনা বলে, তাহাও বর্ণনা করিলেন। এই সকল বিষয় বলিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ কাম এবং মোক্ষলাভের জন্য যে ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, এবং 'মোক্ষধর্ম্মান্' অর্থাৎ শমদমাদি যোগমার্গের ধর্ম্ম এবং 'ভগবদ্ধর্ম্ম' অর্থাৎ কি উপায় দ্বারা ভক্তিলাভ হইয়া শ্রীহরির তোষণ হয়; এবং দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম ও স্ত্রীধর্ম্মসকল পৃথক্ পৃথগ্ভাবে, কোন বিষয় বিস্তৃতভাবে, কোন বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন।

ধর্ম্মং প্রবদতস্তস্য স কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
যো যোগিনশ্ছন্দমৃত্যোর্ব্বাঞ্ছিতস্তূত্তরায়ণঃ ॥২৯

(২৯) [অন্বয়] ধর্ম্মং প্রবদতঃ ছন্দমৃত্যোঃ তস্য [সম্বন্ধে] যোগিনঃ বাঞ্ছিতঃ যঃ উত্তরায়ণঃ সঃ কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ [আসীৎ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রবদতঃ'—যিনি প্রকৃষ্টভাবে বলিতেছেন; 'ছন্দমৃত্যোঃ'—ছন্দেন (=স্বইচ্ছায়) মৃত্যুঃ যস্য, যিনি

নিজের ইচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারিতেন। 'যোগিনঃ বাঞ্ছিতঃ' ইত্যাদি—গীতায় উত্তরায়ণ কালকে মৃত্যুর জন্য প্রশস্ত সময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী-
র্বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে।
কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে
পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্ব্যধারয়ৎ ॥৩০
বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভ-
স্তদীক্ষয়ৈবাশুগতায়ুধশ্রমঃ।
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রম-
স্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনম্ ॥৩১

(৩০-৩১) [অন্বয়] তদা সহস্রণীঃ গিরঃ উপসংহৃত্য অমীলিতদৃক্ [সন্] বিমুক্তসঙ্গং মনঃ লসৎপীতপটে আদিপুরুষে পুরঃস্থিতে চতুর্ভুজে কৃষ্ণে ব্যধারয়ৎ। তদীক্ষয়া এব গতায়ুধশ্রমঃ নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমঃ বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভঃ [ভীষ্মঃ] জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনং তুষ্টাব।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তদা' = উত্তরায়ণ-কাল উপস্থিত হইলে; 'সহস্রণীঃ'—সহস্র রথীকে নয়তি = পরিচালন করেন যিনি, অর্থাৎ, সহস্র রথীর নায়ক; 'গিরঃ উপসংহৃত্য'—বাক্যসকলকে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, অতএব বিবিধ ধর্ম্মের আলোচনা বন্ধ করিয়া। 'অমীলিতদৃক্'—চক্ষুর্দ্বয়কে মুদিত না করিয়া, অর্থাৎ নিজের বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়কে সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির উপর আবদ্ধ রাখিয়া; 'বিমুক্তসঙ্গং মনঃ'—যে মন সকল প্রকার 'সঙ্গ' = আসক্তি হইতে 'বি' = সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ তখন ভীষ্মের মনে দেহাদি কোন বস্তুর উপরেই

আসক্তি ছিল না। সেই মনকে ভীষ্ম 'কৃষ্ণে ব্যধারয়ৎ'—সেইরূপ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে 'বি' = বিশেষরূপে + 'অধারয়ৎ' = ধারণা করিলেন। এই 'ধারণা' যোগমার্গের ক্রিয়া,' ইহা ৩য় স্কন্দে সাংখ্য-যোগে বর্ণিত আছে। তখন ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিকে কিরূপ দেখিলেন? তাই বলিতেছেন—'লসৎপীতপটে'—উজ্জ্বল পীতবসনধারী 'আদিপুরুষ'—যে পরমব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে পুরুষরূপে (অর্থাৎ বাসুদেবরূপে) সর্ব্ববস্তুতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে সেই বাসুদেব জ্ঞান করিয়া; 'পুরঃস্থিতে চতুর্ভুজে'—শ্রীকৃষ্ণ তখন যে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন, সেই মূর্ত্তির উপর।

'তদীক্ষয়া'—'তৎ' = তস্য, শ্রীকৃষ্ণের 'ঈক্ষা' = দৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ কৃপাবলোকন দ্বারা (এই জন্যই ভীষ্ম ২৪শ্লোকে 'প্রতীক্ষতাং' পদের ব্যবহার করিয়াছিলেন); 'এব'—কেবল ঈক্ষা দ্বারাই; 'আশু'—তৎক্ষণাৎ; 'গতায়ুধশ্রমঃ'—ভীষ্মের দেহ হইতে গত = অপগত হইয়াছিল + 'আয়ুধ' = অস্ত্রসকলের পরিচালন এবং আঘাতজনিত + 'শ্রম' = শ্রান্তি এবং 'নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমঃ'—'নিবৃত্ত' = অপগত হইয়াছে + 'সর্ব্বেন্দ্রিয়'—সকল ইন্দ্রিয়ের + 'বৃত্তির' = কার্য্যের + 'বিভ্রম' = বিবিধভ্রমণং অর্থাৎ অস্থিরতা (শ্রীধর) যাঁহার। রণস্থলের উত্তেজনা এবং অস্ত্রের চালনা এবং আঘাত দ্বারা যোদ্ধৃগণের মন, বুদ্ধি এবং অপর সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কখনও বা অস্বাভাবিক-ভাবে উত্তেজিত হয়, কখনও বা অস্বাভাবিক ভাবে শ্রান্ত হয়, ঐ সকল বৃত্তির শমতা থাকে না; ভীষ্মের এই ভাব অপগত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে শমতা স্থাপিত হইয়াছিল। 'বিশুদ্ধয়া ধারণয়া'—শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মনে 'ধারণা' করাতে; 'হতাশুভ'—চিত্তের 'অশুভ' = অমঙ্গলকর কামক্রোধাদি হত = বিনষ্ট হইয়াছে যাঁহার। ভীষ্ম সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া 'জন্যং'—দেহ; 'জনার্দ্দনং'—যিনি 'জনং' = জন্মকে 'অর্দ্দয়তি' = নষ্ট করেন; অর্থাৎ যাঁহার শক্তির প্রভাবে পুনঃ পুনঃ ভোগ-লোকে

জন্মগ্রহণ বন্ধ হয়, অতএব মোক্ষলাভ হয়। ভীষ্ম মোক্ষকামী ছিলেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণকে 'জনার্দ্দন' অর্থাৎ মোক্ষদাতৃভাবে কল্পনা করিয়া স্তব করিলেন।

ব্যাখ্যা—যখন মৃত্যুর জন্য প্রশস্ত উত্তরায়ণ-কাল উপস্থিত হইল, তখন সহস্ররথীর নেতা ভীষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা বন্ধ করিয়া নিজের সম্মুখে অবস্থিত উজ্জ্বল পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণের মুখের উপর আপন বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় স্থাপন করিয়া, তিনিই আদিপুরুষ এই বিশ্বাসে, মন হইতে সর্ববিধ কামনা ত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকেই 'ধারণা' করিলেন; অর্থাৎ মনকে শ্রীকৃষ্ণেই নিবদ্ধ রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঈক্ষার প্রভাবে ভীষ্মের দেহ হইতে রণশ্রান্তি এবং সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ব্যাকুলতা দূর হইয়াছিল। নিজের সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতেই ভীষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে ধারণা করাতে, তাঁহার চিত্ত হইতে কামক্রোধাদির কালুষ্য অপগত হইল, এবং দেহ ত্যাগ করিবার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মোক্ষদাতা জ্ঞানে স্তব করিলেন।

শ্রীভীষ্ম উবাচ

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥৩২

(৩২) [**অন্বয়**] যৎ (=যতঃ) ভবপ্রবাহঃ [ভবতি], ক্বচিৎ বিহর্তুং তাং [প্রকৃতিং] উপেয়ুষি স্বসুখং উপগতে বিভূম্নি সাত্বতপুঙ্গবে [শ্রীকৃষ্ণে] [মম] বিতৃষ্ণা মতিঃ ইতি উপকল্পিতা।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যৎ'—যে প্রকৃতি হইতে 'ভবপ্রবাহঃ[ভবতি']—সৃষ্টি পরম্পরা হইতেছে। ভব=সৃষ্টি তাহার+প্রবাহ =অবিরত গতি, যেরূপ নদী অবিরতবেগে চলে, প্রকৃতি হইতে বিবিধ জীবের সৃষ্টি, প্রকৃতিতে লয় এবং নূতন জীব-সৃষ্টি সেইরূপ

অবিরত-ভাবে হইতেছে। ক্বচিৎ—যে সময় ইচ্ছা তখনই, অর্থাৎ ভগবান্ বিহার=লীলার জন্য ইচ্ছা করা মাত্র, প্রকৃতি আজ্ঞাধীনা হইয়া তাঁহার সমীপে উপগতা হন। বিহর্ত্তুং—লীলা করিতে ;'প্রকৃতিং উপেয়ুষি'—'প্রকৃতি'=যোগমায়া তাঁহাকে'উপেয়ুষি'—উপ=সমীপে উপস্থিত হওয়াতে+ইয়ুষি স্বীকৃতবতী (শ্রীধর)। তিনি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হন ; কিন্তু তখনও 'স্বসুখম্ উপগতে'—স্বস্য সুখং অর্থাৎ তাঁহার নিজের স্বরূপভূত যে পরমানন্দ তাহাকে 'উপগতে'—প্রাপ্ত হইয়াছেন যিনি ; অর্থাৎ প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়াও যিনি নিজের আনন্দময়-স্বরূপে বিরাজমান থাকেন ; 'বিভূম্নি'—বিগতঃ ভূমা যস্মাৎ যিনি সকল মহত্ত্বের আধার অর্থাৎ যাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কোথাও মহত্ত্ব নাই (বিশ্বনাথ)। 'ভূমা' পদে সর্ব্বব্যাপী পুরুষও বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কোন সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নাই ('ভূমা'=বহু+ইমন্, মহৎ); 'সাত্বতপুঙ্গবে'—যাদব শ্রেষ্ঠে ; 'বিতৃষ্ণা'—নিষ্কামা 'মতিঃ'=মন ; মননামক ইন্দ্রিয় দ্বারা ধারণা করা যায়। 'উপকল্পিতা' —সমর্পিতা হইল। বিশ্বনাথ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া জীবের সমীপে আসিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে কোন উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব ভীষ্ম কোন বস্তুলাভের কামনা না করিয়া কেবল তাঁহার সম্মানার্থ নিজের মতিকে=মন ও বুদ্ধিকে উপহার দিলেন ; অর্থাৎ তাঁহার মনকে শ্রীকৃষ্ণের ধারণা-কার্য্যেই ব্যাপৃত রাখিলেন ; এবং বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐ মনে কোন প্রকার 'তৃষ্ণা'=ভোগবাসনা ছিল না, অতএব ঐ নির্ম্মল বস্তুটি শ্রীভগবান্‌কে উপহার দেওয়ার যোগ্যই ছিল।

ব্যাখ্যা—যে প্রকৃতি হইতে অবিরতগতিতে সৃষ্টির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যিনি লীলার্থ সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াও কখনও প্রকৃতির অধীন হন না, বরং প্রকৃতিই সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাধীনা থাকেন, যিনি নিজের আনন্দময় স্বরূপ প্রকটন করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব-মহত্ত্বের

আধার, আমি সেই যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন নিবেদন করিলাম। অর্থাৎ আমার মনকে তাঁহার ধারণাকার্য্যেই ব্যাপৃত রাখিলাম। আর অপর কোন বাসনাই আমার মনে নাই !

(ক) মৃত্যুর সময় কোন প্রকার ভোগবাসনা থাকিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয় না ; সেই জন্যই ভীষ্ম সর্ব্বপ্রথমে নিজের মতিকে শ্রীভগবানে নিবেদন করিলেন। সত্য বটে যে, তখন ভীষ্মের মন 'তৃষ্ণা' শূন্য হইয়াছিল, কিন্তু ঐ তৃষ্ণা পুনরায় উপস্থিত হইতে পারিত ; কিন্তু মনকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাতে সেই আশঙ্কা আর রহিল না।

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ৩৩

(৩৩) [**অন্বয়**] ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং অলককুলাবৃতাননাব্জং বপুঃ দধানে বিজয়সখে মে অনবদ্যা রতিঃ অস্তু।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এই শ্লোকে ভীষ্ম কামনা করিতেছেন যে 'বিজয়সখে'—'বিজয়' = অর্জ্জুন যাঁহার সখা সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার 'অনবদ্যা রতিঃ'—নিষ্কামা রতি অর্থাৎ অহৈতুক প্রেম হউক। যে 'রতি' ফলকামনা করে, অথবা যাহা ফললাভ হইতে সঞ্জাত হয়, তাহা 'অবদ্যা' = হেয় (ন + বদ্যা = উল্লেখের যোগ্য)। সেই বিজয়-সখা শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ? 'ত্রিভুবন-কমনং'—স্বর্গাদি তিন লোকের অধিবাসিগণের + কমন = বাঞ্ছনীয় ; অর্থাৎ ত্রিলোকবাসিগণ যে বপুর সৌন্দর্য্য-দর্শন কামনা করেন ; 'তমালবর্ণং'—যে বপুর বর্ণ তমালের ন্যায় নীল, সেই 'বপুঃ দধানে' = দেহধারী যে বিজয়-সখা তাঁহার প্রতি। এবং যাঁহার বপু রবিকরগৌরাম্বর ধারণ করিয়াছেন,

তাঁহার প্রতি। 'রবিকর' = প্রভাতকালে উদীয়মান সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল + 'গৌর' = পীতবর্ণ + 'অম্বরে' = বস্ত্র এবং উত্তরীয়কে + 'দধানে' - ধারণ করিয়াছেন, যে বিজয়-সখ তাঁহার প্রতি ; 'অলকা-কুলাবৃতাননাব্জং ('বপুঃ' পদের বিশেষণ) 'অলকাকুল' = বহুকেশ তদ্দারা + 'আবৃত' আচ্ছন্ন + 'আননাব্জ' = মুখপদ্ম আছে যে বপুতে সেই বপুকে ধারণ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি আমার 'রতিঃ অস্তু' = শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমার প্রেম হউক।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির শোভা দর্শনের জন্য ত্রিলোকবাসিগণ সর্ব্বদা কামনা করেন, যাঁহার বপুর বর্ণ নিবিড় মেঘমালার ন্যায় নীল, যে বপু প্রভাতসূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবসন ও উত্তরীয় দ্বারা ভূষিত, এবং যাঁহার চিক্কন কেশাবৃত মুখপদ্ম দর্শন করিলে দর্শকের মন মুগ্ধ হয়, সেই মধুর মূর্ত্তিধারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার নিষ্কাম রতি হউক।

যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-
কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান-
ত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥ ৩৪

(৩৪) [**অন্বয়**] মম নিশিতশরৈঃ বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎ-কবচে (তথা) যুধি তুরগরজোবিধূম্র-বিষ্বক্-কচলুলিতশ্রমবার্য্য-লঙ্কৃতাস্যে কৃষ্ণে মম আত্মা অস্তু।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--ভীষ্ম নিজে ছিলেন মহাযোদ্ধা, সেইজন্য রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই কারণে ভীষ্মের স্তবের ১২টি শ্লোকের মধ্যে ৭টি (৩৩ - ৩৯) শ্লোকে সেই পার্থসারথিরূপের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। ৪২ শ্লোকের উপর টীকায় বিশ্বনাথ বলেন যে, ভক্তের প্রেমের তারতম্য

অনুসারে তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ লীলার স্ফুরণ করেন। অর্থাৎ যে ভক্তের কাছে যে লীলার স্ফুরণ করিলে তাঁহার তৃপ্তি হইবে, শ্রীহরি তাঁহার কাছে সেই লীলারই স্ফুরণ করেন। পার্থসারথিভাবের উপর ভীষ্মের স্বাভাবিক আসক্তি থাকাতে তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবের উৎকর্ষ পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন আকারে স্ফুরণ করিয়াছিলেন। 'মম নিশিতশরৈঃ' = আমার সুতীক্ষ্ণ শরসকল দ্বারা; 'বিভিদ্যমানত্বচি'—'বি' = বিশেষরূপে অর্থাৎ বহু শর নিক্ষিপ্ত হওয়াতে পুনঃ পুনঃ + 'ভিদ্যমান'—ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছিল ('বিভিন্ন' পদ যদি প্রয়োগ হইত তাহা হইলে শরসকল বর্ম্মকে ভেদ করিয়াছিল, এই অর্থ বুঝাইত, কিন্তু 'শানচ্' প্রত্যয়ান্ত 'ভিদ্যমান' পদ দ্বারা শরসকল বর্ম্মের উপর পতিত হইয়া বর্ম্মকে ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল এই অর্থই বুঝায়). 'ত্বক্' = কবচের (= বর্ম্মের) উপরিভাগ। কবচের ত্বক্ বিভিদ্যমান হইয়াছিল; এই পদ 'কবচ' পদের বিশেষণ; এবং ভাবার্থ এই যে ভীষ্মের শরসকল শ্রীকৃষ্ণের বর্ম্মের উপরিভাগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাতে সংলগ্ন ছিল। সেইজন্য 'বিলসৎকবচে'—বিলসৎ —বি = সাতিশয় + লসৎ = শোভমান হইয়াছিল + 'কবচ' = 'বর্ম্ম যাঁহার এরূপ যে কৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি; তুরগরজোবিধূম্র—যুদ্ধে অশ্বগণের খুরোত্থিত ধূলিসকল দ্বারা ধূসর, এবং 'বিষ্বক্' = ইতস্ততঃ চলতঃ (বিষ্ব = সর্ব্বত্র + অন্চ্ = যাওয়া) এরূপ 'কচ' = কেশসকল, যাহা 'লুলিত' —বিকীর্ণ অবস্থায় ছিল, এবং 'শ্রমবারি'—ঘর্ম্ম, তদ্দ্বারা 'অলঙ্কৃত'—শোভিত হইয়াছিল আস্য = মুখ যাঁহার। যে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের কেশসকল ধূলি দ্বারা ধূসরবর্ণ হইয়াছিল, এবং তিনি যখন ইতস্ততঃ বেগে রথ সঞ্চালন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার বাতবিকম্পিত কেশসকল মস্তকের চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছিল, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত মুখকমলের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভীষ্ম কামনা করিলেন যে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার মতি হউক। 'মম আত্মা

অস্তু'—আমার চিত্ত মুগ্ধ হউক। 'অস্তু' পদ দ্বারা চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে স্থাপন করা বুঝায়।

ব্যাখ্যা—আমি পুনঃ পুনঃ যে সকল তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতেছিলাম সেই সকল শর তাঁহার বর্ম্মের উপরিভাগে বিদ্ধ হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণের শোভা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছিল, এবং ক্ষিপ্রবেগে ইতঃস্তত রথ পরিচালনা করিবার সময় অশ্বগণের খুরোত্থিত ধূলিরাশি যে শ্রীকৃষ্ণের কেশসমূহকে ধূসরিত করিয়াছিল, এবং যাঁহার কেশসকল বায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত মুখকমলের অপূর্ব্ব শোভাকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছিল, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণে আমার চিত্ত সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করুক। [এই চিত্র শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যের পরিচায়ক ; ভীষ্ম তখন এই বাৎসল্যরসের মাধুর্য্য চিন্তা করিয়া মুগ্ধ হইলেন]।

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে
নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা
হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥৩৫
ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য
স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া য-
শ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু ॥৩৬

(৩৫-৩৬) [**অন্বয়**] সখিবচঃ নিশম্য নিজপরয়োঃ বলয়োঃ মধ্যে রথং সপদি নিবেশ্য স্থিতবতি, অক্ষ্ণা পরসৈনিকয়োঃ আয়ুঃ হৃতবতি পার্থসখে মম রতিঃ অস্তু। ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য দোষবুদ্ধ্যা স্বজনবধাৎ বিমুখস্য [অর্জ্জুনস্য] কুমতিং যঃ আত্মবিদ্যয়া অহরৎ পরমস্য তস্য চরণরতিঃ মে অস্তু।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সখিবচঃ'—সখা অর্জ্জুনের বাক্য ;

'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত' এই বাক্য। 'নিজপরয়োঃ বলয়োঃ'—স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় সৈন্যের। সপদি = তৎক্ষণাৎ 'অক্ষ্ণা' নিজের কালদৃষ্টি দ্বারা, 'ঐ দ্রোণ, ঐ কর্ণ', এই ভাবে বিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে প্রদর্শনের ছলনা দ্বারা (বিশ্বনাথ); অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তখন যোদ্ধৃগণকে প্রদর্শনের ছলে স্বীয় কালদৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগের আয়ু হরণ করিয়াছিলেন। 'পার্থসখে'—অর্জ্জুনের সখা এবং সারথি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। 'ব্যবহিত'—ব্যবস্থিত (শ্রীধর); যাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া স্থাপিত ছিল। পৃতনামুখং—ভীষ্ম দ্রোণাদি মুখ্য সেনাপতি-গণকে; পৃতনা = সেনা + মুখ = মুখং ইব অগ্রে স্থিতান্ দ্রোণাদীন্ (শ্রীধর)। মুখ যেরূপ বপুর অগ্রভাগে থাকে, সেইরূপ যাহারা 'পৃতনার' = সেনার + মুখে = অগ্রে ছিলেন। 'দোষবুদ্ধ্যা'—স্বজন এবং গুরুজন-বধে দোষ হইবে, এই ধারণার বশে। 'কুমতিঃ' = কুবুদ্ধি, ভ্রম। 'পরম' = পরমপুরুষ; 'আত্মবিদ্যয়া'—গীতাকীর্ত্তন সময়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দান দ্বারা।

'কুমতি' উৎপাদন শ্রীকৃষ্ণেরই মঙ্গলময় নাট্য-লীলা—অর্জ্জুনের এই 'কুমতি' হইতে গীতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্যাসের চিত্ত অপ্রসন্নতা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব, এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মনে ঋষির স্কন্ধে মৃত-সর্প-স্থাপন প্রবৃত্তি হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ হইয়াছিল। অর্জ্জুনের কুমতি এবং ব্যাসের বিষাদ উৎপাদনও শ্রীভগবানের লীলা। মতিভ্রম হইতে উৎপন্ন ঘোর বিপদ্ দ্বারা অভিভূত হইয়া কোন কোন লোকের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের জন্য প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হয়, এবং তৎপরেও পুনঃ পুনঃ বিপদ্ দ্বারা নিষ্পেষিত হওয়াতেই তাহাদের মন এবং বুদ্ধিতে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুভূতি এবং নিগূঢ় ভাববোধ হয়। অতএব ঐ সকল 'কুমতি' কেবল মঙ্গলময়ী সুমতিরই প্রচ্ছন্ন বেশ। পাত্রভেদে এই প্রকারে কুমতি, অপ্রসন্নতা, এবং মতিভ্রমের উৎপাদন শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা; এবং যখন তাহাদের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহারই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি।

যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারাই 'কুমতি' প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত এবং বিপন্ন হইয়া উন্নত হন। অর্জ্জুন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ উভয়েই পরম ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। এখনও এই সংসারে শ্রীহরি ঐরূপ কুমতি প্রভৃতি উৎপাদন এবং ঘোরতর বিপদের সৃষ্টি করিয়া, জীবের মঙ্গলসাধন করিতেছেন।

ব্যাখ্যা যিনি কুরুক্ষেত্রে সখা অর্জ্জুনের অনুরোধে কুরু-পাণ্ডবদিগের সেনাদলের মধ্যে তাঁহার রথ স্থাপন করিয়া, স্বীয় কালদৃষ্টি দ্বারা বিপক্ষীয় সেনাগণের আয়ুঃ হরণ করিয়াছিলেন, এবং যখন অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত বিপক্ষীয় সৈন্যগণের নেতাদিগকে দেখিয়া স্বজনবধে দোষ হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রণে বিমুখ হইয়াছিলেন, তখন যিনি গীতাচ্ছলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া অর্জ্জুনের কুমতি দূর করিয়াছিলেন, সেই পরমপুরুষের চরণে আমার মতি হউক।

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ৩৭
শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ
ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং
স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ॥ ৩৮

(৩৭-৩৮) [**অন্বয়**] স্বনিগমং অপহায় মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং অধিকর্ত্তুং ধৃতরথচরণঃ, যঃ রথস্থঃ [অপি] অবপ্লুতঃ [সন্] ইভং হন্তুং হরিঃ ইব গতোত্তরীয়ঃ চলদ্গুঃ অভ্যগাৎ, [ততঃ] আততায়িনঃ [মে] শিতবিশিখহতঃ বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুতঃ [সন্] [যঃ] প্রসভং মদ্বধার্থং অভিসসার, সঃ মুকুন্দঃ মে গতিঃ ভবতু।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্বনিগমং' = নিজের প্রতিজ্ঞা, 'নিগম' পদে বেদ বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য (আমি কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব না, কেবল সাহায্যমাত্র করিব এই উক্তি), বেদের তুল্য অভ্রান্ত এবং অখণ্ডনীয়, সেইজন্য ঐ বাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়া নিগম পদের ব্যবহার হইয়াছে। 'অপহায়'—ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ ত্যাগ করার তুল্য আচরণ করিয়া); 'মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং কর্ত্তুং'—ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাইবেন, এই প্রতিজ্ঞাকে 'ঋতং' = সত্য এবং 'অধিকর্ত্তুং—অধিকাং কর্ত্তুং; নিজের প্রতিজ্ঞা অপেক্ষাও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠ করার জন্য।

'ধৃতরথচরণঃ'—চক্রপাণি (শ্রীকৃষ্ণের নাম) ['রথচরণ' = চক্র]; অর্থাৎ অনন্তশক্তি সুদর্শনচক্র যাঁহার অস্ত্র; অতএব তাঁহার প্রকাশ্য-ভাবে অস্ত্র ধারণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা-মাত্র কালশক্তিরূপী ঐ সুদর্শনচক্রই তৎক্ষণাৎ ভীষ্মকে ধ্বংস করিতে পারিত। কিন্তু সেই শক্তির ব্যবহার না করিয়া, 'রথস্থঃ [অপি] অবপ্লুতঃ [সন্]'—যে শ্রীকৃষ্ণ রথের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে নামিয়াছিলেন। 'ইভং হন্তুং হরিঃ ইব'—'ইভ' = হস্তী, 'হরিঃ' = সিংহ, সিংহ যেরূপ হস্তীকে বধ করিতে বেগে ধাবমান হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ 'অভ্যগাৎ'—অভি = অভিমুখীকৃত্য, ভীষ্মের প্রতি মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া + 'অগাৎ' = গিয়াছিলেন; ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? তাই বলিতেছেন, 'গতোত্তরীয়ঃ'—তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল; অর্থাৎ ক্রোধান্ধ ব্যক্তি, দেহের বস্ত্রাদি পড়িয়া গেলেও, তাহার প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখেন না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় স্খলিত হইলেও তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া যখন আমার দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। তিনি তখন 'চলদ্গুঃ'—'চলৎ' = বিচলিত হইতে-

ছিল + 'গুঃ' = পৃথিবী যাঁহার দ্বারা ; তাঁহার পাদবিক্ষেপে ধরা কম্পিত হইতেছিল (ইহাও ক্রোধের চিহ্ন)।

কেহ কেহ 'ধৃতরথচরণঃ' পদ হইতে অর্থ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হস্তে সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া, ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নয়। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের ১০৮ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, তখন শ্রীকৃষ্ণ 'প্রতোদপাণিঃ' ছিলেন, অর্থাৎ সারথির কষা (চাবুক) মাত্র তাঁহার হস্তে ছিল ; এবং তিনি 'ভুজপ্রহরণঃ' ছিলেন ; অর্থাৎ তখন হস্তই তাঁহার অস্ত্র-স্বরূপ ছিল। অতএব রণস্থলে সকলের সম্মুখে রথ হইতে নামিয়া, ক্রুদ্ধভাবে হস্তস্থিত প্রতোদ = চাবুক উত্তোলন করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যম অস্ত্র ধারণেরই তুল্য, এবং শ্রীকৃষ্ণের এই কার্য্য দ্বারাই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাপূরণ হইয়াছিল। 'প্রসভং মদ্বধার্থং অভিসসার'—প্রসভং = বলাৎ বারয়ন্তং অর্জ্জুনং অপি অতিক্রম্য (শ্রীধর)। অভি = আমার অভিমুখে + সসার = আগমন করিয়াছিলেন। (সৃ = গমন করা)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা যাহাতে রক্ষিত হয়, সেইজন্য, রথ হইতে অবতরণের সময় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া ভীষ্মের বধের জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

এই কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ক্রোধের অভিনয়ের অঙ্গমাত্র ছিল। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ রণস্থলে সকলকে দেখাইলেন যে, ক্রোধের বশে তিনি নিজেই বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐরূপ আচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। ভীষ্ম পরম ভক্ত ছিলেন ; অতএব সেই পরম ভক্ত ভীষ্মকে নিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করাই শ্রীকৃষ্ণের ঐ লীলার উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কাম ও ক্রোধের অতীত এবং আত্মাভিমানশূন্য ; সুতরাং ঐ সময়ে তিনি ক্রুদ্ধ হন নাই, অথবা নিজেকে ভক্ত ভীষ্ম অপেক্ষা হীন করিতেও কুণ্ঠিত

হন নাই। যিনি ভক্তের পদচিহ্ন স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন, তিনি যে ভক্তকে আপন অপেক্ষাও বড় করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে ?

'আততায়িনঃ'—শস্ত্রপাণি আমার ; 'শিতবিশিখহতঃ'—শিত' = তীক্ষ্ণ + 'বিশিখ' = শর তদ্দ্বারা হতঃ = আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে + 'বিশীর্ণ' = বিশেষরূপে শীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে + 'দংশ' = বর্ম্ম যাঁহার। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের বর্ম্মের কতক কতক অংশ ভীষ্মের শরের আঘাতে ছিন্ন হইয়াছিল, সেইজন্যই 'শীর্ণ' পদের ব্যবহার হইয়াছে। তখন শ্রীকৃষ্ণের বর্ম্ম ভীষ্মের তীক্ষ্ণ শরসকলকে প্রতিরোধ করিতে না পারাতে শ্রীকৃষ্ণ 'ক্ষতজপরিপ্লুতঃ'—ক্ষতজ = রক্ত, তাহাতে পরিপ্লুত = শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদেহ স্নাতঃ হইয়াছিল। অর্থাৎ ভীষ্মের শর দ্বারা তাঁহার অঙ্গ এত আহত হইয়াছিল যে, তিনি যেন রক্তে স্নান করিয়াছেন, বোধ হইতেছিল। 'সঃ মুকুন্দঃ'—সেই মোক্ষদাতা ; 'গতিঃ' = আশ্রয় ; এই বাক্য ভীষ্মের কৃষ্ণপার্ষদত্ব-লাভরূপ মোক্ষ-কামনার পরিচায়ক।

এই লীলার সারতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের দেহাত্মভাব না থাকাতে এই যাতনাতেও তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন হয় নাই ; এবং সেই সময়ে তিনি দেখাইলেন যে, দেহ ধারণ করিয়াও তিনি দেহাতীত, এবং মায়াতীত ভাবেই বিরাজমান ছিলেন। নিজের প্রতিজ্ঞাকেও অতিক্রম এবং দেহের যাতনাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভক্তের প্রতিজ্ঞা-পূরণ দ্বারা তিনি ভক্তকে নিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিলেন। এই সকল মাধুর্য্য প্রকটন করিবার জন্যই শ্রীভগবানের বিবিধ অবতার হইয়াছে। ধন্য শ্রীহরির ভক্তবাৎসল্য !!

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না, এবং ভীষ্মও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাইবেন। ভীষ্ম বলিলেন, যে, আমার প্রতিজ্ঞাকে শ্রীকৃষ্ণের নিজের বাক্য (যে

বাক্য বেদের ন্যায় অভ্রান্ত এবং অখণ্ডনীয়) অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে সিংহ যেরূপ কোন হস্তীকে বধ করিবার জন্য প্রবলপ্রতাপে ধাবিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ রথ হইতে অবতরণ করিয়া প্রবল-প্রতাপে আমার দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার পদভরে ধরা কম্পিত হইতেছিল, এবং তখন যে তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র দেহ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা যাহাতে অখণ্ডিত থাকে, সেই জন্য রথ হইতে অবতরণের সময় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া আমার দিকে ধাবিত হইলেন। আমার শানিত শর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া তাঁহার বর্ম্ম ক্ষীণবল হওয়াতে শর সকল বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার দেহকে বিদ্ধ করায় তাঁহার দেহ হইতে এত রক্তস্রাব হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত তিনি যেন রক্তে স্নান করিয়াছেন ; তথাপি নিজের যাতনাকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সকল লোকের সমক্ষে আপন বাক্যকে অতিক্রম করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করাইলেন !! ধন্য তাঁহার ভক্তবাৎসল্য। তিনি জীবকে সংসারবন্ধন হইতে 'মুক্ত' করেন, এইজন্যই তাঁহাকে 'মুকুন্দ' বলে, আমি সেই মুকুন্দের আশ্রয় লইলাম—অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যাহাতে আমার শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব-লাভরূপ শ্রেষ্ঠ গতি হয়, এই কামনায় আমি সেই কৃপাসিন্ধুর আশ্রয় লইলাম। যিনি রণক্ষেত্রে আমার প্রতি এতাদৃশ কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি এখন আমার সেই কামনা পূরণ করুন।

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে
ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো
র্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সরূপম্॥৩৯

(৩৯) [**অন্বয়**] বিজয়রথকুটুম্বে, [দক্ষিণেন হস্তেন] আত্ততোত্রে, [বামেন হস্তেন] ধৃতহয়রশ্মিনি, তচ্ছ্রিয়া ঈক্ষণীয়ে ভগবতি [শ্রীকৃষ্ণে], মুমূর্ষোঃ মে রতিঃ অস্তু ; যং ইহ নিরীক্ষ্য হতাঃ সরূপং গতাঃ।

শব্দার্থ ও রসবিস্বৃতি—'বিজয়রথকুটুম্বে'—বিজয় = অর্জ্জুন তাঁহার রথ হইয়াছে 'কুটুম্ব' = আত্মীয়তুল্য যাঁহার নিকট; অর্থাৎ আত্মীয় মন্দ কার্য্য করিলেও যেরূপ রক্ষণীয় হন, অর্জ্জুনের রথও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সর্ব্বাবস্থায় রক্ষণীয় ছিল, এইজন্য কুটুম্বের সহিত উপমা দিলেন (শ্রীধর)। 'আত্ততোত্র'—আত্ত = গৃহীত হইয়াছে + তোত্র = 'চাবুক' যাঁহা দ্বারা ; 'তচ্ছ্রিয়া'—সেই সারথি-রূপের শোভা দ্বারা ; ঈক্ষণীয়ে = অপূর্ব্ব শোভা দ্বারা যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যদি বল যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা করিয়াও রতি কামনা কোন্ সাহসে করিতেছ? তাই বলিতেছেন, 'ভগবতি'—তাঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য, অতএব তাঁহার কৃপা হইলে আমার মনে রতি হওয়া বিচিত্র নয় ; এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার এতই উদারতা যে, তিনি রণক্ষেত্রে হত বীরগণকে নিজের রূপ দ্বারা মুগ্ধ করিয়া সারূপ্য-মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ; অতএব যাহাতে তাঁহার প্রতি আমারও রতি হয়, তিনি তাহা করুন।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণের এতই ভক্তবৎসল যে, জগৎপতি হইয়াও অর্জ্জুনের রথকে তিনি কুটুম্বের ন্যায় রক্ষা করিতেন, এবং যিনি রণক্ষেত্রে বিপক্ষীয় বীরগণকে নিজের রূপ দ্বারা মুগ্ধ করিয়া সারূপ্য-মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ; (অতএব যাঁহার কাছে সুহৃদ্ এবং বৈরী ভেদ নাই, যিনি সকলের প্রতিই সমদর্শী) আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তিনি তখন দক্ষিণ হস্তে প্রতোদ এবং বাম হস্তে অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া যে নয়নানন্দকর শোভা প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই শোভা দ্বারা আমি মুগ্ধ হইয়াছি। সেই অচিন্ত্যঐশ্বর্য্য-শালী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার রতি হউক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করাতে রণক্ষেত্রে হত জীবগণ তাঁহার ঐ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং

সেইজন্য তাঁহারা সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতিও কৃপা করুন, যেন বৈরীগণের প্রতিও তাঁহার সেই বাৎসল্যভাব স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি আমার রতি হয়।

ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের সারথি-রূপ—৩৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সারথিরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষ্য শক্তির দ্বারাই তাঁহার পূর্ব্বপার্ষদ ভীষ্মের চিত্তে এই সখ্যভাবাত্মক প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুকালে ভীষ্মের চিত্তে ঐ রূপের মাধুর্য্য অধিকতর স্ফুরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ দ্বারা ভীষ্মের মনে তন্ময়তা-ভাব উৎপাদন করিলেন; এবং সেই তন্ময়তার প্রভাবে ভীষ্মের 'বিধূতঃভেদমোহঃ' ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল। এই উন্নত অবস্থা লাভের পর ভীষ্ম সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণময় হইয়াছিলেন, (৪২ শ্লোক)। সাধকগণ ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে আকৃষ্ট হন; কোন সাধকের মন কৃষ্ণরূপে কাহারও কালীমূর্ত্তিতে কাহারও বা মহাদেবরূপে আকৃষ্ট হয়। যে রূপের প্রতি যে সাধকের আসক্তি থাকে তাঁহার চিত্তে সেই রূপের মাধুর্য্য স্ফুরণ করিয়া শ্রীভগবান তাঁহার চিত্তে তন্ময়তা উৎপাদন করেন। এই তন্ময় ভাব হইতেই ভেদ-মোহের অপগম হয়। সাধক রামপ্রসাদ ও পূজ্যপাদ পরমহংস রামকৃষ্ণ কালীরূপ হইতে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন।

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস-
প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥৪০

মুনিগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলেঽন্তঃ
সদসি যুধিষ্ঠির রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥৪১

(৪০-৪১) [অন্বয়] ললিতগতিবিলাস-বল্গুহাস-প্রণয়-নিরীক্ষণ-কল্পিতোরুমানাঃ উন্মদান্ধাঃ গোপবধ্বঃ [যস্য] কৃতং অনুকৃতবত্য [সত্যঃ] যস্য প্রকৃতিং অগন্ কিল ; [যঃ] যুধিষ্ঠির রাজসূয়ে মুনিগণ-নৃপবর্য্যসঙ্কুলে অন্তঃসদসি ঈক্ষণীয়ঃ [সন্] এষাং অর্হণং উপপেদে [সঃ] এষঃ আত্মা মম দৃশিগোচরঃ [সন্] আবিঃ [এব বর্ত্ততে]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি - 'ললিতগতি' রাসনৃত্যাদি কায়িক কার্য্য ; 'বিলাস'—ধীর ললিতাদি মানস কার্য্য ; 'বল্গুহাস'—পরিহাসাদি বাচিক কার্য্য ; 'প্রণয় নিরীক্ষণ'—সর্ব্বভাবব্যঞ্জক কটাক্ষাদি। এই সকল কার্য্য দ্বারা 'কল্পিতোরুমানাঃ'—কল্পিত = কৃত হইয়াছে উরু - মহৎ + মান - আদর যাভ্যঃ = যাঁহাদিগের প্রতি ; অর্থাৎ রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ রাস-নৃত্যাদি এবং পরিহাস ও কটাক্ষাদি দ্বারা যে গোপবধূগণের বহুসমাদর করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'উন্মদান্ধাঃ'—উৎ = উৎকট, অর্থাৎ অতি প্রবল যে + 'মদ' = মোহ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট লব্ধ সমাদর হইতে জাত যে 'মদ' - চিত্তের অভিভূত অবস্থা, তাহা দ্বারা 'অন্ধাঃ' - বিবশাঃ (শ্রীধর)। অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ কিছুই দেখিতে পায় না, গোপবধূগণও শ্রীকৃষ্ণের সমাদরে এত অভিভূতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বয়ং যে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা অনুভব করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া 'যস্যকৃতং অনুকৃতবত্যঃ' = শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণাদি কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপবধূরা তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই গোপ-বধূগণ 'যস্য প্রকৃতিং অগন্—যে শ্রীকৃষ্ণের 'প্রকৃতিং' = স্বরূপং (শ্রীধর) 'অগন্ = অগমন্ ; অর্থাৎ যে প্রেম ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা সেই অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন (বিশ্বনাথ)। কিল = ইহা প্রসিদ্ধ আছে। রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ার পর এই 'তন্মনস্কাঃ তদালাপাঃ তদ্বিচেষ্টাঃ তদাত্মিকাঃ' গোপীগণ আপনা আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া, তাঁহার বাল্য এবং কৈশোর লীলার কার্য্যাবলীর

অনুকরণ করিয়াছিলেন, এবং সেই তন্ময়তা হইতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত প্রেমকে লাভ করিয়াছিলেন।

ভীষ্মের অভিপ্রায়—বিশ্বনাথ বলেন যে, ভীষ্মের অভিপ্রায় এই ছিল যে, অতিমন্দ অসুরগণও আপনার সাজুয্য-মুক্তি লাভ করিয়াছে; এবং যে প্রেম আপনার স্বরূপ, গোপবধূগণ সেই অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আমি ঐ উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী; অতএব আমি আপনাব সারথ্যলীলার মাধুর্য্য দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সেই লীলায় প্রকটিত প্রেমকে লাভ কেন না করিব?

'মুনিগণ-নৃপবর্য্য-সঙ্কুলে'—'নৃপবর্য্য' = নৃপগণের মধ্যে যাঁহারা 'বর্য্য' = শ্রেষ্ঠ (বর্য্য = পূজ্য, বৃ = সমাদর করা) 'সঙ্কুলে'—ব্যাপ্তে, বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ নরপতি এবং মুনিগণের আগমনে যে রাজসূয়-যজ্ঞস্থল তাঁহাদিগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 'অন্তঃসদসি'—সভার মধ্যে; 'ঈক্ষণীয়ঃ'—'অহোরূপং, অহো মহিমা' ইত্যেবং আশ্চর্য্যেন বিলোকনীয়ঃ (শ্রীধর)। মুনিগণ এবং শ্রেষ্ঠ রাজগণ বিস্মিত হইয়া আপনার যে রূপ এবং যে অনন্ত মহিমাকে বিস্মিতভাবে দর্শন করিতেছিলেন; 'অর্হণং—সম্মানার্ঘ্যং। 'উপপেদে'—উপ = সমীপে + পেদে = লাভ করিয়াছিলেন; (পদ্ = যাওয়া) 'উপ' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে সভাস্থ সকলে আপনার মহিমায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মানার্ঘ্য আপনার সমীপেই আনীত হইয়াছিল। 'এষঃ আত্মা'—শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে রহিয়াছেন, তিনিই 'আত্মা' = জগতের আত্মা, অর্থাৎ জীবনস্বরূপ (শ্রীধর); 'আমার প্রাণনাথ' (বিশ্বনাথ)। 'মম দৃশিগোচরঃ'—আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া; 'আবিঃ [এব বর্ত্ততে']—প্রকটভাবে রহিয়াছেন, অতএব অহো মে ভাগ্যং (শ্রীধর); আবিঃ = প্রকাশিত, আমার প্রাণনাথ চিন্ময় হইয়াও স্থূলরূপ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের এতই কৃপা যে, তিনি বৈরীগণকেও নিজ রূপের মাধুর্য্য প্রদর্শন করাইয়া

তাঁহাদিগকে সারূপ্যমুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, গোপবধূগণকে রাসনৃত্যাদি, ও মধুর বাক্য এবং প্রণয়াবলোকন দ্বারা তিনি এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া, যে প্রেম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ সেই প্রেমকে লাভ করিলেন। অতএব ভীষ্ম প্রার্থনা করিতেছেন যে, সারথ্যলীলায় যে সখ্যভাবাত্মক প্রেম প্রকটিত হইয়াছিল, সেই প্রেমের স্বরূপ অনুভব করিয়া ভীষ্মের মন যেন সেই প্রেমেই নিমজ্জিত হয়। অর্থাৎ ভীষ্ম নিজেও যেন গোপবধূগণের ন্যায় সখ্যভাবাত্মক প্রেমের স্বরূপকে লাভ করিতে পারেন। ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সভা মুনিগণ এবং শ্রেষ্ঠ রাজগণ দ্বারা পূর্ণ ছিল। সমবেত সেই সকল রাজগণাদি যে রূপের অলৌকিক মাধুর্য্য এবং অনন্ত মাহাত্ম্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সসম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণকে 'অর্হন' অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যে শ্রীকৃষ্ণ জগতের জীবন, এবং যিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি চিন্ময় হইলেও স্থূলরূপ ধারণ করিয়া আমার চর্ম্মচক্ষুর অগ্রে স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকটিত করিলেন। অতএব অহো! আমার কি অসাধারণ সৌভাগ্য!

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥৪২

(৪২) [অন্বয়] আত্মকল্পিতানাং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতং প্রতিদৃশং অর্কঃ ইব নৈকধা [প্রতীতং] একং অজং ইমং তং বিধূতভেদমোহঃ অহং সমধিগতোঽস্মি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'আত্মকল্পিতানাং' আত্মনা = স্বয়ং এব 'কল্পিতানাং' = রচিতানাং; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যে দেহ-ধারিগণের 'শরীর' রচনা করিয়াছেন; 'শরীরভাজাং'—স্থূল, সূক্ষ্ম

প্রভৃতি দেহধারিগণের 'হৃদি হৃদি'—প্রতি দেহধারীরই 'হৃদি' = অন্তরে ; 'ধিষ্ঠিতং' – অধিষ্ঠিতং, 'অধি' = অধিকৃত্য অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে + স্থিতং। সূর্য্য যদিও একটি, কিন্তু 'প্রতিদৃশং' = প্রতিজীবের দৃষ্টিতে, অর্থাৎ নেত্র দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া, যেরূপ 'নৈকধা' = অনেকধা (শ্রীধর) বহু-রূপে প্রতীয়মান হন, সেইরূপ 'নৈকং অজং ইমং = কেবল শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বে আছেন অপর কিছুই নাই। তিনিই বিশ্বমূর্ত্তি। সুতরাং জীব তাঁহা হইতে বিভিন্ন নয়, এবং দেহধারিগণও পরস্পর হইতে বিভিন্ন নয়। যেরূপ অগ্নি হইতে বহু বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া, তাহারা সকলেই ঐ অগ্নির অংশভাবেই বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, সকল বস্তুই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাঁহারই অংশভাবে রহিয়াছে।

ভেদমোহ—স্তব করিতে করিতে ভীষ্মের মনে যখন এই ধারণা সাতিশয় প্রবল হইল, তখন তিনি 'বিধূতভেদমোহঃ' অবস্থা লাভ করিলেন। 'ভেদমোহঃ'—যখন আমরা নিজের দেহ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ ভাবি, সেই ধারণাকে 'ভেদ'ভাব বলে। ঐ ধারণা উপস্থিত হইলেই দেহের প্রতি 'আত্মভাব' অর্থাৎ 'অহং'-জ্ঞান হয় ; ঐ ভাবকে 'অস্মিতা'-নামক অবিদ্যা বলে ; এবং সেই দেহাত্ম-ভাব উৎপন্ন হওয়ার পর 'অস্মিতা'-নাম্নী ঐ অবিদ্যা প্রবল হইয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। ঐ আচ্ছন্ন অবস্থার নামই 'মোহ'। অতএব উপরোক্ত ভেদভাব হইতে যে বহির্ম্মুখী বৃত্তির প্রাবল্য হয়, তাহাকেই ভেদমোহ বলে।

'বিধূত'—অপগত ; 'বি' = সম্পূর্ণরূপে + ধূ = কম্পিত (ধূ = কাঁপান)। কোন বৃক্ষকে 'কাঁপাইলে' তাহার মূল শিথিল হওয়াতে গাছটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং এইরূপে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ঐ গাছের মূল 'বি' = সম্পূর্ণরূপে শিথিল হইয়া অবশেষে গাছটি মরিয়া যায়। আমাদিগের চিত্তে ক্রমে ক্রমে ভক্তি এবং জ্ঞান যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে অবিদ্যার প্রভাবও

ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়, এবং অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অপগত হয়। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা কোন বৃক্ষের মূল শিথিল করিয়া তাহার বিনাশ যেরূপে হয়, অবিদ্যায় অপগমও সেইরূপ সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ সাধিত হইয়া থাকে। এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই 'বিধূত' পদের প্রয়োগ ভাগবতে অনেক শ্লোকে দেখা যায়।

ইমং = আমার সম্মুখস্থিত এই শ্রীকৃষ্ণই, যিনি সর্ব্ববস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। 'সমধিগতোঽস্মি'—'সং' = সম্পূর্ণরূপে + অধি = অধিকৃত্য + 'গতোঽস্মি' = প্রাপ্ত হইলাম। আপনার বস্তুকে লোকে যেরূপ অধিকার করে, আমিও শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপ নিজের বস্তুর ন্যায় (তিনি আমার এবং আমি তাঁহার এই ভাবে) অধিকার করিলাম। কারণ এখন আমার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ভেদভাব অপগত হইয়াছে।

এক ব্রহ্মকে লোকে কিরূপে বহু মনে করে তাহার উপমা দেখাইবার জন্য বলিলেন 'প্রতিদৃশং অর্কঃ ইব ন একধা প্রতীতং'—প্রতি জীবের মস্তকের উপরিভাগে একমাত্র সূর্য্য আছেন বটে, কিন্তু ঐ সূর্য্যকে দেখিয়া প্রত্যেকেই মনে করেন যে, যে সূর্যাটিকে তিনি দেখিয়াছেন, কেবল সেইটিই আছেন। এইরূপে এক সূর্য্যই 'অধিষ্ঠানভেদাৎ অনেকধা' (শ্রীধর) বহু বোধ হন। অর্থাৎ কলিকাতায় একটি, দিল্লীতে একটি, বোম্বাইতে আর একটি সূর্য্য আছেন, এইরূপে এক সূর্য্যই বহু বোধ হন। সেইরূপ এক ব্রহ্মই এই বিশ্বে বস্তুভেদে বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—স্তব সমাপ্ত করিবার সময় ভীষ্ম বলিলেন যে, যিনি (অর্থাৎ যে ব্রহ্ম) স্বয়ং জন্মরহিত, কিন্তু নিজের মায়াশক্তি দ্বারা, সৃষ্ট স্থূল, এবং সূক্ষ্ম দেহধারিগণের সকলেরই অন্তরে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার সেই স্বরূপ অনুভব করিয়া আমার 'ভেদমোহ' (শব্দার্থে দ্রষ্টব্য) সম্পূর্ণভাবে অপগত হইয়াছে। আমার সম্মুখে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণই যে সেই ব্রহ্ম, ইহাও আমি অনুভব

করিয়াছি ; শ্রীকৃষ্ণ আমার এবং আমি শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবও এখন আমার মনে সঞ্জাত হইয়াছে, অতএব আমি এখন তাঁহাকে আপন বস্তুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীভগবানকে এই প্রকার সম্পূর্ণ-রূপে প্রাপ্তির ভাব বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং বিমলা ভক্তি হইতেই মনের মধ্যে উৎপন্ন হয় ; উহাকেই বলে সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম-স্বরূপ-লাভ।

ভীষ্মের পরম সিদ্ধি-লাভ—স্তবের সময় ধ্যান-ধারণাদি করিতে করিতে সাধকের কিরূপ ক্রমোন্নতি হয়, তাহার পরিচয় ভীষ্মের স্তব হইতে পাওয়া যায়। ভীষ্ম পরম ভক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার বিশাল জ্ঞানও ছিল। কেবল 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' থাকিলেই মৃত্যুকালে পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপের সহিত মিলন হয় না। ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মে স্থাপন করাও আবশ্যক। চিত্তকে যে পরিমাণে ব্রহ্মে স্থাপন করিতে পারা যায়, চিত্তে সেই পরিমাণে ব্রহ্মস্বরূপের স্ফুরণ হইয়া সিদ্ধিলাভের মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

৩২ শ্লোকে ভীষ্ম আপনার মতিকে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন করার পর যাহাতে 'রতি'র অর্থাৎ প্রেমের অধিকতর স্ফুরণ হয় সেইজন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ৩৪—৩৯ শ্লোকে ঐ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তিম সময়ে কেবল 'জ্ঞান' দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা না করিয়া, 'ভক্তি' ('রতি'র নামই ভক্তি) দ্বারাই ভীষ্ম আপন চিত্তকে ব্রহ্মে স্থাপনরূপ সিদ্ধি-লাভের চেষ্টা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সারথিরূপে প্রকটিত সখ্যভাব এবং সেই রূপের লীলাতে যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণ নিজের সখা অর্জ্জুনের প্রতি যে বাৎসল্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা শ্রীহরির পূর্ব্বপার্ষদ ভীষ্মের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ভীষ্ম যতই সেই লীলার নব নব উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেমও ততই প্রবৃদ্ধ হইয়া, ক্রমশঃ ভীষ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অপর অপর মাধুর্য্য-নিচয় অনুভবেও সক্ষম করিল (৪০—৪১ শ্লোক)। এই ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানেরও অধিকতর স্ফুরণ হওয়াতে অবশেষে ভীষ্মের চিত্ত

হইতে ভেদমোহ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ 'নিস্কল-ব্রহ্ম'-স্বরূপ-প্রাপ্তি বলে।

সাধনমার্গে নারদ-বাক্যের পোষকতা—ব্যাসকে উপদেশ-দান উপলক্ষে আত্মচরিত বর্ণনার সময় নারদ বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে ভক্তি হইতেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের স্ফূরণ হয় ; ভীষ্মের অন্তিম দশায়ও সেই বাক্যের পোষকতা হইল। বস্তুতঃ এই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য ভক্তি হইতে বিভিন্ন নয়। এই তিন বস্তুই ব্রহ্মের ত্রিবিধ রূপমাত্র।

ভক্তিমার্গে সাধনা জ্ঞানমার্গের বিরোধী নহে—যদি বল কেন, ভীষ্ম ত জ্ঞানমার্গে সাধনা করিয়াও এই ফললাভ করিতে পারিতেন ; তাহার উত্তর এই যে, যাঁহারা জ্ঞানমার্গে সাধনার চরম সীমায় পৌঁছিতে পারেন, তাঁহারাও এই প্রকার ফলই পান। কিন্তু কয়জন সেই চরমসীমা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন? স্বয়ং ব্যাস এবং শুকদেবও জ্ঞান-পন্থা দ্বারা যে সীমায় যাইতে পারেন নাই, তাহা সাধারণ লোকে কি পারিবে? জ্ঞানমার্গে পূর্ণ-সিদ্ধিলাভ অতি দুঃসাধ্য বলিয়াই ভগবানের অলক্ষ্যশক্তি দ্বারা ব্যাসের মনে অপ্রসন্নতা সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ব্যাস নারদের নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইয়াছিলেন ; এবং পরমজ্ঞানী শুকদেবও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদিগের পদানুসরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

সূত উবাচ।

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোঽন্তঃশ্বাস উপারমৎ ॥৪৩

(৪৩) [অন্বয়] [সঃ ভীষ্মঃ] এবং ভগবতি আত্মনি কৃষ্ণে মনোবাক্ দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ আত্মানং আবেশ্য অন্তশ্বাসঃ [সন্] উপারমৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভগবতি কৃষ্ণে'—যে কৃষ্ণ প্রাকৃত মানব নহেন, যিনি স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ, তাঁহার

প্রতি ; 'আত্মনি' = যিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে জীবনস্বরূপ হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন ; 'আত্মানং আবেশ্য'—নিজে, 'আত্মানং = মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সকলকে, + 'আবেশ্য' = 'আ' সর্ব্বতোভাবে + বেশ্য স্থাপন করিয়া ; কিরূপে স্থাপন করিলেন ? তাই বলিতেছেন যে, 'মনোবাক্ দৃষ্টিভিঃ'—'মন' দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য মাধুর্য্যাদির ধারণা, 'বাক্' অর্থাৎ বাক্য দ্বারা ঐ সকল কীর্ত্তন, এবং 'দৃষ্টি' অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা তাঁহার মূর্ত্তিদর্শন করিতে করিতে, ভীষ্মের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদি অপর সকল বস্তু হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপিত হইল। 'অন্তঃশ্বাসঃ'—ভীষ্মের প্রাণবায়ু ক্রমে অন্তরে লীন হইল, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য ক্রমে বন্ধ হইল, এবং তিনি সেই সময়ে 'উপারমৎ'—তাঁহার বহির্বৃত্তিসকলের কার্য্যও বন্ধ হইয়া গেল। অর্থাৎ প্রথমে বাক্য ও দৃষ্টির কার্য্য বন্ধ হইল, তৎপরে ক্রমে মনের কার্য্যও বন্ধ হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এই পূর্ণ-বিশ্বাসে ভীষ্ম নিজের মনে তাঁহার মাধুর্য্য এবং মাহাত্ম্য ধ্যান ধারণা করিতে করিতে, বাক্য দ্বারা তাঁহার গুণগান এবং চক্ষু দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শন করিতে করিতে, তাঁহার মন, বুদ্ধি এবং দেহের সকল বৃত্তিই সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপিত হইল। ক্রমে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য বন্ধ হইয়া বহির্বৃত্তি-সকলের (অর্থাৎ বাক্য, দৃষ্টি প্রভৃতির) কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। অবশেষে তাঁহার মনের কার্য্যও বন্ধ হইতে লাগিল।

সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তুষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥৪৪

(৪৪) [অন্বয়] ভীষ্মং নিষ্কলে ব্রহ্মণি সম্পদ্যমানং আজ্ঞায় দিনাত্যয়ে বয়াংসি ইব তে সর্ব্বে তুষ্ণীং বভূবুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নিষ্কলে'—নিরুপাধৌ ব্রহ্মণি (শ্রীধর)। 'নিষ্কল' পদের অপর অর্থ নিঃ = নিঃশেষ হইয়াছে + 'কলা' সকল যাহাতে ; অর্থাৎ ষোড়শকলা যাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, অতএব

যিনি পূর্ণব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপধারী শ্রীহরিতে। বিশ্বনাথ বলেন যে ভীষ্ম সাজুয্য-মুক্তি কামনা করেন নাই। তিনি পূর্ব্বে শ্রীহরির পার্ষদ ছিলেন; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যলীলায় মুগ্ধ হইয়া সেই পার্ষদত্বই কামনা করিয়াছিলেন, এবং ঐ পার্ষদত্বই লাভ করিলেন। 'সম্পদ্যমানে'—সং = সর্ব্বতোভাবে + পদ্যমান = গমন করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া (পদ্ = যাওয়া + শানচ্ প্রত্যয়, গমন করিতেছেন)। ভাবার্থ এই যে, যেমন ধীরে ধীরে ভীষ্মের জীবন দেহ হইতে বহির্গত হইতেছিল, সেইরূপ ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় ভীষ্ম পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরির পার্ষদ-ভাবাপন্ন হইতেছিলেন, এই বিষয় 'আজ্ঞায়'—সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়া; 'তে সর্ব্বে'—যুধিষ্ঠিরাদি সকলে। 'দিনাত্যয়ে'—দিবাবসানে (অত্যয়—অতি = অতিক্রম করিয়া + ই = যাওয়া); 'বয়াংসি'—পক্ষিগণ।

ব্যাখ্যা—যেমন ধীরে ধীরে ভীষ্মের জীবন দেহ হইতে বহির্গত হইতেছিল, তিনিও তেমনি অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় শ্রীহরির পার্ষদভাবাপন্ন হইতেছেন ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়া, যেরূপ দিবাবসানে পক্ষীসকল নিস্তব্ধ হয়, যুধিষ্ঠিরাদি সকলে তখন সেইরূপ নিঃশব্দে অবস্থান করিলেন।

তত্র দুন্দুভয়ো নেদুর্দেবমানববাদিতাঃ।
শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥৪

(৪৫) [অন্বয়] তত্র দেবমানববাদিতাঃ দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ খাৎ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ পেতুঃ রাজ্ঞাং [মধ্যে যে] সাধবঃ [তে] [ভীষ্মং] শশংসুঃ।

ব্যাখ্যা—ঐ স্থানে স্বর্গ হইতে দেবগণ এবং মর্ত্ত্যে মানবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিলেন; অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং উপস্থিত রাজগণের মধ্যে যাঁহারা সাধু ছিলেন, তাঁহারা ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্ত্তং দুঃখিতোঽভবৎ ॥৪৬
তুষ্টুবুর্মুনয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদ্গুহ্যনামভিঃ।
ততস্তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃ পুনঃ ॥৪৭
ততো যুধিষ্ঠিরো গত্বা সহকৃষ্ণো গজাহ্বয়ম্।
পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীম্ ॥৪৮
পিত্রা চানুমতো রাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিররাজ্যোপলম্ভো
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(৪৬-৪৮) [অন্বয়] হে ভার্গব! সম্পারেতস্য তস্য নির্হরণাদীনি কারয়িত্বা যুধিষ্ঠিরঃ মুহূর্ত্তং দুঃখিতঃ অভবৎ। হৃষ্টাঃ, মুনয়ঃ তদ্গুহ্যনামভিঃ কৃষ্ণং তুষ্টুবুঃ। ততঃ তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ [মুনয়ঃ] পুনঃ স্বাশ্রমং প্রযযুঃ। সহকৃষ্ণঃ যুধিষ্ঠিরঃ ততঃ গজাহ্বয়ং গত্বা পিতরং তপস্বিনীং গান্ধারীং চ সান্ত্বয়ামাস। বিভুঃ রাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ [সন্] পিত্রা অনুমতঃ পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ধর্ম্মেণ চকার।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
অন্বয়ে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভার্গব'—ভৃগুনন্দন শৌনক; সম্পরেত—মৃত; নির্হরণ—দাহ (নির্+হৃ-হরণকরা' সম্পূর্ণরূপে দেহাদির বিনাশ যাহা দ্বারা হয়); মুহূর্ত্তং-ক্ষণকাল, ভীষ্মের মুক্তিলাভ হইয়াছে, এই চিন্তায় তাঁহাদিগের দুঃখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। তদ্গুহ্যনামভিঃ—শ্রীকৃষ্ণের লীলারহস্যজ্ঞাপক নামসকল

কীর্ত্তন দ্বারা (যথা 'গোবর্দ্ধনধারী', 'মুকুন্দ' প্রভৃতি নাম দ্বারা)। তুষ্টুবুঃ—স্তব করিয়াছিলেন; 'পিতরং'—জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে; 'তপস্বিনী'—তাপযুক্তা, শোকাতুরা; 'পিত্রা অনুমতঃ'—ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া; যদিও যুধিষ্ঠিরের রাজ্য 'পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ, তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার অনুমতি লইয়া যুধিষ্ঠির নিজ রাজ্য অধিকার করিলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
শ্রীতোষিণী টীকায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—সূত ভৃগুবংশীয় শৌনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ভীষ্মের দেহত্যাগের পর তাঁহার সৎকার করাইয়া যুধিষ্ঠির দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ভীষ্ম প্রদত্ত উপদেশ, তাঁহার স্তবের উৎকর্ষ, এবং ভীষ্ম যখন পূর্ণব্রহ্মে লীন হন, তখন সেই দৃশ্য স্মরণ করিয়া, যুধিষ্ঠির শোক সম্বরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে হৃষ্ট, কৃষ্ণপ্রাণ মুনিগণ তাঁহার লীলারহস্যজ্ঞাপক নামসকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া, আপন আপন আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, জ্যেষ্ঠতাতকে এবং শোকসন্তপ্তা গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে বাসুদেবের অনুমতি লইয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রেরও অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনীতির অনুসরণপূর্ব্বক পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
ব্যাখ্যায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার অনুসরণে

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্ এবং তৎসংসৃষ্ট গ্রন্থাবলী

এই সকল গ্রন্থে মূল শ্লোক, অন্বয়, বাঙ্গালা-শব্দার্থ ও রসবিবৃতি এবং শ্লোকের সরল বাঙ্গালা-ব্যাখ্যা এবং প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতি পুস্তকের ভূমিকায় সমগ্র গ্রন্থের মর্ম্মও আলোচিত হইয়াছে। শ্লোকের সংস্কৃত শব্দের অর্থ-বোধ না হইলে, ভাগবতের অমৃত-আস্বাদ-লাভ হয় না। এই জন্য শ্লোকের শব্দগুলির অর্থ বিশদ বাঙ্গলায় বিবৃত হইয়াছে, এবং কঠিন শব্দের ধাতুর অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি বাঙ্গলায় দেওয়া হইয়াছে, এবং পরিশিষ্টে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

[পুস্তকের তালিকা]

শ্রীমদ্ভাগতম্ ১ম স্কন্দ

(১)	প্রথম খণ্ড (১-৯ অধ্যায়) প্রায় ৩৬০ পৃষ্ঠা	২১
(২)	দ্বিতীয় খণ্ড (১০-১৯ অধ্যায়) এই খণ্ডের পরিশিষ্টে সমগ্র প্রথম স্কন্দের উপর শ্রীধর স্বামীর টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (যন্ত্রস্থ)	২১
(৩)	নারদ (৪-৬ অধ্যায়) [নারদ কথিত আত্মচরিত ও ভক্তিমাহাত্ম্য]	৸৹
(৪)	কুন্তীর এবং ভীষ্মের স্তব (৮-৯ অধ্যায়)	৸৹
(৫)	পরীক্ষিৎ (১৬-১৯ অধ্যায়) [যন্ত্রস্থ]	৸৹

শ্রীমতী অমরবালা দেবী

রচিত

ধর্ম্মমূলক দৃশ্যকাব্য

(১) দেবী মাহাত্ম্য

(শুম্ভ নিশুম্ভ বধ নাটক)

শ্রীযুক্ত রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ লিখিত ভুমিকা সম্বলিত। মূল্য ॥০

বাঙ্গালীর নিত্যপাঠ্য চণ্ডীর মর্ম্ম এই নাটকে অতি সুমধুর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। মায়া-শক্তির বিরাট মূর্ত্তি, বিদ্যা-শক্তির উজ্জ্বল প্রতিভা, এবং মায়ামুগ্ধ জীব-শক্তির ভীষণ রূপ পাঠককে মুগ্ধ করে।

শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর অভিমত—

গ্রন্থ লেখিকার শিক্ষা, দীক্ষা সামান্য নহে; ইঁহার শব্দের উপর অধিকারও অসামান্য। তিনি যেখানে গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার চল-চঞ্চল ভাষা সংস্কৃতের ঝঙ্কার ও শব্দ-সম্পদ আনয়ন করিয়াছে, যেখানে ভূতের নৃত্য ও প্রেতসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, সেখানে আমাদের লৌকিক ভাষার এরূপ স্বচ্ছন্দগতি ও হট্ট-কোলাহলের দ্রুত ছন্দ দেখাইয়াছেন, যে তাহাতে আমাদের বাঙ্গলা ভাষা যে কত বিচিত্র-রূপশালিনী, তাহা স্পষ্টই দেখা যা:!

কখনও কখনও, যুদ্ধের বর্ণনায় মহামায়ার বিরাট মূর্ত্তি দার্শনিকের ভাষা আশ্রয় করিয়া মহীয়সী হইয়াছে। এই লেখিকার ভাষা অবাধগতি, মনের ভাব বুঝাইতে বিশেষরূপ শক্তিশালিনী—কখনও চপল, কখনও উদ্দণ্ড, কখন দর্শন ব্যাখ্যায় নিগূঢ় সম্পদময়ী, কখন হাস্যোচ্ছ্বাসে তরল। আমাদের বাঙ্গলা ভাষা যে কত বিচিত্র রূপশালিনী, তাহা সুস্পষ্টই দেখা যায়।

এই নাটক খানির অসুর সত্য যুগের অসুর নহে, তাহা সর্ব্বকালের অসুর—তাহা বহির্ম্মুখী মানব-মন। এই তত্ত্বের সঙ্গে ভাগবত-দর্শনের সমাবেশ হইয়া পুস্তকখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে।

(২) বামন ভিক্ষা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। মূল্য ॥০

তর্কভূষণ মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীভগবানের বামনাবতারের যে নিগূঢ় তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা হিন্দুমাত্রেই পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিমত

পৌরাণিক ধর্ম্মময় আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী এই দৃশ্যকাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে 'বামন-ভিক্ষার' গূঢ় রহস্য দার্শনিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে। উচ্চ দার্শনিকতার কর্কশ ভাবের গন্ধমাত্রও ইহাতে পাওয়া যায় না, প্রত্যুত সুকবিজনোচিত নব নবোন্মেষশালিনী কল্পনার লালিত্যে ও সরল পদবিন্যাসে ইহা কঠিন দার্শনিক সিদ্ধান্তকেও কোমল এবং সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই হৃদয়াকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণে এই অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র নাটকের রচয়িত্রী সর্ব্বথা বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাবর্গের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন।

সিদ্ধ ভক্ত সদানন্দ তাঁহার দার্শনিক-ভাব-প্রবণ কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শ্রীবামনদেবের সহিত এই সদানন্দের কথোপকথনটি বড়ই উপভোগ্য ও বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তির পরিণতিদশায় ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর ব্যবহার যে কিরূপ লোকাতীত মাধুর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা এই কথোপকথন-প্রসঙ্গে এমনি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে।

অপাঠ্য কুপাঠ্য ও দুষ্পাঠ্য রাশি রাশি নাটক নভেলের এই একচ্ছত্র রাজত্বের যুগে এই সরল ও সদাদর্শমণ্ডিত আধ্যাত্মিক নাটক লিখিয়া যিনি সাধারণের মধ্যে সমাজ-হিতকর ধর্ম্মচিন্তার মধুর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, হিন্দু গৃহিণীর আদর্শ সেই শিক্ষিতা বঙ্গকুলললনা আস্তিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে যে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হা তাহা কে না স্বীকার করিবে?

প্রাপ্তিস্থান।

২৪ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী।

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

রামকৃষ্ণ-মিসন ছাত্রনিবাস

৭নং হালদার লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

সেন রায় কোম্পানি।

কর্ণওয়ালিস বিল্‌ডিংস্ (ঠনঠনিয়া) কলিকাতা।

কমলা বুক ডিপো।

১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

মনমোহন লাইব্রেরী।

২০৩।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি,

১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

কাত্যায়নী মেসিন প্রেস—৩৯।১নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।